EDU-JOB-FIN-TECH BANGLADESH
/EduJob2018
EDU-JOB-FIN-TECH BANGLADESH
Boighar
e book for bd.blogspot.com

২১ নভেম্বর জাতীয় সশস্ত্রবাহিনী দিবস

বিসিএস প্রিলি. লিখিত ও ভাইভাসহ বিভিন্ন চাকরিপ্রত্যাশীদের প্রস্তুতির জন্য

# ওরাকল BCS

বইঘর নিবেদন

# জ্ঞানপত্র

www.facebook.com/EduJob2018

## Job Affairs

নভেম্বর-২০১৯

এ সংখ্যায় যা থাকছে

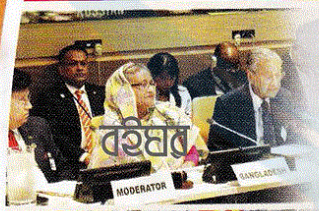

জাতিসংঘের ৭৪তম অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা
স্বাধীনতার দাবিতে আবারও ফুঁসছে কাতালোনিয়া
সিরিয়া থেকে মার্কিন সেনা প্রত্যাহার ও তুরস্কের সামরিক অভিযান
প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফর: ৭ সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর ও ৩ প্রকল্প উদ্বোধন
একজন হুইসেলবোয়ার এবং ট্রাম্পের অভিশংসন
চীনের প্রেসিডেন্টের ভারত-নেপাল সফর ও বৈশ্বিক প্রেক্ষিত
ব্রেক্সিট ইস্যু এবং যুক্তরাজ্যের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি
হংকংয়ের চলমান আন্দোলনের সর্বশেষ অবস্থা
হুতি হামলা ও মধ্যপ্রাচ্য সংকট
নোবেল পুরস্কার-২০১৯
গ্রেটা থুনবার্গ ও বিশ্ব পরিবেশ আন্দোলন
জীবনশিল্পী আবুল মনসুর আহমদ
প্রথম আধুনিক বাঙালি-মুসলমান কথাসাহিত্যিক : সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ
Drug Addiction and Its Impacts
Trade War and Its Impact on Bangladesh
অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার ও কিছু কথা
মোবাইল ব্যাংকিং ও বাংলাদেশ
স্ট্যাচু অফ লিবার্টি : যুক্তরাষ্ট্রকে দেওয়া ফ্রান্সের উপহার
বৃটিশ ভারতের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী (১৯২১-১৯৪০)
ওয়েস্ট নাইল : বাংলাদেশে আসা নতুন ভাইরাস
বৈদেশিক কর্মসংস্থান, রেমিটেন্স নিয়ে গৃহীত পদক্ষেপ ও ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ
প্রশ্ন সমাধান : প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের অধীন এনএসআই'র সহকারী পরিচালক পদে নিয়োগ-২০১৯
বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা নিয়োগ-২০১৯
প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের এক্সিকিউটিভ অফিসার (সাধারণ) পদে নিয়োগ-২০১৯

চাকরির বিজ্ঞপ্তিঃ bit.ly/ongoing job
ফেসবুক গ্রুপঃ Career Opportunity in Bangladesh

নিয়মিত বিভাগ
- সংক্ষিপ্ত টীকা
- Recent MCQ
- সাম্প্রতিক প্রশ্ন
- মানসিক দক্ষতা
- ইংরেজি সাহিত্য
- ভাইভা কর্নার
- পদক পুরস্কার
- ক্লিয়ার কনসেপ্ট
- বাংলা পত্রিকার ইতিহাস

EDU-JOB-FIN-TECH BANGLADESH
/EduJob2018
নিয়মিত আপডেট পেতে আমাদের fb গ্রুপ এ যোগ দিনঃ http://bit.ly/JoinCOB

Join FB Group "Career Opportunity in Bangladesh" : bit.ly/ Join COB


# ওরাকল BCS জ্ঞানপত্র

প্রতি মাসের জব প্রিপারেশন

নভেম্বর-২০১৯ • ৩য় বর্ষ • ৩২তম সংখ্যা


## এ সংখ্যার সূচি


জ্ঞানপত্র অক্টোবর, ২০১৯ সংখ্যার পরীক্ষার উত্তরপত্র ....২
সাম্প্রতিক প্রশ্নোত্তর ....৩
Recent MCQ ....৫
সাম্প্রতিক গুরুত্বপূর্ণ সংবাদচিত্র ....৭
নোবেল পুরস্কার-২০১৯ ....১১
বিসিএস ভাইভা প্রস্তুতি : বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ ....১২
বিসিএস ভাইভা তথ্য রাষ্ট্রবিজ্ঞান ....১৩
গুরুত্বপূর্ণ ভাইভা তথ্য : প্রশাসন ক্যাডার ....১৪
স্বাধীনতার দাবিতে আবারও ফুঁসছে কাতালোনিয়া ....১৫
সিরিয়া থেকে মার্কিন সেনা প্রত্যাহার ও তুরস্কের সামরিক অভিযান ....১৬
প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফর ৭ সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর, ৩ প্রকল্প উদ্বোধন ....১৭
জাতিসংঘের ৭৪তম অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ....১৮
একজন হুইসেলব্লোয়ার এবং ট্রাম্পের অভিশংসন ....১৯
হুতি হামলা ও মধ্যপ্রাচ্য সংকট ....২০
ব্রেক্সিট ইস্যু এবং যুক্তরাজ্যের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি ....২১
প্রিলি. পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতি: জীবনী ও সাহিত্যকর্ম ....২২
প্রিলি. পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতি: পৃথিবীর প্রাচীন সভ্যতা ....২৪
হংকংয়ের চলমান আন্দোলনের সর্বশেষ অবস্থা ....২৬
চীনা প্রেসিডেন্টের ভারত-নেপাল সফর ও বৈশ্বিক প্রেক্ষিত ....২৭
গ্রেটা থুনবার্গ ও বিশ্ব পরিবেশ আন্দোলন ....২৮
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীন এনএসআই এর সহকারী পরিচালক-২০১৯ ....২৯
বটবৃক্ষের ছায়া : বাংলা ব্যাকরণের গল্প ....৩৩
জীবনশিল্পী আবুল মনসুর আহমদ ....৩৪
ভাষা ও বাংলা ভাষা ....৩৫
প্রথম আধুনিক বাঙালি-মুসলমান কথাসাহিত্যিক : সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ ....৩৬
লিখিত প্রস্তুতি আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি ....৩৭
English Grammar : Noun and The Determiners ....৩৮
English Literature : Major Writers & Their Major Works ....৩৯
Drug Addiction and Its Impacts ....৪০
Trade War and its Impact on Bangladesh ....৪২
বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা-২০১৯ ....৪৩
বিসিএস প্রিলিমিনারি কম্পিউটার ও তথ্যপ্রযুক্তি : প্রযুক্তি : ই-মেইল, ফ্যাক্স ইত্যাদি ....৪৬
বিসিএস প্রিলিমিনারি সাধারণ বিজ্ঞান : আধুনিক পদার্থ বিজ্ঞান; এক্স-রে ও তেজক্রিয়তা ....৪৭
বাংলা পত্রিকার ইতিহাস দৈনিক আজাদ ....৪৮
ক্লিয়ার কনসেপ্ট ....৪৯
মানসিক দক্ষতা আলোচনা ....৫০
ব্যাংক ম্যাথ : শতাংশ ....৫১
Written Math for Bank Job ....৫২
গণিতে অনুশীলন সংখ্যায়ন ....৫৩
অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার ও কিছু কথা ....৫৪
বৈদেশিক কর্মসংস্থান, রেমিটেন্স নিয়ে গৃহীত পদক্ষেপ ও ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ ....৫৫
মোবাইল ব্যাংকিং ও বাংলাদেশ ....৫৬
বৃটিশ ভারতের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলি (১৯২১-১৯৪০) ....৫৭
স্ট্যাচু অফ লিবার্টি : যুক্তরাষ্ট্রকে দেওয়া ফ্রান্সের উপহার ....৫৮
ওয়েস্ট নাইল : বাংলাদেশে আসা নতুন ভাইরাস ....৫৯
নদী, উপসাগর, সাগর ও মহাসাগরের পৃথিবী ....৬০
প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক এক্সিকিউটিভ অফিসার (সাধারণ) - ২০১৯ ....৬১



**সম্পাদক**
শরিফুল হাসান

**সহকারী সম্পাদক**
তরিকুল ইসলাম

**গবেষক ও লেখক**

| | |
|---|---|
| হুমায়ুন কবীর | আবু নাসের টুকু |
| এম রফিকুল ইসলাম | খন্দকার আবুল বসার |
| আলাউদ্দিন ভূঁইয়া | জিল্লুর রহমান |
| মেহেদী হাসান | আহসান রেজা |
| নাফিস সাদিক | সাখাওয়াত হোসেন |
| আবু হোরায়রা | আমিনুর রহমান রাসেল |
| রাজীব কুমার ধর | গোলাম মোস্তফা |
| নাজমুল হোসাইন | আব্দুল মান্নান |
| প্লাবন বালা | ইয়াছির আরাফাত |
| টিপু সুলতান | আতাউর রহমান |
| মাহমুদ হাসান রনি | ফারুক হোসেন |
| গোলাম মোহাম্মাদ রাব্বানি | সলিম খান |
| ড. মেহেনাজ তাবাসসুম | ওয়াহিদুর রহমান |
| শারমিন সুলতানা দোয়েল | মিজানুর রহমান সবুজ |
| সাইফুল মোহাম্মদ | সরোয়ার হোসেন |

**সার্কুলেশন**
শহীদুল্লাহ খান

**প্রচ্ছদ**
সালাম তালুকদার


e book for bd. blogspot .com


**ডিজাইন**
সাইফুল ইসলাম ও আমির হোসেন

**বর্ণবিন্যাস**
মনির, কালাম, আফসার, ছাত্তার

মূল্য : বিশ টাকা মাত্র



**বিপণন**
ওরাকল BCS জ্ঞানপত্র
৩৮/২ক বাংলাবাজার
মান্নান মার্কেট (৩য় তলা)
ঢাকা-১১০০
ফোন-০১৭১৩২৩৯৮৪৪
**E-mail :** oracleganpatra@gmail.com


সম্পাদক কর্তৃক ওরাকল BCS, রাফিন প্লাজা (৭ম তলা), নীলক্ষেত, ৩/বি মিরপুর রোড, ঢাকা থেকে প্রকাশিত ও মুদ্রিত

www .facebook .com/ Edu Job 2018

Join FB Group "Career Opportunity in Bangladesh" : bit.ly/ Join COB

BOIGHAR.COM

Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!

Don't Remove This Page!

EXCLUSIVE

বই

SCAN

EDIT

ঘর

e book for bd. blogspot .com

Visit Us at boighar.com

If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

www .facebook .com/ Edu Job 2018

Join FB Group "Career Opportunity in Bangladesh" : bit.ly/ Join COB



স্বপ্নপূরণে ওরাকল আছে আপনার সাথে

ওরাকল BCS

ভর্তি চলছে

দেশের সকল শাখায়
- ৪১তম প্রিলি.
- ৪০তম লিখিত

# ওরাকল জ্ঞানপত্র অক্টোবর, ২০১৯ সংখ্যার অনুষ্ঠিত পরীক্ষার মেধাক্রম

### হেড অফিস, বকশী বাজার

| মেধাক্রম | নাম | আইডি নং | প্রাপ্ত নম্বর |
|---|---|---|---|
| ১ম | আতাউর রহমান | ৩৬৬ | ৮৫.৫ |
| ২য় | মিঠুন পাল | ৩২৭ | ৮৫.৫ |
| ৩য় | মারহুমা সুলতানা উর্মি | ৭৩৪ | ৮৫.৫ |

### কর্পোরেট অফিস, নীলক্ষেত

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১ম | নাইমুর রহমান | ৫৪ | ৯১.৫ |
| ২য় | মোহাম্মদ ইউসুফ | ৪১৬ | ৮৭ |
| ২য় | মো: মুসা আলী | ৭৪২ | ৮৭ |
| ৩য় | পাপিয়া আফরিন প্রিয়া | ৪১৮ | ৮৪.৫ |

### ফার্মগেট শাখা

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১ম | সোহাগ ঢালী | ২১০ | ৯২.৫ |
| ২য় | মাহফুজুর রহমান | ৬৩২ | ৯০.৫ |
| ৩য় | ইসমত হাবীব | ৫৪৩ | ৯০ |

### বাড্ডা শাখা

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১ম | সাইদুল ইসলাম | ০০৮ | ৯৬.৫ |
| ২য় | রবিউল আলম | ০১৪ | ৯৪.৫ |
| ৩য় | ফরহাদ হোসেন | - | ৯১.৫ |

### উত্তরা শাখা

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১ম | সাদ্দাম হোসাইন | ১০৫ | ৭৬ |
| ২য় | রনি | | ৭৬ |
| ৩য় | শিমুল + আব্দুল্লা | - | ৭১ |

### ময়মনসিংহ শাখা

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১ম | রুমা বিশ্বাস | ৪৬ | ৮১.৫ |
| ২য় | আরিফ হোসেন | ০৬ | ৮০ |
| ৩য় | মো: জুয়েল হাসান | ২৬ | ৭৮.৫ |

### বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় শাখা

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১ম | মো: তাওসিফ আল মুক্তাদির | ২৪ | ৭৮.৫ |
| ২য় | রবিউল ইসলাম | ৩৪৪ | ৭৬.৫ |
| ৩য় | সুফিয়া আক্তার সাথী | ১৭৩ | ৭৩.৫ |

### সাভার শাখা

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১ম | হাবিবা | ৩৭৫ | ৯১ |
| ২য় | লরেন্স | ৩২০ | ৮৭ |
| ৩য় | আনির রহমান | ২১৯ | ৮৬ |

### সিলেট শাখা

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১ম | চয়ন রায় | ২৫৭ | ৯০ |
| ২য় | মহিউদ্দিন তুহিন | ২৩৮ | ৮১ |
| ৩য় | আবুল বাশার জুয়েল | ০৮৮ | ৭৯.৫ |

### নারায়ণগঞ্জ শাখা

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১ম | রানী খাতুন | ১৫০ | ৮৬ |
| ২য় | ফারহানা আক্তার | ৫২৩ | ৮৪ |
| ৩য় | সাদিয়া ইসলাম স্বর্ণালি | ৫৩১ | ৮০ |

### চট্টগ্রাম শাখা

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১ম | মো: হাসিবুল ইসলাম | - | ৯০.৫০ |
| ২য় | আরিফুল আশিক বাপ্পি | | ৮৯.৫০ |
| ৩য় | উম্মে সুফিনা | - | ৮৬.৫০ |

### গোপালগঞ্জ শাখা

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১ম | কলি | ২০১ | ৭৮ |
| ২য় | সুকান্ত | ১০৮ | ৭৬ |
| ৩য় | সোমা | ২৬৮ | ৬৮ |

### খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১ম | চম্পক কুমার | ৩৩৩ | ৮৬ |
| ২য় | সেজুতী | ০৩৬ | ৮৫.৫ |
| ৩য় | সাবিহা | ৯১১ | ৮৪ |

### খুলনা (বয়রা) শাখা

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১ম | সনেট দাস | ৫২৭ | ৯৩ |
| ২য় | মনোকান্তি রায় | ৫২৬ | ৮৯ |
| ৩য় | নাইমা আক্তার | ৯৩০ | ৮৮ |

### কুমিল্লা শাখা

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১ম | মো: উবাইদুল হক | ৪৪৬ | ৮৫ |
| ২য় | সানজিদা আহমেদ | ৬৬ | ৮০ |
| ৩য় | আইরিন আক্তার | ৩০ | ৭৭ |

### দিনাজপুর শাখা

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১ম | রিপন চন্দ্র সরকার | ২৩১ | ৮৭ |
| ২য় | নাজমা আক্তার | ১৪৭ | ৮১ |
| ৩য় | সাক্লিবুজ্জামান | এক্সাম ব্যাচ | ৭৬ |

### কুষ্টিয়া শাখা

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১ম | ফেরদৌস মাহমুদ | ২২৬ | ৯২ |
| ২য় | সুমন আহমেদ | এক্সাম ব্যাচ | ৮৪.৫০ |
| ৩য় | স্বপ্না খাতুন | ১৯৯ | ৭৮.৫০ |

### জামালপুর শাখা

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১ম | মোস্তাফিজুর রহমান | ১৩৪ | ৯৭ |
| ২য় | হিয়া | ১৪৬ | ৯৫.৫ |
| ৩য় | লানজু আহমেদ | ১৪৫ | ৯৫ |

### সাতক্ষীরা শাখা

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১ম | মাসুদুর রহমান | এক্সাম ব্যাচ | ৮৮ |
| ২য় | মো: হাসানুজ্জামান | " " | ৮৩ |
| ৩য় | পিংকি সরকার | " " | ৭৬ |

### নেত্রকোনা শাখা

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১ম | রুজেল | ০১৪ | ৮৫ |
| ২য় | মোতাকব্বির হোসেন | ১৭০ | ৮১.৫ |
| ৩য় | শামীমা আক্তার সুমী | ১৭৬ | ৭৫.৫ |

### কিশোরগঞ্জ শাখা

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১ম | জান্নাতুল ফেরদৌস | ২৮৩ | ৮৭.৫ |
| ২য় | আসমাউল হোসনা | ২০৫ | ৮৭ |
| ৩য় | আলী হোসেন | ২৬৪ | ৮৬ |

### বগুড়া শাখা

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১ম | মেহেদী হাসান | [illegible] | [illegible] |
| ২য় | জেসমিন নাহার | [illegible] | [illegible] |
| ৩য় | বিথি রানি | [illegible] | [illegible] |

### ফরিদপুর শাখা

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১ম | হেলাল উদ্দিন | [illegible] | [illegible] |
| ২য় | লিমা খান | [illegible] | [illegible] |
| ৩য় | মো: রাশেদুল হক | [illegible] | [illegible] |

### নরসিংদী শাখা

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১ম | মো: রাজন চৌধুরী | [illegible] | ৯৪ |
| ২য় | পারভীন আক্তার | [illegible] | ৯১ |
| ৩য় | সীমা আক্তার | [illegible] | [illegible] |

### রংপুর শাখা

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১ম | ফারজানা সোহেলী | [illegible] | ৭৯ |
| ২য় | শিরিন অতিথি | [illegible] | ৭৮.৫ |
| ৩য় | ইলিয়াস হোসেন | [illegible] | ৭৭.৫ |

### গাজীপুর শাখা

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১ম | ফারজানা আক্তার | [illegible] | ৮৩.৫ |
| ২য় | সোহানুর রহমান | [illegible] | ৮০.৫ |
| ৩য় | সাবিকুন নাহার | [illegible] | ৮০ |

### ঝিনাইদহ শাখা

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১ম | নাজনীন আক্তার, ইমরান হোসেন | [illegible] | ৯২ |
| ২য় | নিপা মোনালিসা | ৫৮ | ৯১ |
| ৩য় | মনোয়ারা খাতুন | ৫০ | ৮৮ |

### গাইবান্ধা শাখা

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১ম | বেবি খাতুন | ৮৭১ | ৮৪ |
| ২য় | শাহিন আলম | ২০২ | ৭৮ |
| ৩য় | আনোয়ারুল ইসলাম | ২০৩ | ৭০ |

### পাবনা শাখা

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১ম | কামরুল হাসান | ২২ | ৮৩ |
| ২য় | ইমু | ৬৭ | ৭৫ |
| ৩য় | সুলতানা মহুয়া | ৫৪ | ৭৩ |

### বরিশাল শাখা

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১ম | রাবেয়া আক্তার | ১৯৩ | ৯৮ |
| ২য় | শারমিন নাহার স্বর্না | ২৪৫ | ৯৭ |
| ৩য় | শিরিন সুলতানা | ১৮১ | ৮৮ |

### সিরাজগঞ্জ শাখা

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১ম | রাশিদুল ইসলাম বাবু | ২১৮ | ৯৬ |
| ২য় | সাদ্দাম হোসেন/ রফিকুল ইসলাম | ০২৩/১৬৬ | ৯৫ |
| ৩য় | খুশি খাতুন | ১৪৬ | ৯৩ |

### ব্রাহ্মণবাড়িয়া শাখা

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১ম | পলি বর্ধন | ৪৪৯ | ৮১.৫ |
| ২য় | তাসলিমা আক্তার | ০২০ | ৭৮ |
| ৩য় | ফজলে রাব্বী | ৭৪১ | ৭৭.৫ |

## জ্ঞানপত্র অক্টোবর সংখ্যার উত্তরপত্র

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১. খ | ৭. ক | ১৩. ঘ | ১৯. খ | ২৫. ঘ | ৩১. ক | ৩৭. গ | ৪৩. ক | ৪৯. ক | ৫৫. ক | ৬১. ঘ | ৬৭. ক | ৭৩. গ | ৭৯. গ | ৮৫. খ | ৯১. ঘ | ৯৭. ঘ |
| ২. ঘ | ৮. গ | ১৪. ঘ | ২০. খ | ২৬. খ | ৩২. ঘ | ৩৮. ঘ | ৪৪. গ | ৫০. ঘ | ৫৬. খ | ৬২. খ | ৬৮. ক | ৭৪. ঘ | ৮০. ক | ৮৬. ক | ৯২. ঘ | ৯৮. ক |
| ৩. খ | ৯. ক | ১৫. ক | ২১. গ | ২৭. খ | ৩৩. গ | ৩৯. গ | ৪৫. গ | ৫১. গ | ৫৭. ক | ৬৩. খ | ৬৯. ক | ৭৫. খ | ৮১. খ | ৮৭. ঘ | ৯৩. ক | ৯৯. ক |
| ৪. ক | ১০. ঘ | ১৬. ক | ২২. গ | ২৮. ক | ৩৪. ক | ৪০. খ | ৪৬. গ | ৫২. গ | ৫৮. খ | ৬৪. ক | ৭০. ঘ | ৭৬. ক | ৮২. খ | ৮৮. গ | ৯৪. খ | ১০০. গ |
| ৫. ঘ | ১১. খ | ১৭. ঘ | ২৩. খ | ২৯. গ | ৩৫. গ | ৪১. ক | ৪৭. ক | ৫৩. ঘ | ৫৯. ঘ | ৬৫. খ | ৭১. ঘ | ৭৭. ঘ | ৮৩. গ | ৮৯. খ | ৯৫. খ | |
| ৬. ঘ | ১২. গ | ১৮. ঘ | ২৪. গ | ৩০. ক | ৩৬. গ | ৪২. খ | ৪৮. গ | ৫৪. খ | ৬০. ক | ৬৬. ক | ৭২. ঘ | ৭৮. ঘ | ৮৪. খ | ৯০. গ | ৯৬. খ | |

ওরাকল জ্ঞানপত্রের মাসিক পরীক্ষা সকলের জন্য উন্মুক্ত।
যারা ওরাকল বিসিএস এর শিক্ষার্থী নন তারাও নিকটতম শাখায় নির্ধারিত দিনে পরীক্ষা দিতে পারবেন।

e book for bd. blogspot .com www .facebook .com/ Edu Job 2018

# সাম্প্রতিক প্রশ্নোত্তর

## বাংলাদেশ

❖ বাংলাদেশের বিপক্ষে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সবচেয়ে বেশি ম্যাচ খেলেছেন কে?
– হ্যামিল্টন মাসাকাদজা (৭১ ম্যাচ)।

❖ সম্প্রতি দেশে আসা নতুন ভাইরাসের নাম কী?
– ওয়েস্ট নাইল ভাইরাস।

❖ সম্প্রতি উদ্ভাবিত নতুন জাতের চেরি টমেটোর নাম কী?
– বিউ চেরি টমেটো-১।

❖ সম্প্রতি নতুন জাতের 'বিউ চেরি টমেটো-১' এর উদ্ভাবক কে?
– অধ্যাপক মেহফুজ হাসান।

❖ সম্প্রতি ভারতের মর্যাদাপূর্ণ বিদ্যাসাগর পুরস্কার পান কে?
– সাবেক যোগাযোগমন্ত্রী সৈয়দ আবুল হোসেন।

❖ সম্প্রতি তরুণদের দক্ষতা উন্নয়নে অসামান্য সাফল্যের স্বীকৃতি হিসেবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কী পুরস্কার লাভ করেন?
– চ্যাম্পিয়ন অব স্কিল ডেভেলপমেন্ট ফর ইয়ুথ।

❖ আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বাংলাদেশের পক্ষে সবচেয়ে বেশি ফাইনাল খেলেছেন কে?
– মুশফিক ও মাহমুদউল্লাহ (৭টি করে)।

❖ বাংলা একাডেমির প্রথম নারী মহাপরিচালকের নাম কী?
– ড. নীলিমা ইব্রাহিম।

❖ সম্প্রতি আফ্রিকার দেশ বতসোয়ানায় জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়ক পদে নিয়োগ পেয়েছেন কে?
– বাংলাদেশের জিয়া চৌধুরী।

❖ কোন ক্ষেত্রে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা 'ঠাকুর শান্তি পুরস্কার-২০১৮' লাভ করেন?
– আঞ্চলিক শান্তি ও সমৃদ্ধি বজায় রাখায়।

❖ কোন দলের বিপক্ষে সবচেয়ে বেশি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলেছে বাংলাদেশ?
– ওয়েস্ট ইন্ডিজ (১২ টি)।

❖ বাংলাদেশের চট্টগ্রাম অঞ্চলে সম্প্রতি গরু নতুন কী ভাইরাসজনিত রোগে আক্রান্ত হয়েছে?
– লাম্পি স্কিন ডিজিজ।

❖ 'লাম্পি স্কিন ডিজিজ' সর্বপ্রথম কোথায় দেখা দেয়?
– ১৯২৯ সালে আফ্রিকা অঞ্চলে।

❖ বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে রচিত 'অগ্নিকন্যা', 'অগ্নিমানুষ' ও 'অগ্নিপুরুষ' উপন্যাসের রচয়িতা কে?
– কথাসাহিত্যিক ও সাংবাদিক মোস্তফা কামাল।

❖ ওয়ার্ল্ড কমিউনিকেটরস কাউন্সিল (ডাব্লিউসিসি) কোন শহরকে 'বিশ্ব কারুশিল্প শহর' হিসেবে ঘোষণা করেছে?
– প্রাচীন বাংলার রাজধানী ও মসলিনের শহর নারায়ণগঞ্জের ঐতিহাসিক সোনারগাঁকে।

❖ দেশের ২২তম মন্ত্রিপরিষদ সচিব হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন কে?
– খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম।

❖ কোন প্রতিষ্ঠান দেশের পুকুরে মাছ চাষের ঘটনাকে 'নীল বিপ্লব' বলে অভিহিত করেন?
– খাদ্যনীতিবিষয়ক আন্তর্জাতিক সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল ফুড পলিসি রিচার্স ইনস্টিটিউট (ইফপ্রি)।

❖ বর্তমানে দেশের কতজন মানুষ মাছ চাষ ও ব্যবসার সঙ্গে জড়িত?
– প্রায় ১ কোটি ৮০ লাখ।

❖ বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমির (বার্ড) নতুন মহাপরিচালকের নাম কী?
– মো. শাহজাহান।

❖ সম্প্রতি দেশের কোথায় নতুন ক্ষুদ্রতম স্তন্যপায়ী প্রাণী 'বামন চিকা'র সন্ধান পাওয়া যায়?
– চাঁপাইনবাবগঞ্জের সোনামসজিদ এলাকায়।

❖ বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ কর্পোরেশনের (পেট্রোবাংলা) নতুন চেয়ারম্যানের নাম কী?
– মো. রুহুল আমিন।

❖ ৯২তম অস্কারে বেস্ট ইন্টারন্যাশনাল ফিচার ফিল্ম বিভাগে বাংলাদেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করবে কোন ছবি?
– আলফা।

❖ অস্কারে অংশ নেওয়া 'আলফা' ছবির পরিচালক কে?
– নাসিরউদ্দিন ইউসুফ।

❖ বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে সৃষ্টিশীল নারী নেতৃত্বে শততম তালিকায় স্থান পেয়েছে কোন বাংলাদেশি?
– সায়মা ওয়াজেদ পুতুল।

❖ বাংলাদেশ ব্যাংক রেমিট্যান্স অ্যাওয়ার্ড লাভ করে কোন ব্যাংক?
– ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড (২০১৮ সালের জন্য)।

❖ ২০১৯ সালের মিস ওয়ার্ল্ড বাংলাদেশ- হয়েছেন কে?
– রাফা নানজিবা তোরসা।

❖ সম্প্রতি যৌথ মহড়া থেকে ফেরা বাংলাদেশের যুদ্ধজাহাজ দুটির নাম কী?
– স্বাধীনতা ও আলী হায়দার।

❖ জাতিসংঘের মানবাধিকার পরিষদে রোহিঙ্গা ইস্যুতে বাংলাদেশের বিপক্ষে ভোট দেন–
– চীন ও ফিলিপাইন।

❖ কথাসাহিত্যিক শওকত ওসমানের উপন্যাসকে কেন্দ্র করে পূর্ণদৈর্ঘ্য শিশুতোষ চলচ্চিত্র 'পঞ্চসঙ্গী' এর পরিচালক কে?
– জী-নেসার ওসমান।

❖ প্রধান বিচারপতির এজলাসে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি টাঙানো হয় কত তারিখে?
– ১ অক্টোবর, ২০১৯।

❖ বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটের বাণিজ্যিক সেবা শুরু হয় কত তারিখে?
২ অক্টোবর, ২০১৯।

❖ অস্ট্রেলিয়ার মেয়েদের বিগ ব্যাশ টি টোয়েন্টি লীগ খেলতে যাওয়া বাংলাদেশী দুই ক্রিকেটারের নাম কী?
– রুমানা আহমেদ ও নিগার সুলতানা জ্যোতি।

❖ সম্প্রতি কোন দুটি মন্ত্রণালয়কে একীভূত করে একটি একক মন্ত্রণালয় গঠনের সুপারিশ করেছে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটি?
– সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয় ও পর্যটনবিষয়ক মন্ত্রণালয়।

❖ বর্তমানে দেশে বাংলা দিনপঞ্জী অনুযায়ী ৩১ দিনে মাস হওয়া ৬ টি মাস যথাক্রমে–
– বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র ও আশ্বিন।

❖ সম্প্রতি জাপানের মেরিটাইম সেলফ ডিফেন্স ফোর্সের বাংলাদেশ সফরকারী জাহাজ দুটির নাম কী?
– বানজো ও তাকাশিমা।

❖ ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টি বোর্ডের নতুন চেয়ারপারসন কে?
– তামারা হাসান আবেদ।

❖ সম্প্রতি দেশের কোন বিশ্ববিদ্যালয় নিজস্ব মোবাইল অ্যাপস চালু করেছে?
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়।

## আন্তর্জাতিক

❖ বর্তমানে বিশ্বে মোট অভিবাসীর সংখ্যা কত?
– ২৭ কোটি ২০ লাখ।

❖ তিন সংস্করণের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সবচেয়ে বেশি ফাইনাল খেলেছেন কে?
– সনাৎ জয়সুরিয়া, শ্রীলঙ্কা (৪২ টি)।

❖ ২১ থেকে ২৩ সেপ্টেম্বর কোথায় জলবায়ু কর্ম সম্মেলন বা Climate Action Summit অনুষ্ঠিত হয়?
– যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহরে।

❖ ১৯৩৭ সালে সর্বপ্রথম কোথায় ওয়েস্ট নাইল ভাইরাস শনাক্ত করা হয়?
– আফ্রিকা মহাদেশের উগান্ডার ওয়েস্ট নাইল অঞ্চলে।

❖ ফ্রান্সের সাবেক প্রেসিডেন্ট জ্যাক শিরাক মারা যান কত তারিখে?
– ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০১৯।

❖ সম্প্রতি চীনে উদ্বোধন হওয়া স্টারফিশ আকৃতির আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের নাম কী?
– বেইজিং ডক্সিং ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট।

❖ সম্প্রতি চীনে উদ্বোধন হওয়া স্টারফিশ আকৃতির আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের স্থপতির নাম কী?
– ইরানের প্রখ্যাত স্থপতি জাহা হাদিদ।

Join FB Group "Career Opportunity in Bangladesh" : bit.ly/ Join COB


❖ আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) প্রধান হিসেবে নিয়োগ পাওয়া দ্বিতীয় নারী প্রধানের নাম কী?
– বুলগেরিয়ান অর্থনীতিবিদ ক্রিস্টালিনা জর্জিয়েভা।
❖ ২০২১ সালে বিশ্ব অ্যাথলেটিকস চ্যাম্পিয়নশিপ কোথায় অনুষ্ঠিত হবে?
– ইউজিন (যুক্তরাষ্ট্র)।
❖ সম্প্রতি কাকে ভারতের 'ডটার অব দ্য নেশন' উপাধি দেওয়া হয়?
– কিংবদন্তি সংগীতশিল্পী লতা মুঙ্গেশকরকে।
❖ উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লীগে এশীয়দের মধ্যে সর্বোচ্চ গোলদাতা কে?
– সন হিয়ুং-মিন, দক্ষিণ কোরিয়া (১২টি)।
❖ সম্প্রতি উদ্বোধন হওয়া 'কারতারপুর করিডর' কোথায় অবস্থিত?
– ভারত ও পাকিস্তান সীমান্তে।
❖ উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লীগে আফ্রিকান ফুটবলারদের মধ্যে সর্বোচ্চ গোলদাতা কে?
– দিদিয়ের দ্রগবা, আইভরিকোস্ট (৪৪টি)।
❖ সম্প্রতি কোথায় বিশ্ব যুব দাবা চ্যাম্পিয়নশিপ এর আসর বসে?
– ভারতের মুম্বাইয়ে।
❖ সম্প্রতি ঢাকায় নিয়োগ পাওয়া পাকিস্তানি নতুন হাইকমিশনারের নাম কী?
– ইমরান আহমেদ সিদ্দিকী।
❖ সম্প্রতি নিয়োগ পাওয়া ইন্দোনেশিয়ার প্রতিনিধি পরিষদের (পার্লামেন্টে) প্রথম নারী স্পিকারের নাম কী?
– পুয়ান মহারানি নক্ষত্র কুশ্যিলা।
❖ টেস্টে ওপেনার হিসেবে সবচেয়ে বেশি সেঞ্চুরি কার?
– সুনীল গাভাস্কার, ভারত (৩৩ টি)।
❖ ২০১৮ সালে সাহিত্যে নোবেল বিজয়ীর নাম কী?
– পোল্যান্ডের লেখক ওলগা তোকারচুক।
❖ ২০১৯ সালে সাহিত্যে নোবেল বিজয়ীর নাম কী?
– অস্ট্রিয়ার পিটার হ্যান্ড।
❖ ২০১৯ সালে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পান কে?
– ইথিওপিয়ার প্রধানমন্ত্রী আবি আহমেদ।
❖ টেস্ট ক্রিকেটে সবচেয়ে বেশি বার ২৫০ রান করেছেন কে?
– স্যার ডন ব্র্যাডম্যান, অস্ট্রেলিয়া (৫ বার)।
❖ সম্প্রতি 'আন্তর্জাতিক রোবট ডি চ্যালেঞ্জ' প্রতিযোগিতা কোথায় অনুষ্ঠিত হয়?
– দক্ষিণ কোরিয়ায়।
❖ সম্প্রতি কাশ্মির নিয়ে সোচ্চার হওয়ায় 'রয়্যাল ইসলামিক স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ সেন্টার ইমরান খানকে কী উপাধি দেয়?
– মুসলিম ম্যান অব দ্য ইয়ার- ২০২০।
❖ বিশ্বের দূষিত বায়ুর শহরগুলোর মধ্যে বর্তমানে শীর্ষ চারটি শহর যথাক্রমে-
– নয়াদিল্লী, ওলানবাটর, করাচি ও কুয়েত সিটি।
❖ সম্প্রতি ইন্টার পার্লামেন্টারি ইউনিয়নের (আইপিইউ) ১৪১তম সম্মেলন কোথায় অনুষ্ঠিত হয়?
– সার্বিয়ার রাজধানী বেলগ্রেড।
❖ সাহিত্যে নোবেল পুরস্কারের পর সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ পুরস্কার 'বুকার প্রাইস-২০১৯' পান কে?
– কানাডার নাগরিক মার্গারেট অ্যাটউড ও যুক্তরাজ্যের নাগরিক বার্নারডিন এভারিস্টো।
❖ সবচেয়ে বেশি বয়সে বুকার জয়ী নারীর নাম কী?
– মার্গারেট অ্যাটউড।
❖ সম্প্রতি মার্গারেট অ্যাটউড তাঁর কোন গ্রন্থের জন্য বুকার প্রাইস লাভ করেন?
– বিখ্যাত ফিকশন সাহিত্য হ্যান্ডমেইড'স টেল-এর ফলোআপ উপন্যাস 'দ্য টেস্টামেন্ট এর জন্য।

❖ প্রথম কোনো কৃষ্ণাঙ্গ নারী হিসেবে বার্নারডিন এভারিস্টো সম্প্রতি তাঁর কোন গ্রন্থের জন্য বুকার প্রাইস পান?
– গার্ল, উইমেন, আদার (উপন্যাস)।
❖ ২৫ ও ২৬ অক্টোবর কোথায় জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের (ন্যাম) শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়?
– আজারবাইজানের রাজধানী বাকুতে।
❖ বৈশ্বিক ক্ষুধা সূচক প্রতিবেদন- ২০১৯ এ ভাল অবস্থানে থাকা দেশগুলো যথাক্রমে–
– বেলারুশ, বসনিয়া, চিলি ও কোস্টারিকা।
❖ বৈশ্বিক ক্ষুধা সূচক প্রতিবেদন- ২০১৯ এ চরম ক্ষুধার মধ্যে থাকা দেশগুলো যথাক্রমে–
– মধ্য আফ্রিকা, মাদাগাস্কার, ইয়েমেন ও চাঁদ।
❖ কত তারিখে ইউরেশীয় কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়?
– ২৩-২৪ সেপ্টেম্বর ২০১৯।
❖ সম্প্রতি কোন টেনিস তারকা প্যান প্যাসিফিক ওপেন এ চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন?
– নাওমি ওসাকা।
❖ ফিফা দ্যা বেস্ট পুরুষ প্লেয়ার- ২০১৯ কে?
– লিওনেল মেসি।
❖ ফিফা দ্য বেস্ট নারী ফুটবলার-২০১৯ কে?
– মেগান র‍্যাপিনো।
❖ রাইট লাইভলিহুড অ্যাওয়ার্ড 'ফাউন্ডেশনে অন্য নাম কী?
– বিকল্প নোবেল।
❖ সম্প্রতি অ্যাথলেটিকস চ্যাম্পিয়ন শিপে দ্রুততম মানবী কে?
– জ্যামাইকার শেলি অ্যান ফ্রেজার প্রাইস।
❖ সম্প্রতি পদত্যাগকারী নেপালের স্পিকারের নাম কী?
– কৃষ্ণা বাহাদুর মহারা।
❖ সম্প্রতি ভারতের প্রধানমন্ত্রী ও প্রেসিডেন্টের জন্য স্পেশাল নিরাপত্তার জন্য তৈরি বিমানের নাম কী?
– এয়ার ইন্ডিয়া ওয়ান।
❖ সম্প্রতি মহাকাশে জীবনের অস্তিত্ব খোঁজার জন্য তৈরিকৃত ডিভাইসটির নাম কী?
ডিজিটাল হলোগ্রাফিক মাইক্রোস্কোপ।
❖ কোন প্রতিষ্ঠান ডিজিটাল গ্রাফিক মাইক্রোস্কোপ তৈরি করে?
– যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির (ক্যালটেক)।
❖ অ্যাথলেটিকসের ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপে-২০১৯ ছেলেদের ১০,০০০ মিটারে সোনার পদক জয় করেছেন কে?
– যশুয়া চেপতেগেই (উগান্ডা)।
❖ সম্প্রতি চীন ওপেন টেনিসের শিরোপা জিতেছেন কে?
– ডমিনিক থিয়েম।
❖ 'সি' পাওয়ার কনফারেন্স-২০১৯ অনুষ্ঠিত হয় কোথায়?
– সিডনি (অস্ট্রেলিয়া)।
❖ ২০১৯ সালে ভারতের ধনীদের তালিকায় শীর্ষে রয়েছেন কে?
– মুকেশ আম্বানি।
❖ ২০১৯ সালে ক্যারিবীয়ান প্রিমিয়ার লিগে (সিপিএল) এ চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন কোন দল?
– বার্বাডোজ ট্রাইডেন্টস।
❖ ২০১৯ সালে অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার পান কে কে?
– অভিজিৎ ব্যানার্জি, এস্তার ডুফলোও মাইকেল ক্রেমার।
❖ সম্প্রতি কোন ফুটবলার ৭০০ গোলের মাইলফলক ছুঁয়েছেন?
– ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো।
❖ জিয়ান্নি ইনফান্তিনোর আগে বাংলাদেশ সফরকারী ফিফা সভাপতিগণ কে কে?
প্রথম জোয়াও হ্যাভেলাঞ্জ এবং দ্বিতীয় সেপ ব্লাটার।
❖ এক টেস্টে সবচেয়ে বেশি ছক্কা মারার রেকর্ড কোন ব্যাটসম্যানের?
– ভারতের ব্যাটসম্যান রোহিত শর্মার (১৩ টি)।

❖ এ বছর জলবায়ু পরিবর্তনে শিশুদের প্রতিবাদের নাম কী?
– দ্য গ্লোবাল স্ট্রাইক ফর ক্লাইমেট।
❖ বিশ্বের সবচেয়ে বড় পানীয় উৎসবের নাম কী?
– অক্টোবর ফেস্ট (প্রতি বছর অক্টোবরে জার্মানীতে অনুষ্ঠিত হয়)।
❖ সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের এনআরজি স্টেডিয়ামে নরেন্দ্র মোদির আগমন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানের নাম কী?
– 'হাউডি মোদি'।
❖ ৭১তম এ্যামি অ্যাওয়ার্ডসে ২০১৯ সেরা ড্রামা সিরিজ?
– গেম অব থ্রোনস।
❖ জাতিসংঘের জলবায়ু প্রতিবেদন অনুযায়ী ইতিহাসের উষ্ণতম ৫ বছর হলো–
– ২০১৫-১৯ সাল।
❖ এ্যামি অ্যাওয়ার্ডস ২০১৯ এর সেরা অভিনেতা কে?
– জ্যারেল জেরোম।
❖ এ্যামি অ্যাওয়ার্ডস ২০১৯ এর সেরা অভিনেত্রীর নাম কী?
– মিশেল উইলিয়াম।
❖ সম্প্রতি আফগানিস্তানের ক্রিকেটের প্রধান কোচ হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন কে?
– ল্যান্স ক্লুজনার (দক্ষিণ আফ্রিকা)।
❖ বিশ্বের নতুন দ্রুততম মানব যুক্তরাষ্ট্রের প্রিন্টার কত সময়ে ১০০ মিটার অতিক্রম করে?
– ৯.৭৬ সেকেন্ডে।
❖ কত তারিখে মহাত্মা গান্ধীর দেহভাস্ম চুরি হয়?
– ২ অক্টোবর, ২০১৯।
❖ সম্প্রতি 'ননফিস্টার মিউজিয়াম' নামে সেলফি জাদুঘর চালু হয় কোথায়?
– অস্ট্রিয়ার ভিয়েনায়।
❖ ২০১৯ সালে বিশ্ব বসতি দিবসের প্রতিপাদ্য কী?
– বর্জ্যকে সম্পদে পরিণত করতে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার।
❖ সম্প্রতি দোহা বিশ্ব অ্যাথলেটিকস চ্যাম্পিয়নশিপে মেয়েদের ৪০০ মিটারে রেকর্ড গড়েছে?
– হার্ডলস (যুক্তরাষ্ট্র)।
❖ সাম্প্রতিক চুক্তি অনুযায়ী, ফেনী নদীর পানি ভারতের কোন শহরে দেওয়া হবে?
– সাব্রুম (ত্রিপুরা)।
❖ বর্তমানে নোবেল পুরস্কারের আর্থিক মূল্য কত?
– ৯০ লাখ সুইডিশ ক্রোনার (৯ লাখ ১৩ হাজার মার্কিন ডলার)।
❖ জাপানের সম্রাট নারুহিতোর অভিষেক অনুষ্ঠিত হয় কত তারিখে?
– ২২ অক্টোবর, ২০১৯।
❖ সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্র কোন চুক্তি থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করে নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে?
– খোলা আকাশ চুক্তি।
❖ সম্প্রতি বন বাঁচিয়ে নরওয়ের কাছ থেকে ১২৬৭ কোটি টাকা পুরস্কার পায় কোন দেশ?
– মধ্য আফ্রিকার দেশ গ্যাবন।
❖ সম্প্রতি ভারতের বিজ্ঞান গবেষণায় সর্বোচ্চ সম্মাননা 'ভাটনগর পুরস্কার' জিতেছেন কে?
– কলকাতার বাঙালি নারী বিজ্ঞানী নীনা গুপ্ত।
❖ টানা দ্বিতীয়বারের মতো ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নেন কে?
– জোকো উইদোদো।
❖ ফিফা বর্ষসেরা কোচ-২০১৯ হয়েছেন কে?
– জার্গেন ক্লপ।
❖ ফিফা বর্ষসেরা-২০১৯ নারী কোচের নাম কী?
– জিল এলিসই।

e book for bd. blogspot .com BOIGHAR.COM www .facebook .com/ Edu Job 2018

## বাংলাদেশ

অভিবাসী হওয়ার ঢলে সারা বিশ্বে বাংলাদেশিদের অবস্থান কততম?
(ক) অষ্টম √(খ) ষষ্ঠ
(গ) চতুর্থ (ঘ) পঞ্চম

২০১৯ সাল পর্যন্ত পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বাস করা বাংলাদেশির সংখ্যা কত?
√(ক) ৭৮ লাখ (খ) ৭৯ লাখ
(গ) ৮০ লাখ (ঘ) ৮১ লাখ

শরণার্থী আশ্রয় দেওয়ার ক্ষেত্রে দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশের অবস্থান কত?
(ক) তৃতীয় (খ) প্রথম
√(গ) দ্বিতীয় (ঘ) চতুর্থ

তুলা আমদানিতে বর্তমানে বাংলাদেশের অবস্থান কততম?
√(ক) দ্বিতীয় (খ) প্রথম
(গ) তৃতীয় (ঘ) চতুর্থ

সম্প্রতি দেশে আসা নতুন ভাইরাস 'ওয়েস্ট নাইল' কোন প্রাণির দেহে সুপ্ত অবস্থায় থাকে?
(ক) ঘোড়া √(খ) কাক
(গ) বাদুড় (ঘ) শিয়াল

ইসলামিক সম্মেলন সংস্থা (ওআইসি) ২০১৯ সালের জন্য কোন শহরকে 'ওআইসি সিটি অব ট্যুরিজম' ঘোষণা করে?
(ক) সিলেট (খ) খুলনা
(গ) চট্টগ্রাম √(ঘ) ঢাকা

বৈশ্বিক প্রতিযোগিতা সক্ষমতা সূচকে ১৪১ টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান কততম?
√(ক) ১০৫তম (খ) ১০৩তম
(গ) ১১৫তম (ঘ) ১০০তম

বর্তমানে চাল উৎপাদন ও ভোগে বাংলাদেশের অবস্থান কততম?
(ক) ষষ্ঠ √(খ) চতুর্থ
(গ) প্রথম (ঘ) দ্বিতীয়

বিশ্বের ১৩৭ টি দেশের মধ্যে সামরিক শক্তির বিচারে বর্তমানে বাংলাদেশের অবস্থান কততম?
(ক) ৩৭তম (খ) ৩৫তম
√(গ) ৪৫তম (ঘ) ৫৬তম

২০১৮ সালে সবচেয়ে বেশি প্রবাসী আয় অর্জনকারী দেশের তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান কততম?
(ক) অষ্টম (খ) সপ্তম
(গ) নবম √(ঘ) দশম

সম্প্রতি ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে বাংলাদেশের নারী ফুটবল দলের অবস্থান কততম?
√(ক) ১৩২তম (খ) ১৩৩তম
(গ) ১৩৪তম (ঘ) ১৩৫তম

ইন্টারনেট ডাউনলোডের সর্বনিম্ন গতিসম্পন্ন দেশের তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান কততম?
(ক) সপ্তম (খ) অষ্টম (গ) নবম √(ঘ) দশম

২০২১ সালে তথ্যপ্রযুক্তির বিশ্ব সম্মেলন 'ওয়ার্ল্ড কংগ্রেস অন ইনফরমেশন টেকনোলজি' (ডব্লিউসিআইটি) কোথায় অনুষ্ঠিত হবে?
(ক) সিঙ্গাপুরে (খ) নয়াদিল্লীতে
√(গ) ঢাকায় (ঘ) কাঠমান্ডুতে

চলতি ২০১৯-২০ অর্থ বছরের জুলাই মাসে দেশের সেবা রপ্তানির পরিমাণ কত কোটি ডলার?
(ক) ৫২ কোটি √(খ) ৫৩ কোটি
(গ) ৫৪ কোটি (ঘ) ৫৫ কোটি

সম্প্রতি দেশের কোথায় প্রথমবারের মতো 'ট্যুরিস্ট বাস' চালু হয়?
√(ক) সিলেটে (খ) খুলনায়
(গ) ঢাকায় (ঘ) চট্টগ্রামে

ভারত ভ্রমণে শীর্ষে কোন দেশের নাগরিক?
(ক) যুক্তরাষ্ট্র (খ) যুক্তরাজ্য
√(গ) বাংলাদেশ (ঘ) কানাডা

জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, একজন মানুষের ন্যূনতম পুষ্টি চাহিদা পূরণে খাদ্যতালিকায় বছরে কতটি ডিম থাকা দরকার?
(ক) ১০১ টি (খ) ১০২ টি
(গ) ১০৩ টি √(ঘ) ১০৪ টি

বাংলাদেশে উৎপাদিত মাছের কত শতাংশ পুকুর থেকে আসে?
√(ক) ৫৬ শতাংশ (খ) ৫৭ শতাংশ
(গ) ৬০ শতাংশ (ঘ) ৬২ শতাংশ

বর্তমানে দেশের মানুষের মাথাপিছু মাছ খাওয়ার পরিমাণ কত কেজি?
(ক) ২০ কেজি (খ) ২৫ কেজি
√(গ) ৩০ কেজি (ঘ) ৭.৫ কেজি

চাষের মাছ উৎপাদনে বিশ্বে বর্তমানে বাংলাদেশের অবস্থান কততম?
(ক) চতুর্থ √(খ) পঞ্চম
(গ) সপ্তম (ঘ) অষ্টম

বিশ্বের দূষিত বায়ুর শহরগুলোর মধ্যে বর্তমানে ঢাকার অবস্থান কততম?
(ক) প্রথম (খ) দ্বিতীয় (গ) তৃতীয় √(ঘ) পঞ্চম

এশিয়ায় অস্ত্র বাধা প্রয়োগের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থান কততম?
(ক) ১৪তম (গ) ২৬তম
(গ) ২০তম √(ঘ) ২২তম

মৎস্যসম্পদ (মাছ, আবরণযুক্ত জলজ প্রাণী ও শামুক) উৎপাদনে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান কততম?
(ক) পঞ্চম (খ) সপ্তম √(গ) অষ্টম (ঘ) নবম

তৃতীয় লিঙ্গের মানুষ নিয়ে লেখা 'হিজড়া শব্দকোষ' গ্রন্থের লেখক কে?
(ক) লাজিনা নূর (খ) লাজিনা মুনা
√(গ) সেলিনা হোসেন (ঘ) ফারিয়া লারা

সম্প্রতি প্রকাশিত তৃতীয় লিঙ্গের মানুষ নিয়ে লেখা 'রূপান্তরিত মানুষের গল্প' গ্রন্থের লেখক কে?
(ক) সাবিলা নূর (খ) সেলিনা হোসেন
(গ) সামিনা লুৎফা √(ঘ) লাজিনা মুনা

বৈশ্বিক ক্ষুধা সূচক প্রতিবেদন- ২০১৯ অনুযায়ী, বাংলাদেশের অবস্থান কততম?
√(ক) ৮৮তম (খ) ৮৯তম (গ) ৮৬তম (ঘ) ৮৭তম

সম্প্রতি বাংলাদেশ সরকার কতটি নদীর তথ্যভাণ্ডার তৈরি করার উদ্যোগ নিয়েছে?
√(ক) ৪৮ টি (খ) ৫০ টি (গ) ২৫ টি (ঘ) ৪৫ টি

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের বর্তমান চেয়ারম্যান কে?
√(ক) নাছিমা বেগম (খ) কবিতা খাতুন
(গ) রিয়াজুল হক (ঘ) মিজানুর রহমান

প্রথম বাংলাদেশি নারী হিসেবে নাসায় নিয়োগ পেয়েছেন কে?
(ক) দিলারা হক (খ) মেরিনা খান
√(গ) মাহজাবীন হক (ঘ) আমিরা হক

সম্প্রতি জাতীয় দাবা চ্যাম্পিয়নশিপে কোন নারী সর্বোচ্চ দুইবার চ্যাম্পিয়ন হন?
(ক) নাজমা খাতুন (খ) শিরিন হামিদ
√(গ) রানী হামিদ (ঘ) ফাহিমা হক

সম্প্রতি বিশ্ব আর্চারিতে সেরা পাঁচে স্থানপ্রাপ্ত বাংলাদেশীর নাম কী?
(ক) রাকিব উদ্দিন (খ) সিদ্দিকুর রহমান
√(গ) রোমান সানা (ঘ) ফাতিমা হক

সম্প্রতি দোহায় অনুষ্ঠিত বিশ্ব অ্যাথলেটিকস চ্যাম্পিয়নে সবচেয়ে বেশি সোনা (১৪ টি) জিতেছে কোন দেশ?
√(ক) যুক্তরাষ্ট্র (খ) কেনিয়া (গ) চীন (ঘ) জাপান

দেশের কত জন ব্যক্তিকে রেমিট্যান্স অ্যাওয়ার্ড-২০১৯ দেওয়া হয়?
(ক) ৩৫ জন √(খ) ৩৬ জন
(গ) ৪০ জন (ঘ) ৪৬ জন

সম্প্রতি রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনে কোন দেশের মধ্যস্থতায় যৌথ ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন করা হয়?
(ক) রাশিয়া (খ) যুক্তরাষ্ট্র (গ) ভারত √(ঘ) চীন

জাতিসংঘের ৭৪তম সাধারণ পরিষদে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রোহিঙ্গা ইস্যু নিয়ে কয় দফা প্রস্তাব উত্থাপন করেন?
(ক) তিন দফা √(খ) চার দফা
(গ) পাঁচ দফা (ঘ) দশ দফা

সম্প্রতি প্রথমবারের মতো 'বাংলাদেশ বাণিজ্য মেলা' শুরু হয় কোথায়?
(ক) মস্কোতে √(খ) নিউইয়র্কে
(গ) টরেন্টোয় (ঘ) কাঠমান্ডুতে

বর্তমানে 'ইজ অব ডুয়িং বিজনেস' সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান কততম?
(ক) ১৫০তম (খ) ১৫৬তম
(গ) ১৭৮তম √(ঘ) ১৭৬তম

বিবিসির জরিপ মতে, বিশ্বের প্রভাবশালী ১০০ নারীর তালিকায় স্থান পাওয়া বাংলাদেশে জন্ম নেওয়া রোহিঙ্গা তরুণীর নাম কী?
(ক) ইয়াছমিন হক √(খ) জেসমিন আক্তার
(গ) নেওয়া খাদিজা (ঘ) জেসমিন নাহার

সম্প্রতি অনূর্ধ্ব-১৯ বাংলাদেশ ক্রিকেট কোন দেশের বিপক্ষে জয় পায়?
(ক) জিম্বাবুয়ে (খ) পাকিস্তান
√(গ) নিউজিল্যান্ড (ঘ) অস্ট্রেলিয়া

চলতি ১৪২৬ বঙ্গাব্দে প্রথমবারের মতো আশ্বিন মাসের গণনা শুরু হয়েছে কত দিন ধরে?
(ক) ২৮ দিন (খ) ২৯ দিন
(গ) ৩০ দিন √(ঘ) ৩১ দিন

সম্প্রতি চালু হওয়া অর্থ লেনদেনের নতুন অ্যাপের নাম কী?
(ক) আইওএস √(খ) ডি মানি
(গ) আই পে (ঘ) ক্যাশলেস

সম্প্রতি বাংলাদেশ কোন দেশে ধান রপ্তানি করার ঘোষণা দেয়?
√(ক) ভুটান (খ) কেনিয়া
(গ) চীন (ঘ) মালদ্বীপ

'রোটারি ইন্টারন্যাশনাল জাতিসংঘ সম্মাননা - ২০১৯' পেয়েছেন কে?
(ক) শেখ হাসিনা √(খ) হাসিনা রহমান
(গ) ড. ইউনূস (ঘ) আবুল হোসেন

Join FB Group "Career Opportunity in Bangladesh" : bit.ly/ Join COB



## আন্তর্জাতিক

বর্তমানে অভিবাসী হওয়ার দৌড়ে সবচেয়ে এগিয়ে কোন দেশ?
(ক) মেক্সিকো √(খ) ভারত
(গ) রাশিয়া (ঘ) সিরিয়া

শরণার্থী আশ্রয় দেওয়ার ক্ষেত্রে দক্ষিণ এশিয়ার শীর্ষ দেশ কোনটি?
(ক) ভারত (খ) বাংলাদেশ
√(গ) পাকিস্তান (ঘ) নেপাল

বর্তমানে তুলা উৎপাদনে শীর্ষ দেশ কোনটি?
(ক) ভিয়েতনাম (খ) তুরস্ক
(গ) ইন্দোনেশিয়া √(ঘ) চীন

বিশ্বব্যাপী টিকাদান সংস্থা গ্লোবাল অ্যালায়েন্স ফর ভ্যাকসিনেশন অ্যান্ড ইমিউনাইজেশন (জিএভিআই) কোন দেশভিত্তিক?
√(ক) সুইজারল্যান্ড (খ) সুইডেন
(গ) অস্ট্রেলিয়া (ঘ) নিউজিল্যান্ড

বৈশ্বিক প্রতিযোগিতা সক্ষমতা সূচকে ১৪১ টি দেশের মধ্যে শীর্ষ দেশ কোনটি?
(ক) যুক্তরাষ্ট্র √(খ) সিঙ্গাপুর
(গ) হংকং (ঘ) যুক্তরাজ্য

বিশ্বে যত চাল খাওয়া হয় তার কত শতাংশ উৎপাদন হয় এশিয়ায়?
√(ক) ৯০ শতাংশ (খ) ৬০ শতাংশ
(গ) ৭০ শতাংশ (ঘ) ৮৫ শতাংশ

বর্তমানে বিশ্বের কত কোটির বেশি মানুষের প্রধান খাদ্য ভাত?
(ক) ১৫০ কোটি (খ) ২৫০ কোটি
(গ) ২৪৫ কোটি √(ঘ) ৩৫০ কোটি

বর্তমান বিশ্বে চাল উৎপাদনে ও ভোগে শীর্ষ দেশ কোনটি?
√(ক) চীন (খ) ভিয়েতনাম
(গ) ফিলিপাইন (ঘ) থাইল্যান্ড

বিশ্বের ১৩৭ টি দেশের মধ্যে সামরিক শক্তির বিচারে শীর্ষ দেশ কোনটি?
(ক) চীন √(খ) যুক্তরাষ্ট্র (গ) রাশিয়া (ঘ) ভারত

২০১৮ সালে সবচেয়ে বেশি প্রবাসী আয় অর্জনকারী দেশের তালিকায় শীর্ষে কোন দেশ?
(ক) মেক্সিকো (খ) চীন (গ) ফিলিপাইন √(ঘ) ভারত

২০১৮ সালে বিশ্বব্যাপী কত কোটি মার্কিন ডলারের প্রবাসী আয় পেয়েছে বিভিন্ন দেশ?
(ক) ৭৯৫০০ কোটি (খ) ৬২৯০০ কোটি
√(গ) ৫২৯০০ কোটি (ঘ) ৪২৫৯০ কোটি

সম্প্রতি ভারতের নয়াদিল্লীতে বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের (ডাব্লিউইএফ) কততম ভারতীয় অর্থনৈতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়?
√(ক) ৩৩তম (খ) ৩৪তম (গ) ৩৫তম (ঘ) ৩৬তম

ইন্টারনেটের ডাউনলোডে সর্বনিম্ন গতিসম্পন্ন দেশ কোনটি?
(ক) আলজেরিয়া (খ) বাংলাদেশ
(গ) নেপাল √(ঘ) ইরাক

ইন্টারনেটের ডাউনলোডে সর্বোচ্চ গতিসম্পন্ন দেশ কোনটি?
√(ক) দ. কোরিয়া (খ) নরওয়ে
(গ) সিঙ্গাপুর (ঘ) কানাডা

সম্প্রতি কোন দেশ 'পোকগোকসং-৩' নামের নতুন ধরনের ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র আনুভূমিক মাত্রায় নিক্ষেপ করে?
(ক) দক্ষিণ কোরিয়া (খ) পাকিস্তান
(গ) যুক্তরাষ্ট্র √(ঘ) উত্তর কোরিয়া

আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে ১০০-এর বেশি ম্যাচ খেলা একমাত্র খেলোয়াড় কে?
(ক) মিচেল স্টার্ক (খ) স্টিভ স্মিথ
√(গ) শোয়েব মালিক (ঘ) অ্যারন ফিঞ্চ

জ্বালানি তেলের ভর্তুকি বাতিলের প্রতিবাদে সম্প্রতি কোন দেশে আন্দোলন সংগঠিত হয়?
√(ক) ইকুয়েডর (খ) শ্রীলংকা
(গ) ভেনিজুয়েলা (ঘ) যুক্তরাজ্য

'সিটিজ অব মিররস' (কাব্যগ্রন্থ), 'দ্য জার্নি অব দ্য ব্রুক পিপল' (উপন্যাস), 'প্রিমিডাল অ্যান্ড আদার টাইমস' (উপন্যাস) গ্রন্থগুলোর রচয়িতার নাম কী?
(ক) পিটার হ্যান্ড √(খ) ওলগা তোকারচুক
(গ) মিশেল মাইয়র (ঘ) এস্থার ডুফ্লো

এশিয়ায় অশুল্ক বাধা প্রয়োগে সবচেয়ে এগিয়ে কোন দেশ?
(ক) নিউজিল্যান্ড (খ) থাইল্যান্ড
(গ) অস্ট্রেলিয়া √(ঘ) চীন

২৫ ও ২৬ অক্টোবর-২০১৯ জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের (ন্যাম) কততম শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়?
(ক) ১৬তম (খ) ১৭তম √(গ) ১৮তম (ঘ) ১৯তম

১৮তম শীর্ষ সম্মেলনের মাধ্যমে কোন দেশ আনুষ্ঠানিকভাবে আগামী ৩ বছরের জন্য সভাপতির দায়িত্ব পাবে?
(ক) আলজেরিয়া √(খ) আজারবাইজান
(গ) নাইজেরিয়া (ঘ) ইকুয়েডর

মৎস্যসম্পদ (মাছ, আবরণযুক্ত জলজ প্রাণী ও শামুক) উৎপাদনে বর্তমানে শীর্ষ দেশ কোনটি?
(ক) ইন্দোনেশিয়া (খ) ভারত
√(গ) চীন (ঘ) ভিয়েতনাম

২০২০ সালের ১০-১২ জুন জি-৭ সম্মেলন কোথায় অনুষ্ঠিত হবে?
(ক) জাপানে (খ) ফ্রান্সে
(গ) যুক্তরাজ্যে √(ঘ) যুক্তরাষ্ট্রে

সম্প্রতি ৬৪তম কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারি কনফারেন্স কোন দেশে অনুষ্ঠিত হয়?
(ক) কানাডা (খ) কাতার
(গ) মিসর √(ঘ) উগান্ডা

সম্প্রতি ৪র্থ ইউরেশীয় কনফারেন্স কোথায় অনুষ্ঠিত হয়?
(ক) আফগানিস্থানে √(খ) কাজাখস্তানে
(গ) উজবেকিস্তানে (ঘ) তিউনেসিয়ায়

সম্প্রতি ফিফা প্রকাশিত তথ্যমতে, সেরা গোলরক্ষক কে?
(ক) স্টেগান (খ) এডারসন
√(গ) অ্যালিসন (ঘ) রোমারিও

'অ্যালিসন' কোন দেশের ফুটবলারের নাম?
(ক) সেনেগাল (খ) আর্জেন্টিনা
√(গ) ব্রাজিল (ঘ) উরুগুয়ে

সম্প্রতি কোন দেশ জাতিসংঘের শান্তি রক্ষা মিশন থেকে বাদ পড়েছে?
(ক) পাকিস্থান (খ) নাইজেরিয়া
(গ) বাংলাদেশ √(ঘ) শ্রীলঙ্কা

সম্প্রতি কোন দেশ প্রথমবারের মত বিশ্বের জনগোষ্ঠীর জন্য ট্যুরিস্ট ভিসা চালু করেছেন?
(ক) কাতার (খ) জার্মানি
√(গ) সৌদি-আরব (ঘ) ইসরাঈল

সম্প্রতি চাঁদের উল্টো পিঠে এক ধরনের চ্যাটচ্যাটে জেলির সন্ধান পায় কোন দেশের চন্দ্রযান?
(ক) ভারত (খ) আমেরিকা
√(গ) চীন (ঘ) রাশিয়া

মেট্রো রেলে টিকিটের দাম বাড়া নিয়ে বিক্ষোভের পরিপ্রেক্ষিতে সম্প্রতি জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয় কোন দেশে?
(ক) পেরু (খ) ইকুয়েডর (গ) গায়ানা √(ঘ) চিলি

সম্প্রতি ইসরাইল থেকে ভারত যে ধরনের অস্ত্র পাচ্ছে তার নাম কী?
√(ক) কিলার (খ) মিলার (গ) ডেঞ্জার (ঘ) মিসাইল

অভিজিৎ ব্যানার্জি কততম বাঙালি হিসেবে নোবেল পুরস্কার পান?
(ক) তৃতীয় √(খ) চতুর্থ (গ) পঞ্চম (ঘ) দ্বিতীয়

সম্প্রতি কাতারে অনুষ্ঠিত অ্যাথলেটিকস ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপে শীর্ষ পদক (২৯টি) জয়ী দেশ কোনটি?
√(ক) যুক্তরাষ্ট্র (খ) যুক্তরাজ্য
(গ) কেনিয়া (ঘ) জামাইকা

ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো কততম ফুটবলার হিসেবে ৭০০ গোলের মাইলফলক ছুঁয়েছেন?
(ক) তৃতীয় (খ) চতুর্থ √(গ) ষষ্ঠ (ঘ) সপ্তম

সম্প্রতি কোন দেশের ক্রিকেট টিমের অধিনায়ককে বরখাস্ত করা হয়েছে?
(ক) বাংলাদেশ (খ) ভারত
(গ) শ্রীলংকা √(ঘ) পাকিস্তান

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব থেকে পৃথিবীকে রক্ষায় 'দ্য গ্লোবাল স্ট্রাইক ফর ক্লাইমেট' কোন দেশের শিক্ষার্থীদের আন্দোলন?
(ক) সুইডেন (খ) কানাডা
√(গ) অস্ট্রেলিয়া (ঘ) যুক্তরাষ্ট্র

সম্প্রতি চীনা কমিউনিস্ট পার্টি ক্ষমতা গ্রহণের কততম বার্ষিকী পালন করেছে?
√(ক) ৭০তম (খ) ৭৫তম
(গ) ৬০তম (ঘ) ৫০তম

বিকল্প নোবেল খ্যাত 'রাইট লাইভলিহুড অ্যাওয়ার্ড'- ২০১৯ পেয়েছেন কে?
(ক) ডোনাল্ড ট্রাম্প (খ) ন্যান্সি পেলোসি
√(গ) গ্রেটা থুনবার্গ (ঘ) নরেন্দ্র মোদি

আমাজনের চেয়েও দ্রুত ধ্বংসপ্রাপ্ত 'সেরাদো বন' কোথায় অবস্থিত?
(ক) সুরিনাম (খ) কলম্বিয়া
(গ) বলিভিয়া √(ঘ) ব্রাজিলে

রাগবিতে সবচেয়ে বেশিবার বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হয় কোন দেশ?
√(ক) নিউজিল্যান্ড (খ) ইংল্যান্ড
(গ) যুক্তরাষ্ট্র (ঘ) যুক্তরাজ্য

সম্প্রতি ইন্দোনেশিয়ায় কত মাত্রার ভূমিকম্প আঘাত হানে?
√(ক) ৬.৮ মাত্রার (খ) ৫.৮ মাত্রার
(গ) ৭.৮ মাত্রার (ঘ) ৬.৬ মাত্রার

পরিবেশ বিষয়ক 'ফ্রাইডেস ফর ফিউচার' আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা কে?
(ক) নাদিয়া মুরাদ √(খ) গ্রেটা থুনবার্গ
(গ) জজিয়েভা (ঘ) ন্যান্সি পেলোসি

২০১৯ সালে ইংলিশ ক্রিকেটারদের বর্ষসেরা হয়েছেন কে?
√(ক) বেন স্টোকস (খ) জো রুট
(গ) জোস বাটলার (ঘ) আদিল রশিদ

গত এক দশকে প্রাকৃতিক দুর্যোগে কত মানুষ ঘরবাড়ি ছাড়া হয়েছে?
(ক) ৫৮ লাখ (খ) ৬৫ লাখ
√(গ) ৬৮ লাখ (ঘ) ৭০ লাখ

শব্দের চেয়ে পাঁচ গুণ বেশি গতির হাইপারসনিক রকেট ইঞ্জিনচালিত উড়োজাহাজ তৈরি করছে কোন দেশ?
(ক) যুক্তরাষ্ট্র √(খ) যুক্তরাজ্য
(গ) রাশিয়া (ঘ) চীন

সম্প্রতি ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম সম্মেলন কোথায় অনুষ্ঠিত হয়?
(ক) মালদ্বীপ (খ) কলম্বিয়া
(গ) পাকিস্তান √(ঘ) ভারত

সম্প্রতি চীনা সরকারি কর্মকর্তাদের ওপর ভিসা নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে কোন দেশ?
√(ক) যুক্তরাষ্ট্র (খ) ভারত
(গ) তুরস্ক (ঘ) যুক্তরাজ্য

e book for bd. blogspot .com BOIGHAR.COM www .facebook .com/ Edu Job 2018

# সাম্প্রতিক গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ চিত্র

## বাংলাদেশ

### ভারতে বিদ্যাসাগর পুরস্কারে ভূষিত আবুল হোসেন

সাবেক যোগাযোগমন্ত্রী সৈয়দ আবুল হোসেন ভারতের মর্যাদাপূর্ণ বিদ্যাসাগর পুরস্কার পেয়েছেন। ২৬ সেপ্টেম্বর এই সম্মাননা গ্রহণ করেন তিনি। বিদ্যাসাগরের ২০০তম জন্মবার্ষিকীতে তাঁর নামে প্রবর্তিত এ পুরস্কার প্রদান করা হয়। বাংলাদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ করে নারী শিক্ষা প্রসারে অবদান রাখার জন্য তাকে এ পুরস্কার প্রদান করা হয়।

### জাতিসংঘ সদর দপ্তরে বাংলাদেশের নতুন স্থায়ী প্রতিনিধি

নিউইয়র্কে জাতিসংঘের সদর দপ্তরে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি হিসেবে রাবাব ফাতিমাকে নিয়োগ দিয়েছে সরকার। তিনি জাপানে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। বিসিএস পররাষ্ট্র ক্যাডারের ১৯৮৬ ব্যাচের কর্মকর্তা রাবাব ফাতিমা নিউইয়র্ক, জেনেভা, কলকাতা ও বেইজিংয়ে বাংলাদেশ মিশনে বিভিন্ন পদে কাজ করেছেন। রাবাব ফাতিমা লিয়েনে লন্ডনে কমনওয়েলথ সচিবালয় এবং আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থার (আইওএম) দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক প্রতিনিধি হিসেবে ঢাকায় ও দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার আঞ্চলিক সমন্বয়কারী ও পরামর্শক হিসেবে ব্যাংককে দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁর স্বামী কাজী ইমতিয়াজ হোসেন প্যারিসে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতের দায়িত্ব পালন করছেন।

### শিক্ষায় সবচেয়ে বড় পুরস্কার পেলেন স্যার ফজলে হাসান আবেদ

শিক্ষাক্ষেত্রে বিশ্বে সবচেয়ে বড় আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি 'ইদান' পুরস্কার পেলেন ব্র্যাকের প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ার অ্যামেরিটাস স্যার ফজলে হাসান আবেদ। শিক্ষা উন্নয়নে যুগান্তকারী অবদান রাখায় তাকে এ পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে। সম্প্রতি এ পুরস্কারের জন্য তাঁর নাম ঘোষণা করে হংকংভিত্তিক ইদান প্রাইজ ফাউন্ডেশন। গত প্রায় পাঁচ দশকে ব্র্যাকের প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক স্কুলগুলোতে শিক্ষা নিয়েছে অন্তত ১ কোটি ২০ লাখ শিশু। বর্তমানে বাংলাদেশ, উগান্ডা ও তানজানিয়ায় ব্র্যাকের অধীনে পরিচালিত হচ্ছে মোট ৬৫৬টি প্রে-ল্যাব যেখানে প্রতিদিন নানা কর্মকাণ্ডে অংশ নিচ্ছে অন্তত ১১,৫০০ শিশু। স্যার ফজলে হাসান আবেদকে একটি স্বর্ণপদক এবং পুরস্কারের অর্থমূল্য বাবদ ৩০ মিলিয়ন হংকং ডলার বা ৩৩ কোটি টাকা দেওয়া হবে।

## অভিবাসনে ষষ্ঠ বাংলাদেশ

অভিবাসী হওয়ার ঢলে সারা বিশ্বে বাংলাদেশীদের অবস্থান ষষ্ঠ। ২০১৯ সালে এসে বাংলাদেশের ৭৮ লাখ মানুষ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বাস করছেন। তাঁদের বেশির ভাগই জীবিকার তাগিদে শ্রমিক হিসেবে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে অস্থায়ীভাবে অভিবাসন নিয়েছেন। আবার কেউ উন্নত জীবনের প্রত্যাশায় যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়ার মতো উন্নত দেশে স্থায়ী অভিবাসী হয়েছেন। চলতি সেপ্টেম্বর মাসে জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সম্পর্ক বিভাগ অভিবাসন নিয়ে হালনাগাদ তথ্য প্রকাশ করেছে। অভিবাসী হওয়ার দৌড়ে সবচেয়ে এগিয়ে আছেন ভারতীয়রা। বর্তমানে পৌনে দুই কোটি ভারতীয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাস করছেন। বাংলাদেশের চেয়ে এগিয়ে আছে মেক্সিকো, চীন, রাশিয়া ও সিরিয়া। ২০১৯ সালে সারা বিশ্বে অভিবাসীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৭ কোটি ২০ লাখে। জাতিসংঘের মতে, অভিবাসী হওয়ার জন্য সবচেয়ে পছন্দের পাঁচটি গন্তব্য হলো যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি, সৌদি আরব, রাশিয়া ও যুক্তরাজ্য। শরণার্থীদের আশ্রয় দেওয়ার ক্ষেত্রে দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশ দ্বিতীয় স্থানে আছে। শীর্ষে আছে পাকিস্তান। পাকিস্তানে প্রায় ১৪ লাখ শরণার্থী আছে।

### প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা 'ভ্যাকসিন হিরো' সম্মাননায় ভূষিত

বাংলাদেশে শিশুদের টিকাদান কর্মসূচির অনন্য সাফল্যের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা 'ভ্যাকসিন হিরো' সম্মাননায় ভূষিত হয়েছেন। জাতিসংঘ সদর দপ্তরে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীকে এই পুরস্কার দেয় সুইজারল্যান্ডভিত্তিক সংস্থা গ্লোবাল অ্যালায়েন্স ফর ভ্যাক্সিনস অ্যান্ড ইমিউনাইজেশন (জিএভিআই)।

### ইউনিসেফের চ্যাম্পিয়ন অব স্কিল ডেভেলপমেন্ট ফর ইয়ুথ পুরস্কার পেলেন প্রধানমন্ত্রী

তরুণদের দক্ষতা উন্নয়নে বাংলাদেশের অসামান্য সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ 'চ্যাম্পিয়ন অব স্কিল ডেভেলপমেন্ট ফর ইয়ুথ' পুরস্কার গ্রহণ করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। নিউইয়র্কের স্থানীয় সময় ২৬ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ইউএন প্লাজার ইউনিসেফ ভবনের ল্যাবুইসে হলে জাতিসংঘ শিশু তহবিল (ইউনিসেফ) প্রদত্ত এই পুরস্কার গ্রহণ করেন। ইউনিসেফের নির্বাহী পরিচালক হেনরিয়েটা ফোর শেখ হাসিনার হাতে এই পুরস্কার তুলে দেন। ইউনিসেফের শুভেচ্ছাদূত বিশ্বসেরা অলরাউন্ডার বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের অধিনায়ক সাকিব আল হাসান অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন।

### বৈশ্বিক প্রতিযোগিতা সক্ষমতায় দুই ধাপ পেছাল বাংলাদেশ

বাংলাদেশ বৈশ্বিক প্রতিযোগিতা সক্ষমতা সূচকে ১৪১টি দেশের মধ্যে ১০৫তম। ২০১৮ সালে ১৪০ দেশের মধ্যে বাংলাদেশ ছিল ১০৩তম। মূলত একটি দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য পরিবেশ কতটা সহায়ক এবং প্রতিযোগিতায় সক্ষম, সেটাই এই সূচক দিয়ে বোঝানো হয়। ০৯ অক্টোবর 'ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম' (ডব্লিউইএফ) সারা বিশ্বে একযোগে বৈশ্বিক প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বা গ্লোবাল কম্পিটিটিভনেস রিপোর্ট (জিসিআর) প্রকাশ করে। ১২টি সূচকের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১০টিতেই পিছিয়েছে। মাত্র দুটিতে এগিয়েছে। বৈশ্বিক প্রতিযোগিতা সক্ষমতা সূচকে এবার যুক্তরাষ্ট্রকে হটিয়ে শীর্ষ স্থান নিয়েছে সিঙ্গাপুর। দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে যথাক্রমে যুক্তরাষ্ট্র ও হংকং।

## চাল ভোগেও বিশ্বে চতুর্থ বাংলাদেশ

বিশ্বে যত চাল খাওয়া হয়, তার ৯০ শতাংশই হয় এশিয়ায়। আবার চীন, ভারত ও ইন্দোনেশিয়ায় চাল খাওয়া হয় মোট ভোগের ৬০ শতাংশ। বিশ্বের ৩৫০ কোটির বেশি মানুষের প্রধান খাদ্য ভাত। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় এশিয়ায় মাথাপিছু চাল ভোগের পরিমাণও বেশি। ১৯৬০ থেকে ১৯৯০ সালের মধ্যে গড়ে চাল ভোগের পরিমাণ ৮৫ কিলোগ্রাম থেকে বেড়ে হয়েছে ১০৩ কিলোগ্রাম। চাল ভোগের দিক থেকেও স্বাভাবিকভাবেই চীন আছে সবার ওপরে। এরপরই ভারত ও ইন্দোনেশিয়া। বাংলাদেশ আছে চতুর্থ অবস্থানে। বলে রাখা ভালো, চাল উৎপাদনের দিক থেকেও বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্বে চতুর্থ। চাল উৎপাদনে শীর্ষ ৫ দেশ যথাক্রমে: ১. চীন ; ২. ভারত; ৩. ইন্দোনেশিয়া; ৪. বাংলাদেশ; ৫. ভিয়েতনাম।

## রপ্তানির অর্ধেক আয় পাঁচ পোশাকে

ছেলে ও মেয়েদের শার্ট,ট্রাউজার, জ্যাকেট, টি-শার্ট ও সোয়েটার থেকে দেশের সামগ্রিক পণ্য রপ্তানির ৬১ শতাংশ অর্থ আসে। আবার পোশাকশিল্পের রপ্তানির ৭৩ শতাংশই এই পাঁচ পণ্যের দখলে। সব মিলিয়ে দেশের রপ্তানি বাণিজ্য অনেকটাই পাঁচটি পোশাকের ওপর নির্ভরশীল। সর্বশেষ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৪০৫৩ কোটি ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়েছে। এর মধ্যে পোশাক খাতের রপ্তানি ছিল ৩৪১৩ কোটি ডলার। এই রপ্তানির ৭২.৯৫ শতাংশ বা ২৪৯০ কোটি ডলার এসেছে শার্ট, ট্রাউজার, জ্যাকেট, টিশার্ট ও সোয়েটার রপ্তানি থেকে। পাঁচ পণ্যের মধ্যে সবচেয়ে বেশি রপ্তানি হয় টি-শার্ট। গত অর্থবছরে ৭০১ কোটি ডলারের বা ৫৯৫৮৫ কোটি টাকার টি-শার্ট রপ্তানি হয়েছে।

## সামরিক শক্তিতে ১১ ধাপ এগিয়ে বাংলাদেশ ৪৫তম

সামরিক শক্তির বিচারে গত বছরের চেয়ে এবার ১১ ধাপ উন্নতি হয়েছে বাংলাদেশের। বিশ্বের ১৩৭টি দেশের মধ্যে এবার বাংলাদেশের অবস্থান ৪৫তম, যা গত বছর ছিল ৫৬তম। এবার প্রথম স্থানে যুক্তরাষ্ট্র, দ্বিতীয় রাশিয়া, তৃতীয় চীন ও চতুর্থ স্থানে ভারত রয়েছে। 'গ্লোবাল ফায়ার পাওয়ার' (জিএফপি) নামের একটি আন্তর্জাতিক গবেষণা প্রতিষ্ঠানের করা '২০১৯ : মিলিটারি স্ট্রেন্থ র‍্যাকিং' শীর্ষক এই তালিকা ২৯ সেপ্টেম্বর প্রকাশ করে। ৫৫টি মাপকাঠির ভিত্তিতে এই সামরিক শক্তিমত্তার সূচকে স্কোর দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশ ০.৭১৫৬ শক্তিসূচক নিয়ে ৪৫তম অবস্থানে রয়েছে। বাংলাদেশের সামরিক বাহিনীর মোট সদস্য এক লাখ ৬০ হাজার। এ তালিকায় মিয়ানমার ০.৬১৬২ শক্তিসূচক নিয়ে এবার দুই ধাপ পিছিয়ে ৩৭তম অবস্থানে রয়েছে; গত বছর ছিল ৩৫তম। তালিকায় থাকা প্রথম ১০টি দেশ হলো–১. যুক্তরাষ্ট্র, ২. রাশিয়া, ৩. চীন, ৪. ভারত, ৫. ফ্রান্স, ৬. জাপান, ৭. দক্ষিণ কোরিয়া, ৮. যুক্তরাজ্য, ৯. তুরস্ক, ১০. জার্মানি।

## বাংলাদেশ প্রবাসী আয়ে বিশ্বে দশম

২০১৮ সালে বিশ্বে সবচেয়ে বেশি প্রবাসী আয় অর্জনকারী ১০টি দেশের তালিকায় স্থান পেয়েছে বাংলাদেশ। ওই বছরে বিশ্বব্যাপী ৫২৯০০ কোটি মার্কিন ডলারের প্রবাসী আয় পেয়েছে বিভিন্ন দেশ, যা আগের বছরের চেয়ে ৯.৬% বেশি। 'ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম' (ডব্লিউইএফ) সম্প্রতি এই তথ্য প্রকাশ করেছে। সবচেয়ে বেশি প্রবাসী আয়

অর্জনকারী ১০ টি দেশ যথাক্রমে: ভারত (৭৯৫০ মা.ড.), চীন (৬৭৪০ মা.ড.), ফিলিপাইন (৩৩৭০ মা.ড.), মেক্সিকো (৩৩৭০ মা.ড.), মিসর (২৫৭০ মা.ড.), নাইজেরিয়া (২৫১০ মা.ড.), পাকিস্তান (২০৯০ মা.ড.), ইউক্রেন (১৬৫০ মা.ড.), ভিয়েতনাম (১৫৯০ মা.ড.) ও বাংলাদেশ (১৫৯০ মা.ড.)

## বতসোয়ানায় জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়ক বাংলাদেশি জিয়া চৌধুরী

আফ্রিকার দেশ বতসোয়ানায় জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়ক পদে নিয়োগ পেয়েছেন বাংলাদেশের জিয়া চৌধুরী। জাতিসংঘ মহাসচিব অ্যান্তেনিও গুতেরেস ১ অক্টোবর তাঁকে এই পদে নিয়োগ দেন। তৃতীয় বাংলাদেশি হিসেবে কোনো দেশে জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়ক হলেন জিয়া চৌধুরী। তাঁর আগে সুবিনয় নন্দী ও আমিরাহ হক এই পদে কাজ করেছেন। পরে তাঁরা জাতিসংঘের আভার সেক্রেটারি জেনারেল পদে দায়িত্ব পালন করেন। উন্নয়ন ও মানবিক সহায়তা খাতে ২৫ বছর কাজের অভিজ্ঞতা রয়েছে জিয়া চৌধুরীর।

## মন্থর ইন্টারনেটে ১০ম বাংলাদেশ

সেকেন্ড প্রতি গড়ে ৫.৭ মেগাবিট (mbps) গতি নিয়ে ইন্টারনেট ডাউনলোডের সর্বনিম্ন গতি সম্পন্ন দেশের তালিকায় দশম অবস্থানে বাংলাদেশ। বিশ্বব্যাপী মোবাইলফোন গ্রাহক অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণকারী যুক্তরাজ্যভিত্তিক সংস্থা 'ওপেন সিগন্যাল' চলতি বছরের প্রথম প্রান্তিকে (জানুয়ারি-মার্চ) গতি পর্যালোচনা করে এই প্রতিবেদন তৈরি করেছে। প্রতিবেদনে বিশ্বের প্রায় ৪ কোটি ৩৬ লাখ ১৪ হাজার ২৩৪টি মোবাইল ডিভাইসের তথ্য বিশ্লেষণ করে এই তথ্য পেয়েছে ওপেন সিগন্যাল। পৃথিবীতে ইন্টারনেটের ডাউনলোড গতি সব থেকে ধীর ইরাকে প্রতি সেকেন্ডে ১.৬ মেগাবিট। গতির নিচের দিক থেকে শীর্ষ দুই এবং তিন নম্বরে আছে যথাক্রমে আলজেরিয়া (৩.১ mbps) এবং নেপাল (৪.৪)। অপরদিকে তালিকায় সবচেয়ে বেশি ডাউনলোড স্পিড সমৃদ্ধ দেশ দক্ষিণ কোরিয়া ৫২.৪ mbps। এরপরের শীর্ষ দুই অবস্থানে আছে নরওয়ে (৪৮.২ mbps) ও কানাডা (৪২.৫ mbps)। তবে এই তালিকায় ৫.৭ mbps গতি নিয়ে ৮৭টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ আছে দশম অবস্থানে। ভারতের অবস্থান ১৪তম (৬.৮ mbps) এবং পাকিস্তানের অবস্থান ১২ তম (৬.২ mbps)। ৮৭টি দেশের গড় ডাউনলোড স্পিড ১৭.৬ mbps।

## বাংলাদেশ পেল শ্রেষ্ঠ বিদেশি অংশগ্রহণকারীর পুরস্কার

নাইজেরিয়ার আবুজা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় বাংলাদেশ শ্রেষ্ঠ বিদেশি অংশগ্রহণকারী দেশ হিসেবে পুরস্কার পেয়েছে। দেশটির বাংলাদেশ হাইকমিশন আবুজা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করে। ২ অক্টোবর ১২তম বার্ষিক মেলার সমাপনী দিবসে আয়োজক আবুজা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি বাংলাদেশ স্টলকে শ্রেষ্ঠ বিদেশি অংশগ্রহণকারী দেশ হিসেবে ক্রেস্ট ও সার্টিফিকেট প্রদান করে। দেশটিতে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার মো. শামীম আহসান ক্রেস্ট ও সার্টিফিকেট গ্রহণ করেন। ২০ কোটি অধিবাসী অধ্যুষিত নাইজেরিয়া আফ্রিকার বৃহত্তম অর্থনীতি এবং পৃথিবীর ষষ্ঠ বৃহত্তম তেল উৎপাদনকারী দেশ।

## ঠাকুর শান্তি পুরস্কার পেলেন শেখ হাসিনা

শান্তি প্রতিষ্ঠায় বিশেষ অবদানের জন্য 'টেগোর পিস অ্যাওয়ার্ড' (ঠাকুর শান্তি পুরস্কার) পেয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ৫ অক্টোবর সন্ধ্যায় নয়াদিল্লিতে তাজমহল হোটেলে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর হাতে আনুষ্ঠানিকভাবে ওই পুরস্কার তুলে দেন কলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি আশা মোহাম্মদ। শেখ হাসিনার আগে বিশ্বশান্তির অবিসংবাদী নেতা নেলসন ম্যান্ডেলা এ পুরস্কার পেয়েছেন। শান্তির জন্য অবদান রাখা ব্যক্তিকে এ পুরস্কার দেওয়া হয়।

## ভারত ভ্রমণে শীর্ষে বাংলাদেশিরা

ভারত সরকার ভিসা-প্রক্রিয়া সহজ করার পর থেকেই সে দেশে বাংলাদেশিদের ভ্রমণ দ্রুত বাড়ছে। সম্প্রতি ভারতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় প্রকাশিত বার্ষিক প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০১৮ সালের শুরু থেকে পরবর্তী ১৫ মাসে ২৮ লাখ ৭৬ হাজার বাংলাদেশি ভারতে ভ্রমণ করেছে। ফলে ভারতে ভ্রমণে বিশ্বের দেশগুলোর মধ্যে শীর্ষে রয়েছে বাংলাদেশিরা। দ্বিতীয় অবস্থানে আমেরিকানরা। প্রতিবেদনে আরো বলা হয়, ২০১৮ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ২০১৯ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত মোট এক কোটি ৩৭ লাখ ৩০ হাজার ২৮২ জন বিদেশি ভারত ভ্রমণ করেছে। এর মধ্যে বাংলাদেশি ২৮ লাখ ৭৬ হাজার। যুক্তরাষ্ট্রের ভ্রমণকারী ১৮ লাখ ৬৩ হাজার, যুক্তরাজ্যের ১৩ লাখ ৬৯ হাজার, কানাডার চার লাখ ৭৮ হাজার, শ্রীলঙ্কার চার লাখ ৫১ হাজার, অস্ট্রেলিয়ার চার লাখ ৪৪ হাজার, মালয়েশিয়ার চার লাখ ১১ হাজার, রাশিয়ার তিন লাখ ৭৭ হাজার, চীনের তিন লাখ ৭৫ হাজার এবং জার্মানির তিন লাখ ৬০ হাজার। ভারতে মোট বিদেশি পর্যটকের ৬৫.৬১ শতাংশ এসেছে এ ১০টি দেশ থেকে। মূলত চিকিৎসাসেবা ও ব্যবসা-বাণিজ্যের কাজেই দেশটিতে বাংলাদেশিরা ভ্রমণ করছে। এ ছাড়া পড়াশোনা, বন্ধু বা আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে দেখা করাসহ ভ্রমণের সব ক্যাটাগরিতেই ভারতে বাংলাদেশিদের যাতায়াত বাড়ছে। এর মধ্যে সব থেকে বেশি যাচ্ছে 'ভিজিটিং ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলি' ক্যাটাগরির বাংলাদেশিরা।

## দেশে ক্ষুদ্রতম স্তন্যপায়ী প্রাণীর সন্ধান

দেশে প্রাণীর তালিকায় যুক্ত হলো নতুন একটি স্তন্যপায়ী প্রাণী। বামন চিকা নামের এই প্রাণী চাঁপাইনবাবগঞ্জের সোনা মসজিদ এলাকায় দেখা গেছে। বন্য প্রাণী বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এটি এখন পর্যন্ত দেশে সবচেয়ে ছোট স্তন্যপায়ী প্রাণী। অনেকের ধারণা ছিল, বামন চিকা ভারত ও নেপালে দেখা যায়। বিশ্বের অন্যতম ছোট এই স্তন্যপায়ী প্রাণীটির ওজন ১.৮ গ্রাম থেকে ৩ গ্রাম। লেজ ছাড়া দৈর্ঘ্য ৩ থেকে সাড়ে ৫ সেন্টিমিটার। লেজের দৈর্ঘ্য আড়াই থেকে ৩ সেন্টিমিটার। গায়ের রং ধূসর কালো। লেজের রং রুপালি বাদামি। এদের চোখ খুবই ছোট। ঘ্রাণ ও স্পর্শকে সম্বল করে তারা খাবার খুঁজে খায়। এরা পিঁপড়া ও ইঁদুরের গর্তে লুকিয়ে থাকতে পারে। এ ছাড়া ঝরা পাতার নিচেও এরা বিশ্রাম নেয়। ইংরেজিতে একে বলে পিগমি হোয়াইট টিথেড শ্রিও। বৈজ্ঞানিক নাম *Suncus etruscus*। মূলত পিঁপড়া ও ছোট পোকা খেয়ে এরা বাঁচে।

## ফলের মাছি 'মধুপুরী'

নতুন এক প্রজাতির মাছি আবিষ্কার হয়েছে বাংলাদেশে। ফলের মাছির পরিবারে নতুন এই প্রজাতির নামকরণ করা হয়েছে 'জিওগোডাকাস মধুপুরী' *(Zeugodacus madhupuri)*। প্রজাতিটির আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিসংবলিত একটি প্রতিবেদন প্রকাশ পেয়েছে ট্যাক্সনমিক জার্নালে। যুক্তরাষ্ট্রের হাওয়াই ও আইডাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীদের সহায়তায় বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের খাদ্য ও বিকিরণ জীববিজ্ঞান ইনস্টিটিউটের আওতাধীন কীট জীবপ্রযুক্তি বিভাগের একদল বিজ্ঞানী গবেষণার মাধ্যমে বিশ্বে নতুন এই প্রজাতির মাছি আবিষ্কার করেছেন। টাঙ্গাইলের মধুপুর জাতীয় উদ্যানে প্রজাতিটি আবিষ্কার হওয়ায় এটির নামের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে 'মধুপুরী'। এর বাইরে আরো একটি অতি বিষাক্ত প্রজাতির ফলের মাছিসহ গত আট বছরে নতুন ৩০ প্রজাতির ফলের মাছি শনাক্ত হয়েছে বাংলাদেশে। তবে মধুপুরী বিশ্বে নতুন হলেও পুরনো আরেকটি প্রজাতির ভয়ংকর মাছিও বাংলাদেশে পাওয়া গেছে। ব্যাকট্রোকেরা ক্যারাম্বোলিব *(Bactrocera carambolaeb)* প্রজাতির মাছিটি এই উপমহাদেশে বাংলাদেশেই প্রথম শনাক্ত হল। মাছিটি সাধারণত ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, কম্বোডিয়া, থাইল্যান্ডসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দেশে কামরাঙা, আম, পেয়ারা ইত্যাদি ফলের মারাত্মক ক্ষতি করে থাকে।

## বিশ্ব কারুশিল্প শহরের মর্যাদা পেল সোনারগাঁ

প্রাচীন বাংলার রাজধানী ও মসলিনের শহর নারায়ণগঞ্জের ঐতিহাসিক সোনারগাঁকে 'বিশ্ব কারুশিল্প শহর' ঘোষণা করেছে ওয়ার্ল্ড কমিউনিকেটরস কাউন্সিল (ডাব্লিউসিসি)। সোনারগাঁকে কারুশিল্প শহরের মর্যাদা দিতে ডাব্লিউসিসির কাছে আবেদন করেছিল বাংলাদেশ কারুশিল্প ফাউন্ডেশন ও বেঙ্গল ফাউন্ডেশন। এ ব্যাপারে বেঙ্গল ফাউন্ডেশন সূত্র জানায়, আবেদনের পর গত সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে ডাব্লিউসিসির বিচারকদল সোনারগাঁ ঘুরে যান। সফরকালে বিচারকরা সোনারগাঁর কারু ও জামদানিশিল্পীদের মুনশিয়ানায় অভিভূত হন এবং জামদানি ও অন্যান্য নিখুঁত শিল্পকর্ম সংগ্রহের জন্য নিয়ে যান। এরপর তাঁরা সোনারগাঁকে 'বিশ্ব কারুশিল্প শহর' মনোনীত করেন। মসলিনের জন্য সোনারগাঁ আগে থেকেই বিখ্যাত। এ ছাড়া সোনারগাঁর পানাম নগরী বিশ্বের ধ্বংসপ্রায় ১০০ প্রাচীন নগরীর মধ্যে অন্যতম। এবার ডাব্লিউসিসির স্বীকৃতির মধ্য দিয়ে জামদানিশিল্পের পীঠস্থান হিসেবে সোনারগাঁর সুনাম ও কৃতিত্ব বিশ্বদরবারে আবার প্রতিষ্ঠিত হলো।

## নতুন মন্ত্রিপরিষদ সচিব খন্দকার আনোয়ারুল

নতুন মন্ত্রিপরিষদ সচিব হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে নিয়োগ পেলেন সেতু বিভাগের সচিব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম। তিনি বর্তমানে মন্ত্রিপরিষদ সচিবের দায়িত্বে থাকা মোহাম্মদ শফিউল আলমের স্থলাভিষিক্ত হচ্ছেন। শফিউল আলম আগামী ১ নভেম্বর বা যোগদানের তারিখ থেকে পরবর্তী তিন বছরের জন্য ওয়াশিংটনে বিশ্বব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে 'বিকল্প নির্বাহী পরিচালক' পদে মন্ত্রিপরিষদ সচিব পদমর্যাদায় নিয়োগ পেলেন। তাঁর বাড়ি টাঙ্গাইলে।

## বাংলাদেশের পুকুরে 'নীল বিপ্লব'

খাদ্যনীতি বিষয়ক আন্তর্জাতিক সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল ফুড পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউট (ইফপ্রি) বলছে, পুকুরে মাছ চাষে সারা বিশ্বে বাংলাদেশ অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। অভূতপূর্ব এ ঘটনাকে ইফপ্রি 'নীল বিপ্লব' বলে উল্লেখ করেছে। বাংলাদেশের মাছ চাষ নিয়ে চার বছরে সাতটি গবেষণা করেছে ইফপ্রি। চার গবেষণার ফলাফল এ মাসের শেষ দিকে ঢাকা ও ওয়াশিংটনে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করবে তারা। ওই গবেষণায় বলা হয়েছে, এখন বাংলাদেশের উৎপাদিত মাছের ৫৬ শতাংশ আসছে পুকুর থেকে। দেশের প্রায় ১ কোটি ৮০ লাখ মানুষ এখন মাছ চাষ এবং এই ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত। দেশের দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে এই খাতের অবদান শীর্ষ তিনের মধ্যে রয়েছে। আর কর্মক্ষম মানুষের ২৩ শতাংশ এখন কোনো না কোনোভাবে মৎস্য খাতের সঙ্গে যুক্ত। বাংলাদেশের মানুষের মাথাপিছু মাছ খাওয়ার পরিমাণ, এখন ৩০ কেজি। ইফপ্রির দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলের পরিচালক শহীদুর রশীদের নেতৃত্বে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ভারত, চীন, ইথিওপিয়া, গুয়েতেমালা ও বাংলাদেশের বিজ্ঞানীরা ওই গবেষণা করেন। এ ধরনের সমন্বিত গবেষণা বিশ্বে এটিই প্রথম। ২০১৯ সালের জুনে এফএও (FAO) প্রকাশিত বৈশ্বিক মৎস্য প্রতিবেদন অনুযায়ী, চাষের মাছ উৎপাদনে বিশ্বে বাংলাদেশ পঞ্চম।

## এশিয়ায় অশুল্ক বাধা প্রয়োগের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ২২তম

সম্প্রতি প্রকাশিত 'এশিয়া-প্যাসিফিক ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট রিপোর্ট, ২০১৯' শীর্ষক প্রতিবেদনে বলা হয়, বাংলাদেশের ৯১ শতাংশের বেশি কোম্পানি অশুল্ক বাধার অভিযোগ করে। যা এশিয়া ও প্যাসিফিক অঞ্চলের অন্য যেকোনো দেশের চেয়ে বেশি। এ অঞ্চলে গড়ে অশুল্ক বাধা ৫৭ শতাংশ। দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশের পরের অবস্থানে রয়েছে নেপাল ও শ্রীলঙ্কা। প্রতিবেদনে বলা হয়, পণ্যের চালানপূর্ববর্তী পরীক্ষণ, মান নিয়ন্ত্রণ, বাণিজ্য সুরক্ষামূলক মূল্য নিয়ন্ত্রণ এবং রপ্তানি সম্পর্কিত আরো বেশ কিছু অশুল্ক বাধা প্রয়োগের ক্ষেত্রে এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের ২৮ দেশের মধ্যে বাংলাদেশ ২২তম অবস্থানে রয়েছে। অশুল্ক বাধা প্রয়োগে সবচেয়ে এগিয়ে চীন, দ্বিতীয় অবস্থানে নিউজিল্যান্ড, তৃতীয় উত্তর কোরিয়া, চতুর্থ অস্ট্রেলিয়া এবং পঞ্চম থাইল্যান্ড। এ তালিকায় ভারতের অবস্থান ১৪তম।

## সচিব মর্যাদা পেলেন চার সংস্থার প্রধান

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এবং বিসিআইসি ও পেট্রোবাংলার চেয়ারম্যানকে সচিব মর্যাদা দিয়েছে সরকার। ১৭ অক্টোবর তাঁদের গ্রেড-১ পদে পদোন্নতি দিয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়। বর্তমানে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন শাহাদাৎ হোসেন। বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশনের (বিসিআইসি) চেয়ারম্যান হিসেবে রয়েছেন হাইয়ুল কাইউম। এ ছাড়া পেট্রোবাংলার চেয়ারম্যান হিসেবে রুহুল আমিন এবং পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন কাজী মহিউল ইসলাম। উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানের পদগুলো আগে থেকেই গ্রেড-১ এ উন্নীত করা হয়েছে। কিন্তু যাঁরা কর্মরত আছেন তাঁরা অতিরিক্ত সচিব মর্যাদায় ছিলেন।

## ব্লাস্ট প্রতিরোধী নতুন ধানের জাত উদ্ভাবন

বোরো মৌসুমে চাষ উপযোগী উচ্চফলনশীল আগাম ধানের একটি নতুন জাত উদ্ভাবন করেছেন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাকৃবি) জেনেটিক্স এবং উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগের অধ্যাপক ড. লুৎফুল হাসান। নতুন এই জাতের ধানের নাম রাখা হয়েছে বাউ ধান-৩। গবেষক অধ্যাপক ড. লুৎফুল হাসান বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের দায়িত্বে আছেন। নতুন ধানের জাতটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এটি ধানের পাতা মরা ও শীষ নষ্টকারী রোগ ব্লাস্ট এবং পাতা পোড়া রোগ লিফ ব্লাইট প্রতিরোধ করতে সক্ষম। ধানের জাতটি দেশে জনপ্রিয় ব্রি ধান-২৮-এর ভালো বিকল্প হবে। সম্প্রতি জাতীয় বীজ বোর্ডে জাতটি নিবন্ধিত হয়েছে। পূর্ণবয়স্ক একটি গাছ ১১০ সেন্টিমিটার পর্যন্ত লম্বা হয়। এ জাতের গড় জীবনকাল ১৪০ থেকে ১৪৫ দিন, যা ব্রি ধান-২৮-এর সমসাময়িক। এক হাজারটি পুষ্ট দানার ওজন প্রায় ২৫ গ্রাম।

# আন্তর্জাতিক

## 'বিকল্প নোবেল' পুরস্কার পেলেন গ্রেটা থুনবার্গসহ ৪ জন

সুইডেনের কিশোরী জলবায়ু আন্দোলনকারী গ্রেটা থুনবার্গসহ চারজন 'বিকল্প নোবেল' খ্যাত জীবিকার অধিকার (রাইট লাইভলিহুড) অ্যাওয়ার্ডের জন্য মনোনীত হয়েছেন। জলবায়ুর প্রভাব মোকাবিলায় জরুরি ভিত্তিতে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের প্রতিফলনে উৎসাহ ও বিস্তারের দাবি জানানোর স্বীকৃতিস্বরূপ থুনবার্গকে এ স্বীকৃতি দেয়া হয়। জাতিসংঘের জলবায়ু সম্মেলনে প্রায় ৬০ জন বিশ্ব নেতার উপস্থিতিতে আবেগঘন ও উত্তেজিত কণ্ঠে বক্তব্য রাখেন ১৬ বছর বয়সী এ কিশোরী। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় ব্যর্থতার জন্য বিশ্ব নেতাদের তীব্র ভাষায় নিন্দা করেন তিনি। বিশ্বজুড়ে সাড়া ফেলা এ কিশোরী পরিবেশবাদীর ডাকে বিভিন্ন দেশের নানা বয়স ও শ্রেণি-পেশার প্রায় অর্ধকোটি মানুষ পরিবেশ রক্ষার আন্দোলনে জড়ো হয়েছেন। নোবেল পুরস্কার থেকে নিজেকে বঞ্চিত মনে করা সুইডিস-জার্মান জনদরদী জ্যাকব ভন এক্সকাল ১৯৮০ সালে রাইট লাইভলিহুড অ্যাওয়ার্ড চালু করেন। থুনবার্গসহ পুরস্কারপ্রাপ্ত চারজনই ১ মিলিয়ন ক্রোনার করে পাবেন। ২০১৯ সালে থুনবার্গের সাথে পুরস্কারপ্রাপ্ত অন্য তিনজন হলেন- অ্যামাজন বন ও তার জনগণকে সুরক্ষার জন্য ব্রাজিলের আদিবাসী সংগঠন দভি কোপেনাওয়া ও হুতুকারা অ্যাসোসিয়েশন, পশ্চিম সাহারা অঞ্চলে অবিচল অহিংস কর্মকাণ্ডের জন্য মরক্কোর আমিনাতোউ এবং চীনে নারী অধিকার রক্ষায় কাজ করা চীনা আইনজীবী জুও জিয়ানমেই।

## মার্কিন হোমল্যান্ড সিকিউরিটি প্রধানের পদত্যাগ

দায়িত্ব নেওয়ার মাত্র ছয় মাস পর পদত্যাগ করলেন যুক্তরাষ্ট্রের হোমল্যান্ড সিকিউরিটির ভারপ্রাপ্ত প্রধান কেভিন ম্যাক অ্যালিনান। এ বছরের ৭ এপ্রিল কার্স্টজেন নিয়েলসেন (৪৬) পদত্যাগ করার পর ভারপ্রাপ্ত হিসেবে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন ম্যাক অ্যালিনান (৪৮)। তিনি প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মেয়াদে চতুর্থ ব্যক্তি হিসেবে এই পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার প্রশাসনে ম্যাক অ্যালিনান শুল্ক ও সীমান্ত সুরক্ষা (সিবিপি) বিভাগের ডেপুটি কমিশনার ছিলেন। ২০১৫ সালে তিনি বারাক ওবামার কাছ থেকে বেসামরিক চাকরি খাতের সর্বোচ্চ পর্যায়ের পুরস্কার গ্রহণ করেন।

## জাপানে শক্তিশালী টাইফুন হাগিবিসের আঘাত

প্রবল শক্তিশালী সামুদ্রিক ঝড় (টাইফুন) হাগিবিস জাপানে আঘাত হেনেছে। ১২ অক্টোবর স্থানীয় বিকেলে ঝড়টি আঘাত হানে। বলা হচ্ছে, গত ৬০ বছরে জাপানে এটাই সবচেয়ে শক্তিশালী ঝড়ের আঘাত। জাপানের আবহাওয়া সংস্থা জানিয়েছে, হাগিবিসের বাতাসের গতিবেগ ঘণ্টায় ১৮০ কিলোমিটার।

## চীনে 'তারা মাছ' বিমানবন্দর

চীনের মেগা বিমানবন্দর দাক্সিংয়ের যাত্রা শুরু হয়েছে। ১ অক্টোবর পিপলস রিপাবলিক অব চীনের ৭০ বছর পূর্তি উপলক্ষে প্রেসিডেন্ট শি জিন পিং বেইজিংয়ে এই বিমানবন্দরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। ৭ লাখ বর্গমিটারের বিমানবন্দরটি প্রায় ৯৮টি ফুটবল মাঠের সমান। এটি নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ১১ বিলিয়ন ডলার। এয়ারপোর্ট কাউন্সিলের তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে বিশ্বের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ব্যস্ততম বিমানবন্দর হলো বেইজিং ক্যাপিটাল ইন্টারন্যাশনাল বিমানবন্দর। ১৯৫৮ সালে তৈরি বেইজিং ক্যাপিটাল বিমানবন্দর ব্যবহার করে প্রায় ১০ কোটি মানুষ। যুক্তরাষ্ট্রের আটলান্টার বিমানবন্দরের পরই এর স্থান। নতুন এই বিমানবন্দরে আছে বিশ্বের সবচেয়ে বড় টার্মিনাল। ২০২৫ সাল নাগাদ ১৭ কোটি যাত্রী ব্যবহার করবেন এই বিমানবন্দর। ইরাকি বংশোদ্ভূত বিখ্যাত স্থপতি জাহা হাদিদ এই বিমানবন্দরের নকশা করেছেন। তিয়েনআনমেন স্কয়ার থেকে মাত্র ৪৬ কিলোমিটার দক্ষিণে এই বিমানবন্দরের অবস্থান। দেখতে অনেকটা তারা মাছের (স্টার ফিশ) মতো হওয়ায় চীনা মিডিয়ার পক্ষ থেকে এই বিমানবন্দরের নাম দেওয়া হয়েছে 'স্টার ফিশ'।

## জর্জিয়েভা হচ্ছেন আইএমএফ প্রধান

বুলগেরিয়ান অর্থনীতিবিদ ক্রিস্টালিনা জর্জিয়েভা হতে যাচ্ছেন আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) প্রধান। এর ফলে তিনিই হবেন উদীয়মান অর্থনৈতিক দেশগুলো থেকে প্রথম ব্যক্তি যিনি বৈশ্বিক এ সংস্থার নেতৃত্ব দেবেন। আইএমএফে যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বেশি ভোটিং ক্ষমতা রয়েছে, দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ক্ষমতা ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ)। যেহেতু ইইউর দেওয়া এ প্রার্থীর বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র কোনো প্রার্থী দেয়নি, বরং জর্জিয়েভাকেই মৌন সমর্থন দিয়েছে। ফলে তিনিই আইএমএফ প্রধান হচ্ছেন। ক্রিস্টিন লাগার্দের পরে ক্রিস্টালিনা জার্জিয়েভা হবেন আইএমএফের প্রধান হিসেবে দ্বিতীয় নারী। সাবেক এমডি ক্রিস্টিন লাগার্দের পদত্যাগ কার্যকর হয় গত ১২ সেপ্টেম্বর। জার্জিয়েভা ২০১৭ সাল থেকে বিশ্বব্যাংকের সিইও হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

## শান্তিরক্ষা মিশনে শ্রীলঙ্কার সেনাদের নিয়োগ স্থগিত

গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগের মুখে থাকা এক সামরিক কর্মকর্তাকে সেনাবাহিনীর প্রধান করার প্রতিক্রিয়ায় আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষা মিশনে শ্রীলঙ্কার সেনাবাহিনীর মোতায়েন স্থগিত করেছে জাতিসংঘ। 'আন্তর্জাতিক মানবাধিকার ও মানবাধিকার আইনের গুরুতর লঙ্ঘনের বিস্তারিত তথ্য-প্রমাণ ও বিশ্বাসযোগ্য অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও লেফটেন্যান্ট জেনারেল শাভেন্দ্র

Join FB Group "Career Opportunity in Bangladesh" : bit.ly/ Join COB


সিলভাকে শ্রীলঙ্কার সেনাবাহিনীর কমান্ডার পদে নিযুক্ত করায় জাতিসংঘের ডিপার্টমেন্ট অব পিস অপারেশন্স ভবিষ্যতের জন্য শ্রীলঙ্কার সেনাবাহিনী মোতায়েন স্থগিত। আগস্টে যুদ্ধের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন লে. জেনারেল শাভেন্দ্র সিলভাকে সেনাবাহিনীর প্রধান নিযুক্ত করেন শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট মাইত্রিপালা সিরিসেনা।

## যুক্তরাষ্ট্র এবার সরে যাচ্ছে মুক্ত আকাশ চুক্তি থেকে

ট্রাম্প প্রশাসন এবার 'খোলা আকাশ চুক্তি' থেকে যুক্তরাষ্ট্রকে প্রত্যাহার করে নেওয়ার ঘোষণা দিতে যাচ্ছে। বিশ্বে অস্ত্র নিয়ন্ত্রণে এটিকে কার্যকর চুক্তি মনে করা হয়। ১৯৯২ সালে 'ওপেন স্কাইজ ট্রিটি' বা খোলা আকাশ চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। ৩৪টি দেশের এ চুক্তিটি কার্যকর হয় ২০০২ সালের ১ জানুয়ারি। এর আওতায় কোনো দেশের অস্ত্রহীন নজরদারি বিমান চুক্তিভুক্ত দেশগুলোর আকাশে বিনা বাধায় উড়তে পারে। এর ফলে মার্কিন সামরিক বাহিনী রাশিয়া ও চুক্তিভুক্ত দেশগুলোতে আকাশ থেকে নজরদারির সুযোগ পায়। এই চুক্তি থেকে যুক্তরাষ্ট্রকে প্রত্যাহার করে নেওয়া হলে এটা হবে ট্রাম্প প্রশাসনের আরেকটি প্রধান চুক্তি ত্যাগ করা। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার বছরেই ২০১৭ সালের ১ জুন প্যারিস জলবায়ু চুক্তি, ২০১৮ সালে ইরানের সঙ্গে ছয় জাতির পরমাণু চুক্তি এবং চলতি বছরের ২ ফেব্রুয়ারি রাশিয়ার সঙ্গে মাঝারি পাল্লার পরমাণু শক্তিচুক্তি (ক্ষেপণাস্ত্র চুক্তি হিসেবে পরিচিত) বাতিল করে ট্রাম্প প্রশাসন।

## বিশ্বের 'প্রথম উপন্যাসের' হারানো অধ্যায়ের খোঁজ

দীর্ঘকাল আগে হারিয়ে যাওয়া বিশ্বের 'প্রথম উপন্যাসের' একটি অধ্যায়ের খোঁজ মিলেছে জাপানে। উপন্যাসটি জাপানের একটি সংরক্ষণ কক্ষে রাখা হয়েছে। নীলনকশায় বাঁধা লেখাটি একাদশ শতাব্দীর জাপানি ক্লাসিক গেঞ্জি মনোগাতারি বা দ্য টেল অফ গেঞ্জির একটি অধ্যায়। উপন্যাসটি লিখেছেন জাপানি লেখক মুরাসাকি শিকিবু। এতে যুবরাজ গেঞ্জির তার প্রেমিকা মুরাসাকি-ন-উয়ের প্রতি ভালবাসা চিত্রিত হয়েছে। উপন্যাসটিতে ৫৪টি অধ্যায় রয়েছে। জাপানি কবি ফুজিওয়ার নো টাইকার অনুবাদগুলোকে প্রাচীনতম পুঁথি হিসেবে ধরা হয়ে থাকে। সর্বশেষ আবিষ্কৃত অধ্যায়টি ছাড়াও তার প্রতিলিপির আরও চারটি অধ্যায় জাপানের জাতীয় সাংস্কৃতিক সম্পত্তি হিসেবে নিবন্ধিত রয়েছে।

## বুকার পুরস্কার-২০১৯ পেলেন দুই নারী

নিয়ম ভেঙে এবার দুজনকে যৌথভাবে বুকার পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। লন্ডনে ১৪ অক্টোবর রাতে মার্গারেট অ্যাটউড ও বার্নাডিন এভারিস্তোকে বুকার পুরস্কার জয়ী হিসেবে ঘোষণা করা হয়। কানাডার নাগরিক মার্গারেট অ্যাটউডকে তাঁর 'দ্য টেস্টামেন্টস' বইয়ের জন্য বুকার দেওয়া হয়েছে। বইটি 'দ্য হ্যান্ডমেডস টেল'-এর সিক্যুয়াল। অন্যদিকে অ্যাংলো-নাইজেরীয় লেখক বার্নাডিন এভারিস্তো 'গার্ল, উইমেন, আদার' নামক বইয়ের জন্য বুকার পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। এর আগেও দুবার যৌথভাবে বুকার পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল। তবে সেটা গত শতকের নব্বইয়ের দশকের আগের ঘটনা। এরপরই এই পুরস্কারের বিষয়ে নতুন নিয়ম চালু হয়, যাতে যৌথভাবে পুরস্কার দেওয়ার বিষয়টি বাদ দেওয়া হয়। অবশ্য ৭৯ বছর বয়সী অ্যাটউড এর আগেও একবার বুকার পেয়েছিলেন। ২০০০ সালে 'দ্য ব্লাইন্ড অ্যাসাসিন' নামক বইয়ের জন্য তিনি এই পুরস্কার পান। বুকারের ৫০ বছরের ইতিহাসে তিনি চতুর্থ লেখক, যিনি দ্বিতীয়বারের মতো এ পুরস্কার পেলেন। লন্ডনে বসবাসকারী ৬০ বছর বয়সী এভারিস্তো বুকারের ইতিহাসে এই পুরস্কার জয়ী প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ নারী।

## 'নট দ্য বুকার পুরস্কার' জিতলেন লারা উইলিয়ামস

ব্রিটিশ লেখক লারা উইলিয়ামসের উপন্যাস সুপার ক্লাব জিতে নিয়েছে এ বছরের 'নট দ্য বুকার পুরস্কার'। রোবে আর্নটের লেখা ফ্লেমস, লিয়াম ব্রাউনের স্কিন, ক্যারেন হ্যাভেলিনের প্লিজ রিড দিস লিফলেট কেয়ারফুলি, ড্যানিয়েল জেমসের দ্য আনঅথরাইজড বায়োগ্রাফি অব এজরা মাস এবং অলি স্মিথের 'স্প্রিং' এই বইগুলোর মধ্য থেকে পাঠক ভোট ও বিচারকদের রায়ে সুপার ক্লাব অর্জন করল এই পুরস্কার। লারা উইলিয়ামস ইংল্যান্ডের ম্যানচেস্টার মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটির ক্রিয়েটিভ রাইটিংয়ের শিক্ষক। তাঁর লেখা ছোটগল্পের বই আ সেলফি অ্যাজ বিগ অ্যাজ দ্য রিটজ পুশার্ট পুরস্কারের সংক্ষিপ্ত তালিকায় স্থান করে নিয়েছিল।

## ন্যামের অষ্টাদশ শীর্ষ সম্মেলন

২৫ ও ২৬ অক্টোবর জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের (ন্যাম) অষ্টাদশ শীর্ষ সম্মেলন আজারবাইজানের রাজধানী বাকুতে অনুষ্ঠিত হয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ওই সম্মেলনে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন। ২১ ও ২২ অক্টোবর ন্যামের সদস্য ১২০টি দেশের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের বৈঠকের মধ্য দিয়ে শীর্ষ সম্মেলনের আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়। এরপর ২৩ ও ২৪ অক্টোবর ন্যামের মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বাকুতে শীর্ষ সম্মেলনের মাধ্যমে আজারবাইজান আনুষ্ঠানিকভাবে পরবর্তী তিন বছরের জন্য ন্যামের সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করবে।

## বৈশ্বিক ক্ষুধা সূচক প্রতিবেদন- ২০১৯

বৈশ্বিক ক্ষুধা ও অপুষ্টি সূচকে ১১৭টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ৮৮তম। খাদ্যনিরাপত্তা বিষয়ক আন্তর্জাতিক সংস্থা আয়ারল্যান্ডভিত্তিক কনসার্ন ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ও জার্মানিভিত্তিক 'ওয়েলথ হাঙ্গার লাইফ' যৌথভাবে প্রতিবেদনটি তৈরি করেছে। প্রতিবেদনে ক্ষুধার সংজ্ঞা নির্ধারণে চারটি সূচককে আমলে নেওয়া হয়েছে। অপুষ্টি, খর্বাকৃতি শিশুর সংখ্যা, কৃশকায় বা শীর্ণকায় শিশু ও শিশুমৃত্যুর হার। বিশ্ব ক্ষুধা সূচক অনুসারে যে ১০০ পয়েন্টের এক 'তীব্রতা স্কেল' রয়েছে, যেখানে শূন্য হলো সেরা স্কোর। শূন্য অর্থ, সে দেশে কোনো মানুষ অনাহারে নেই। এই তালিকা থেকে জানা যাচ্ছে, ভারতের স্কোর ৩০.৩। ভারত বর্তমানে অবস্থান করছে ১০২ নম্বরে। সূচকে বাংলাদেশের অর্জন ২৫.৮ পয়েন্ট। আর পাকিস্তান ৯৪তম। বিশ্বের ১১৭টি দেশের ওপর গবেষণা চালিয়ে ১৫ অক্টোবর এমন তালিকা প্রকাশ করে গ্লোবাল হাঙ্গার ইনডেক্স (জিএইচআই)। এই সূচকে সবচেয়ে ভালো অবস্থানে থাকা দেশগুলো হলো- বেলারুশ, বসনিয়া, চিলি ও কোস্টারিকা। আর চরম ক্ষুধার মধ্যে থাকা দেশগুলোর মধ্যে রয়েছে- মধ্য আফ্রিকা, মাদাগাস্কার, ইয়েমেন ও চাঁদ।

## ট্রাম্পের রিসোর্টে হবে জি-৭ বৈঠক

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মালিকানাধীন একটি গলফ রিসোর্টে জি-৭-এর বৈঠক অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। ২০২০ সালের জুনে ফ্লোরিডার ন্যাশনাল ডোরাল মায়ামি গলফ রিসোর্টে বৈঠকটি হবে বলে হোয়াইট হাউস সূত্র জানিয়েছে। মায়ামি বিমানবন্দর থেকে ১৩ কিলোমিটার দূরে ৮০০ একরের এই রিসোর্টে পাঁচটি গলফ খেলার মাঠ, ৭০০টি হোটেল, একটি স্পা, সম্মেলন কক্ষ ও দোকানপাট রয়েছে। ২০২০ সালের ১০ থেকে ১২ জুন জি-৭ বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে।

## চিলিতে জরুরি অবস্থা জারি

মেট্রো ট্রেনের টিকিটের দাম বৃদ্ধির প্রতিবাদে শুরু হওয়া বিক্ষোভ সহিংসতায় রূপ নেওয়ার পর রাজধানী সান্তিয়াগোতে ১৮ অক্টোবর রাতে জরুরি অবস্থা জারি করেছেন চিলির প্রেসিডেন্ট সেবাস্তিয়ান পিনেরা। একই সঙ্গে তিনি নিরাপত্তাব্যবস্থা দেখভালের দায়িত্ব সেনাবাহিনীর হাতে অর্পণ করেছেন। ১৫ দিনের জন্য জারি করা জরুরি অবস্থার জন্য এ সপ্তাহের সব কটি ফুটবল ম্যাচ বাতিল করেছে দেশটির ন্যাশনাল ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন। মেট্রো ট্রেনের টিকিটের দাম বৃদ্ধির প্রতিবাদে ১৮ অক্টোবর দিনভর সান্তিয়াগো শহরের বিভিন্ন এলাকায় দাঙ্গা পুলিশের সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের সংঘর্ষ হয়। এ সময় বিক্ষোভকারীরা শহরটির পাতাল ট্রেন স্টেশনগুলোয় হামলা চালায় এবং ১৬টি বাসে আগুন দেয়। পরে মধ্যরাতে প্রেসিডেন্ট পিনেরা শহরটিতে জরুরি অবস্থা জারি করেন এবং জাতীয় নিরাপত্তা প্রধান হিসেবে মেজর জেনারেল হাভিয়ের ইতুরিয়েগা ডেল ক্যাম্পোকে নিয়োগ দেন।

# হারানো মুখ

## ফ্রান্সের সাবেক প্রেসিডেন্ট শিরাক আর নেই

ফ্রান্সের সাবেক প্রেসিডেন্ট জ্যাক শিরাক (৮৬) আর নেই। জ্যাক শিরাক দুই মেয়াদে ১৯৯৫ সাল থেকে ২০০৭ সাল পর্যন্ত ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এ ছাড়া দুই মেয়াদে দেশটির প্রধানমন্ত্রী এবং ১৮ বছর প্যারিসের মেয়র হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ফ্রান্সের নানা সংস্কার শিরাকের হাত দিয়ে হয়েছে। তিনি দেশটির প্রেসিডেন্টের মেয়াদ সাত বছর থেকে কমিয়ে পাঁচ বছর করেন। তাঁর শাসনামলে ফ্রান্স ইউরোপের একক মুদ্রানীতিতে অন্তর্ভুক্ত হয়। জ্যাক শিরাক বিশ্বব্যাপী তাঁর যুদ্ধনীতির জন্য পরিচিত ছিলেন। তিনি ইরাক যুদ্ধের বিরোধী পক্ষে অবস্থান নেন। শিরাক যুদ্ধকে বলতেন 'দুঃস্বপ্ন'।

## মহাশূন্যে ইতিহাস গড়া মানুষটি আর নেই

মহাশূন্যে হাঁটা (মূলত ভেসে থাকা) প্রথম ব্যক্তি আলেক্সি লিওনভ আর নেই। ১১ অক্টোবর রাশিয়ার মস্কোতে একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর। সোভিয়েত মহাকাশচারী আলেক্সি লিওনভ ১৯৬৫ সালে প্রথম মহাশূন্যে হেঁটে ইতিহাস গড়েছিলেন। মহাকাশযানে সংযুক্ত চার দশমিক ৮ মিটার ক্যাবলে মহাশূন্য হাঁটেন তিনি। ১২ মিনিটের বেশি সময় তিনি মহাশূন্যে ভাসমান অবস্থায় ছিলেন। আলেক্সি লিওনভ ১৯৩৪ সালে সাইবেরিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা দমনপীড়নের শিকার হয়ে পরিবারসহ ১৯৪৮ সালে রাশিয়ায় পাড়ি জমিয়েছিলেন।

e book for bd. blogspot .com BOIGHAR.COM www .facebook .com/ Edu Job 2018

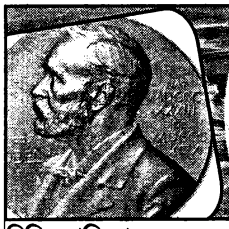

# নোবেল পুরস্কার ২০১৯

## চিকিৎসাবিজ্ঞান :

৭ অক্টোবর চিকিৎসাবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করে সুইডেনের ক্যারোলিন্সকা ইনস্টিটিউটের নোবেল কমিটি। **মানবদেহে কোষ কীভাবে অক্সিজেনের উপস্থিতি টের পায় এবং এর সঙ্গে মানিয়ে নেয়** তা আবিষ্কারের জন্য ২০১৯ সালে চিকিৎসা বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার দেয়া হয়েছে যৌথভাবে যুক্তরাষ্ট্রের উইলিয়াম কায়লিন জুনিয়র, যুক্তরাজ্যের স্যার পিটার জে. র‍্যাটক্লিফ ও যুক্তরাষ্ট্রের গ্রেগ এল. সেমেনৎসাকে। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা শাস্ত্রের অধ্যাপক ও ডানা ফার্বার ক্যান্সার ইনস্টিটিউটের গবেষক উয়লিয়াম কায়লিন ক্যান্সারের ঝুঁকি তৈরি করে এমন জেনেটিক সিনড্রম নিয়ে পরীক্ষা চালিয়ে ভিএইচএল নামের একটি জিন থেকে কীভাবে হাইপেল লিনডাউস নামের রোগের উৎপত্তি এবং এর সাথে অক্সিজেনের মাত্রার কী সম্পর্ক তা বের করেছেন; অপরদিকে, জন হপকিন্স ইউনিভার্সিটি স্কুল অব মেডিসিনের অধ্যাপক গ্রেগ সেমেনৎসা অপর্যাপ্ত অক্সিজেনের সাথে কীভাবে ক্যান্সারের কোষগুলো খাপ খাইয়ে নেয় তা আবিষ্কার করেছেন এবং ফ্রান্সিস ক্রিক ইনস্টিটিউটের ক্লিনিক্যাল রিসার্চ ডিরেক্টর পিটার র‍্যাটক্লিফ হাইপোক্সিয়া নামের একটি রোগে শরীরের কোষগুলো কীভাবে প্রতিক্রিয়া দেখায় তা নিয়ে গবেষণা করেছেন।

## পদার্থবিজ্ঞান :

রাজকীয় সুইডিশ বিজ্ঞান একাডেমির (দ্য রয়্যাল সুইডিশ একাডেমি অব সায়েন্সস) নোবেল পুরস্কার বিষয়ক সমিতি ৮ অক্টোবর পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করে। ভৌত বিশ্বতত্ত্ব নামক জ্ঞানের শাখায় একাধিক তাত্ত্বিক আবিষ্কার এবং সৌরজগতের বাইরে অবস্থিত একটি নক্ষত্রকে কেন্দ্র করে ঘূর্ণায়মান একটি গ্রহ আবিষ্কারের জন্য যৌথভাবে কানাডীয় বংশোদ্ভূত মার্কিনী জেমস পিবলস, সুইজারল্যান্ডের মিচেল মাইয়র ও দিদিয়ে কুয়লজেকে ২০১৯ সালে পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক জেমস পিবলস ভৌত বিশ্বতাত্ত্বিক বিষয়াবলি নিয়ে প্রচুর তথ্য আবিষ্কার করেছেন; অপরদিকে, জেনেভা বিশ্ববিদ্যালয়ের নভোপদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক মিচেল মাইয়র এবং জেনেভা বিশ্ববিদ্যালয় ও ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক দিদিয়ের কুয়েলজ যৌথভাবে সৌরজগতের বাইরে বর্হিগ্রহ (এক্সোপ্ল্যানেট) নামক গ্রহ, যেটি অন্যান্য গ্রহের মতোই নক্ষত্রকে প্রদক্ষিণ করে তা আবিষ্কার করেছেন। দূরবর্তী গ্রহটি ১৯৯৫ সালে আবিষ্কার করা হয়।

## রসায়ন :

'লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি উন্নয়নের' জন্য তিন বিজ্ঞানীকে এবার রসায়নে নোবেল দেওয়া হয়েছে। তাঁরা হলেন আমেরিকান জন বি গুডএনাফ, ব্রিটিশ-আমেরিকান এম স্ট্যানলি হুইটিংহ্যাম, জাপানের আকিরা ইয়োশিনো। ৯৭ বছর বয়সী জন বি গুডএনাফ নোবেলের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি বয়সে এ পুরস্কার পেলেন। হুইটিংহ্যাম ১৯৭০ এর দশকে প্রথম ব্যবহারযোগ্য লিথিয়াম ব্যাটারির উন্নয়ন ঘটান। এরপর গুডএনাফ ওই ব্যাটারির ক্ষমতাকে দ্বিগুণ করে তোলেন। এরপর আকিরা ইয়োশিনো ওই ব্যাটারি থেকে খাঁটি লিথিয়াম দূর করে লিথিয়াম আয়ন প্রযুক্তির উন্নয়ন ঘটান। এই প্রযুক্তি খাঁটি লিথিয়াম থেকে বেশি নিরাপদ। এর ফলেই প্রাত্যাহিক জীবনে এই ব্যাটারি ব্যবহার সহজ হয়েছে।

## সাহিত্য :

সাহিত্যে ২০১৯ সালে অস্ট্রিয়ার লেখক পিটার হান্ডকে এই পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। অন্যদিকে ২০১৮ সালে স্থগিত নোবেল পেয়েছেন পোল্যান্ডের লেখক ওলগা তোকারচুক। নোবেল কমিটি জানিয়েছে, ভাষার সৌন্দর্য এবং মানবিক অভিজ্ঞতার প্রান্তিক ও সুনির্দিষ্টতা উন্মোচনের ক্ষেত্রে পিটার হান্ড গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। ওলগা তোকারচুক মানবজীবনের নানা সীমা অতিক্রমের গল্প নিজের কল্পনার তুলিতে ফুটিয়ে তুলেছেন। উল্লেখ্য ২০১৮ ও ২০১৯ সালের সাহিত্যে দুই নোবেলজয়ীর নাম এবার একসঙ্গে ঘোষণা করা হলো।

## শান্তি :

২০১৯ সালে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পান ইথিওপিয়ার প্রধানমন্ত্রী আবি আহমেদ আলী। শান্তি ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার জন্য তাঁকে এ পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। ১১ অক্টোবর নরওয়ের রাজধানী অসলো থেকে নরওয়েজিয়ান নোবেল কমিটি এবারের শান্তিতে নোবেল পুরস্কার বিজয়ীর নাম ঘোষণা করে। গত বছর ইরিত্রিয়ার সঙ্গে একটি শান্তি চুক্তিতে সম্মত হয় ইথিওপিয়া। এতে দুই দেশের সীমান্ত যুদ্ধের পর গত ২০ বছরের অচলাবস্থার নিরসন হয়েছে। শান্তি ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতায় তার প্রচেষ্টা ও প্রতিবেশি ইরিত্রিয়ার সঙ্গে সীমান্ত সংঘর্ষ এড়াতে তার পদক্ষেপের জন্য এ পুরস্কার দেওয়া হয়। ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ বাড়াতেও যথেষ্ট ভূমিকা রেখেছেন আবি। দেশটির মন্ত্রীপরিষদের অর্ধেক নারী নিয়োগ দেওয়াসহ দেশটির প্রথম নারী প্রতিরক্ষামন্ত্রীও এসেছে তার সময়ে। ইথিওপিয়ার বর্তমান প্রধানমন্ত্রী তাঁর মন্ত্রিসভা পুনর্গঠন করেছেন গত বছরের ১৬ অক্টোবর। দীর্ঘ এক মাসের রাজনৈতিক টালমাটাল অবস্থার মধ্যে গত বছরের এপ্রিলে দায়িত্ব নেন ৪৩ বছর বয়স্ক প্রধানমন্ত্রী আবি আহমেদ। তিনি বর্তমান ক্ষমতাসীনদের (ইথিওপিয়ান পিপলস রেভল্যুশনারি ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট) দ্বারাই এ পদে অধিষ্ঠিত।

## অর্থনীতি :

২০১৯ সালে অর্থনীতিতে নোবেল জিতেছেন তিন মার্কিন অর্থনীতিবিদ। নোবেল বিজয়ীরা হলেন- অভিজিৎ বিনায়ক ব্যানার্জি, এস্তার ডাফলো ও মাইকেল ক্রেমার। তাঁদের মধ্যে অভিজিৎ ব্যানার্জি ভারতীয় বংশোদ্ভূত বাঙালি। রয়্যাল সুইডিশ একাডেমি অব সায়েন্সেস ১৪ অক্টোবর অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার ঘোষণা করে। বৈশ্বিক দারিদ্র্য দূরীকরণে পরীক্ষামূলক গবেষণার জন্য তাঁদের নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে রয়্যাল সুইডিশ একাডেমি অব সায়েন্সেস। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অমর্ত্য সেন ও ড. মুহম্মদ ইউনূসের পর চতুর্থ বাঙালি হিসেবে নোবেল পুরস্কার পেলেন মুম্বাইয়ে জন্ম নেওয়া অভিজিৎ ব্যানার্জি। যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির (এমআইটি) অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত তিনি। অভিজিতের সঙ্গেই নোবেল পেয়েছেন তাঁর স্ত্রী মার্কিন অর্থনীতিবিদ এস্তার ডাফলো। তিনি ফরাসি বংশোদ্ভূত। দ্বিতীয় নারী অর্থনীতিবিদ হিসেবে অর্থনীতিতে নোবেল পেলেন তিনি। সর্বকনিষ্ঠ (৪৬ বছর বয়সে) অর্থনীতিবিদ হিসেবে অর্থনীতিতে নোবেল পাওয়ার কৃতিত্বও দেখালেন ডাফলো। আর তাঁর স্বামী অভিজিৎ জিতলেন ৫৮ বছর বয়সে। অভিজিৎ-ডাফলো দম্পতির সঙ্গে নোবেল জেতা আরেক অর্থনীতিবিদ মাইকেল ক্রেমার হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক।

Join FB Group "Career Opportunity in Bangladesh" : bit.ly/ Join COB


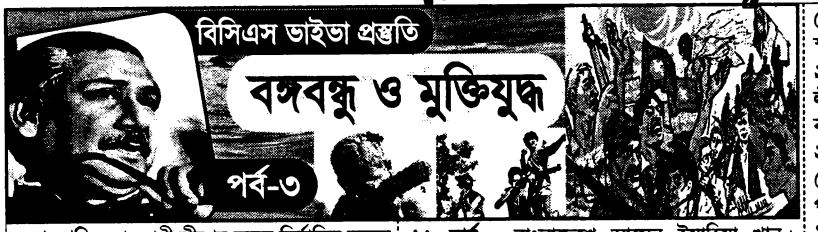


**৩ জানুয়ারি :** আওয়ামী লীগের সকল নির্বাচিত সদস্য ৬ দফার ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র প্রণয়ন তথা ৬ দফা বাস্তবায়নের শপথ গ্রহণ করেন। 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি' এই রবীন্দ্র সংগীতের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন হয়। বঙ্গবন্ধু 'জয়বাংলা' শ্লোগান দিয়ে বাঙালি জাতির মুক্তির সংকল্প ব্যক্ত করেন। শপথ অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী সংগীতের পর 'জয় বাংলা, বাংলার জয়'। গানটি পরিবেশিত হয়।

**৫ জানুয়ারি :** তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানে সর্বাধিক আসন লাভকারী পাকিস্তান পিপলস পার্টির নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো কেন্দ্রে আওয়ামী লীগের সাথে কোয়ালিশন সরকার গঠনে তাঁর সম্মতির কথা ঘোষণা করেন।

**১০ জানুয়ারি :** প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ঢাকায় আসেন। তিনি বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে তিন দফা বৈঠক করেন। ৪ দিন পর ফিরে যাওয়ার সময় তিনি বলেন 'শেখ মুজিব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হতে চলেছেন'।

**২৭ জানুয়ারি :** জুলফিকার আলী ভুট্টো ঢাকা এসে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে কয়েক দফা আলোচনা করেন। কিন্তু ভুট্টোর সঙ্গে আলোচনা ব্যর্থ হয়।

**১ মার্চ :** জাতীয় পরিষদ অধিবেশনকে সামনে রেখে আওয়ামী লীগের সংসদীয় দলের বৈঠক শুরু হয় হোটেল পূর্বানীতে। ঐ দিনই আকস্মিকভাবে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করেন। সারা বাংলা ক্ষোভে ফেটে পড়ে। বিক্ষুব্ধ জনসমুদ্রে পরিণত হয় রাজপথ। বঙ্গবন্ধু এটাকে শাসকদের আরেকটি চক্রান্ত বলে চিহ্নিত করেন। তিনি ২ মার্চ ঢাকায় এবং ৩ মার্চ সারা পূর্ব পাকিস্তানে হরতাল আহ্বান করেন।

**৩ মার্চ :** বিক্ষুব্ধ জনতা কারফিউ উপেক্ষা করে রাজপথে নেমে আসে। সামরিক জান্তার গুলিতে মারা যান ৩ জন আহত হন কমপক্ষে ৬০ জন। এই সময় পুরো দেশ বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে পরিচালিত হতে থাকে।

**৭ মার্চ :** রেসকোর্সের জনসমুদ্র থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষণা করেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম, জয় বাংলা'। ঐতিহাসিক ভাষণে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালি জাতিকে শৃঙ্খল মুক্তির আহ্বান জানিয়ে ঘোষণা করেন- 'রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরো দেবো। এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ্। ...প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ করে তোলো। যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে।' শত্রুদের বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধের প্রস্তুতি নেবার আহ্বান জানান বঙ্গবন্ধু। ইয়াহিয়া খানের সরকারের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেয়। একদিকে রাষ্ট্রপতি জেনারেল ইয়াহিয়া খানের নির্দেশ যেত, অপরদিকে ধানমন্ডি ৩২ নং সড়ক থেকে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ যেত। অফিস আদালত, ব্যাংক-বীমা, স্কুল-কলেজ, গাড়ি, শিল্প-কারখানা সবই বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ মেনেছে। অসহযোগ আন্দোলনে বাংলার মানুষের অভূতপূর্ব সাড়া ইতিহাসে বিরল ঘটনা।

**১৬ মার্চ :** বাংলাদেশে আসেন ইয়াহিয়া খান। বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে তার দীর্ঘ আলোচনা শুরু হয়। বঙ্গবন্ধু তাঁর গাড়িতে কালো পতাকা উড়িয়ে হেয়ার রোডে প্রেসিডেন্ট ভবনে আলোচনার জন্য যান। ২৪ মার্চ পর্যন্ত ইয়াহিয়া-মুজিব-ভুট্টো আলোচনা হয়।

**১৭ মার্চ :** বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৫১ তম জন্মদিন। এই দিন ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে দ্বিতীয় দফা আলোচনা থেকে ফিরে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের উত্তরে বঙ্গবন্ধু বলেন 'এদেশে জন্মদিনই বা কি আর মৃত্যু দিনই বা কি আমার জনগণই আমার জীবন'।

**২৩ মার্চ :** কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ প্রতিরোধ দিবস পালনের ঘোষণা দেন। সমস্ত সরকারি এবং বেসরকারি ভবনে 'বাংলাদেশের' জাতীয় পতাকা উত্তোলনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। বঙ্গবন্ধু এদিন সরকারি ছুটি ঘোষণা করেন।

**২৫ মার্চ :** আলোচনা ব্যর্থ হবার পর সন্ধ্যায় ইয়াহিয়া ঢাকা ত্যাগ করেন।

* পৃথিবীর ইতিহাসে এক নৃশংসতম কালো রাত্রি ২৫ মার্চ। এদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বাসভবনে মানুষের ঢল নামে। সন্ধ্যায় খবর পাওয়া যায় ইয়াহিয়া ঢাকা ত্যাগ করেছেন। এ সময় বঙ্গবন্ধু আওয়ামী লীগের গুরুত্বপূর্ণ নেতাদের সাথে বৈঠক করেন। রাত সাড়ে এগারোটায় শুরু হয় 'অপারেশন সার্চ লাইট'। ইতিহাসের জঘন্যতম গণহত্যা।

* বঙ্গবন্ধু ২৫ মার্চ রাত ১২টা ২০ মিনিটে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন : 'This may be my last message, from today Bangladesh is independent. I call upon the people of Bangladesh wherever you might be and with whatever you have, to resist the army of occupation to the last. Your fight must go on until the last soldier of the Pakistan occupation army is expelled from the soil of Bangladesh and final victory is achieved."

[অনুবাদ : 'ইহাই হয়তো আমার শেষ বার্তা, আজ হইতে বাংলাদেশ স্বাধীন। বাংলাদেশের জনগণকে আহ্বান জানাইতেছি যে, তোমরা যে যেখানে আছ, যাহার যাহা কিছু আছে তাই নিয়ে রুখে দাঁড়াও, সর্বশক্তি দিয়ে হানাদার বাহিনীকে প্রতিরোধ করো। পাকিস্তান দখলদার বাহিনীর শেষ সৈন্যটিকে বাংলাদেশের মাটি হইতে বিতাড়িত করে চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত না করা পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাও"] এই ঘোষণা বাংলাদেশের সর্বত্র ওয়্যারলেস, টেলিফোন ও টেলিগ্রাফের মাধ্যমে প্রেরিত হয়। স্বাধীনতার ঘোষণা দেবার অপরাধে পাকিস্তান সেনাবাহিনী ১.৩০ মিনিটে বঙ্গবন্ধুকে ধানমন্ডি ৩২ নং বাসভবন থেকে গ্রেফতার করে ঢাকা সেনানিবাসে নিয়ে যায় এবং ২৬ মার্চ গভীর রাতে তাঁকে বন্দী অবস্থায় পাকিস্তান নিয়ে যাওয়া হয়।

**২৫ মার্চ দিবাগত রাত ১২.৩০ মিনিট :** বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা বার্তা ওয়্যারলেস যোগে চট্টগ্রামের জহুর আহমেদ চৌধুরীর কাছে পৌছে। চট্টগ্রাম বেতার থেকে আওয়ামী লীগ নেতা আঃ হান্নান বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার বাণী স্বকণ্ঠে প্রচার করেন।

**২৬ মার্চ :** জেনারেল ইয়াহিয়া এক ভাষণে আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে বঙ্গবন্ধুকে দেশদ্রোহী বলে আখ্যায়িত করেন।

**২৭ মার্চ :** চট্টগ্রামে অবস্থিত অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের মেজর জিয়াউর রহমান স্বাধীনতা ঘোষণা পুনঃপাঠ করেন। বঙ্গবন্ধুকে করাচীতে নিয়ে যাওয়া হয়।

**১০ এপ্রিল :** বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি করে বিপ্লবী সরকার গঠিত হয়।

**১৭ এপ্রিল :** তৎকালীন মেহেরপুর মহকুমার ভবের পাড়ার (বৈদ্যনাথতলা) আমবাগানে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নতুন মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ ঘোষণা করেন আজ থেকে (১৭ এপ্রিল) বৈদ্যনাথতলার নাম মুজিবনগর এবং অস্থায়ী রাজধানী মুজিবনগর থেকে স্বাধীনতা যুদ্ধ পরিচালনা করা হবে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি এবং তাঁর অনুপস্থিতিতে সৈয়দ নজরুল ইসলামকে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করা হয়।

**২৫ মে :** ক্রমেই মুক্তিযোদ্ধারা সংগঠিত হতে শুরু করে। সংগঠিত হয় প্রবাসী সরকার। ২৫ মে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র চালু হয়। এই কেন্দ্রের সিগনেচার টিউন ছিলো 'জয় বাংলা বাংলার জয়'। কেন্দ্রে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ প্রচারিত হতে থাকে। এই কেন্দ্র থেকে প্রচারিত 'শোন একটি মুজিবরের থেকে লক্ষ মুজিবরের কণ্ঠস্বরের ধ্বনি, প্রতিধ্বনি, আকাশে বাতাসে উঠে রণী' গানটি বাঙালির উদ্দীপনা বাড়িয়ে দেয়।

**৩ আগস্ট :** পাকিস্তান টেলিভিশন থেকে বলা হয় ১১ আগস্ট থেকে সামরিক আদালতে বঙ্গবন্ধুর বিচার শুরু হবে। এই ঘোষণায় বিশ্বব্যাপী প্রতিবাদ এবং উদ্বেগের ঝড় বয়ে যায়। বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর নেতৃত্বে প্রবাসী বাঙালিরা আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আইনজীবী সনম্যাক ব্রাউডকে ইসলামাবাদে পাঠান। কিন্তু পাকিস্তানি জান্তা সরকার বিদেশি আইনজীবী নিয়োগে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে।

**১০ আগস্ট :** পাকিস্তানি জান্তা সরকার বঙ্গবন্ধুর পক্ষ সমর্থনের জন্য আইনজীবী একে ব্রোহীকে নিয়োগ দেয়। কিন্তু বঙ্গবন্ধুকে যখন ২৬ মার্চ ইয়াহিয়া খানের ভাষণের টেপ শোনানো হয় তখন তিনি আত্মপক্ষ সমর্থনে অস্বীকার করেন এবং ব্রোহীকে অব্যাহতি দেন।

**১১ নভেম্বর :** বঙ্গবন্ধুকে ইয়াহিয়া খানের সামনে হাজির করা হয়। ইয়াহিয়ার সঙ্গে ছিলেন ভুট্টো এবং জেনারেল আকবর। ইয়াহিয়া করমর্দনের জন্য হাত বাড়ালে বঙ্গবন্ধু বলে, 'দুঃখিত, ও হাতে বাঙালির রক্ত লেগে আছে, ও হাত আমি স্পর্শ করবো না।' এ সময় অনিবার্য বিজয়ের দিকে এগুতে থাকে আমাদের মুক্তির সংগ্রাম।

**১৬ ডিসেম্বর :** ত্রিশ লাখ শহিদ এবং দুই লাখ মা-বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে আসে আমাদের বিজয়।

**২৭ ডিসেম্বর** বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে জাতির জনক রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানকে অবিলম্বে নিঃশর্ত মুক্তি প্রদানের দাবি জানানো হয়। ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নসহ বিভিন্ন দেশ ও আন্তর্জাতিক সংস্থার পক্ষ থেকে বঙ্গবন্ধুর মুক্তির জন্য পাকিস্তান সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলা হয়, শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি। তিনি বাংলাদেশের স্থপতি, কাজেই পাকিস্তানের কোনো অধিকার নেই তাকে বন্দী করে রাখার। বাংলাদেশ ইতিমধ্যেই বহু রাষ্ট্রের স্বীকৃতি লাভ করেছে।

e book for bd. blogspot .com BOIGHAR.COM www .facebook .com/ Edu Job 2018

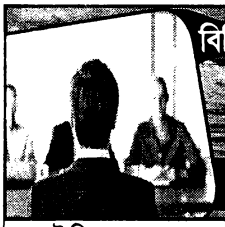

বিসিএস ভাইভা তথ্য

# রাষ্ট্রবিজ্ঞান

পর্ব-৪

– মোহাম্মদ আলী

❖ **স্টোয়িকবাদ (Stoicism) কী বা এ সম্পর্কে কী জানেন? এর প্রবক্তা কে?**

– নৈরাশ্যবাদী (Cynic) দার্শনিক ক্রেটসের (Crates) ছাত্র যেনো (Zeno, ৩৪২-২৭০ খ্রি.পূ.) স্টোয়িক দর্শন বা স্টোয়িকবাদ প্রতিষ্ঠা করেন (৩০০ খ্রি.পূ.)। তিনি এথেন্সের স্টোয়া পয়েকিল এ বসে তাঁর দর্শন প্রচার করতেন বলে তা স্টোয়িকবাদ নামে পরিচিত হয়েছে। স্টোয়িকবাদের অন্যতম শক্তিশালী প্রবক্তা ছিলেন ক্রিসিপাস। স্টোয়িকবাদ নৈরাশ্যবাদের (Self-sufficiency, self control, self-relianee, relienee on nature) উপর প্রতিষ্ঠিত হলেও এর প্রাণবিন্দু ছিল প্রাকৃতিক আইন ও যুক্তিবাদ যা মানুষকে স্বনির্ভর ও স্বয়ংসম্পূর্ণ নৈতিক জীবন যাপনের নীতি শিক্ষা দেয়। এই মতবাদের মূল কথা সবকিছুই (বস্তু কিংবা সম্পর্ক) অনঢ় প্রাকৃতিক আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং এই নিয়মের মধ্যে বিধৃত হয়েছে একটি সুমহান আদর্শ ও সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য। জ্ঞানী মানুষের লক্ষ্য হওয়া উচিত পুণ্য অর্জন করা। তিনি যুক্তি এবং বিচারবুদ্ধির সাহায্যে চারপাশের ঘটনার প্রতি উদাসীন থাকবেন। যুক্তি সার্বজনীন, তা সর্বত্র বিরাজমান এবং সবকিছুরই মূল নিয়ন্তা। এই মতানুসারে মানবজীবন সম্পূর্ণভাবে প্রকৃতির নিয়মে পরিচালিত এবং প্রকৃতিই হচ্ছে সবরকম আবেগ ও অনুভূতি; কর্ম ও সাধনার মূল উৎস।

❖ **রাষ্ট্রবিজ্ঞানে রোমানদের অবদান বলুন?**

– রাষ্ট্রবিজ্ঞানে রোমানদের অবদানগুলোর মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ধর্মনিরপেক্ষকৃত আইন ব্যবস্থা। রোমানরা তাদের আইন ব্যবস্থায় রাষ্ট্রকে ধর্ম ও নীতি শাস্ত্রের প্রভাব থেকে মুক্ত করেন। তাদের আর একটি অবদান হলো, জনগণকর্তৃক ক্ষমতার্পণের নীতিতে (Principle of delegation of powers) বিশ্বাসী। তারা রাষ্ট্রচিন্তায় রাষ্ট্র ও সমাজের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করে এবং রাষ্ট্রকে একটি "আইনমূলক ব্যক্তিত্ব" (Legal personality) হিসেবে গণ্য করে।

## পলিবিয়াস (খ্রি: পূর্ব: ২০৪-১২২)

পলিবিয়াস ছিলেন গ্রিসের অধিবাসী কিন্তু ১৬৮ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে "একিয়ান লীগের" (Achaean League) পতন হয় এবং শীর্ষস্থানীয় নেতাদের সাথে গ্রেফতার হলে ১৬ বছর ইতালিতে অবস্থান করেন। পরবর্তীতে তিনি উপলব্ধি করেন রোম মাত্র ৫৩ বছরে সমগ্র বিশ্ব জয় করতে সক্ষম হয় এবং রোমের সমৃদ্ধির কারণ বর্ণনা করতে ৪০ খণ্ডে "হিস্ট্রি অব রোম" (History of Rome) লেখেন। রোমের সাফল্য ও স্থায়িত্বের ইতিহাস বর্ণনা করতে যেয়ে সরকারের শ্রেণিবিভাগ, সরকার পরিবর্তনের স্বাভাবিক চক্র, মিশ্র সংবিধান নীতি ও সীমিতকরণের মাধ্যমে ভারসাম্য রক্ষার নীতি আলোচনা করেন।

❖ **পলিবিয়াস সরকারের শ্রেণিবিভাগ করছেন কার অনুকরণে এবং সেগুলো কী কী?**

তিনি এরিস্টটলকে অনুকরণ করে সরকারকে স্বাভাবিক ও বিকৃত এই দুই ভাগে বিভক্ত করেন।

❖ **পলিবিয়াসে মিশ্র সংবিধান নীতি কী?**

তাঁর মতে, মিশ্র সংবিধান হলো এমন এক সংবিধান যেখানে প্রত্যেক সরকারের ভাল দিকগুলো সংযোজন করা হবে। শাসনক্ষেত্রে স্থিতিশীলতা অর্জন করে অস্থিতিশীলতা রুখতে বিভিন্ন প্রকার সরকারের উত্তম উপাদানের সংমিশ্রণ ঘটাতে হবে।

❖ **পলিবিয়াস কি ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য নীতি (Theory of check and Balance of Power) সম্পর্কে বলেছেন? বললে তা কেমন?**

হ্যাঁ বলেছেন, 'তাঁর মতে, শাসনক্ষেত্রে স্থিতিশীলতা অর্জন করতে সরকারের এক শ্রেণির উপাদান যাতে অন্য শ্রেণির উপাদানকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে তার ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে বলেন। কারণ পারস্পরিক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ক্ষমতার যে ভারসাম্য রক্ষিত হবে সেই ভারসাম্যই সরকারের স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করবে। তার, মতে কন্সালগণ রাজতন্ত্রের সিনেট অভিজাততন্ত্রের এবং লোকসভাগুলো হবে গণতন্ত্রের প্রতীক। ফরাসী চিন্তাবিদ মন্টেস্কু তাঁর ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ নীতির "Seperation of power" পলিবিয়াসের নিকট থেকে ধার করেছেন যা মার্কিন সংবিধানের প্রণেতাগণ গ্রহণ করেছেন।

## সিসেরো (Marcus Tullius cicero)

## (খ্রি: পূ: ১০৬-৪৩)

রোমের নিজস্ব লেখক, আইনজীবী ও বিখ্যাত বাগ্মী ছিলেন সিসেরো। তিনি সাম্রাজিক স্বৈরাচারকে সমর্থন না করে প্রজাতান্ত্রিক যুগের মিশ্র সংবিধান পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে চাওয়ায় রোমান সম্রাট মার্ক এন্টনীর সময়ে (৪৩ খ্রি: পূ:) তাকে হত্যা করা হয়।

❖ **সিসেরোর কয়েকটি গ্রন্থের নাম বলুন?**

– (i) De Republica, (ii) De finibus, (iii) The Philippics (তাঁর বক্তৃতার সংকলন) এবং (iv) De Officis.

❖ **সিসেরোর রাষ্ট্র সম্পর্কিত বিষয়গুলো কী কী?**

– তার মতে রাষ্ট্র মানুষের স্বাভাবিক ও সহজাত সঙ্গপ্রিয়তার বাস্তব ফলশ্রুতি এবং রাষ্ট্র একটি স্বাভাবিক প্রতিষ্ঠান এবং তা ন্যায়বিচার ভিত্তিক আইনের প্রতি আনুগত্য প্রকাশের জন্য মানুষের যে স্বাভাবিক প্রবণতা রয়েছে তা থেকে উৎসারিত। রাষ্ট্র কোনো রূপ চুক্তির ফল নয়। রাষ্ট্র একটি সর্বজনীন প্রতিষ্ঠান এবং রাষ্ট্রকে বাদ দিয়ে মানুষ মনুষ্যোচিত জীবনযাপন করতে পারে না। তার মতে, ন্যায়বিচারের সর্বোচ্চ আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত না হলে কোনো রাষ্ট্রই উন্নতি লাভ করতে পারে না বরং তা রূঢ় বাস্তবতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত।

❖ **সিসেরোর প্রাকৃতিক আইন তত্ত্বটি কী?**

– রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাসে যে জিনিসটি সিসেরোকে অমরতা দান করেছে তা হচ্ছে প্রাকৃতিক আইনের পুনর্বিশ্লেষণ। তার মতে সমগ্র বিশ্ব একটি মাত্র আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং সে আইন সৃষ্টি জগতের প্রাণীবাচক বা অপ্রাণীবাচক; যুক্তিবাদী বা অযুক্তিবাদী নির্বিশেষে সকল বস্তুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সকল বস্তুই এই আইনের প্রতি অনুগত। জড়বস্তুসমূহ ও মানুষের ক্ষেত্রে আনুগত্যের প্রকাশভঙ্গি বিভিন্ন রকম।

❖ **সিসেরোর বিশ্বরাষ্ট্র কী?**

– বিশ্বের সকল মানুষ প্রাকৃতিক আইনের অধীন। যেহেতু বিশ্বের সকল মানুষ যুক্তির সাধারণ বন্ধনে আবদ্ধ আর এ যুক্তির মাধ্যমেই মানুষ প্রাকৃতিক আইনকে মেনে নেয় সেহেতু তারা সকলেই একই বিশ্বরাষ্ট্রের মতো নাগরিক। কোনো নির্দিষ্ট রাষ্ট্রের অধিবাসীরা যে পরস্পর সমশ্রেণির নাগরিকে পরিণত হয় তা কোনো বংশগত কারণে নয় বা ভৌগোলিক অবস্থানের জন্য ও নয় বরং তার প্রধান কারণ হলো তারা কোথাও একটি অভিন্ন আইনের নিয়ন্ত্রণাধীনে জীবনযাপন করে।

## সেনেকা (খ্রি: পূ: ৪-৬৫ খ্রিষ্টাব্দ)

লুসিয়ান অ্যানাইয়াস সেনেকা ছিলেন রোমান দার্শনিক যিনি স্টোয়িক দর্শনের চূড়ান্ত রূপদান করেন। তিনি রোমান রাজনীতিক ও দার্শনিক যিনি নিরোর উপদেষ্টা ছিলেন। তার রাষ্ট্রদর্শনে মূল অবদান মানুষের প্রকৃতি ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে তার মতবাদ। তার কয়েকটি গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে "On the Bevity of life, On a Happy life, On Clemency.

❖ **মানুষের প্রকৃতি ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে সেনেকার ধারণা কী ছিল?**

মানুষের প্রকৃতি সম্পর্কে তিনি বলেন, মানুষ স্বভাবত পাপাচারী এবং সমাজ বা রাষ্ট্র মানুষের পাপাচরণের ফল। মানুষ স্বভাবত দুষ্ট প্রকৃতির এবং এই কারণে সে সব সময় পাপকার্যে লিপ্ত থাকে। তার মতে সমাজ বা রাষ্ট্র সৃষ্টির আগে মানুষ "স্বর্গ রাজ্যে" বাস করত। যেখানে অন্যায় বা পাপ বলে কিছু ছিল না এবং সে কারণে কোনো সরকারের দরকার ছিল না। কিন্তু কালের আবর্তে মানুষ লোভ-লালসার বশবর্তী হয়ে পাপ কর্মে জড়িত হতে থাকে। মানুষের এই পাপকর্ম বা অধঃপতনের ফলে সরকার বা রাষ্ট্রের প্রয়োজন দেখা দেয়। যেহেতু রাষ্ট্র মানুষের অধঃপতন সঞ্জাত তাই তা কোনো স্বভাবজাত প্রতিষ্ঠান নয়, বরং তা হলো প্রথাভিত্তিক প্রতিষ্ঠান।

❖ **উন্নয়ন এবং প্রবৃদ্ধির মধ্যে পার্থক্য কী?**

– উন্নয়ন হলো একটি গতিশীল ব্যাপক প্রক্রিয়া, যার দ্বারা দীর্ঘ মেয়াদে একটি দেশের অর্থনীতিতে কাঠামোগত ও গুণগত ইতিবাচক পরিবর্তন সূচিত হয়। পক্ষান্তরে প্রবৃদ্ধি একটি সংকীর্ণ ধারণা। এক অর্থ বছর থেকে অন্য অর্থ বছরে কোনো দেশের GDP বা মোট দেশজ উৎপাদনের শতকরা বৃদ্ধিকে প্রবৃদ্ধি বলে।

❖ **প্রথম বিশ্ব, দ্বিতীয় বিশ্ব এবং তৃতীয় বিশ্ব বলতে কী বোঝায়?**

– প্রথম বিশ্ব বলতে পুঁজিবাদী উন্নত দেশগুলোকে বোঝায়। দ্বিতীয় বিশ্ব বলতে বোঝায় সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোকে এবং তৃতীয় বিশ্ব বলতে মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় পরিচালিত অনুন্নত বা স্বল্পোন্নত রাষ্ট্রগুলোকে বুঝায়।

❖ **Tax & Fee কী?**

– বাধ্যতামূলক প্রদেয় কর যার বিনিময়ে সরকারের নিকট থেকে তাৎক্ষণিক কোনো সুবিধা নেওয়া হয় না, তাকে Tax বলে। যেমন আয়কর। অন্যদিকে Fee হলো সরকার প্রদত্ত কোনো বিশেষ সুবিধার জন্য ধার্যকৃত অর্থ। যেমন : রেজিস্ট্রি Fee, প্রশাসনিক Fee।

❖ **এসডিজি (SDG) কী?**

– টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বা Sustainable Development Goals (SDG) হলো ভবিষ্যৎ আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংক্রান্ত একগুচ্ছ লক্ষ্যমাত্রা। জাতিসংঘ লক্ষ্যগুলো প্রণয়ন করেছে এবং 'টেকসই উন্নয়নের জন্য বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রা' হিসেবে লক্ষ্যগুলোকে প্রচার করেছে। SDG-এর মেয়াদ ২০১৬ থেকে ২০৩০ সাল পর্যন্ত। এতে মোট ১৭টি লক্ষ্যমাত্রা ও ১৬৯টি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ২৫-২৭ সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক "UN Sustainable Development Summit" এ বিভিন্ন দেশের সরকার প্রধানদের আলোচনার মাধ্যমে এ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

❖ **বাংলাদেশের সার্বভৌম সমুদ্রসীমা কী?**

– বাংলাদেশের সার্বভৌম অধিকার থাকবে সমুদ্রতীর থেকে ১২ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত। ভূমি রেখা থেকে ২৪ নটিক্যাল মাইল হচ্ছে সংলগ্ন এলাকা। সমুদ্র তীর থেকে মহীসোপানের ২০০ নটিক্যাল মাইলের এলাকা হলো অর্থনৈতিক অঞ্চল।

❖ **বাজেট কী?**

– বাজেট ইংরেজি শব্দ। একটি নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণত এক বছরে সরকারের সম্ভাব্য আয়-ব্যয়ের বিস্তারিত হিসাব বিবরণীকেই বাজেট বলা হয়। অতীতে থলেতে ভরে এটি আইনসভা বা সংসদে আনা হতো বলে এই দলিলটি 'বাজেট' নামে অভিহিত হয়ে আসছে। বাজেটে সরকারের আয়ের বিভিন্ন উৎস এবং ব্যয়ের বিভিন্ন খাত লিপিবদ্ধ থাকে এবং সরকারের একটি নির্দিষ্ট সময়ের আর্থিক পরিকল্পনার সুষ্ঠু প্রতিফলন থাকে।

❖ **রাজস্ব বাজেট কী?**

– যে বাজেটে সরকারের রাজস্ব আয় ও রাজস্ব ব্যয়ের হিসাব প্রতিফলিত হয় তাকে রাজস্ব বাজেট বলা হয়। রাজস্ব বাজেটের প্রধান দুটি অংশ থাকে।
ক. আয়ের উৎস :
খ. ব্যয়ের খাত :

❖ **'সম্পূরক বাজেট' কী?**

– সরকারের কোনো মন্ত্রণালয় তাদের জন্য বরাদ্দকৃত টাকার বেশি খরচ করে ফেললে ঐ নির্দিষ্ট পরিমাণ খরচের কারণে একটি সহযোগী বাজেট প্রস্তুত করা হয়। সেটাই সম্পূরক বাজেট।

❖ **'বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি' (এডিপি) কী?**

– বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) কোনো একটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় প্রক্ষেপিত সরকারি খাতের উন্নয়ন নীতিমালা, কর্মসূচি, বিনিয়োগ এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ পরিচালনা ও অর্জনের জন্য ঐ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কোনো একটি নির্দিষ্ট বছরে বাস্তবায়নযোগ্য বিভিন্ন খাতের প্রকল্পসমূহের তালিকা এবং তাদের জন্য আর্থিক বরাদ্দসহ প্রণীত কর্মসূচি।

❖ **'সম্পূরক মঞ্জুরি' কী?**

– কোনো নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠান বা কাজের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ কম হলে তা যদি উক্ত অর্থ বছরের বাজেট এ অন্তর্ভুক্ত না হয় তবে তা সংযুক্ত তহবিল থেকে ব্যয় নির্বাহকে সম্পূরক মঞ্জুরি বলে।

❖ **পিপিপি কী?**

– পিপিপি (পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ) বা সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব বলতে কোনো প্রকল্প বাস্তবায়নে সরকারি ও বেসরকারি কর্তৃপক্ষের যৌথ প্রচেষ্টা ও পরিকল্পনাকে বোঝায়। ২০১৫ সালে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব আইন জাতীয় সংসদে পাস হয়। আবার, পিপিপি (পারচেজিং পাওয়ার প্যারিটি) বা ক্রয় ক্ষমতা সমতা। এটি একটি তত্ত্বীয় পদ্ধতি, যার মাধ্যমে দুইটি ভিন্ন মুদ্রার দীর্ঘমেয়াদে বিনিময় হারের সাহায্যে তাঁদের ক্রয়ক্ষমতা পরিমাপ করা হয়। অর্থাৎ ক্রয়ক্ষমতা সমতার তত্ত্ব অনুযায়ী দুটি ভিন্ন মুদ্রার দীর্ঘমেয়াদী স্থায়ী বিনিময় হারকেই মূলত ঐ দুই মুদ্রার ক্রয় ক্ষমতার হার বলে। ১৯১৮ খ্রিষ্টাব্দে সুইডেনের অর্থনীতিবিদ গুস্তাফ কাসেল এই তত্ত্বটি প্রচার করেন।

❖ **বুলিশ মার্কেট বলতে কী বোঝেন?**

চাঙ্গা অর্থনীতি, মূল্য উচ্চপর্যায়ের আশঙ্কা এবং স্টকের মূল্য উর্ধ্বগতিশীল অবস্থাকে 'বুলিশ মার্কেট' বলা হয়।

❖ **ব্লু চিপস কোম্পানি কী?**

– 'ব্লু চিপস কোম্পানি' বলতে বুঝায় ওই ধরনের কোম্পানিকে, যেগুলো মানের দিক দিয়ে তার মূল্য বাড়তে থাকে।

❖ **আইপিও কী?**

– Initial Public Offering এর সংক্ষিপ্ত রূপকে আইপিও বলা হয়। আইপিওকে প্রাইমারি মার্কেটও বলা হয়। সাধারণত যখন কোনো ব্যবসা শুরু করা হয় তখন নিজের পুঁজি বা ব্যাংক লোন নিয়ে ব্যবসা শুরু করা হয়। পরবর্তীতে যখন ব্যবসা প্রসার করার প্রয়োজন হয় তখন ব্যাংক থেকে লোন না নিয়ে সাধারণ বিনিয়োগকারীদের কাছে কোম্পানির কিছু অংশ বিক্রি করে দেওয়া হয় এবং এই বিক্রির পদ্ধতির নামই আইপিও।

❖ **দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বলতে কী বোঝেন?**

– দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা হচ্ছে দুর্যোগসংক্রান্ত নীতিমালা, প্রশাসনিক সিদ্ধান্তসমূহের সমষ্টি এবং এগুলোর প্রায়োগিক ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য তিনটি। যথা–
ক. ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ এড়ানো বা হ্রাস করা
খ. অল্প সময়ের মধ্যে ত্রাণ ও পুনর্বাসন নিশ্চিত করা
গ. দুর্যোগ পরবর্তী পুনরুদ্ধার কাজ ভালোভাবে সম্পন্ন করা।

❖ **'সবুজ বিপ্লব' (Green Revolution) সম্পর্কে বলুন।**

– সবুজ বিপ্লব (Green Revolution) বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে উচ্চ ফলনশীল বীজ, সার এবং সেচের পানি ব্যবহারের মাধ্যমে গম, ধান, ভুট্টা প্রভৃতির উৎপাদনে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অতি দ্রুত যে বিরাট সাফল্য অর্জিত হয়েছে তাকে 'সবুজ বিপ্লব' হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।

❖ **Bureaucracy (আমলাতন্ত্র) কী?**

– ফরাসি শব্দ Bureau এবং গ্রিক শব্দ krateir থেকে Bureaucracy শব্দের উৎপত্তি ঘটেছে। Bureau শব্দের অর্থ Office বা দপ্তর/ টেবিল। আর kratein শব্দের অর্থ শাসন। সুতরাং উৎপত্তিগত অর্থে Bureaucracy বলতে Desk Government বা দপ্তর/টেবিলে বসে পরিচালিত শাসন ব্যবস্থাকে বুঝায়।

❖ **১৪৪ ধারা কী?**

১৪৪ ধারা হলো বাংলাদেশ এবং ভারতের দণ্ডবিধির একটি অধ্যায়। এই আইনে ৫ জন অথবা এর থেকে বেশি ব্যক্তির একত্রে চলাচল, সমাবেশ করা এবং আগ্নেয়াস্ত্র বহন করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। জরুরি অবস্থা বা আসন্ন বিপদে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য এই আইনের প্রয়োগ করা হয়।

❖ **মোবাইল কোর্ট কী?**

– আইন শৃঙ্খলা রক্ষা এবং অপরাধ প্রতিরোধ কার্যক্রমকে দক্ষতার সহিত সম্পাদন করিবার স্বার্থে আবশ্যক ক্ষেত্রে কতিপয় অপরাধ তাৎক্ষণিকভাবে ঘটনাস্থলে আমলে গ্রহণ করিয়া দণ্ড আরোপের সীমিত ক্ষমতা প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সমগ্র দেশে কিংবা যে কোনো জেলা বা মেট্রোপলিটন এলাকায় ভ্রাম্যমাণভাবে পরিচালিত আদালতকে 'মোবাইল কোর্ট' নামে অভিহিত করা হয়।

❖ **ট্রাইব্যুনাল কী?**

– প্রশাসন এর চাকুরিজীবীদের চাকরি সংক্রান্ত বিষয়াবলি যে আদালতে নিষ্পত্তি হয় তাকে প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল বা ট্রাইব্যুনাল বলে। স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল ও ট্রাইব্যুনাল এর মাঝে পার্থক্য:

১. প্রচলিত ট্রাইব্যুনালে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ বেশি যা স্পেশাল ট্রাইব্যুনালে নেই।
২. প্রচলিত ট্রাইব্যুনালে বিচার কাজ ধীরগতিতে হয় আর স্পেশাল ট্রাইব্যুনালে দ্রুত গতিতে।

Join FB Group "Career Opportunity in Bangladesh" : bit.ly/ Join COB


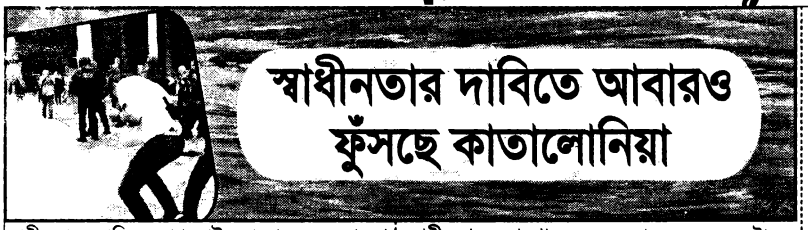

# স্বাধীনতার দাবিতে আবারও ফুঁসছে কাতালোনিয়া

স্বাধীনতার দাবিতে গণভোট আয়োজনের কারণে রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে স্পেনের স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল কাতালোনিয়ার ৯ নেতাকে কারাদণ্ড দেওয়াকে কেন্দ্র করে ১৪ অক্টোবর কাতালোনিয়ায় বিক্ষোভ শুরু করেন স্বাধীনতাকামী কাতালানরা। ১৮ অক্টোবর বিক্ষোভের পঞ্চম দিনে নেতৃবৃন্দের শাস্তির প্রতিবাদ জানাতে কাতালোনিয়ার পতাকা হাতে রাস্তায় নেমে সেন্ট্রাল বার্সেলোনা অচল করে দিয়েছেন প্রায় আধা লাখ মানুষ। 'স্বাধীনতা চাই', 'এই রাস্তা আমাদের', 'রাজনৈতিক নেতাদের মুক্তি চাই', এসব স্লোগানে মুখর হয়ে উঠেছে বার্সেলোনার রাজপথ। প্রথমদিকে এই বিশাল জনসমাবেশ শান্তিপূর্ণ থাকলেও পরের দিকে তা সহিংস হয়ে ওঠে। বিক্ষোভকারীদের মধ্যে কয়েকজন রাস্তা অবরোধ করে ময়লার কনটেইনারে আগুন ধরিয়ে দেন। তারা দাঙ্গা পুলিশকে লক্ষ্য করে পাথর ছুড়লে পুলিশও তাদের দিকে কাঁদানে গ্যাস ও রাবার বুলেট ছোড়ে এবং লাঠি হাতে বিক্ষোভকারীদের পাল্টা ধাওয়া করে। ১৮ অক্টোবর দুপুরে কাতালোনিয়ার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মিছিল করে বার্সেলোনার কেন্দ্রে এসে জড়ো হন বিক্ষোভকারীরা। এতে গোটা শহর অচল হয়ে যায়। ১৬ অক্টোবর থেকে জিরোনা, তারাগোনা, ভিচ, মারতোরেলসহ অন্য শহর থেকে পায়ে হেঁটে কাতালোনিয়ার রাজধানী বার্সেলোনায় জড়ো হন তারা। এদিকে বিক্ষোভ-সংঘর্ষের কারণে বার্সেলোনার এ পর্যন্ত আর্থিক ক্ষতি হয়েছে অন্তত ১৫ লাখ ইউরো। পুলিশ ও বিক্ষোভকারীদের সংঘর্ষে দু'পক্ষেরই শতাধিক আহত হয়। এ ঘটনায় কাতালোনিয়ায় ১৬ বিক্ষোভাকারীকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

**কাতালোনিয়ার পরিচয়:** কাতালোনিয়ার জনসংখ্যা ৭৫ লাখ। স্পেনের মোট জনসংখ্যার ১৬ শতাংশ এই কাতালোনিয়ায়। স্পেনের উত্তর-পূর্বের এই প্রদেশটির রাজধানী বার্সেলোনা। তাদের আছে নিজস্ব ভাষাও। বার্সেলোনা বিশ্বের অত্যন্ত জনপ্রিয় শহরগুলোর একটি, ফুটবল এবং একই সাথে পর্যটনের কারণে। স্পেনের মোট জিডিপির এক পঞ্চমাংশ আসে এই বার্সেলোনা থেকে।

**অবকাঠামো :** এটি চারটি প্রদেশ নিয়ে গঠিত। যথা: বার্সেলোনা, গিরোনা, লেইদা এবং তারাগোনা। এর রাজধানী এবং সর্ববৃহৎ শহর বার্সেলোনা, যা মাদ্রিদের পর স্পেনের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর। কাতালোনিয়ার আয়তন ৩২,১১৪ বর্গ কিলোমিটার এবং এর জনসংখ্যা ৭,৫৩৫,২৫১।

**ইতিহাস :** কাতালোনিয়া অঞ্চলের ইতিহাস প্রায় এক হাজার বছরের পুরোনো। এই অঞ্চলের নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি, পার্লামেন্ট, জাতীয় পতাকা ও সংগীত আছে। কাতালোনিয়ায় নিজস্ব পুলিশ বাহিনী ও আছে।

**স্বাধীনতার ঘোষণা:** ২০১৭ সালের ২৭ অক্টোবর স্বাধীনতা ঘোষণা করে কাতালোনিয়া। স্পেনের কেন্দ্রীয় সরকারের বাধা উপেক্ষা করে গত ১ অক্টোবর ২০১৭, গণভোটের আয়োজন করে কাতালোনিয়া। এতে ৯০ শতাংশ ভোটার কাতালোনিয়ার স্বাধীনতার পক্ষে রায় দেন। এটি অনুমোদন করে কাতালোনিয়ার পার্লামেন্ট। স্পেনের সাংবিধানিক আদালত এই পার্লামেন্টকে বরখাস্ত করেছিল। তবে, স্পেন সরকার এই গণভোটকে বেআইনি ও অসাংবিধানিক হিসেবে অভিহিত করে এসেছে। কাতালান কর্তৃপক্ষের দাবি, গণভোটে অংশ নেওয়া ভোটারদের মধ্যে ৯০ শতাংশের কিছু কম মানুষ স্বাধীনতার পক্ষে রায় দিয়েছে। যদিও মোট জনসংখ্যার মাত্র ৪৩ শতাংশ গণভোটে অংশ নিয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় ২৭ অক্টোবর ২০১৭ কাতালান পার্লামেন্ট স্বাধীনতা ঘোষণা করে। পার্লামেন্টে স্বাধীনতার পক্ষে ৭০টি ভোট পড়ে, বিপক্ষে পড়ে ১০ টি।

**ঘটনার সূত্রপাত:** ২০১৭ সালে কাতালোনিয়ার স্বাধীনতার দাবিতে গণভোট আয়োজনে ভূমিকার জন্য ১৪ অক্টোবর অঞ্চলটির ৯ স্বাধীনতাকামী নেতাকে কারাদণ্ড দেয় স্পেনের সুপ্রিম কোর্ট। বিচারে কাতালোনিয়ার সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট ও রিয়ন জুনকেলাসকে ২৫ বছর কারাদণ্ড দেওয়ার দাবি করেছিলেন স্পেনের সরকারি কৌঁসুলিরা। রাষ্ট্রদ্রোহ ও সরকারি তহবিলের অপব্যবহারের দায়ে পরে তাঁকে ১৩ বছরের কারাদণ্ড দেয় আদালত। এছাড়া ছয় সাবেক কাতালান কর্মকর্তাকে ১০ থেকে ১২ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড দেয় স্পেনের সুপ্রিম কোর্ট। এদিকে মামলার অন্যতম প্রধান আসামি ও কাতালোনিয়ার সাবেক প্রেসিডেন্ট কার্লোস পুজদেমন বর্তমানে বেলজিয়ামে অবস্থান করছেন। বর্তমানে স্বেচ্ছা নির্বাসনে বেলজিয়ামে থাকা পুজদেমনকে ফিরিয়ে আনতে তৃতীয় বারের মতো প্রচেষ্টা চালাচ্ছে স্পেন। ব্রাসেলসের প্রসিকিউটর কার্যালয় ওই আবেদন পাওয়ার কথা জানিয়েছে। তবে এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে কয়েক সপ্তাহ সময় লাগতে পারে। আদালতের রায়ের পরই রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ শুরু করে কাতালানরা।

**বিক্ষোভে উত্তাল বার্সেলোনা, জ্বলছে রাজপথ:** ফের ফুঁসছে কাতালোনিয়া। স্বাধীনতার দাবিতে বিক্ষোভ-প্রতিবাদে উত্তাল হয়ে উঠেছে স্পেনের স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলটি। ২১ অক্টোবর ষষ্ঠ দিনের মতো বিক্ষোভ হয়েছে। অঞ্চলটির রাজধানী বার্সেলোনার রাজপথে জড়ো হয় লাখ লাখ তরুণ-যুবক। স্লোগান তোলে স্বাধীনতার, 'নিজস্ব পতাকার। এর আগে কাতালানবাসীরা রাতভর বিক্ষোভ ছত্রভঙ্গ করতে টিয়ার গ্যাস ও রাবার বুলেট ছুড়ে স্পেনের পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনী। পাল্টা ইট-পাটকেল ও আতশবাজি ছুড়ে বিক্ষোপকারীরা। স্পেন-ফ্রান্সের সীমান্ত এলাকার একটি প্রধান সড়ক বন্ধ করে দেয় বিক্ষোভকারীরা। এছাড়া আরও অন্তত ২০টি গুরুত্বপূর্ণ সড়ক অবরোধ করে। কয়েক হাজার বিক্ষোভকারী শহরে প্রবেশ করে ট্রেন থামিয়ে দেয় এবং রেলপথে অবস্থান নেয়। বার্সেলোনার অন্যতম পর্যটন আকর্ষণ সাগ্রাদা ফ্যামিলি চার্চ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত বিক্ষোভ শান্তিপূর্ণ ছিল। বিকেল গড়াতেই সহিংস হয়ে ওঠে। বিক্ষোভ ছত্রভঙ্গ করতে উসকানিমূলকভাবে টিয়ার গ্যাস ও রাবার বুলেট ছুড়তে থাকে পুলিশ। পুলিশকে লক্ষ্য করে ইট-পাথর ও আতশবাজি নিক্ষেপ করে বিক্ষোভকারীরা। এতে বার্সেলোনা নগরীর কেন্দ্রস্থল কার্যত রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। এদিকে কাতালান স্বাধীনতার দাবি 'অনেক কম সময়ে বহুদূরে' পৌঁছেছে বলে মন্তব্য করেছেন অঞ্চলটির সাবেক প্রেসিডেন্ট আরতুর মাস। স্বাধীনতার দাবিতে আন্দোলনের কারণে দুই বছর আগে তাকে প্রেসিডেন্ট পদ থেকে বহিষ্কার করা হয়। ২০১৪ সালে তিনি গণভোটের আয়োজন করেন। চলতি সপ্তাহের বিক্ষোভের মধ্যে এক সাক্ষাৎকারে আরতুর বলেন, সংকট সমাধানে আরেকটি গণভোট আয়োজন সময়ের দাবি। বিক্ষোভকারীদের ওপর স্পেন সরকারের সহিংস আচরণেরও সমালোচনা করেন। তিনি আরও বলেন, কাতালানের ভাগ্য নিয়ে স্পেনের আদালতও রাজনীতি করছে। এক বিবৃতিতে কাতালান প্রশ্নে কেন্দ্রীয় সরকারকে আলোচনায় বসার আহ্বান জানিয়েছেন স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রধান নেতা কুইম তোরি।

**নতুন করে বিক্ষোভের ডাক:** এদিকে 'দমন-পীড়নের বিরুদ্ধে' নতুন করে বার্সেলোনায় বিক্ষোভ প্রদর্শনের ডাক দিয়েছে স্বাধীনতাকামী তরুণদের সংগঠন অ্যারান। এছাড়া কাতালোনিয়ার অন্য অঞ্চলেও সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়েছে। কর্তৃপক্ষ জানায়, ১৪ অক্টোবর থেকে শুরু হওয়া আন্দোলনে এখন পর্যন্ত ৫০০ জন মানুষ আহত হয়েছে। অঞ্চলটির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানায়, ১৮ অক্টোবর রাতের সহিংস বিক্ষোভ থেকে ৮৩ জনকে আটক করা হয়েছে।

সর্বশেষ সংবাদ অনুযায়ী, সব ধরনের 'বিক্ষোভের নিন্দা জানিয়ে বার্সেলোনা শহরের মেয়র অ্যাডা কোলাউ বলেছেন, 'এ ধরনের পরিস্থিতি এখানে কোনো অবস্থাতেই চলতে পারে না। বার্সেলোনা সহিংসতার জন্য নয়।' এদিকে বিক্ষোভের কারণে ২৬ অক্টোবর স্পেনের শীর্ষ ফুটবল লীগ লা লিগা বার্সেলোনা ও রিয়েল মাদ্রিদের নির্ধারিত ম্যাচটি মাদ্রিদের মাঠে সরিয়ে নিতে স্প্যানিশ ফুটবল ফেডারেশনকে অনুরোধ জানিয়েছে। দেশটির ভারপ্রাপ্ত প্রধানমন্ত্রী পেদ্রো সানচেজ বলেছেন, বিক্ষোভ ঠেকাতে সরকার কঠোর ও নিয়মতান্ত্রিকভাবে কাজ করবে। মাদ্রিদে তিনি বলেন, কাতালান জনগণ ও সব স্প্যানিশ সমাজকে অবশ্যই জানতে হবে সরকার সব বিষয় বিবেচনা করছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সরকার জাতীয় গোয়েন্দা সংস্থার সমন্বয়ে বিশেষ কমিশন গঠন করবে বলে জানান তিনি।

e book for bd. blogspot .com BOIGHAR.COM www .facebook .com/ Edu Job 2018

Join FB Group "Career Opportunity in Bangladesh" : bit.ly/ Join COB


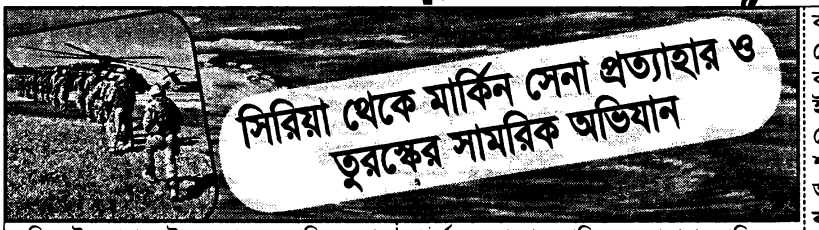

# সিরিয়া থেকে মার্কিন সেনা প্রত্যাহার ও তুরস্কের সামরিক অভিযান

প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তার স্বঘোষিত মহান এবং অতুলনীয় জ্ঞানোচিত ঘোষণার মাধ্যমে সিরিয়ার উত্তরাঞ্চল থেকে মার্কিন সেনা প্রত্যাহারের নির্দেশ দিয়েছেন। তার নির্ধারিত কয়েকটি ঘটনা আমেরিকার মিত্রশক্তি এবং সিরিয়ার কুর্দিদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। অন্যদিকে সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছে বিরোধী শক্তি অর্থাৎ তুরস্ক, সিরিয়ার বাশার আল আসাদের শাসন ব্যবস্থা, এদের সমর্থক, রাশিয়া ও ইরান এবং জিহাদি গোষ্ঠী ইসলামিক স্টেটের জন্য। সিরিয়ার আট বছরের যুদ্ধ মধ্যপ্রাচ্যের চিত্র পূণর্গঠন ও পরিবর্তন করেছে।

**এরদোয়ানের যে কারণে সামরিক অভিযান :** শরণার্থীদের বোঝায় তুরস্কের অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা ভেঙে এক ধরনের নাভিশ্বাস তৈরি হয়েছিল। যে নাভিশ্বাস এরদোয়ানের প্রায় দুই দশকের একচ্ছত্র শাসনকে হুমকির মুখে ফেলে দিয়েছে। তাই অতিসত্বর শরণার্থীদের অন্য কোথাও স্থানান্তর না করে গেলে তুরস্কের রাজনৈতিক মাঠে বড় ধরনের পরিবর্তন হবে, যা এরদোয়ানের সুদিনের সমাপ্তি আনতে পারে। সেই চিন্তা থেকেই এরদোয়ান বিভিন্ন সময়ে বৈশ্বিক নানান মঞ্চে তাঁর 'নিরাপদ অঞ্চলের' কথা তুলে ধরেছেন। এরদোয়ান বারবার ইউরোপীয়দের আশ্বস্ত করার চেষ্টা করেছেন, সিরিয়ার অভ্যন্তরে একটি 'নিরাপদ অঞ্চল' ইউরোপের শরণার্থী সমস্যার সমাধানে দেবে। কিন্তু শরণার্থী সমাধান থেকে সিরিয়ার যুদ্ধে উভয় পক্ষের কাছে অস্ত্র বিক্রিতে বেশি লাভ ঠাওর করতে পেরে ইউরোপীয় পরাশক্তি নিরাপদ অঞ্চলের ধারণা বাতিল করে দেন। কিন্তু এরদোয়ান এতে থেমে থাকেননি। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে এরদোয়ান তাঁর পরিকল্পিত 'নিরাপদ অঞ্চলের' মানচিত্র আবার উপস্থাপন করেন। এরদোয়ানের মানচিত্র বিশ্বকে দেখিয়েছে, তিনি কীভাবে সিরিয়ার অভ্যন্তরে ৪৮০ কিলোমিটার দীর্ঘ এবং ৩০ কিলোমিটার প্রশস্ত একটি নিরাপদ অঞ্চল গড়তে চান এবং সেই অঞ্চলে তুরস্কে থাকা ৪০ লাখের বেশি শরণার্থীর অর্ধেক অর্থাৎ ২০ লাখ শরণার্থীকে পুনর্বাসন করতে চান। কিন্তু 'নিরাপদ অঞ্চল' নিয়ে নিন্দুক এবং ইউরোপীয় পরাশক্তি গোষ্ঠী বলছেন অন্য কথা। তাদের ভাষায়, এরদোয়ান কুর্দিদের উচ্ছেদের লক্ষ্য নিয়েই এই অভিযানে নামছেন। অভিযানের পক্ষে ইউরোপীয় ইউনিয়ন আনুষ্ঠানিক কোনো বিবৃতি না দিলেও আঙ্কারার রয়েছে ন্যাটোর সমর্থন। রাশিয়া অনেকটা ধীর নীতি অবলম্বন করলেও দেশটি সিরিয়ার সার্বভৌমত্বের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের আহ্বান জানিয়েছে আঙ্কারার প্রতি।

**ওয়াইপিজি এর পরিচয় :** ওয়াইপিজি হচ্ছে সিরিয়ার বিদ্রোহী গ্রুপ এসডিএফ অর্থাৎ সিরিয়ান ডেমোক্রেটিক ফোর্স নামে একটি মিলিশিয়া জোটের অন্যতম প্রভাবশালী সদস্য। এসডিএফ জোটে কুর্দি এবং আরব উভয় ধরণের মিলিশিয়া গোষ্ঠীই আছে। মার্কিন নেতৃত্বাধীন কোয়ালিশন বাহিনী যখন সিরিয়ার মাটিতে নেমে জিহাদি গোষ্ঠী ইসলামিক স্টেটের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়েছিল - তখন তাদের তার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মিত্র ছিল এই এসডিএফ। কিন্তু তুরস্কের বিশাল সশস্ত্রবাহিনীর মোকাবিলা করার মতো ভারী মেশিনগান, বিমান-বিধ্বংসী কামান বা ট্যাংক ধ্বংসকারী অস্ত্র তাদের নেই। মি. এরদোয়ানের হিসেবটা হচ্ছে, সীমান্তে সিরিয়ান কুর্দি ওয়াইপিজি সংগঠনের মিলিশ্রিয়ারা আছে তাদের দূরে ঠেলে দেয়া, কারণ ওয়াইপিজি তার চোখে কুর্দি স্বায়ত্বশাসনের সমর্থক পিকেকের একটা শাখা। মনে রাখতে হবে, তুরস্ক, যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন সবাই পিকেকে-কে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে তালিকাভুক্ত করেছে। ওয়াইপিজি অবশ্য এ অভিযোগ অস্বীকার করে। তারা এরদোয়ানকেও একজন মিথ্যেবাদী মনে করে। তাদের মতে প্রেসিডেন্ট এরদোয়ানের আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে কুর্দিদের নিশ্চিহ্ন করা।

**কুর্দিদের সাথে বিশ্বাস ঘাতকতা ট্রাম্পের :** সিরিয়ায় কুর্দি নিয়ন্ত্রিত বেশ কিছু এলাকা থেকে হঠাৎ করে আমেরিকা তাদের সৈন্য প্রত্যাহার করে নিয়েছে। হোয়াইট হাউজের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, উত্তর-পূর্ব সিরিয়ায় কুর্দি মিলিশিয়াদের বিরুদ্ধে তুরস্ক যে কোনো সময় সামরিক অভিযান শুরু করতে পারে, এবং যুক্তরাষ্ট্র এই সংঘাতে জড়াতে চায় না। কিন্তু মার্কিন সৈন্য প্রত্যাহারের ফলে তুরস্কের জন্য কুর্দি যোদ্ধাদের বিরুদ্ধে পূর্ণমাত্রার সামরিক অভিযান চালানোর সুযোগ তৈরি হয়। অথচ কিছুদিন আগ পর্যন্তও কুর্দি নেতৃত্বাধীন এসডিএফ মিলিশিয়ারা ছিল মার্কিন বাহিনীর প্রধান মিত্র। সিরিয়ায় ইসলামিক স্টেটের বিরুদ্ধে যুদ্ধে এসডিএফ মিলিশিয়ারা মার্কিনীদের সাথে যুদ্ধ করেছে। তবে সম্প্রতি কুর্দি মিলিশিয়ারা অভিযোগ করছিল, নিজেদের স্বার্থ হাসিলের পর ওয়াশিংটন তাদের অঙ্গীকার পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে।

**প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প যে কারণে কুর্দিদের পরিত্যাগ করছেন** মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের হিসেবটা খুবই সোজা। তার কথা অনুযায়ী, মার্কিন-কুর্দি জোট গঠিত হয়েছিল আইএসকে পরাজিত করার জন্য। সে কাজ হয়ে গেছে এবং উত্তর-পশ্চিম সিরিয়ায় আমেরিকার আর কোন কাজ নেই। অবশ্য ডোনাল্ড ট্রাম্পের কিছু জেনারেলও এ ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করেন। কুর্দিরা ছড়িয়ে আছে সিরিয়া, তুরস্ক, ইরাক ও ইরান - এই চারটি দেশে। কুর্দি নেতারাও এটা বোঝেন যে এই দেশ চারটির রাজনীতি এবং বৃহৎ শক্তিগুলোর নিজস্ব হিসেব-নিকেশের কাছে অবধারিতভাবেই কুর্দিদের স্বার্থ উপেক্ষিত হবে।

**বন্দী আইএস যোদ্ধাদের নিজ দেশে যে কারণে নেয়া হচ্ছে না :** আইএস যোদ্ধাদের নিজ নিজ দেশগুলোই তাদের নিতে চায় না। বিবিসির নিরাপত্তা সংবাদদাতা গর্ডন কোরেরা বলছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বহুদিন ধরেই ইউরোপিয়ান দেশগুলোকে চাপ দিচ্ছে- যেন তারা ইউরোপ থেকে আসা আইএস যোদ্ধাদের নিয়ে যায়। কিন্তু ইউরোপীয় দেশগুলো অনিচ্ছুক, কারণ এদের দেশে নিয়ে গিয়ে বিচার করার অনেক সমস্যা আছে। আদালতে গ্রহণযোগ্য হবে এমন সাক্ষ্যপ্রমাণ অনেক ক্ষেত্রেই নেই। ভয় হলো, তখন হয়তো বাধ্য হয়ে তাদের ছেড়ে দিতে হবে।

**কুর্দি ইস্যুতে রুশ-তুর্কি 'ঐতিহাসিক' চুক্তি :** কুর্দি বাহিনীকে সরিয়ে উত্তর সিরিয়া সীমান্তে নিরাপদ (সেফ জোন) অঞ্চল গড়ে তুলতে রাশিয়া ও তুরস্কের মধ্যে একটি 'ঐতিহাসিক' চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। কুর্দিদের সঙ্গে চলমান যুদ্ধবিরতির মধ্যে এ ঘোষণা এসেছে। এর মধ্য দিয়ে সিরিয়ায় চলা আট বছরের গৃহযুদ্ধের ধরন বদলে যেতে পারে। কারণ চুক্তিতে সিরিয়ার সার্বভৌমত্ব ও ভূখণ্ডগত অখণ্ডতা অক্ষুণ্ন রাখতে সম্মতি দিয়েছে তুরস্ক। কিছুদিন আগেও যেখানে মার্কিন সৈন্যের উপস্থিতি ছিল, সেখানে এখন রুশ-তুর্কি বাহিনীর যৌথ টহল চলবে। ফলে ভবিষ্যৎ সিরিয়ার আকার পরিবর্তনে যুক্তরাষ্ট্রের সুযোগ হাতছাড়া হলো। মার্কিন গণমাধ্যমগুলো একে যুক্তরাষ্ট্রের জন্য বড় পরাজয় বলে অভিহিত করেছে। চুক্তি অনুযায়ী–

- কুর্দি যোদ্ধাদের প্রস্তাবিত সেফ জোন থেকে সরে যেতে হবে এবং এলাকাটি রাশিয়া ও তুরস্কের বাহিনীর যৌথ নজরদারিতে থাকবে, যাতে সিরীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীরও উপস্থিতি থাকবে। সেফ জোন গড়ার লক্ষ্যে সাম্প্রতিক সামরিক অভিযানে তুরস্ক সিরিয়ার সীমান্তবর্তী রাস আল আইন ও তাল আবয়েদ পর্যন্ত দখল করে নেওয়া ১২০ কিলোমিটার এলাকায় তুরস্কের বাহিনী থাকতে পারবে। রাশিয়া সেটা মেনে নেবে। চুক্তিতে ওই অঞ্চলের সীমান্তের ৩০ কিলোমিটার এলাকা থেকে কুর্দি যোদ্ধাদের সরে যেতে ১৫০ ঘণ্টা সময় বেঁধে দেয়। ২৯ অক্টোবর এই সময়সীমা শেষ হলে তুর্কি ও রুশ সেনারা সেখানে যৌথ টহল শুরু করবে। সামরিক অভিযান চালাকালে তুরস্ককে অইএস বন্দি শিবিরের দায়িত্ব নিতে হবে।

পরিশেষে বলা যায় যে, তুর্কি অভিযান ও মার্কিন সৈন্য প্রত্যাহার যুদ্ধের দুই প্রধান পক্ষ আমেরিকা এবং কুর্দিরা পুরো চিত্র থেকে মুছে যাচ্ছে। প্রেসিডেন্ট আসাদ তার মিত্র দেশ রাশিয়া এবং ইরানকে নিয়ে সিরিয়ার ভয়াবহ যুদ্ধে নিজেদের জয়কে আরো পোক্ত করবে।

e book for bd. blogspot .com BOIGHAR.COM www .facebook .com/ Edu Job 2018

Join FB Group "Career Opportunity in Bangladesh" : bit.ly/ Join COB


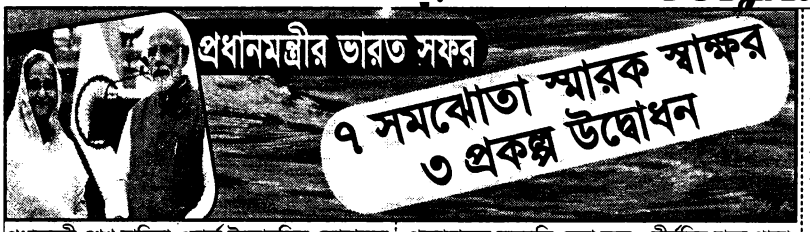


প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের (ডব্লিউইএফ) ইন্ডিয়ান ইকোনমিক সামিটে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দেন। নয়াদিল্লীতে আগামী ৩-৪ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হওয়া এ সম্মেলনে ৪০টি দেশের ৮০০ জনের ও বেশি নেতা অংশ নেন। প্রধানমন্ত্রী কার্যালয় সূত্র জানায়, প্রধানমন্ত্রী ৩ অক্টোবর বাংলাদেশের ওপর ডব্লিউইএফের 'কান্ট্রি স্ট্র্যাটেজি ডায়ালগে' যোগ দেন এবং ৪ অক্টোবর ডব্লিউইএফ সমাপনী আলোচনায়ও অংশ নেন। সফরকালে হোটেল তাজ মহলে অবস্থান করেন তিনি। ৩ অক্টোবর বাংলাদেশ হাইকমিশনের মৈত্রী হলে এক সংবর্ধনা এবং বাংলাদেশ হাউসে তার সম্মানে আয়োজিত নৈশভোজে অংশ নেন। ৪ অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী আইটিসি মহুয়াতে ভারত-বাংলাদেশ বিজনেস ফোরামের (আইবিবিএফ) নির্বাচিত সিইও ও শীর্ষ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে বৈঠক ও মতবিনিময় করেন এবং ডব্লিউইএফ সমাপনী আলোচনায়ও অংশ নেন। ভারত সফররত সিঙ্গাপুরের উপ-প্রধানমন্ত্রী হেঙ সোয়ে কীট প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। ৫ অক্টোবর সকাল সাড়ে ১১টায় ঐতিহাসিক হায়দ্রাবাদ হাউজে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বৈঠক করেন তিনি। বৈঠকে দু'দেশের মধ্যে সাতটি সমঝোতা স্মারক সই হয় এবং ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে দুই দেশের নেতারা তিনটি প্রকল্পের উদ্বোধন করেন। টানা তৃতীয় মেয়াদে সরকার গঠনের পর এটাই শেখ হাসিনার প্রথম দিল্লী সফর। এর আগে ২০১৭ সালে তিনি সর্বশেষ দিল্লি সফর করেন। ৫ অক্টোবর বিকালে রাষ্ট্রপতি ভবনে ভারতের রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের সাথে সাক্ষাৎ করেন। ৬ অক্টোবর সকালে, ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এস জয়শঙ্কর বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করেন। এছাড়া ভারতের কংগ্রেস পার্টির প্রধান সোনিয়া গান্ধী ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন ও কর্মের ওপর চলচ্চিত্র নির্মাণের দায়িত্ব পাওয়া ভারতের বিশিষ্ট চলচ্চিত্র পরিচালক শ্যাম বেনেগা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর সাথে আলাদাভাবে সাক্ষাৎ করেন। ৬ অক্টোবর ৪ দিনের নয়াদিল্লি সফর শেষে প্রধানমন্ত্রী দেশে ফেরেন।

**প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফর :** বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর এবারের সফরটি দ্বিপক্ষীয় সফর ছিল না। তিনি ভারতে গিয়েছিলেন ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের বৈঠকে অংশ নিতে। সেখানে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকটি হয়েছে মূলত ভারতেরই আগ্রহে। বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে বিদ্যমান বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক দিনে দিনে নতুন মাত্রা পেয়ে একটি অসামান্য উচ্চতায় পৌঁছেছে। বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে এখন অমীমাংসিত তেমন কোনো ইস্যু নেই। প্রধানমন্ত্রীর এবারের ভারত সফরে ফেনী নদী থেকে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের সাবরুম অঞ্চলের পানি সংকট সমাধানে দেশটিকে ১.৮২ কিউসেক পানি প্রত্যাহারের অনুমতি দেয়া হলেও দীর্ঘদিন ঝুলে থাকা তিস্তার পানিবন্টন চুক্তি নিয়ে সুস্পষ্ট কোনো প্রতিশ্রুতি মেলেনি। অবশ্য ফেনী নদীর পানি ত্রিপুরায় নেওয়ার ব্যাপারে আরো আগে থেকেই দুই দেশের মধ্যে সমঝোতা ছিল, এবারের দ্বিপক্ষীয় বৈঠকের মধ্য দিয়ে তা আনুষ্ঠানিকতা পেল। নয়াদিল্লিতে শেখ হাসিনা ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দ্বিপক্ষীয় বৈঠকে এটি ছাড়াও ছয়টি চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। এ ছাড়া দুই প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধন করেছেন তিনটি যৌথ প্রকল্প। এর মধ্যে দুটি বাংলাদেশের খুলনা ও ঢাকায় ভারতের অর্থায়নে নির্মিত; আরেকটি বাংলাদেশ থেকে ত্রিপুরায় এলপিজি নেওয়ার প্রকল্প। রোহিঙ্গাদের নিরাপত্তার সঙ্গে দ্রুত মিয়ানমারে প্রত্যাবাসনের বিষয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রীও একমত হয়েছেন। চেন্নাইয়ে বাংলাদেশের ডেপুটি হাইকমিশন প্রতিষ্ঠায়ও সায় মিলেছে। বাংলাদেশ ও ভারতের সম্পর্কের ক্ষেত্রে দুই দেশের জনগণের মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধির বিষয়টি এবারের বৈঠকে বিশেষভাবে গুরুত্ব পেয়েছে।

**তিস্তা নদীর পানিবন্টন:** প্রত্যাশিতভাবেই তিস্তা নিয়ে আলাদা কোনও সমঝোতা বা চুক্তি এই সফরে স্বাক্ষরিত হয়নি। তবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী মোদীকে মনে করিয়ে দিয়েছেন, 'তিস্তার পানিবন্টন নিয়ে ২০১১ সালে দুই দেশের সরকার যে অন্তর্বর্তী চুক্তির কাঠামোয় একমত হয়েছিল, কবে তার বাস্তবায়ন হবে বাংলাদেশের জনগণ কিন্তু অধীর আগ্রহে সেই অপেক্ষায় আছে।' যৌথ বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, প্রধানমন্ত্রী মোদী জবাবে বলেছেন, তার সরকার তিস্তায় সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের (স্টোকহোল্ডার) সঙ্গে নিরন্তর কাজ করে চলেছে যাতে যত দ্রুত সম্ভব একটি তিস্তা চুক্তি সম্পাদন করা যায়। এছাড়া নতুন করে, তিস্তা ছাড়াও আরও ছয়টি অভিন্ন নদীর (মনু, মুহুরি, খোয়াই, গোমতী, ধরলা, দুধকুমার) পানি কীভাবে ভাগাভাগি করা যায়, অবিলম্বে তার একটি খসড়া কাঠামো প্রস্তুত করতে দুই নেতা যৌথ নদী কমিশনকে নির্দেশ দিয়েছেন। এ ছাড়াও ফেনী নদীর পানি ভাগাভাগি নিয়েও অন্তর্বর্তী চুক্তির কাঠামো তৈরি করতে কমিশনকে বলা হয়েছে। প্রসঙ্গত, প্রধানমন্ত্রীর এবারের সফরেই ফেনী নদী থেকেই ১.৮২ কিউসেক পানি নিয়ে ত্রিপুরার সাবরুম শহরে পানি সরবরাহেও বাংলাদেশ রাজি হয়েছে।

**রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন:** যৌথ বিবৃতিতে রোহিঙ্গা শব্দটি অবশ্য ব্যবহার করা হয়নি, বলা হয়েছে 'মিয়ানমারের রাখাইন প্রদেশ থেকে আশ্রয়চ্যুত মানুষজন'। এই রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে ফেরত পাঠানোর ক্ষেত্রে ভারত আরও সক্রিয় ভূমিকা পালন করার জন্য বাংলাদেশ অনুরোধ জানিয়ে আসছে বহু দিন ধরে। ৫ অক্টোবর দুই প্রধানমন্ত্রীর বৈঠকের পর বলা হয়েছে, 'রোহিঙ্গাদের দ্রুত ও নিরাপদ প্রত্যাবাসনের পথ প্রশস্ত করতে যে অধিকতর প্রয়াস দরকার, তারা সে ব্যাপারে একমত হয়েছেন।' মিয়ানমারের রাখাইন প্রদেশের নিরাপত্তা পরিবেশ ও আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির উন্নতি ঘটিয়েই যে সেটা করতে হবে। ভারত যে রাখাইন প্রদেশে ইতোমধ্যেই ২৫০ বাড়ি বানিয়ে ফেলেছে এবং ফিরতে ইচ্ছুক রোহিঙ্গাদের জন্য সেখানে আরও বাড়ি নির্মিত হচ্ছে সেটাও উল্লেখ করা হয়েছে। রোহিঙ্গাদের জন্য গত দু'বছর ধরে ভারত যে মানবিক ত্রাণ পাঠিয়ে আসছে, তার জন্য ধন্যবাদও জানায় বাংলাদেশ।

**এনআরসি বিতর্ক** ভারত ও বাংলাদেশের যৌথ বিবৃতির কোথাও এনআরসি শব্দটির উল্লেখ নেই। ভারতীয় কর্মকর্তারা বলছেন, 'আমরা তো বরাবরই বলে আসছি জাতীয় নাগরিকপঞ্জী বা এনআরসি ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয়। বিষয়টি নিয়ে দুই প্রধানমন্ত্রীর একান্তে কথাও হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যৌথ বিবৃতিতে প্রসঙ্গটির কোনও উল্লেখ না-থাকায় এনআরসি প্রশ্নে বাংলাদেশের অস্বস্তি কাটল না।

**বাংলাদেশে বিনিয়োগের উদার পরিবেশ রয়েছে :** দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে বাংলাদেশে বিনিয়োগের জন্য সবচেয়ে উত্তম পরিবেশ বিরাজ করছে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৩ অক্টোবর বিশ্বের বিনিয়োগ-কারী বিশেষ করে ভারতীয় বিনিয়োগকারীদের প্রতি শিক্ষা, অটোমোটিভ শিল্প ও হাল্কা প্রকৌশল শিল্পে বিনিয়োগ করার আহ্বান জানিয়েছেন। নয়াদিল্লীর হোটেল তাজ প্যালেসে ওয়ার্ল্ড ইকোনোমিক ফোরামের ইন্ডিয়া ইকোনোমিক সামিটে বাংলাদেশের উপর কৌশলগত আলোচনাকালে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ আহ্বান জানান। বাংলাদেশ প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিনিয়াগ বান্ধব বাংলাদেশে বৈদেশিক বিনিয়োগকারীদের জন্য আইনী সুরক্ষা, উদার রাজস্ব ব্যবস্থা, মেশিনপত্র আমদানীর ক্ষেত্রে বিশেষ ছাড়, আনরেস্ট্রিকটেড এক্সিট পলিসি, সম্পূর্ণ বিনিয়োগ ও পুঁজি নিয়ে চলে যাবার সুবিধাসহ নান-াবিধ সুবিধা রয়েছে।' তিনি বলেন 'আমরা বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে নিরবিচ্ছিন্ন সুবিধা ও সেবা নিশ্চিত করে ১০০টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপন করেছি। এদের মধ্যে ১২টি অঞ্চল ইতোমধ্যেই কাজ শুরু করে দিয়েছে। দুটি অঞ্চলকে ভারতের বিনিয়োগকারীদের জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়েছে।

পরিশেষে আমরা বলতে পারি, ৫ অক্টোবর নয়াদিল্লিতে দুই প্রধানমন্ত্রীর বৈঠকের পরই কোস্টাল সার্ভিলেন্স রাডার সিস্টেম ইন বাংলাদেশ স্থাপনের বিষয়ে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। যার ফলে উপকূলে ২০টি রাডার সিস্টেম নেটওয়ার্ক স্থাপন করবে ভারত। এটি সমুদ্রপথে যেকোনো সন্ত্রাসী হামলা সনাক্ত করতে ভারতকে সাহায্য করবে। সেই সঙ্গে প্রতিবেশীদের নৌ-সীমানায় দৃষ্টি রাখতে পারবে। তবে এ রাডার সিস্টেমের ধরন এবং ব্যবহার কী হবে, তা এখনো পরিষ্কার নয়। একই রকম উপকূলীয় নজরদারি বিষয়ক নেটওয়ার্ক ভারত মহাসাগরীয় অন্য দেশগুলোতেও স্থাপন করছে ভারত। তার মধ্যে রয়েছে মৌরিতিয়াস, শ্রীলঙ্কা, সিসিলি এবং মালদ্বীপ। ভারত যে রাডার সিস্টেম বসানোর কথা বলেছে, তা বাংলাদেশ এক্সক্লুসিভ ইকোনমিক জোনে নিরাপদ প্রহরী হিসেবে কাজ করবে। তবে দু'শের নিরাপত্তা বিশ্লেষকরা বলছেন সমুদ্রপথে আসা বিভিন্ন ধরনের হুমকি মোকাবেলায় এই রাডার ব্যবস্থা দু'দেশের জন্যই কার্যকরী হবে।

e book for bd. blogspot .com BOIGHAR.COM www .facebook .com/ Edu Job 2018

Join FB Group "Career Opportunity in Bangladesh" : bit.ly/ Join COB

# জাতিসংঘের ৭৪তম অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৪তম অধিবেশনে যোগ দিতে প্রধানমন্ত্রী ২২-২৯ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্ক সফর করেন। ২৭ সেপ্টেম্বর তিনি জাতিসংঘে ভাষণ দেন এবং এ সময় জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। নিউইয়র্কে প্রধানমন্ত্রী সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা, জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (এসডিজি), পররাষ্ট্র সম্পর্ক, রোহিঙ্গা সংকট, শিক্ষা ও বৈশ্বিক মাদক সমস্যা বিষয়ে বেশ কয়েকটি উচ্চ পর্যায়ের অনুষ্ঠানে যোগ দেন। সফরে প্রধানমন্ত্রী মর্যাদাসম্পন্ন দুটি আন্তর্জাতিক পুরস্কার পান। সেগুলো হলো তরুণদের দক্ষতা উন্নয়নে বাংলাদেশের অসামান্য সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ 'চ্যাম্পিয়ন অব স্কিল ডেভেলপমেন্ট ফর ইয়ুথ' পুরস্কার এবং বাংলাদেশে শিশুদের টিকাদান কর্মসূচির অনন্য সাফল্যের জন্য গ্লোবাল অ্যালায়েন্স ফর ভ্যাক্সিনস অ্যান্ড ইমিউনাইজেশন (জিএভিআই) এর 'ভ্যাকসিন হিরো' সম্মাননা। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে যোগদানের পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, উন্নয়নের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থায়ন বিষয়ক জাতিসংঘ মহাসচিবের স্পেশাল অ্যাডভোকেট ডাচ রানি ম্যাক্সিমা ও বিল অ্যান্ড মেলিন্ডা গেটস ফাউন্ডেশনের কো-চেয়ার বিল গেটসের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বৈঠক করেন। প্রধানমন্ত্রী মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের দেওয়া এক সংবর্ধনা সভায়ও যোগ দেন। এ ছাড়া যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ আয়োজিত নাগরিক সংবর্ধনা এবং যুক্তরাষ্ট্র চেম্বার অব কমার্স আয়োজিত মধ্যাহ্নভোজ বৈঠকে যোগদান করেন প্রধানমন্ত্রী। এ সফর শেষে প্রধানমন্ত্রী ১ অক্টোবর দেশে ফেরেন।

**সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষায় কাজ করার প্রত্যয় :** ২৩ সেপ্টেম্বর বিকেলে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে প্রধানমন্ত্রী ট্রাস্টিশিপ কাউন্সিলের প্ল্যানারি কাউন্সিলের উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে ভাষণ দেন। এ সময় সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা (ইউএইচসি) নিশ্চিত করতে সমন্বিত প্রচেষ্টার ওপর গুরুত্বারোপ করেন তিনি। উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় স্বাস্থ্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন, আর্থ সামাজিক অগ্রযাত্রায় সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা অপরিহার্য। তিনি বলেন, সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করার বিষয়টি ক্রমান্বয়ে গুরুত্ব পাচ্ছে। নানা রকম প্রতিবন্ধকতা ও সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশ সরকার সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিতে উদ্ভাবনী প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তিনি বলেন, 'আমরা ২০৩০ সাল নাগাদ অসংক্রামক ব্যাধি প্রতিরোধ ও চিকিৎসা প্রদানের মাধ্যমে অকালমৃত্যু তিন ভাগের এক ভাগে কমিয়ে আনা এবং মানসিক স্বাস্থ্যসেবার মানোন্নয়ন ও কল্যাণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।'

**আগাম সতর্কতায় প্রাণহানি প্রায় শূন্যে নেমে এসেছে** জাতিসংঘ সদর দপ্তরের সাধারণ পরিষদের কক্ষে জলবায়ু বিষয়ক শীর্ষ সম্মেলনে ভাষণ দেন প্রধানমন্ত্রী। এ সময় তিনি বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে প্রতিবছর বিশ্বব্যাপী প্রায় ২০০ কোটি মানুষের জীবন ধ্বংসের মুখে পড়ছে। তবে বাংলাদেশে কার্যকর আগাম সতর্কবার্তা প্রক্রিয়ার কারণে হতাহতের সংখ্যা প্রায় শূন্যে নেমে এসেছে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে অধিক ঝুঁকির মুখে থাকা দেশগুলোর অন্যতম বাংলাদেশ উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমরা জলবায়ু পরিবর্তন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও পানি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় মোকাবিলা করতে ৮২ বছর মেয়াদি বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান-২১০০ সহ অভিযোজন ও সহনশীলতা তৈরির পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি।' শেখ হাসিনা বলেন, রিস্ক ইনফর্মড আর্লি অ্যাকশন পার্টনারশিপ (আরইএপি) চালু করতে পেরে তিনি খুশি। যুক্তরাজ্য, ফিনল্যান্ড এবং ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব রেডক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি উদ্ভাবিত এটি একটি উচ্চাকাঙ্ক্ষী নতুন পদক্ষেপ। তিনি বলেন, তিনি আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করেছেন যে, ৫০টির বেশি দেশ ও ২০টির বেশি সংস্থা এটি চালু করতে এই অংশীদারিত্বে যোগ দিচ্ছে। ২০২৫ সাল নাগাদ দুর্যোগের কবল থেকে সারা বিশ্বের ১০০ কোটি মানুষকে রক্ষা করাই হচ্ছে আরইএপির লক্ষ্য। এছাড়া তিনি কার্বন নিঃসরণ হ্রাস এবং জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর বিভিন্ন উদ্যোগে অর্থায়নের অঙ্গীকার বাস্তবায়নের জন্য সব দেশের প্রতি আহ্বান জানান।

**রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে জাতিসংঘে ৪ দফা প্রস্তাব প্রধানমন্ত্রীর** প্রলম্বিত রোহিঙ্গা সমস্যার দীর্ঘমেয়াদি সমাধানের ওপর গুরুত্বারোপ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই বিষয়ে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের চলমান অধিবেশনে ৪ দফা প্রস্তাব উত্থাপন করেন। প্রধানমন্ত্রী নিউইয়র্কের স্থানীয় সময় ২৪ সেপ্টেম্বর বিকেলে মিয়ানমারের রোহিঙ্গা সংখ্যালঘু পরিস্থিতি নিয়ে অনুষ্ঠিত উচ্চপর্যায়ের একটি অনুষ্ঠানে এই ঘোষণা দেন। জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশন ও ওআইসি সেক্রেটারিয়েট যৌথভাবে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেন, যে প্রস্তাবগুলো আমি জাতিসংঘের চলতি ৭৪তম অধিবেশনে উত্থাপন করব, সেগুলো উল্লেখ করছি। প্রস্তাবগুলো হচ্ছে-

১. রোহিঙ্গাদের টেকসই প্রত্যাবর্তন বিষয়ে মিয়ানমারকে অবশ্যই তাদের রাজনৈতিক ইচ্ছা সুস্পষ্ট করতে হবে। এ জন্য রোহিঙ্গাদের ফেরত নিতে মিয়ানমার কর্তৃপক্ষ কী করছে, সেটাও সুস্পষ্টভাবে বলতে হবে।
২. বৈষম্যমূলক আইন ও চর্চা পরিত্যাগ করতে হবে। এবং রোহিঙ্গা প্রতিনিধিদের উত্তর রাখাইন রাজ্যে 'যাও ও দেখ' এই নীতিতে পরিদর্শনের অনুমতি দিয়ে মিয়ানমার কর্তৃপক্ষকে অবশ্যই তাদের মধ্যে আস্থা তৈরি করতে হবে।
৩. রাখাইন রাজ্যে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের বেসামরিক পর্যবেক্ষক মোতায়েন করে মিয়ানমার কর্তৃপক্ষকে অবশ্যই রোহিঙ্গাসহ সবার নিরাপত্তা ও সুরক্ষার নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে।
৪. আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে রোহিঙ্গা সংকটের মূল কারণ ও রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে সংঘটিত নৃশংসতা দূর করা হয়েছে।

অতীতে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৭২তম অধিবেশনেও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রোহিঙ্গা সংকট নিরসনে ৫ দফা প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, সেই প্রস্তাবে কফি আনান কমিশনের সুপারিশসমূহের পরিপূর্ণ বাস্তবায়নসহ রাখাইন রাজ্যে একটি বেসামরিক নিরাপদ পর্যবেক্ষণ এলাকা প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবও ছিল। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, রোহিঙ্গা সংকট একটি রাজনৈতিক সমস্যা। এর মূল মিয়ানমারে গভীরভাবে প্রথিত। সুতরাং এ সংকটের সমাধান মিয়ানমারের ভেতরেই খুঁজে পেতে হবে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, মানবিক সহায়তা ও অন্যান্য সহযোগিতা রোহিঙ্গাদের তাৎক্ষণিক প্রয়োজনগুলো সমাধান করে। তবে রোহিঙ্গা সংকটের স্থায়ী সমাধান বের করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রোহিঙ্গাদের অবশ্যই তাদের মাতৃভূমিতে ফেরত পাঠাতে হবে, যেখানে তারা শতাব্দীর পর শতাব্দী বসবাস করে আসছিল। প্রধানমন্ত্রী এ বছরের ৩১ মে মক্কা আল মুকাররমায় অনুষ্ঠিত ১৪তম ওআইসি সম্মেলনের যৌথ ঘোষণার প্রশংসা করেছেন। এতে বলা হয়, গাম্বিয়ার নেতৃত্বাধীন অ্যাডহক মন্ত্রিপরিষদ কমিটি আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে ওআইসির পক্ষে মামলা করার তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ নেবে। আমরা বিশ্বাস করি ওআইসির যৌথ ঘোষণা অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণের এটাই সময়।' অনুষ্ঠানে মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী ড. মাহাথির মোহাম্মদ, ওআইসি মহাসচিব ড. ইউসেফ বিন আহমেদ আল-ওথাইমেন ও সৌদি আরবের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. ইব্রাহিম বিন আবদুল আজিজ আল-আসাফ বক্তৃতা করেন।

**এসডিজি অর্জনে অর্থবহ অংশীদারত্বের ওপর প্রধানমন্ত্রীর গুরুত্বারোপ :** প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'এসডিজি বাস্তবায়নে কার্যকর অংশীদারত্ব ও সহযোগিতা স্থানীয় এবং বৈশ্বিক উভয় পর্যায়ে সমভাবেই প্রয়োজনীয়। কাজেই আমি সকল বিশ্বনেতার প্রতি আমাদের অঙ্গীকারে অটুট থাকার অনুরোধ জানাব, যা আমরা এই গ্রহ এবং মানুষের জন্য করেছি।' জাতিসংঘ সদর দপ্তরের ট্রাস্টি শিপ কাউন্সিলে ২৬ সেপ্টেম্বর বিকেলে টেকসই উন্নয়নের (এসডিজি সম্মেলন) ওপর উচ্চপর্যায়ের রাজনৈতিক ফোরামে 'লোকালাইজিং দ্য এসডিজিস' এ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কো-মডারেটরের দায়িত্ব পালনকালে ভাষণে এ কথা বলেন।

e book for bd. blogspot .com BOIGHAR.COM www .facebook .com/ Edu Job 2018

Join FB Group "Career Opportunity in Bangladesh" : bit.ly/ Join COB


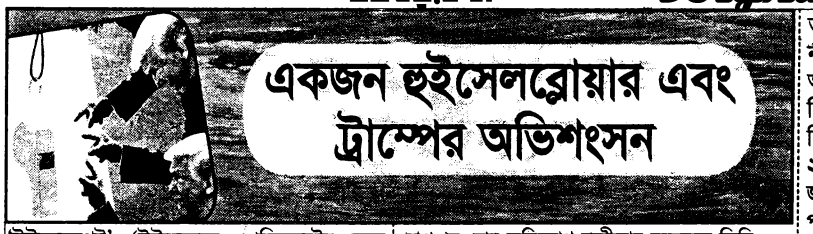

# একজন হুইসেলব্লোয়ার এবং ট্রাম্পের অভিশংসন

'ইউক্রেনগেট' (ইউক্রেনের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে ট্রাম্পের ফোনালাপ) কে কেন্দ্র করে যুক্তরাষ্ট্র ডেমোক্র্যাট পার্টির সদস্যরা প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে অভিশংসনের জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে তদন্ত শুরু করেছে। তার বিরুদ্ধে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার জন্য বিদেশি শক্তির সাহায্য নেয়ার অভিযোগ করেছেন ডেমোক্র্যাটরা। অভিশংসন প্রক্রিয়া মানে এক অর্থে প্রেসিডেন্টকে কাঠগড়ায় দাড় করানো। যার ফলে তাকে পদ থেকে অপসারণ করা সম্ভব।

**সংকটের প্রেক্ষাপট :** প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সঙ্গে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির ফোনালাপের কিছু অংশকে ট্রাম্পের ক্ষমতার অপব্যবহার উল্লেখ করে হুইসেলব্লোয়ার অভিযোগ করে। মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএর একজন কর্মকর্তা হুইসেলব্লোয়ার হিসেবে সংস্থার শীর্ষ আইনজীবীর কাছে এ অভিযোগ করেন বলে জানা গেছে। সম্প্রতি প্রকাশিত হুইসেলব্লোয়ার অভিযোগে বলা হয়, ইউক্রেনের প্রেসিডেন্টের কাছে ট্রাম্পের দাবির বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে ভলকায় ইউক্রেনের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের সঙ্গে দেখা করেন। গত ২৫ জুলাই মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সঙ্গে ইউক্রেনের নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির টেলিফোনে আলাপ হয়। ফোনালাপে ২০২০ সালে অনুষ্ঠেয় প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ট্রাম্পের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ডেমোক্র্যাট পদপ্রার্থী জো বাইডেন এবং তাঁর ছেলের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তদন্ত করতে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্টকে ট্রাম্প চাপ দেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এই তদন্ত না করলে ইউক্রেনের জন্য সামরিক সাহায্য স্থগিত রাখা হবে বলেও ট্রাম্প হুমকি দিয়েছিলেন মর্মে অভিযোগ উঠেছে। হুইসেলব্লোয়ারের অভিযোগের বিষয়টি সামনে আসার পর ইউক্রেন ইস্যুতে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প অভিশংসনযোগ্য অপরাধ করেছেন কি না, তা তদন্তে কমিটি করেছেন ডেমোক্র্যাটরা। প্রতিনিধি পরিষদের ডেমোক্র্যাট স্পিকার ন্যান্সি পেলোসি আনুষ্ঠানিকভাবে এই তদন্ত কমিটি গঠনের নির্দেশ দেন। তিনি অভিযোগ করেছেন, জো বাইডেনকে ঘায়েল করতে ট্রাম্প বিদেশি শক্তির সাহায্য চেয়েছেন। সে ক্ষেত্রে দর-কষাকষিতে ইউক্রেনে মার্কিন সামরিক সহায়তাকে ব্যবহার করেছেন। ট্রাম্পের দাবি, বাইডেন ভাইস প্রেসিডেন্ট থাকার সময় ইউক্রেনের একটি গ্যাস কোম্পানির ব্যাপারে সে দেশের সরকার যে তদন্ত শুরু করে, তা বন্ধে তিনি (বাইডেন) চাপ প্রয়োগ করেন। ট্রাম্প স্বীকার করেছেন, ইউক্রেনের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে কথা বলার আগেই তিনি ব্যক্তিগতভাবে ইউক্রেনে প্রায় ৪০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের সামরিক সহায়তা বন্ধ করেছিলেন। তবে বাইডেনের বিরুদ্ধে তদন্ত করতে ইউক্রেনের নেতাকে চাপ দেওয়ার অভিযোগ অস্বীকার করেছেন তিনি।

**হুইসেলব্লোয়ার এর পরিচয় :** এ বিষয়ক তথ্য প্রথম আসে একজন হুইসেলব্লোয়ারের মাধ্যমে, যিনি একজন গোয়েন্দা কর্মকর্তা। তাঁর নাম যদিও প্রকাশিত হয়নি, তবে ধারণা করা হচ্ছে, তিনি একসময় হোয়াইট হাউসে কর্মরত ছিলেন এবং এই ফোনালাপের একজন প্রত্যক্ষ সাক্ষী। উন্নত দেশগুলোর অনেকখানেই এ ধরনের হুইসেলব্লোয়ারের প্রচলন আছে, যাঁরা যেকোনো সরকারি বা বেসরকারি সংস্থা বা ব্যক্তির দুর্নীতি ও অনৈতিক কার্যক্রমের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করতে পারেন এবং আইনত সব ধরনের সুরক্ষা ভোগ করে থাকেন। স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিতকল্পে এ ধরনের হুইসেলব্লোয়ার কর্তৃক আনীত অভিযোগ জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিলের মাধ্যমে সাত কর্মদিবসে প্রতিনিধি পরিষদের নজরে আনার বিধান থাকলেও এ ক্ষেত্রে তা করা হয়নি, বরং অনেকটা গণমাধ্যমের প্রতিবেদনের ওপর ভিত্তি করে ডেমোক্র্যাট নিয়ন্ত্রিত কংগ্রেসের স্পিকার ন্যান্সি পেলোসির উদ্যোগে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে।

**ইমপিচমেন্ট সম্পর্কিত কিছু তথ্য :** যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টকে তার অফিস থেকে রাজনৈতিকভাবে অপসারণে কংগ্রেসের দুইটি ধাপের প্রথমটি হচ্ছে ইমপিচমেন্ট। হাউজ অব রিপ্রেজেন্টেটিভ যদি ইমপিচমেন্টের পক্ষে ভোট দেয়, তাহলে সিনেটে একটি বিচার কার্যক্রম আয়োজন করতে বাধ্য হবে। প্রেসিডেন্টকে দোষী সাব্যস্ত করতে হলে সিনেটে দুই তৃতীয়াংশ ভোট লাগবে। তবে এই ক্ষেত্রে সেটার সম্ভাবনা কম কারণ ট্রাম্পের পার্টির সিনেটে সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে মাত্র দু'জন প্রেসিডেন্টের ইমপিচমেন্ট হয়েছিল। তারা হলেন বিল ক্লিনটন এবং অ্যান্ড্রু জনসন, কিন্তু সিনেটে তারা দোষী প্রমাণিত হননি এবং ক্ষমতা থেকেও সরে যেতে হয়নি। ইমপিচমেন্ট প্রক্রিয়ার আগেই পদত্যাগ করেছিলেন প্রেসিডেন্ট।

**নির্বাচন সামনে রেখে এবার 'ইউক্রেনগেট' :** যুক্তরাষ্ট্রে গোপন বা অসৎ রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সূচনা প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই। ১৮৭৬ সালের নির্বাচনে ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রার্থী স্যামুয়েল টিলডেন রিপাবলিকান পার্টির প্রার্থী রাদারফোর্ড হায়েসের চেয়ে ২০ লাখেরও বেশি ভোট পেয়েছিলেন। টিলডেন ১৮৪-১৬৫ ইলেকটোরাল ভোটে এগিয়ে ছিলেন; তবে বিতর্কিত ২০টি ভোট হিসাবে ধরা হয়নি। ১৮৭৭ সালে গোপন সমঝোতায় হায়েসকে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ কার্যালয়ে পাঠানো হয়েছিল। ১৯৪৮ সালে সিনেট নির্বাচনে লিন্ডন জনসন ২০ হাজার ভোটের ঘাটতি ঘুচিয়ে ৮৭ ভোটে জিতে গিয়েছিলেন। ইতিহাসবিদ রবার্ট ক্যারোর মতে, যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে এটিই একমাত্র চুরি হওয়া নির্বাচন নয়। তবে ওই সময় পর্যন্ত এমন নির্লজ্জ ভোট চুরির নজির ছিল না। বর্তমান ডিজিটাল যুগের প্রযুক্তি অর্থাৎ কর্পোরেট-প্রোগ্রামড ভোটিং মেশিন নির্বাচনী জালিয়াতিকে অনেক সহজ করে দিয়েছে। ২০০০ সালে আল গোরের কাছে এবং ২০০৪ সালে জন কেরির কাছে পরাজিত হয়েও জর্জ ওয়াকার বুশ দুই দফায় রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করেছেন ইলেকট্রনিক ব্যবস্থা ও সুপ্রিম কোর্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ বিচারকের কল্যাণে। ১৯৭৬ সালে জিমি কার্টারকে বাছাই করা হয়েছিল জেরাল্ড ফোর্ডকে পরাজিত করার জন্য। ২০০৮ সালে ম্যাককেইন-প্যালিনকে বেছে নেওয়া হয়েছিল ওবামার হাতে প্রেসিডেন্সি তুলে দেওয়ার জন্য। প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার গোড়ার সময় থেকেই যুক্তরাষ্ট্রে গণতন্ত্র নির্ভেজাল ফ্যান্টাসি ছাড়া আর কিছু নয়। সুষ্ঠু, অবাধ ও প্রকাশ্য প্রক্রিয়ার বদলে গোপনীয়তা ও নেপথ্য সমঝোতা বরাবর প্রাধান্য পায়। পার্টির প্রধানেরা প্রার্থী ঠিক করেন আর ধনকুবেররা তাঁদের ধারণ করেন।

**অভিশংসনের ঝুঁকি যতটা** যদি অভিশংসনের উদ্যোগ সামনে এগোয় তাহলে সেটি মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদে ভোটের জন্য যাবে। সেখানে ডেমোক্র্যাটরা সংখ্যাগরিষ্ঠ তাই সেটি সেখানে ভোটে বেশ স্বাচ্ছন্দ্যের সাথেই পাশ করার সম্ভাবনা। কিন্তু এর পরের ধাপ হলো বিষয়টি সিনেটে যাবে যেখানে ভোটে দুই তৃতীয়াংশের সংখ্যাগরিষ্ঠতা দরকার। তবে সিনেটে রিপাবলিকানরাই অনেক বেশি প্রভাবশালী। রিপাবলিকানরা সিনেটে তাদের প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে ভোট দেবেন এমন কোনো ইঙ্গিত এখনো দেখা যাচ্ছে না। মার্কিন সংবিধানে অভিশংসন যোগ্য অপরাধ হলো 'দেশদ্রোহিতা, ঘুষ আদান প্রদান এবং কোনো ধরনের শক্তিশালী অপরাধ।' সব মিলিয়ে ২০১৬ সালের নির্বাচনে রাশিয়ার হস্তক্ষেপ ও ট্রাম্পের সাথে তাদের আঁতাত নিয়ে নাটক হয়েছিলো তার পুনরাবৃত্তি সম্ভবত আবারো হতে যাচ্ছে সামনের নির্বাচনকে ঘিরে। তবে সেসময় মি. ট্রাম্প একজন সাধারণ নাগরিক ছিলেন। আর এবার তিনি একজন নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট।

পরিশেষে বলা যায় যে, ট্রাম্পের বিরুদ্ধে অভিশংসন প্রক্রিয়া শুরুর ব্যাপারে পর্যবেক্ষকদের অভিমত, হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভ তাঁর বিরুদ্ধে গেলেও রিপাবলিকানদের দখলে থাকা সিনেটে এ প্রক্রিয়া হালে পানি পাবে না। ফলে কংগ্রেসে শুরু হওয়া অভিশংসন যুদ্ধ শেষমেশ নির্বাচনী মাঠে গড়াবে। অভিশংসন প্রক্রিয়া ব্যর্থ হলে ২০২০ সালের নির্বাচনে নিজের জয় নিশ্চিত করতে সেটাকে ট্রাম্প কাজে লাগাবেন বলে পর্যবেক্ষকরা ধারণা করছেন। ডেমোক্র্যাটদের উদ্দেশ্য এই ইস্যুকে নিয়ে একটি শক্ত রাজনৈতিক অবস্থান নেওয়া, যা ২০২০ সালের নির্বাচনে ক্ষমতার পটপরিবর্তনে সহায়ক হতে পারে। বিগত নির্বাচনে রাশিয়ার সমর্থনের বিষয়টি যেমন বর্তমানে স্পষ্ট, এর সঙ্গে ইউক্রেন ইস্যুটির মিশেল করলে যা দাঁড়ায়, তা হচ্ছে ক্ষমতার জন্য ট্রাম্প নিজের জনগণের চেয়ে বহিঃশক্তির ওপর অধিক নির্ভরশীল। এটিকে জনগণের কাছে যৌক্তিকভাবে তুলে ধরাই হয়তো এই মুহূর্তে ডেমোক্র্যাটদের মূলমন্ত্র।

e book for bd. blogspot .com BOIGHAR.COM www .facebook .com/ Edu Job 2018

Join FB Group "Career Opportunity in Bangladesh" : bit.ly/ Join COB


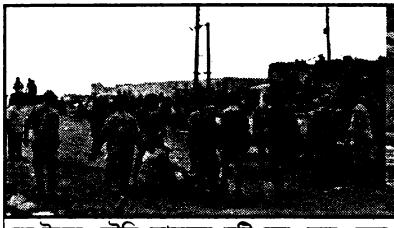

# হুতি হামলা ও মধ্যপ্রাচ্য সংকট

– নাজমুল হোসাইন

সেপ্টেম্বরে সৌদি আরবের দুটি বড় তেল ক্ষেত্র আবকাইক ও খুরাইসে ড্রোন হামলা চালানো হয়। এ হামলার জন্য সৌদি আরব ইরানকে দায়ী করলেও হুতি বিদ্রোহীরা এই হামলার দায় স্বীকার করে। ফলে মধ্যপ্রাচ্যে আবার নতুন করে সংঘাত সৃষ্টির সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। হুতি বিদ্রোহীদের সাথে ইয়েমেনে সৌদি নেতৃত্বাধীন কোয়ালিশনের ২০১৫ সাল থেকে যুদ্ধ চলছে। এই যুদ্ধে ইরান হুতিদের এবং যুক্তরাষ্ট্র সৌদির পক্ষে অবস্থান নিয়েছে। ফলে যেকোনো মুহূর্তে এই যুদ্ধ গোটা মধ্যপ্রাচ্যে ছড়িয়ে যেতে পারে। আর তাই যদি হয় তাহলে কেবল মধ্যপ্রাচ্য নয় গোটা বিশ্ব এই যুদ্ধের আগুনে ঝলসে যাবে।

**হুতি কারা** ইয়েমেনের হুতি হচ্ছে একটি শিয়া সম্প্রদায়। যারা দেশটির রাজধানী সানা ও উত্তরাঞ্চলে বসবাস করে থাকে। এই হুতিদের একটি অংশ ইয়েমেনের সীমান্তবর্তী সৌদি আরবের দক্ষিণাঞ্চলীয় পেলানাজরানেও বসবাস করে থাকে। ইয়েমেনে ৯৯.৫ শতাংশ মুসলমান, যার মধ্যে ৭০ শতাংশ সুন্নী ও ৩০ শতাংশ শিয়া। এই ৩০ শতাংশ শিয়ারাই মূলত হুতি সম্প্রদায়। এই হুতিরা হচ্ছে ইরান-ইরাকের শিয়া সরকার, সিরিয়ার আসাদ সরকার এবং লেবাননের হিজবুল্লাহর সহযোগী সংগঠন। সর্বশেষ ২০০৩ সালের নির্বাচনে সৌদি সমর্থিত আবদুল মনসুর হাদির রাজনৈতিক দল ৩০১ আসনের মধ্যে ২০৮টি আসন লাভ করে। হুতি ও বামপন্থীরা বাকী কয়টি আসন পায়। নির্বাচিত সরকার ক্ষমতায় এসে হুতিদের বিরুদ্ধে সামরিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে। পরবর্তীতে হুতিরা ইরানের সমর্থন এবং অস্ত্র ও আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে হাদি সরকারকে উৎখাত করে। হাদি সরকার সৌদি আরবে আশ্রয় নিয়ে সৌদি সরকারের সাহায্য প্রার্থনা করে। আর তখন থেকেই সৌদির সাথে হুতিদের যুদ্ধ শুরু হয়।

**মধ্যপ্রাচ্যে ইরান কী চায়?:** মধ্যপ্রাচ্যে ইরানের একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো আঞ্চলিক প্রভাব বজায় রাখা এবং ইরানের প্রতিপক্ষ সৌদি আরব ও ইসরায়েলকে ঘায়েল করা। ইরান চায় মধ্যপ্রাচ্যে তার একক আধিপত্য বজায় রাখতে। এজন্য ইরান মধ্যপ্রাচ্যর বিভিন্ন দেশে তার সহযোগী সংগঠন হিসেবে হিজবুল্লাহ, হুতি গোষ্ঠী ও সিরিয়ার সামরিক সরকারের সাথে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। তাদের প্রয়োজনীয় অর্থ, অস্ত্র, প্রশিক্ষণসহ নানাভাবে সাহায্য সহযোগিতা ও সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে। ইরান যদি গোটা মধ্যপ্রাচ্যে তার আঞ্চলিক প্রভাব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয় তাহলে ব্যবসা-বাণিজ্যসহ তেলের বাজার সহজে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। একই সঙ্গে রাজনৈতিক পরিস্থিতিও নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। ফলে পশ্চিমা গোষ্ঠী তখন আর সহজে ইরানের বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবে না এবং হামলাও চালাতে পারবে না। মূলত ইরান চায় মধ্যপ্রাচ্যে তার নিরাপত্তা যেন হুমকির সম্মুখীন না হয়।

**সৌদি তেল স্থাপনার হুতি হামলার নেপথ্যে কারণ :** সৌদি তেল ক্ষেত্রে হুতিরা হামলার দায় স্বীকার করে বলেছে, ইয়েমেনে সৌদি বিমান হামলার জবাবে তারা এই হামলা চালিয়েছে। তারা এটাও বলেন, ভবিষ্যতে এই হামলা আরো অব্যাহত থাকবে। তবে সৌদি আরব এবং যুক্তরাষ্ট্র মনে করে ইরানের সহায়তা ছাড়া এত বড় হামলা শুধু হুতি বিদ্রোহীদের পক্ষে সম্ভব নয়। এদিকে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাইক পম্পেও এই হামলার জন্য সরাসরি ইরানকে দায়ী করেছেন। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের এক কমকর্তা উপগ্রহ থেকে পাওয়া ছবি বিশ্লেষণ করে বলেন, সৌদি আরবের তেল স্থাপনায় যে হামলা চালানো হয়েছে সেটি করা হয়েছে উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে। আর সৌদির উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত ইরাক ও ইরান। এক্ষেত্রে হামলার মূল হোতা হিসেবে ইরানের দিকে ইঙ্গিত দেওয়া হচ্ছে। এছাড়া হামলায় যে সকল অত্যাধুনিক ও দূরপাল্লার ড্রোন ব্যবহার করা হয়েছে তা হুতি বিদ্রোহীদের তৈরি নাকি অন্য কোন গোষ্ঠী বা দেশ থেকে এসেছে তা নিয়েও সন্দেহ রয়েছে। তাই যে সকল ড্রোন আঘাত হানতে ব্যর্থ হয়েছে সেগুলো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে।

**মধ্যপ্রাচ্যে আরেকটি বড় যুদ্ধ আসন্ন কিনা?:** সম্প্রতি মধ্যপ্রাচ্যে ঘটে যাওয়া একের পর এক হামলার ঘটনা সেখানে বড় কোন যুদ্ধের সংকেত কিনা তা নিয়ে আন্তর্জাতিক মহল বেশ উদ্বিগ্ন। কারণ বেশ কিছুদিন আগে পারস্য উপসাগরে বেশ কিছু তেলবাহী ট্যাংকারে হামলার ঘটনা ঘটে। কিন্তু এই হামলা কেবল জলসীমায় সীমাবদ্ধ থাকেনি। তা এখন স্থলসীমান্তেও বিদ্যমান। সর্বশেষ সৌদি আরবের সবচেয়ে বড় দুটি তেল স্থাপনায় হামলা তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। পাশাপাশি প্রতিপক্ষ দেশগুলোর ক্রমাগত হুমকি ও যুদ্ধের মহড়া মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোকে বড় কোনো যুদ্ধের দিকে ঠেলে দিচ্ছে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। সম্প্রতি সৌদি আরব ঘোষণা দিয়েছে যে, তারা যুক্তরাষ্ট্র নেতৃত্বাধীন নৌসামরিক জোট ইন্টারন্যাশনাল মেরিটাইম সিকিউরিটি কনস্ট্রাকটে যোগ দিয়েছে। ফলে নতুন করে আবার উত্তেজনা দেখা দিয়েছে। এরই মধ্যে এ জোটে যোগ দিয়েছে অস্ট্রেলিয়া, বাহরাইন ও যুক্তরাজ্য।

**যুক্তরাষ্ট্র ও সৌদি আরব ইরানে হামলা করবে কিনা:** সৌদি আরবের তেল স্থাপনায় হুতিদের হামলার ঘটনাকে কেন্দ্র করে নতুন করে যে প্রশ্নটি উঠে এসেছে তা হলো–যুক্তরাষ্ট্র ও সৌদি আরব ইরানে হামলা চালাবে কিনা? হামলার পর থেকে যুক্তরাষ্ট্র ও সৌদি আরব হামলার জন্য ইরানকে দায়ী করে এর উচিত জবাব দেওয়ার ঘোষণা দেয়। আর তা থেকেই আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় আশঙ্কা করছে যেকোনো সময় ইরানের সাথে যুক্তরাষ্ট্র ও সৌদি আরবের যুদ্ধ বেধে যেতে পারে। তবে পারতপক্ষে এ ধরনের সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ। কারণ যুক্তরাষ্ট্র যতই যুদ্ধের হুমকি দিক না কেন এই মুহূর্তে ট্রাম্প প্রশাসন যুদ্ধের ঝুঁকি নেবে না। কারণ আগামী ২০২০ সালের নভেম্বরে যুক্তরাষ্ট্রে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। তাই ট্রাম্প এ মুহূর্তে চাইবে না যুদ্ধে জড়িয়ে পরবর্তী নির্বাচনে এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ুক। অন্যদিকে সৌদি আরবের একার পক্ষেও এ যুদ্ধ চালানো সম্ভব নয়। এমনিতেই ইয়েমেন যুদ্ধে জড়িয়ে সৌদি আরব আর্থিকভাবে অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। তাই আরেকটি যুদ্ধের ব্যয়ভার বহন করার মতো ক্ষমতা সৌদি আরবের এই মুহূর্তে নেই। তাছাড়া সৌদি আরবের হাতে হাজার হাজার মিসাইল ও ক্ষেপণাস্ত্র থাকলেও তাদের মিসাইল প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বেশ দুর্বল। পাশাপাশি কৌশলগত দিক থেকেও ইরানের তুলনায় সৌদি বাহিনী অনেকখানি পিছিয়ে আছে। এদিকে পুরো মধ্যপ্রাচ্য জুড়ে ইরানের মিত্ররা ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। তাছাড়া যুদ্ধ বাধলে ইরান তার জনগণের পূর্ণ সমর্থন পাবে। যা ইরানের জন্য একটি বড় শক্তি। সেই সঙ্গে সৌদি আরবের শিয়া জনগোষ্ঠীর সমর্থনও পাবে ইরান। তাই সব কিছু বিবেচনা করলে দেখা যায় যুক্তরাষ্ট্র ও সৌদি আরব চাইলেই ইরানে হামলা চালাতে পারবে না। তবে যুদ্ধ যদি উভয়পক্ষের মধ্যে বেধে যায়, তাহলে কোনো পক্ষেরই নিরঙ্কুশ বিজয় হবে না।

**ইরানের পাশে চীন ও রাশিয়া :** সৌদির তেল স্থাপনায় ড্রোন হামলায় ইরানকে দোষারোপের ঘটনায় চীন ও রাশিয়া উদ্বেগ জানিয়েছে। তারা উভয় পক্ষকে শান্ত থাকার আহ্বান জানিয়ে ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তের আহ্বান জানিয়েছে। এছাড়া তারা বলেন, দুই পক্ষই সংযমের পরিচয় দেবে এবং মধ্যপ্রাচ্যের শান্তি ও স্থিতিশীলতা যৌথ নিরাপত্তারক্ষীর কাজ করবে এবং সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে প্রকৃত দোষীদের খুঁজে বের করতে হবে। ঢালাওভাবে কাউকে দায়ী করা উচিত নয়। ইরানের প্রেসিডেন্ট সৌদি শাসকদের এই হামলা থেকে শিক্ষা নেওয়ার আহ্বান জানান এবং ইরানের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালানো বন্ধেরও আহ্বান জানান।

**সৌদি যুবরাজ সালমানের হুমকি :** ইরানকে নিরস্ত্র করতে বিশ্ব এক না হলে তেলের দাম অকল্পনীয়ভাবে বাড়ানোর হুমকি দিয়েছে সৌদি যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান। ২৯ সেপ্টেম্বর এক সাক্ষাৎকারে এ বিষয়ে তিনি সামরিক বাহিনীর হস্তক্ষেপের বদলে রাজনৈতিক সমাধান শ্রেয় বলে জানান। তবে তিনি এও বলেন, 'বৈশ্বিক অর্থনীতির কথা বিবেচনা করে সৌদি আরব ও ইরানের মধ্যে যুদ্ধ নয়, শান্তিপূর্ণ সমাধানকে অগ্রাধিকার দিচ্ছেন তাঁরা।'

**সর্বশেষ পরিস্থিতি :** সর্বশেষ পরিস্থিতি অনুযায়ী, সৌদি তেল স্থাপনায় হামলাকে কেন্দ্র করে মধ্যপ্রাচ্যে এমন উত্তেজনা বিরাজমান। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্র সৌদিতে নতুন করে আরো সৈন্য মোতায়েন করতে যাচ্ছে। সৌদি সরকারের এ ব্যাপারে সমর্থন রয়েছে। এদিকে হামলার প্রতিশোধ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র ১৫-১৬ অক্টোবর ইরানে সাইবার হামলা চালিয়েছে। যা ইরানের হার্ডওয়্যার যন্ত্রাংশকে বেশ ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। ধারণা করা হচ্ছে ইরানও কোনো কোনভাবে এর পাল্টা জবাব দেবে। এদিকে হুতিরা শান্তি প্রস্তাব দিয়েছে যেটাকে জাতিসংঘ স্বাগত জানিয়েছে।

e book for bd. blogspot .com BOIGHAR.COM www .facebook .com/ Edu Job 2018

# ব্রেক্সিট ইস্যু এবং যুক্তরাজ্যের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি

– নাজমুল হোসাইন

যত দিন যাচ্ছে ব্রিটিশ রাজনীতিতে তত বেশি অনিশ্চয়তা তৈরি হচ্ছে। আর এই অনিশ্চয়তার মূলে রয়েছে ব্রেক্সিট বা যুক্তরাজ্যের ইউরোপীয় ইউনিয়ন ত্যাগ। ২০১৬ সালে ব্রিটিশ জনগণ ব্রেক্সিটের পক্ষে রায় দেওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত ব্রিটিশ মসনদে তিনবার প্রধানমন্ত্রীর পরিবর্তন দেখা যায়। কিন্তু এখনও পর্যন্ত এ সমস্যা সমাধান সম্ভব হয়নি। তবে বরিস জনসন ক্ষমতায় আসার পর ব্রেক্সিট নিয়ে বেশ কিছু পদক্ষেপ নানা আলোচনা ও সমালোচনার জন্ম দেয় এবং তাঁর কিছু পদক্ষেপ আদালত পর্যন্ত গড়ায়।

**আদালতে বরিস জনসনের পরাজয় :** ব্রিটেনের সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছে সংসদের অধিবেশন স্থগিত করার প্রশ্নে প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন রানিকে যে পরামর্শ দিয়েছিলেন তা ছিল অবৈধ। এই রায় দেওয়ার সময় আদালত যেসব আইনগত দিক বিবেচনা করেছে তার প্রধান দিকগুলো হলো:

i. **রানিকে পরামর্শ দেওয়ার বৈধতা :** আদালত প্রধানমন্ত্রীকে রানিকে পরামর্শ দেওয়ার অধিকারের স্বীকৃতি দিয়ে বলেছে- প্রধানমন্ত্রী রানিকে এমন কোনো পরামর্শ দিবেন না যা সংসদীয় গণতন্ত্রের জন্য হুমকি হয়। তাছাড়া আদালত মনে করে, সরকারের কাজের বৈধতা বিচার করার এখতিয়ার আদালতের রয়েছে।

ii. **সংসদীয় গণতন্ত্রের কার্যকারিতা :** সুপ্রিম কোর্ট তার পর্যবেক্ষণে বলেছে, ব্রেক্সিটের মতো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে দীর্ঘ সময় ধরে সংসদ স্থগিত রাখা সংসদীয় গণতন্ত্রের ওপর এক ধরনের কুঠারাঘাত। তাই বরিস জনসন সরকারের এ ধরণের সিদ্ধান্ত ছিল চরম সিদ্ধান্ত।

iii. **স্থগিতাদেশের পক্ষে যুক্তিহীনতা :** আদালত তার রায়ে উল্লেখ করেছে যে, রানির ভাষণ অনুষ্ঠানের জন্য ৫ সপ্তাহ আগে সংসদ অধিবেশন স্থগিত রাখার যে যুক্তি বরিস সরকার দেখাচ্ছে তা এক ধরনের খোঁড়া অজুহাত। কারণ রানির ভাষণের জন্য নিয়ম-মাফিক ৪ থেকে ৬ দিনের প্রয়োজন হয়।

iv. **সংসদের বাইরে থেকে চাপানো সিদ্ধান্ত :** সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের সভাপতি লেডি হেইল তার রায়ের এক জায়গায় বলেছেন, অধিবেশন স্থগিত করার সিদ্ধান্তটি বাইরে থেকে সংসদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। কেননা স্থগিত করার সিদ্ধান্তটি সংসদের কার্যক্রমের অংশ ছিল না। সংসদ সদস্যরা এই প্রশ্নে কোনো ধরণের আলোচনা বা ভোট দানের সুযোগ পাননি বলে তিনি রায়ের পর্যবেক্ষণে উল্লেখ করেন।

**রায় পরবর্তী অবস্থা :** ব্রিটেনের সুপ্রিম কোর্ট বরিস জনসনের সংসদ স্থগিত করার সিদ্ধান্তকে অবৈধ বলে যে রায় দিয়েছে, তা জনসনের জন্য একটা বড় ধরণের ধাক্কা। সুপ্রিম কোর্টের এই রায় ব্রেক্সিট সংকটকে আরও ঘনীভূত করবে। আদালত যেহেতু সংসদ স্থগিত সিদ্ধান্তটি অবৈধ বলেছে কাজেই সংসদ কার্যত কখনই স্থগিত হয়নি। হাউস অফ কমন্সের স্পিকার জন বারকো বলেছেন, তিনি সংসদের কার্যক্রম আবার শুরু করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে প্রস্তুতি নিতে বলেছেন। এ দিকে বরিস জনসন আদালতের রায়ের প্রতিক্রিয়ায় বলেন, 'আদালতের এই রায় আমরা মেনে নেব এবং সংসদ অধিবেশন অবশ্যই আবার শুরু হবে, কারণ বিচার প্রক্রিয়ার প্রতি আমরা শ্রদ্ধাশীল, তবে আমি বলতে বাধ্য যে আমি বিচারকদের সঙ্গে মোটেই একমত নই, আমি মনে করি এই রায় সঠিক নয়। এ দিকে বিরোধী দল লেবার পার্টির নেতা জেরেমি করবিন আদালতের রায়কে স্বাগত জানিয়ে সংসদ অধিবেশন পুনরায় শুরু করার দাবি জানিয়েছেন।

**সংসদ স্থগিত করা না করা বিষয়ে রানির ক্ষমতা :** সংসদ স্থগিত করা নিয়ে রানি কি বরিস জনসনের পরামর্শ প্রত্যাখান করতে পারতেন, এমন প্রশ্নও সামনে চলে এসেছে। রানি কি চাইলে সংসদ স্থগিতের আবেদন নাকচ করে সংসদ সচল রাখতে পারেন, এমন প্রশ্নের জবাবে একজন বিশ্লেষক বলেন, 'প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ প্রত্যাখান করা রানির জন্য অসম্ভব। কারণ তা নজিরবিহীন এবং এর ফলে এক সাংবিধানিক সংকট তৈরি হতে পারে। রানি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ শুনবেন এটাই ব্রিটেনের অলিখিত অবশ্য পালনীয় প্রথা। অর্থাৎ সংসদ স্থগিত করা না করার এখতিয়ার রানির হাতে নেই।

**ব্রেক্সিট নিয়ে বরিস জনসনের প্রস্তাব :** বরিস জনসনের প্রস্তাবের মধ্যে রয়েছে ব্রেক্সিটের পরও উত্তর আয়ারল্যান্ড, খাদ্য, শিল্পজাত পণ্য ও পশু সম্পদের ক্ষেত্রে ইউরোপীয় ইউনিয়নের একক বাজার ব্যবস্থার মধ্যেই থাকবে। কিন্তু যুক্তরাজ্যের অন্য অংশের মতোই এ শুল্ক ইউনিয়ন থেকে বের হয়ে যাবে। অন্যদিকে আয়ারল্যান্ড ও উত্তর আয়ারল্যান্ডের সীমানারও কী হবে সেটি আলোচনার একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হয়ে উঠেছে। বরিস জনসনের প্রস্তাব হলো উত্তর আয়ারল্যান্ড ইউরোপীয় ইউনিয়নের অংশ থাকতে চায় কিনা সে ব্যাপারে সেখানকার সংসদের প্রতি ৪ বছর পরপর সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা থাকবে। আইরিশ প্রধানমন্ত্রী লিও ভারাদকার নতুন প্রস্তাবকে স্বাগত জানালেও তিনি বলেছেন গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয়ে ঘাটতি রয়ে যাচ্ছে।

**জনসনের প্রস্তাবে দ্বিমত ইইউ কর্মকর্তাদের :** ইইউ কর্মকর্তারা বলছেন, তারা ইতোমধ্যেই বরিস জনসনের পরিকল্পনার সমস্যা চিহ্নিত করেছেন। বিশেষ করে আয়ারল্যান্ড ও উত্তর আয়ারল্যান্ডের মধ্যে সীমানার বিষয়টি সমাধান করতে না পারা। তারা ইইউ একক বাজার ব্যবস্থার জন্যেও হুমকি দেখতে পাচ্ছেন। ইউরোপিয়ান কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেন, 'বরিস জনসনের প্রতি আমার বার্তা হলো আমরা খোলা মনেই যাচাই করবো কিন্তু সন্তুষ্ট নই। আবার ইউরোপীয় কমিশনের প্রধান জ্যাঁ ক্লদ জ্যাংকার বলেছেন, যুক্তরাজ্য চুক্তির ব্যাপারে বেশ এগোলেও আরও অনেক কাজ বাকি। এই মুহূর্তে বরিস জনসনের প্রস্তাব মানার বিপক্ষে তিনি।

**তিন শর্তে ব্রেক্সিট নিয়ে ইইউ পার্লামেন্টে প্রস্তাব গৃহীত :** ইউরোপীয় পার্লামেন্টে ব্রেক্সিট সংক্রান্ত বিষয়ে ব্যাকস্টপ ব্যবস্থা ছাড়া ব্রেক্সিট চুক্তি ও দেনা পাওনা মিটিয়ে দেওয়ার বিষয়ে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। ইইউ কমিশনার জ্যাঁ ক্লদ জ্যাংকার ও ইইউ'র ব্রেক্সিট বিষয়ক প্রধান সমন্বয়ক মিচেল বার্নিয়ে ইউরোপের ২৮ দেশ থেকে নির্বাচিত ৭৫১ আসন বিশিষ্ট পার্লামেন্টে ব্রেক্সিট নিয়ে আলোকপাত করেন। ইইউ পার্লামেন্টে দীর্ঘ আলোচনার পর ব্রেক্সিট সংক্রান্ত ৩ টি বিষয়ে ভোটাভুটি অনুষ্ঠিত হয়।

১. যুক্তরাজ্য জোট ছেড়ে গেলেও ইইউ জোটের দেনা পাওনা পরিশোধ করতে হবে।
২. যুক্তরাজ্য ও ইউরোপীয় জোটের নাগরিকদের অধিকারকে অবশ্যই সম্মান করতে হবে।
৩. ইইউ সদস্য দেশ আয়ারল্যান্ডে সীমান্তে নতুন করে শক্ত নিয়ম করা যাবে না। ব্রেক্সিট সংক্রান্ত এই ৩টি বিষয়ের পক্ষে ভোট দেন ৫৪৪ জন সদস্য এবং বিপক্ষে ভোট দেন ১২৬ জন সদস্য।

**পদত্যাগের চাপে জনসন :** ব্রেক্সিটকে কেন্দ্র করে বিট্রিশ প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন নিজ দলের এমপি ও বিরোধী দলের তোপের মুখে আছেন। এ দিকে চুক্তি করার জন্য ইইউ যে সময় বেধে দিয়েছে তাও ফুরিয়ে আসছে। বরিস জনসন চুক্তিহীন ব্রেক্সিটের কথা বললেও ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ও জনগণ তার এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে অনাস্থা জানিয়েছে। তাই ব্রেক্সিট কার্যকর করতে হলে বরিস জনসনকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই একটি কার্যকরী ও সর্বজনগৃহীত চুক্তি সম্পন্ন করতে হবে। তা না হলে তাকে পদত্যাগ করতে হবে।

**জনসনের সামনে এখন যে উপায়গুলো আছে :** ব্রেক্সিট চুক্তি সম্পন্ন করার জন্য ইইউ তার বিকল্প পথ খোলা রেখেছে। ৩১ অক্টোবরের মধ্যে যদি জনসন সরকার নতুন কোনো চুক্তি সম্পন্ন করতে পারে তাহলে তেমন কোনো সমস্যা থাকবে না। তবে একটি ব্যাপারে অনিশ্চয়তা থেকেই যায়, তা হলো যে চুক্তি সম্পন্ন হবে তা ব্রিটেনের জনগণ কতটুকু মেনে নিবে। দ্বিতীয় উপায় হলো, যদি জনসন সরকার চুক্তি করতে ব্যর্থ হয় তাহলে নতুন করে সময় বাড়িয়ে নেওয়া। কিন্তু জনসন সরকার এ ব্যাপারে অনড়। তিনি কোনো ভাবেই সময় বাড়াবেন না। আর এর কোনটাই যদি তার পক্ষে সম্ভব না হয় তাহলে তাকে সর্বশেষ উপায় হিসেবে পদত্যাগ করতে হবে। যেটা বরিসের জন্য হবে অত্যন্ত অপমানজনক।

**সর্বশেষ অবস্থা :** সর্বশেষ ইইউ শীর্ষ সম্মেলন শুরুর মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে ব্রেক্সিট প্রশ্নে বোঝাপড়া সম্ভব হয়েছে বলে দুই পক্ষই জানিয়েছে। গত কয়েকদিন বিরতিহীন আলোচনা চালিয়ে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন ও ইইউ কমিশনের প্রেসিডেন্ট জ্যাঁ ক্লদ জাংকায় মতৈক্যে পৌছাতে সমর্থ হন। তবে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এ চুক্তির ব্যাপারে সংসদে যথেষ্ট সমর্থন আদায় করতে পারবেন কিনা, তাও এখনো স্পষ্ট নয়। কেননা চুক্তির বিষয়গুলো এখনো পুরোপুরি প্রকাশ করা হয়নি। এ দিকে ইইউ বলছে দেশ হিসেবে ব্রিটেন এই চুক্তি মেনে নিলে তবেই ইইউ আনুষ্ঠানিকভাবে এই সমঝোতা মেনে নিতে প্রস্তুত। এখন দেখার বিষয় আগামীতে কী ঘটে?

Join FB Group "Career Opportunity in Bangladesh" : bit.ly/ Join COB


প্রিলি. পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতি

# জীবনী ও সাহিত্যকর্ম

—টিপু সুলতান

## ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর (১৭১২-১৭৬০)

অষ্টাদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ বাঙালি কবি এবং মঙ্গল কাব্যের সর্বশেষ কবি ছিলেন ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর। সংস্কৃত, আরবি, ফারসি ও হিন্দুস্তানি ভাষার মিশ্রণে প্রাচীন সংস্কৃত চন্দের অনুকরণে কাব্য রচনা ছিল তাঁর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। জমিদার নরেন্দ্র নারায়ণ রায় ও মাতা ভবানী দেবীর চতুর্থ সন্তান ছিলেন তিনি। ভারতচন্দ্র রায় তাঁর অসাধারণ লেখনী ও কাব্যপ্রতিভার গুণে বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতে পরিণত হয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুর মধ্য দিয়েই বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের পরিসমাপ্তি ঘটে।

- ❖ ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর জন্মগ্রহণ করেন– বর্ধমান জেলার ভুরসুট পরগনার পেড়ো বসন্ত পুর গ্রামে ১৭১২ সালে।
- ❖ বিশিষ্ট এই কবির বৈবাহিক জীবন – ১৭২৬ সালে নরোত্তম আচার্যের কন্যা সারদা দেবীর সাথে ভারতচন্দ্রের বিবাহ সম্পন্ন হয়।
- ❖ ভারতচন্দ্র রায়ের প্রথম কবি প্রতিভার বিকাশ ঘটে – ১৭৩৭ সালে 'সত্যনারায়ণ পাঁচালী' নামক কাব্য পাঠ রচনার মধ্য দিয়ে।
- ❖ নবদ্বীপের মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সাথে ভারতচন্দ্রের পরিচয় ঘটে– ১৭৫১ সালে ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর মাধ্যমে।
- ❖ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভায় যত টাকা বেতনে সভাসদের সদস্য নিযুক্ত হন– চল্লিশ টাকা বেতনে।
- ❖ ভারতচন্দ্র চব্বিশ পরগণার মূলাজোড়া গ্রাম ইজারা লাভ করেন – মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট হতে বার্ষিক ছয়শত টাকার বিনিময়ে।
- ❖ কবি ভারতচন্দ্র রায় যে রাজ্যের সভাকবি নির্বাচিত হয়েছিলেন– নবদ্বীপের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের।
- ❖ যার অনুরোধে ভারতচন্দ্র তাঁর বিখ্যাত 'অন্নদামঙ্গল' কাব্য রচনা করেন– মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের।
- ❖ ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যটি রচিত হয়েছিল– (১৭৫২-৫৩) সালে, মহারাজের মনোরঞ্জনের জন্য।
- ❖ ভারতচন্দ্র রায়ের কবিত্ব শক্তিতে মুগ্ধ হয়ে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র তাঁকে যে উপাধি প্রদান করেন– 'রায়গুণাকর' উপাধি।
- ❖ বাংলা সাহিত্যে মধ্যযুগের সবচেয়ে বড় কবি হিসেবে বিবেচনা করা হয়– ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরকে।
- ❖ ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর অন্য যে বিশেষণে অবহিত হয়ে থাকেন – নাগরিক কবি নামে।
- ❖ 'সত্যপীরের পাঁচালী' নামক গ্রন্থটির রচয়িতা– কবি ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর।
- ❖ তাঁর 'সত্য পীরের পাঁচালী' কাব্যটি রচিত হয়েছিল– ১৭৩৭-'৩৮ সালে।
- ❖ ভারতচন্দ্র রায়ের 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যটি সর্বপ্রথম মুদ্রিত করেন– গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য (১৮১৬ সালে)।
- ❖ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র কর্তৃক প্রদত্ত 'গুণাকর' শব্দের অর্থ– সকল গুণের আধার যিনি।
- ❖ ভারতচন্দ্র রায় যে কাব্যের অনুকরণে তাঁর বিখ্যাত 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যটি রচনা করেন– মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের।
- ❖ ভারতচন্দ্র রায়ের অন্নদামঙ্গল কাব্যটি যে ব্যক্তি কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় সঙ্গীতাকারে পরিবেশনা করেন – নীলমণি দীনদেশাই নামক এক ব্যক্তি।
- ❖ ভারতচন্দ্র রায়ের 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যটি যে শ্রেণির রচনা – মঙ্গলকাব্য (মঙ্গলকাব্য মূলত যার মাধ্যমে দেব-দেবীর মাহাত্ম্য প্রকাশ করা হয়)।
- ❖ 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে যে দেবীর গুণকীর্তন করা হয়েছে – দেবী অন্নপূর্ণার (অন্নপূর্ণা দেবীর পূজা এখনও প্রচলিত রয়েছে)।
- ❖ অন্নদামঙ্গল কাব্যটি নতুন ভাবে দুটি সংস্করণের মাধ্যমে প্রকাশ করেন – ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ১৮৪৭ ও ১৮৫৩ সালে।
- ❖ এই কাব্যের কয়েকটি প্রাচীন পুঁথি সংরক্ষিত রয়েছে – ব্রিটিশ মিউজিয়াম, প্যারিসের নাসিওনেল দ্য ফ্রান্স মিউজিয়াম, এশিয়াটিক সোসাইটি ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে।
- ❖ ভারতচন্দ্র রায় 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যটিকে যে অভিধায় অভিহিত করেছেন– 'নূতনমঙ্গল' কাব্য-নামে।
- ❖ 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের বিশেষ বৈশিষ্ট্য বা অন্য মঙ্গল কাব্য থেকে যে কারণে আলাদা – 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যটি শুধুই রাজসভার কাব্য।
- ❖ ভারতচন্দ্র রায় এই কাব্যের আখ্যানবস্তু সংগ্রহ করেছিলেন– কাশীখণ্ড পুরাণ, মার্কন্ডেয় পুরাণ, ভাগবত পুরাণ, চৌরপঞ্চিকা প্রভৃতি গ্রন্থ ও লোকসাহিত্য থেকে।
- ❖ অন্নদামঙ্গল কাব্যে কবি যে ছন্দ ও অলংকার ব্যবহার করেছেন– সংস্কৃত সাহিত্যের ছন্দ ও অলংকার।
- ❖ 'রাজসভা কবি রায়গুণাকরের অন্নদামঙ্গল-গান রাজকণ্ঠের মণিমালার মতো, যেমন তাহার উজ্জ্বলতা তেমনি তাহার কারুকার্য' অন্নদামঙ্গল কাব্য সম্পর্কে উক্তিটি করেছেন– রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
- ❖ ভারতচন্দ্র রায় মূলত যে কারণে 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যটি রচনা করেছিলেন – মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের নিজ কীর্তি এবং তাঁর পূর্বপুরুষদের কাহিনী তুলে ধরবার জন্য।
- ❖ 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে দেবী অন্নপূর্ণা যাকে কৃপা করেছিলেন – ভবানন্দ মজুমদারকে এবং দেবীর কৃপায় তিনি রাজত্ব ও রাজা খেতাব পেয়েছিলেন।
- ❖ 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যটি মোট যতটি খণ্ডে রচিত – তিনটি খণ্ডে রচিত (অন্নদামঙ্গল, কালিকামঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দর এবং মানসিংহ) কাব্য।
- ❖ ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কাব্যে যে বিষয়গুলো বর্ণিত হয়েছে – দেবী অন্নদার মাহাত্ম্য, সতীর দেহত্যাগ, শিব-পার্বতীর বিবাহ, দেবীর হরি হবে গৃহে প্রবেশ, ভবানন্দের গৃহে প্রবেশ প্রভৃতি।
- ❖ 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের দ্বিতীয় খণ্ডে যে বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে – দেবী কালিকার মাহাত্ম্য এবং বিদ্যা ও সুন্দর এর প্রেমকাহিনী।
- ❖ রাজা মানসিংহ, ভবানন্দ মজুমদার ও রাজা প্রতাপাদিত্যের কাহিনী অন্নদামঙ্গল কাব্যের যে অংশে বর্ণিত হয়েছে – তৃতীয় খণ্ডে/মানসিংহ খণ্ডে।
- ❖ সমগ্র বাংলা সাহিত্যের সর্বপ্রথম সচিত্র গ্রন্থ– ভারতচন্দ্র রায়ের 'অন্নদামঙ্গল' কাব্য।
- ❖ সর্বপ্রথম সচিত্র গ্রন্থ হিসেবে অন্নদামঙ্গল কাব্যে মোট চিত্র অঙ্কিত হয়েছিল – মোট ৫ টি চিত্র।
- ❖ ভারতচন্দ্র রায় যত সাল দেবী অন্নপূর্ণার মাহাত্ম্যব্যঞ্জক 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যটি রচনা করেছিলেন – ১৭৫২ সালে (কাব্যটি সর্বপ্রথম মুদ্রিত হয় ১৮১৬ সালে)।
- ❖ বাংলাতে যে নৃপতি প্রতিমা হিসেবে দেবী অন্নপূর্ণার পূজা প্রচলন করেন– নদীয়ারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়।
- ❖ 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যকে অষ্টাদশ শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্য হিসেবে উল্লেখ করেছেন– অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।
- ❖ 'রসমঞ্জরী' ভারতচন্দ্র রায়ের যে শ্রেণির রচনা – অনুবাদমূলক কাব্য (কাব্যটির মূল লেখক ছিলেন মিথিলার কবি ভানু দত্ত)।
- ❖ ভারতচন্দ্র রায় রচিত 'নাগাষ্টক' কাব্যের মূল বিষয়– মহারাজার ইজারাদার রামদেব নামের গুণকীর্তন কাব্য।
- ❖ অন্নদামঙ্গল কাব্যের প্রধান প্রধান চরিত্র– মানসিংহ, ভবানন্দ, বিদ্যাসুন্দর, মালিনী প্রভৃতি।
- ❖ কবি ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের বিখ্যাত পঙক্তিগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে:
  - 'জন্মভূমি, জননী স্বর্গের থেকেও গরিয়সী'
  - 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে'।
  - 'বড়র পিরীতি বালির বাঁধ, ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেকে চাঁদ'।
  - 'নগর পুড়িলে কি দেবালয় এড়ায়'।
  - 'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন'।
  - 'বাপে না জিজ্ঞাসে মায়ে না সম্ভাষে'।
  - 'বাঘের বিক্রম সম মায়ের শিশির'।
  - 'মাতঙ্গ পড়িলে গড়ে পতঙ্গ প্রহার করে'।
  - হাভাতে যদ্যপি চায় সাগর শুকায়ে যায়'।
  - 'অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ,
    কোন গুণ নাই তার কপালে আগুণ'।
- ❖ ভারতচন্দ্র রায়ের সংস্কৃত ভাষায় রচিত দুটি কবিতা হলো– 'নাগাষ্টক' ও 'গঙ্গাষ্টক' (দীর্ঘকবিতা)।
- ❖ ভারতচন্দ্র রায়ের রচিত নাটকের মধ্যে অসমাপ্ত নাটকের নাম – 'চন্ডী' নামক নাটক।
- ❖ কবি ভারতচন্দ্র রায়ের অন্য বিখ্যাত কাব্যের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য – 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্য।
- ❖ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র বসবাসের জন্য ভারতচন্দ্র রায়কে বার্ষিক ছয়শত টাকা রাজস্বের বিনিময়ে যে গ্রাম ইজারা দিয়েছিলেন – চব্বিশ পরগনার মূলাযোড় (বর্তমান শ্যামনগর) গ্রাম।
- ❖ 'বর্ধমানের রাজকন্যা বিদ্যা এবং যুবরাজ সুন্দরের কলঙ্কজনক অবৈধ প্রণয়' ভারতচন্দ্রের যে কাব্যে বর্ণিত হয়েছে – অন্নদামঙ্গল কাব্যের দ্বিতীয় খণ্ডে।
- ❖ বাংলা সাহিত্যে যুগোবিভাগ অনুসারে মধ্যযুগের শেষ কবি বলা হয় – ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরকে।
- ❖ কবি ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরকে অন্য যে উপাধি দেওয়া হয়েছে– বাঙলা সাহিত্যের 'নাগরিক কবি' হিসেবে।

e book for bd. blogspot .com BOIGHAR.COM www .facebook .com/ Edu Job 2018

❖ তাঁর অন্নদামঙ্গল কাব্যের বিশেষ উক্তি "আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে" যে চরিত্রের মাধ্যমে বলা হয়েছে – ঈশ্বরী পাটনীর মাধ্যমে।
❖ 'না রবে প্রাসাদগুণ না হবে রসাল অতএব কহি ভাষা যাবনী মিশাল' পঙক্তিটির রচয়িতা – ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর।
❖ বাংলা সাহিত্যে মঙ্গল কাব্যধারার সর্বশেষ কবি ছিলেন – ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর।
❖ 'কে বলে শারদ শশী সে মুখের তুলা, পদনখে পড়ে আছে তাঁর কতগুলা' বিখ্যাত পঙক্তিটির রচয়িতা – ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর।
❖ অষ্টাদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ বাঙালি কবি ও মঙ্গলকাব্যরসের সর্বশেষ শক্তিমান লেখক ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর মৃত্যুবরণ করেন – ১৭৬০ সালে, দেবানন্দপুর, হুগলি।

## আবদুল হাকিম (১৬২০-১৬৯০)

বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের অন্যতম মুসলিম কবি হিসেবে বিশেষ স্থান দখল করে আছেন আবদুল হাকিম। বাংলা ভাষার প্রতি গভীর মমত্ববোধের পরিচয় রেখে গেছেন তাঁর লেখনীর মাধ্যমে। মাতৃভূমি ও মাতৃভাষার মর্যাদার প্রশ্নে তিনি ছিলেন আপোষহীন ব্যক্তি। তৎকালীন সমাজে ধর্মীয় গোড়ামী ও বিভেদের কারণে বাংলা ভাষার প্রতি মানুষের বিমাতাসুলভ আচরণ পরিলক্ষিত হয়েছে। কবি আবদুল হাকিমের সর্বদায় মাতৃভাষার প্রতি ছিল প্রগাঢ় ভালবাসা আর এ কারণেই তিনি লিখেছেন মাতৃভাষার মমত্ববোধের কথা।

❖ কবি আবদুল হাকিম জন্মগ্রহণ করেন– আনুমানিক ১৬২০ সালে, নোয়াখালী জেলার বাবুপুর মতান্তরে চট্টগ্রাম জেলার সন্দীপের সুধারামপুরে।
❖ বিশিষ্ট এই কবির রচিত সর্বমোট গ্রন্থের সংখ্যা– মোট আটটি কাব্যের কথা জানা যায়।
❖ কবি আবদুল হাকিম বাংলা ছাড়াও যে ভাষাগুলোতে বেশ পারদর্শী ছিলেন – আরবী, ফারসি, সংস্কৃত প্রভৃতি।
❖ আবদুল হাকিম যে শতাব্দীর বিশিষ্ট বাঙ্গালী কবি ছিলেন – সপ্তদশ শতাব্দীর মুসলিম কবি।
❖ মধ্যযুগের অন্যতম এই কবির রচিত কাব্যগুলোর মধ্যে রয়েছে– ইউসুফ জোলেখা, নূরনামা, লালমোতি-সয়ফুলমূলুক, হানিফার লড়াই, নসিয়ত নামা, চারি মোকামভেদ, কারবালা ও শহরনামা।
❖ 'ইউসুফ-জোলেখা' ও লালমোতি/ সয়ফুলমূলক আবদুল হাকিমের যে শ্রেণির রচনা – প্রণয়োপাখ্যানমূলক কাব্য।
❖ 'নূরনামা, নসিয়তনামা, হানিফার লড়াই তাঁর যে শ্রেণির রচনা – তত্ত্বমূলক কাব্য।
❖ আবদুল হাকিমের 'ইউসুফ জোলেখা' কাব্যটি যে গ্রন্থ অবলম্বনে রচিত – ফরাসি কবি মোল্লা জামী রচিত 'ইউসুফ ওয়া জুলায়খা' কাব্য অবলম্বনে।
❖ 'নূরনামা' আবদুল হাকিমের যে শ্রেণির রচনা– নীতিকাব্য (ফারসি নীতিকাব্য নূরনামাহ কাব্য অবলম্বনে রচিত)।
❖ কবি আবদুল হাকিমের বিশেষ কয়েকটি পঙক্তি :
• যেই দেশে যেই বাক্য কহে নরগণ।
সেই বাক্য বুঝে প্রভু আপে নিরঞ্জন॥
• যে সবে বঙ্গেত জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী।
সে সব কাহার জন্ম নির্ণয় ন জানি॥
• দেশি ভাষা বিদ্যা যার মনে ন জুয়ায়।
নিজ দেশ তেয়াগী কেন বিদেশ ন যায়॥
• মাতা পিতামহ ক্রমে বঙ্গেত বসতি।
দেশী ভাষা উপদেশ মনে হিত অতি॥
❖ কবি আবদুল হাকিম রচিত 'নূরনামা' কাব্যের মূল বিষয়– আল্লাহ্ কর্তৃক প্রিয় নবী মুহম্মদ (স:) কে সৃষ্টি এবং বিশ্ব ব্রহ্মান্ড সৃষ্টি করা। এছাড়া মহাগ্রন্থ আল-কোরআনের মাহাত্ম্য প্রভৃতি।
❖ আবদুল হাকিম রচিত 'দূররে মজলিশ' কাব্যটি যে গ্রন্থ অবলম্বনে রচিত – ফারসি কবি সাইফুজ জাফর রচিত 'দুররে মজলিশ কাব্য অবলম্বনে।
❖ কবি আবদুল হাকিম রচিত 'নূরনামা' কাব্যটি যে ছন্দে রচিত – পয়ার ছন্দে রচিত।
❖ 'বঙ্গবাণী' কবিতাটির লেখক– কবি আবদুল হাকিম (নূরনামা কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত)।
❖ 'কারবালা ও শহরনামা' গ্রন্থ দুটির রচয়িতা – কবি আবদুল হাকিম (ইসলামিক ঐতিহ্যের মাহাত্ম্য প্রকাশিত হয়েছে)।
❖ মধ্যযুগের যে বিশিষ্ট কবি নিজেকে বাঙালি বলতে বেশি গর্ববোধ করতেন – কবি আবদুল হাকিম।
❖ 'তে কাজে নিবেদি বাংলা করিয়া রচন। নিজ পরিশ্রম তোষি আমি সর্বজন' পঙক্তিটি যে কবির রচনা – আবদুল হাকিমের।
❖ 'আল্লা খোদা গোঁসাই সকল তান নাম। সর্ব গুণে নিরঞ্জন প্রভু গুণধাম' – পঙক্তিটি আবদুল হাকিমের যে কাব্যের – 'নূরনামা' কাব্যের।
'আরবি ফারসি শাস্ত্রে নাই কোন রাগ। দেশী ভাষে বুঝিতে ললাটে পুরে ভাগ'॥ পঙক্তিটি আবদুল হাকিম রচিত – 'বঙ্গবাণী' কবিতার অংশ।
❖ মধ্যযুগের বিখ্যাত বাঙালী কবি আবদুল হাকিম পরলোকগমণ করেন – ১৬৯০ সালে।

## শাহ মুহম্মদ সগীর

বাংলা সাহিত্যে মুসলিম কবিদের মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীনতম কবি ছিলেন শাহ মুহম্মদ সগীর। তাঁর কাব্যে চট্টগ্রাম অঞ্চলের কতিপয় শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করে ড. মুহম্মদ এনামুল হক তাঁকে চট্টগ্রামের অধিবাসী বলে বিবেচনা করেছেন। তাঁর কাব্যে ধর্মীয় পটভূমি থাকলেও তা হয়ে উঠেছে মানবিক প্রেমোপাখ্যান। শিল্পমূল্যের বিচারে শাহ মুহম্মদ সগীরের সাহিত্যকর্ম অত্যন্ত প্রশংসার দাবী রাখে এবং তাঁর রচনা বাংলা মুসলিম সাহিত্যিকদের জন্য শুভ সূচনা।

❖ বাংলা সাহিত্যে মধ্যযুগের কবি শাহ মুহম্মদ সগীর জন্মগ্রহণ করেন – আনুমানিক ১৩ শতকের শুরুর দিকে।
❖ বাংলা সাহিত্যের প্রথম মুসলিম কবি বলা হয় – শাহ মুহম্মদ সগীরকে।
❖ শাহ মুহম্মদ সগীর যে শাসকের পৃষ্ঠপোষকতায় কাব্য চর্চা করেছিলেন – সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহের।
❖ শাহ মুহম্মদ সগীর রচিত ইউসুফ জোলেখা কাব্যটি রচিত হয়েছিল – পনের শতকের প্রথম দশকে (আনুমানিক)।
❖ গৌড়ের সুলতান গিয়াসউদ্দীন আজম শাহের শাসনামল ছিল– ১৩৮৯ - ১৪১১ খ্রিষ্টাব্দ (এই সময়েই কাব্যটি রচিত হয়েছিল)।
❖ শাহ মুহম্মদ সগীর রচিত 'ইউসুফ-জোলেখা' কাব্যের বিষয়বস্তু কবি সংগ্রহ করেছিলেন– 'কিতাবুল কোরান' থেকে, এছাড়া ফার্সি কবি আবদুর রহমান জামি রচিত ইউসুফ-জোলেখা থেকে।
❖ ইউসুফ-জোলেখা কাব্যের রাজবন্দনায় শাহ মুহম্মদ সগীর যার প্রশংসায় পঞ্চমুখ – সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহের।
❖ মুসলমান কবি রচিত প্রাচীনতম বাংলা কাব্যের নাম – ইউসুফ-জোলেখা (শাহ্ মুহম্মদ সগীর রচিত)।
❖ বাংলা সাহিত্যের সর্বপ্রথম প্রণয়োপাখ্যান হিসেবে বিবেচনা করা হয়– শাহ্ মুহাম্মদ সগীরের ইউসুফ-জোলেখা কাব্য।
❖ মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুসলমান কবিগণের সর্বাপেক্ষা অবদান – রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান রচনার ক্ষেত্রে।
❖ রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান ধারার প্রথম কবি মনে করা হয় – শাহ্ মুহম্মদ সগীরকে।
❖ যে কবি সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহের কর্মচারী ছিলেন – শাহ্ মুহম্মদ সগীর।
❖ ইউসুফ-জোলেখা কাব্যের পটভূমি যে দেশের – প্রাচীন মিশরের।
❖ শাহ মুহম্মদ সগীর ইউসুফ-জোলেখা কাব্যে যে বিষয়টি তুলে ধরেছেন – তৈমুর বাদশার কন্যা জোলেখা ক্রীতদাস ইউসুফ (নবী) এর প্রতি যে প্রেমাসক্ত এবং এক পর্যায়ে সৃষ্টি কর্তার ইচ্ছায় তাদের মিলন।
❖ শাহ মুহম্মদ সগীর ছাড়াও অন্য যেসকল কবি ইউসুফ-জোলেখা নামে কাব্য রচনা করেছেন – আবদুল হাকিম, ফকির গরীবুল্লাহ, সাদেক আলী, ফকির মুহম্মদ প্রমুখ।
❖ শাহ্ মুহম্মদ সগীর তাঁর এই কাব্যে যে বিষয়টি বিশেষভাবে তুলে ধরেছেন– আধ্যাত্মিক প্রেমতত্ত্বের ব্যঞ্জনা নয়, মানবপ্রেমের প্রাধান্য।
❖ 'ইউসুফ-জোলেখা' কাব্যে শাহ মুহম্মদ সগীর মোট যতটি গানের অবতারণা ঘটিয়েছেন – ৬টি গানের।
❖ শাহ মুহম্মদ সগীরের 'ইউসুফ জোলেখা' কাব্যটি যে শ্রেণির প্রণয়োপাখ্যান– ঐতিহাসিক কাহিনীধর্মী প্রণয়োপাখ্যান।
❖ 'ব্যাধি এ পীড়িত মোর বিকল শরীর। ঔষধ দর্শনে প্রাণ শান্ত নহে স্থির'॥ পঙক্তিটি যে কাব্যের – শাহ মুহম্মদ সগীরের ইউসুফ জোলেখা কাব্যের।
❖ বাংলা সাহিত্যের প্রথম মুসলিম কবি শাহ্ মুহম্মদ সগীর পরলোকগমণ করেন – পনের শতকের শেষ দিকে।

নতুন সংস্করণ এখন বাজারে
যেকোনো প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য
ওরাকল
বাংলাদেশ ফ্লাশব্যাক

Join FB Group "Career Opportunity in Bangladesh" : bit.ly/ Join COB


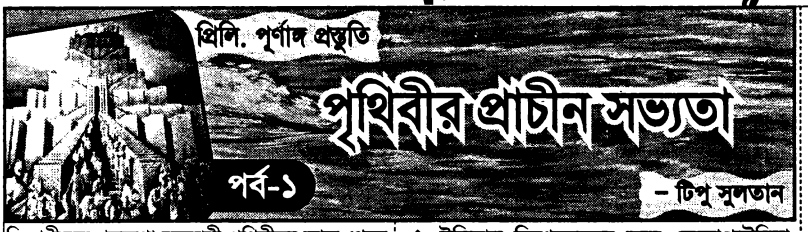


বিজ্ঞানীদের গবেষণা অনুযায়ী পৃথিবীতে আজ থেকে প্রায় চারশত কোটি বছর পূর্বে জীবের উদ্ভব ঘটেছিল। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে মানব সভ্যতার উদ্ভব মানুষের সবচেয়ে বড় অর্জন। সভ্যতার ক্রমান্বয়ে উন্নতির ফলেই মানুষের জীবনযাত্রা দিনের পর দিন সহজ থেকে সহজতর হচ্ছে। বর্তমান যে মানব সভ্যতা তাঁর অগ্রগতি হয়েছে শত কোটি বছর ধরে এবং এরই ধারাবাহিকতায় সূচিত হয়েছে আধুনিক বিশ্ব সভ্যতা। কিন্তু আধুনিক এই সভ্যতায় পৌঁছানোর পিছনে রয়েছে এক সুদীর্ঘকালের শাসন-শোষণ আর বর্বরতার ইতিহাস।

## মেসোপটেমিয়া সভ্যতা

- পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন মানব সভ্যতা গড়ে উঠেছিল-'মেসোপটেমিয়া' নামক অঞ্চলে।
- 'প্রাচীন মেসোপটেমিয়া সভ্যতা বর্তমান যে অঞ্চলে অবস্থিত (অর্থাৎ মেসোপটেমিয়া অঞ্চলের বর্তমান নাম)-অধিকাংশই ইরাক অঞ্চলে অবস্থিত।
- গ্রিক ভাষায় 'মেসোপটেমিয়া' শব্দটির অর্থ– 'দুই নদীর মধ্যবর্তী ভূমি' (যেহেতু দুটি নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে সভ্যতাটি গড়ে উঠেছিল)।
- যেসব নদীর অববাহিকাতে মেসোপটেমিয়া সভ্যতাটি গড়ে উঠেছিল- টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর অববাহিকাতে।
- টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদী দুটি বর্তমানে পরিচিত-ফোরাত ও দজলা নামে।
- এই প্রাচীন সভ্যতাটি গড়ে উঠেছিল-খ্রিষ্টপূর্ব ৫০০০ অব্দে (এবং এই সভ্যতাটি কয়েক হাজার বছর পর্যন্ত টিকে ছিল, যা অনুমান নির্ভর)।
- মেসোপটেমিয়া অঞ্চলে বসবাসরত মানুষের প্রধান জীবিকা নির্ভরশীল ছিল- কৃষিকাজের উপর।
- প্রত্নতাত্ত্বিকভাবে যে সভ্যতাটি 'সভ্যতার চারণক্ষেত্র' নামে পরিচিত- প্রাচীন মেসোপটেমিয়া সভ্যতাটি (যা সভ্যতার আঁতুড়ঘর নামেও পরিচিত ছিল)।
- প্রাচীন মেসোপটেমিয়া অঞ্চলের উত্তর অঞ্চল ঐ সময়ে পরিচিত ছিল- অ্যাশেরীয়া নামে।
- তৎসময়ে মেসোপটেমিয়া অঞ্চলের দক্ষিণ অঞ্চল পরিচিত ছিল- ব্যাবিলনীয়া নামে।
- প্রাচীন মেসোপটেমিয়া সভ্যতাটি বর্তমান ইরাক ছাড়াও অন্য যে অঞ্চলে বিস্তৃত ছিল- সিরিয়ার উত্তরাংশ, তুরস্কের উত্তরাংশ এবং ইরানের খুয়েস্তান প্রদেশে।
- মেসোপটেমিয়া সভ্যতাটি অতি উন্নত একটি সভ্যতায় রূপ লাভ করেছিল- খ্রিষ্টপূর্ব ৩৫০০ থেকে খ্রিষ্টপূর্ব ৩০০০ অব্দের মধ্যে।
- প্রাচীন এই সভ্যতার মানুষেরা উপাসনা করতো- জিগগুরাত বা মন্দিরে, নানা দেব-দেবীর পূজা করত।
- ইতিহাস বিশেষজ্ঞদের মতে মেসোপটেমিয়া অঞ্চলের মানুষেরা কথা বলত- সেমিটিক নামক এক প্রকার ভাষাতে।
- মেসোপটেমিয়া সভ্যতার প্রধান কৃতিত্ব ছিল- মনের ভাব বোঝানোর জন্য আদিম লেখন পদ্ধতির উদ্ভাবন করা।
- চিত্রের মাধ্যমে মনের এই ভাব প্রকাশ করার কৌশলটি বিজ্ঞানীরা অভিহিত করেছেন- 'পীকটোগ্রাফি' নামে।
- এই লিখন পদ্ধতির দলিল পাওয়া যায়- খ্রিষ্টপূর্ব ৩৫০০ অব্দের দিকে।
- পরবর্তী সময়ে মেসোপটেমিয়ারা যে ভাষাতে সাহিত্য রচনা করেছিল- সেমেটিক ভাষা নামে।
- গ্রিক 'মেসো' এবং 'পটেমিয়া' শব্দের আলাদা অর্থ ছিল- দুই এবং নদী (অর্থাৎ দুই নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল)।
- প্রাচীন এই মেসোপটেমিয়া সভ্যতাকে কেন্দ্র করে যেসব সভ্যতা গড়ে উঠেছিল-সুমেরীয়, ব্যবলনীয়, অ্যাশেরীয় ও ক্যালডীয় সভ্যতা গড়ে উঠেছিল।
- পার্সিয়ানরা (ইরানেরা) এই সভ্যতাটি সম্পূর্ণভাবে নিজেদের দখলে নিয়ে নেয়- খ্রি. দ্বিতীয় শতক থেকে সপ্তম শতক পর্যন্ত।
- পরবর্তী সময়ে যে মুসলিম শাসক মেসোপটেমিয়া অঞ্চলে মুসলিম শাসনের সূচনা করেছিল- বাগদাদের খলিফা হারুন-অর-রশিদ।
- মেসোপটেমিয়া সভ্যতার মানুষেরা যে গাছকে জীবনদায়িসী বৃক্ষ বলে মনে করত- খেজুর গাছকে (এই গাছ থেকে তারা মদ ও মধু তৈরি করত)।
- প্রাচীন এই মেসোপটেমিয়া অঞ্চলটিকে পরবর্তীতে আখ্যা দেওয়া হয়েছিল- 'উর্বরা, অর্ধচন্দ্রাকৃতিক' অঞ্চল নামে।
- মেসোপটেমিয়া অঞ্চলে ষষ্ঠিক বা ষাট সংখ্যা কেন্দ্র করেই পরবর্তীতে-১ ঘণ্টার ৬০ মি. এবং ৬০ সেকেন্ডে ১ মি. হিসাব করা হয়।
- মেসোপটেমিয়া সভ্যতার সময় থেকেই যেভাবে দিন ও মাস হিসাব করা হতো- ১২ মাসে এক বছর এবং ৩০ দিনে এক মাস।
- মেসোপটেমিয়ারা কাচের ব্যবহার জানত বলে প্রমাণিত হয়েছে- খ্রিষ্টপূর্ব ১৬০০ অব্দের দিকে।
- মেসোপটেমিয়া সভ্যতার অন্যতম আবিষ্কারের মধ্যে রয়েছে- তামা, ব্রোঞ্জ, টিন প্রভৃতি।
- ধারণা করা হয় ১২টি রাশিচক্র ও জলঘড়ি যে সভ্যতার সময়ে আবিষ্কার হয়েছিল- মেসোপটেমিয়া সভ্যতার সময়ে।
- পৃথিবী যে চ্যাপ্টা এবং পৃথিবীকে সর্বপ্রথম ৩৬০ ভাগে ভাগ করার পরিকল্পনা করেছিল- মেসোপটেমিয়ারা।
- মেসোপটেমিয়া সভ্যতা মূলত কারা গড়ে তুলেছিল- প্রাচীন সুমেরীয়গণ।

## সুমেরীয় সভ্যতা

- মেসোপটেমিয়া সভ্যতাকে নিয়ে গড়ে ওঠা চারটি সভ্যতার মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন সভ্যতার নাম- সুমেরীয় সভ্যতা।
- সুমেরীয় সভ্যতা গড়ে উঠেছিল-মেসোপটেমিয়া সভ্যতার দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে (অর্থাৎ ইরাকের দক্ষিণ অঞ্চল)।
- সুমেরীয় সভ্যতা গড়ে উঠেছিল-খ্রিষ্টপূর্ব ৪ হাজার বছর পূর্বে।
- পৃথিবীর সর্বপ্রথম সংগঠিত সভ্যতা বলা হয়- সুমেরীয় সভ্যতাকে।
- বাইবেলে সুমেরীয় সভ্যতা পরিচিত- শিনার নামে, এছাড়া মিশরীয়দের কাছে সাহচার নামে।
- পশ্চিম এশিয়ার নবপোলীয় পর্যায় থেকে উত্তরণ ঘটিয়ে যে সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল- সুমেরীয় সভ্যতার।
- দক্ষিণ মেসোপটেমিয়ার আদি অ-সেমেটিকবাসীরা বর্তমানে পরিচিত- সুমেরীয় নামে।
- সুমেরীয়রা মোট যতটি উন্নতমানের নগর সভ্যতা গড়ে তুলেছিল- ২০টির মত সভ্যতা।
- সুমেরীয় সভ্যতার গড়ে তোলা নগর সভ্যতার মধ্যে উল্লেখযোগ্য রয়েছে- উর, নিরসার, এরেক, লাগাম প্রভৃতি।
- এই নগর রাষ্ট্রগুলোর প্রথম রাজা ছিলেন- মেসেন্ডেনিপা (যা এশিয়ার সবচেয়ে প্রধান রাজা বলে বিবেচিত)।
- সুমেরীয় সভ্যতার রাষ্ট্রীয় সর্বোচ্চ পদবীধারীকে বলা হত- 'পাতেজী' (তিনি একাধারে ধর্মযাজক, সমর নেতা প্রভৃতি দায়িত্ব পালন করতেন)।
- সুমেরীয়দের প্রধান অর্থনীতি ছিলো- কৃষি কেননা তাদের উন্নতমানের সেচ ব্যবস্থা ছিল।
- এই সভ্যতার মানুষের উৎপাদিত প্রধান প্রধান কৃষি পণ্যের মধ্যে ছিল- যব, গম, বার্লি, খেজুর ও শাকসবজি।
- সুমেরীয়দের প্রধান আইন প্রণেতার নাম ছিল-সম্রাট ডুঙ্গি (যিনি বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন)।
- সুমেরীয়দের প্রধান প্রধান দেবতাদের মধ্যে ছিল- সূর্যদেবতা, সামস্ বাতাস ও বৃষ্টির দেবতা এনলিল, প্লেগ রোগের দেবতা নারগল প্রভৃতি।
- সুমেরীয় সভ্যতার আবিষ্কৃত লিখন পদ্ধতির নাম ছিল- 'কিউনিফর্ম' যা ডান থেকে বাম দিকে লেখা হতো।
- ভাস্কর্যে সুমেরীয়রা সর্বপ্রথম যে চিত্র ব্যবহার করেছিল– ঈগল পাখি ব্যবহার করেছিল।
- সুমেরীয়রা যেভাবে চাঁদের দ্বারা দিন তারিখ নির্ণয় করত- তারা চাঁদের উপর নির্ভর করে গণনা করত (অর্থাৎ চন্দ্রমাস হিসেবে গণনা করত)।
- সুমেরীয়দের আইন ব্যবস্থা ছিল- প্রতিশোধ সমপর্যায় (দাঁতের বদলে দাঁত, হাতের বদলে হাত, জীবনের বদলে জীবন)।
- সময় নির্ণয়ের জন্য সুমেরীয়রা আবিষ্কার করেছিল- পানিঘড়ি ও স্বর্ণঘড়ি।
- ২৪ ঘণ্টায় এক দিন ও ৭ দিনে এক সপ্তাহ সর্বপ্রথম সৃষ্টি করেছিল- সুমেরীয় সভ্যতার মানুষেরা।

e book for bd. blogspot .com BOIGHAR.COM www .facebook .com/ Edu Job 2018

Join FB Group "Career Opportunity in Bangladesh" : bit.ly/ Join COB


- সুমেরীয় সভ্যতার লিখন পদ্ধতি যে নামে পরিচিত ছিল- 'পিকটোগ্রাফিক' (যা খ্রিষ্টপূর্ব ৩৫০০ অব্দের প্রচলিত ছিল) ।
- সুমেরীয় সভ্যতার সবচেয়ে বড় আবিষ্কারগুলোর মধ্যে ছিল- চাকা আবিষ্কার করা।
- সুমেরীয় সভ্যতা টিকে ছিল- খ্রিষ্টপূর্ব ৩০০০ বছর পর্যন্ত।
- সুমেরীয় সভ্যতার বিখ্যাত শহরের নাম 'নিপ্পুর' (এখানে একটি মন্দির পাওয়া যায় যার ভিতর একটি লাইব্রেরি ছিল) ।
- নিপ্পুর শহরের লাইব্রেরিতে মোট যতটি কিউনিফর্ম বা লিখন বর্ণ পাওয়া যায়- প্রায় চার হাজার।
- সংখ্যার ধারণা বা সর্বপ্রথম গণনা পদ্ধতি আবিষ্কার হয়- সুমেরীয় সভ্যতার সময়ে।

## ব্যাবিলনীয় সভ্যতা

- ঐতিহাসিক ব্যাবিলনীয় সভ্যতা গড়ে উঠেছিল- মেসোপটেমিয়া সভ্যতার দক্ষিণাংশে (বর্তমানে ইরাকের দক্ষিণাংশ অঞ্চল)।
- যে সময়ে ব্যাবিলনীয় সভ্যতা পৃথিবীর সবচেয়ে বড় নগরসভ্যতা গড়ে উঠেছিল-খ্রিষ্টপূর্ব ১৭৭০ সাল থেকে খ্রিষ্টপূর্ব ৩২০ পর্যন্ত।
- মনে করা হয় যে তৎকালীন ব্যাবিলন শহরে বসবাস করত- ২ লাখেরও বেশি মানুষ।
- ব্যাবিলন নগরটি বেষ্টিত ছিল- দুই স্তরবিশিষ্ট প্রাচীর দ্বারা।
- গ্রিক দার্শনিক হেরোডোটাসের মতে প্রাচীরগুলো ছিল- ৩৫০ ফুট উঁচু, ৮০ ফুট চওড়া ও ৫৫ মাইল জুড়ে বিস্তৃত।
- পারস্যের রাজা সাইরাস ব্যাবিলন সভ্যতা আক্রমণ করেছিল- খ্রিষ্টপূর্ব ৫৩৯ অব্দে।
- প্রাচীন ব্যাবিলন সভ্যতা গড়ে তুলেছিলেন- সারগন নামক এক রাজা।
- ব্যাবিলন সভ্যতার সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক ছিলেন- রাজা হাম্মুরাবি (তিনি ছিলেন দুর্ধর্ষ যোদ্ধা)।
- ব্যাবিলন সভ্যতার স্বর্ণযুগ বলা হয়- রাজা হাম্মুরাবির শাসনামল।
- রাজা হাম্মুরাবি ব্যাবিলন শাসন করেছিল- দীর্ঘ ৪২ বছর (১৮৩৪-১৭৯২ খ্রিষ্টপূর্ব পর্যন্ত)।
- রাজা হাম্মুরাবি মেসোপটেমিয়া অঞ্চলসহ এশিয়ার উপর কর্তৃত্ব সৃষ্টি করে যে উপাধি ধারণ করেছিল- 'সর্বাধিপতি' উপাধি।
- বিশ্ব ইতিহাসে ব্যাবিলন সভ্যতার সবচেয়ে বড় অবদান ছিল- লিখিত আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে।
- পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন মানচিত্রটি পাওয়া যায়- ব্যাবিলন শহরের গাথুর শহরে।
- ব্যাবিলন সর্বপ্রথম লিখিত আইন প্রণয়ন সংকলনের ব্যবস্থা করেছিলেন- রাজা হাম্মুরাবি।
- ব্যাবিলনে যে ধরনের লিখন পদ্ধতি বিদ্যমান ছিল- কিউনিফর্ম অর্থাৎ কীলক আকারের লিখন পদ্ধতি।
- ব্যাবিলনে সভ্যতার সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতার নাম ছিল- সূর্যদেব মারদুক, এছাড়া অনেক দেব-দেবীর পূজা করা হত।
- স্ত্রীর মনোরঞ্জনের জন্য যে ব্যাবিলনীয় রাজা 'শূন্য উদ্যান' নির্মাণ করেছিলেন- রাজা নেবুচাঁদ নেচার।
- যে সভ্যতায় সর্বপ্রথম দশমিক সংখ্যা পদ্ধতির গণনা প্রথা প্রচলন ছিল-ব্যাবিলনীয় সভ্যতায়।
- সর্বপ্রথম বর্ষপঞ্জিকা প্রচলন ছিল-ব্যাবিলনীয় সভ্যতায়।
- ব্যাবিলনের শূন্য উদ্যান বা ঝুলন্ত উদ্যান বর্তমানে- ইরাকে অবস্থিত ।
- ব্যাবিলন সভ্যতার স্থপতি হিসেবে সবচেয়ে বেশি দাবিদার- রাজা হাম্মুরাবি।
- ব্যাবিলনীয় সভ্যতায় যেসব শিল্প সবচেয়ে বেশি প্রসার লাভ করেছিল- কাচ শিল্প, চিত্রাঙ্কন শিল্প, জ্যোতিষ শাস্ত্র, আয়ুর্বেদ প্রভৃতি শাস্ত্র।
- চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ সম্পর্কে যে সভ্যতা থেকে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়- ব্যাবিলনীয় সভ্যতা থেকে।
- সুমের ও আক্কাদ নামক জনপদ যে সভ্যতার বিখ্যাত দুটি নগর ছিল- ব্যাবিলন সভ্যতা।

## অ্যাশেরীয় সভ্যতা

- অ্যাশেরীয় সভ্যতা গড়ে উঠেছিল- ব্যাবিলন শহর থেকে ২০০ মাইল উত্তরে।
- প্রাচীন যে নদীর অববাহিকাতে অ্যাশেরীয় সভ্যতা গড়ে ওঠে- টাইগ্রিস নদীর তীরে।
- প্রাচীন যুগের সভ্যতার মধ্যে অ্যাশেরীয় যে ধরনের জাতি হিসেবে পরিচিত ছিল– যোদ্ধা জাতি হিসেবে।
- পৃথিবীকে সর্বপ্রথম অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশে বিভক্ত করে যে সভ্যতার মানুষেরা- অ্যাশেরীয় সভ্যতার মানুষেরা।
- সর্বপ্রথম বৃত্তকে ৩৬০ ডিগ্রী তে ভাগ করে যে সভ্যতার মানুষেরা-অ্যাশেরীয় সভ্যতার লোকেরা।
- লোহা দ্বারা নির্মিত অস্ত্র দ্বারা সুগঠিত বাহিনী সর্বপ্রথম সংগঠিত করে-অ্যাশেরীয়রা।
- অ্যাশেরীয়রা সমগ্র উত্তর মেসোপটেমিয়া দখল করে নেয়- খ্রিষ্টপূর্ব ১৩০০ অব্দের দিকে।
- পৃথিবীর যে সভ্যতার লোকেরা সর্বপ্রথম গোলন্দাজ বাহিনীর মাধ্যমে যুদ্ধ পরিচালনা করেছিল- অ্যাশেরীয়রা।
- অ্যাশেরীয়দের রাজধানী ছিল- নিপ্পুর নামক স্থানে (সামাজিক রাষ্ট্রের রাজধানী নামেও পরিচিত ছিল)।
- অ্যাশেরীয় সভ্যতার রাজারা নিজেদেরকে যার প্রতিনিধি বলে মনে করত- সূর্যদেবতার প্রতিনিধি হিসেবে।
- অ্যাশেরীয় সভ্যতার যে রাজা একটি বিখ্যাত লাইব্রেরি গড়ে তুলেছিলেন- সেনাচেরি নামক এক রাজা।
- এশিয়া মহাদেশের সবচেয়ে প্রাচীন গ্রন্থগার নির্মাণ করেছিলেন- অ্যাশেরীয় রাজা আসুরবানি পাল নামক এক নৃপতি।
- এশিয়ার সর্বপ্রথম লাইব্রেরিটি গড়ে ওঠেছিলো- নিনেভা নামক স্থানে।
- এই গ্রন্থাগারের পুস্তক বলতে ছিল- কাদার চাকতির উপর লেখা (যার সংখ্যা ছিল ২২ হাজারেরও বেশি) ।
- অ্যাশেরীয় সভ্যতার এই কাদার চাকতির উপর লেখা গ্রন্থগুলোর অধিকাংশ এখন সংরক্ষিত রয়েছে- ব্রিটিশ মিউজিয়ামে।
- অ্যাশেরীয়দের প্রধান প্রধান দেব-দেবীর মধ্যে ছিল- প্রধান ছিল দেবতা আসুর এছাড়া ইশথার অন্যতম।
- মহাকাশের সর্বপ্রথম গ্রহ আবিষ্কার করেছিল যে সভ্যতার বিজ্ঞানীরা-অ্যাশেরীয় সভ্যতার জ্যোতির বিজ্ঞানীরা।
- অ্যাশেরীয়রা সর্বপ্রথম যতটি গ্রহ আবিষ্কার করেছিল- ৫টি গ্রহ এবং তাদের নামও দিয়েছিল।
- অ্যাশেরীয় সভ্যতার মানুষেরা মূলত যে নামে পরিচিত ছিল- এশিয়ার রোমান নামে।
- চিকিৎসা ক্ষেত্রে অ্যাশেরীয়দের অবদান- অ্যাশেরীয়রা ৫০০ এর বেশি উদ্ভিদ ও ঔষধের তালিকা তৈরি করেছিল।
- অ্যাশেরীয় সভ্যতা যখন ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল-৬১২ অব্দে (সভ্যতার বিকাশে অ্যাশেরীয়রা ছিল প্রভাতে সূর্য উদয়ের মত)।
- অ্যাশেরীয় সভ্যতা ইরাক ছাড়াও অন্য যে অঞ্চলে বিস্তৃত ছিল- তুরস্ক, ইরান ও সিরিয়ার কিছু কিছু অঞ্চল।
- বিশ্ব সভ্যতার প্রথম দিকে সবচেয়ে বেশি বিস্তার লাভকারী অ্যাশেরীয় সভ্যতাটি যেভাবে ধ্বংস হয়েছিল- প্রতিবেশী রাজ্যগুলোর আক্রমণের মাধ্যমে।

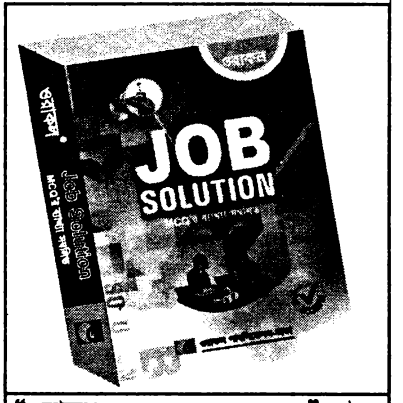

"ওরাকল JOB SOLUTION" থেকে নিন শ্রেষ্ঠ প্রস্তুতি

প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষায় সর্বাধিক প্রশ্ন কমনের নিশ্চয়তায়
ওরাকল প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক সহায়িকা
☞ সর্বাধিক কমনপ্রাপ্ত বই ☞ বিষয়ভিত্তিক পূর্ণাঙ্গ আলোচনা ☞ ভাইভা নির্দেশিকা ও পরামর্শ
☞ ব্যাখ্যাসহ প্রশ্ন সমাধান, ৫০ সেট মডেল টেস্ট ☞ বিগত ২৭ বছরের প্রশ্নপত্র ও ব্যাখ্যাসহ সমাধান
☞ বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক বিষয়ের সাম্প্রতিক ও গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা

Join FB Group "Career Opportunity in Bangladesh" : bit.ly/ Join COB


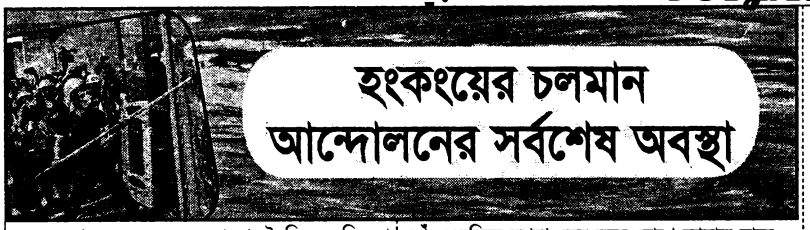

# হংকংয়ের চলমান আন্দোলনের সর্বশেষ অবস্থা

হংকংয়ে গত জুনে শুরু হওয়া রাজনৈতিক অস্থিরতা থেকে মুক্তি পেতে দেশটির প্রধান নির্বাহী ক্যারি লাম নাগরিকদের সঙ্গে সংলাপ করেন। ২৬ সেপ্টেম্বর কুইন এলিজাবেথ স্টেডিয়ামে এই সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়। সংলাপে লাম বলেন, 'এই সংকট সমাধানের মূল দায়িত্ব সরকারের। যদি আমরা এই সংকট থেকে বের হতে চাই এবং একটি পথের সন্ধান চাই তাহলে সরকারকেই সবচেয়ে বড় দায়িত্ব নিতে হবে।' অপরাধীদের চীনে হস্তান্তরের সুযোগ রেখে আনা বিলকে কেন্দ্র করে জুনে শুরু হওয়া আন্দোলন অবসানের লক্ষ্যে লামের এই সংলাপ। সরকার আশা করে সংঘাতের বিপরীতে এই সংলাপের জয় হবে। এর মাধ্যমে সমাজে শান্তি ফিরে আসবে এবং বিশ্বাস পুনঃস্থাপিত হবে। উল্লেখ্য গত ৯ জুন থেকে হংকংয়ে কথিত অপরাধী প্রত্যর্পণ বিল বাতিলের দাবিতে বিক্ষোভ শুরু হয়। আন্দোলনকারীদের আশঙ্কা, ওই বিল অনুমোদন করা হলে ভিন্নমতাবলম্বীদের চীনের কাছে প্রত্যর্পণের সুযোগ সৃষ্টি হবে। লাখো মানুষের উত্তাল গণবিক্ষোভের মুখে এক পর্যায়ে ওই বিলকে 'মৃত' বলে ঘোষণা দেন হংকংয়ের চীনপন্থী শাসক ক্যারি ল্যাম। তবে এতে আশ্বস্ত হতে না পেরে বিক্ষোভ অব্যাহত রেখেছে সেখানকার নাগরিকরা।

**হংকংয়ে তরুণ বিক্ষোভকারীদের ওপর পুলিশের গুলি:** হংকংয়ে এক তরুণ বিক্ষোভকারীর দিকে তাক করে গুলি চালিয়েছে পুলিশ। ১ অক্টোবর বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে সংঘর্ষের একপর্যায়ে পুলিশ গুলি চালালে বুকে গুলিবিদ্ধ হন ওই বিক্ষোভকারী। চীনে কমিউনিস্ট শাসনের ৭০ বছর পূর্তির দিন এই ঘটনা ঘটে। এর আগে হংকংয়ে অনুষ্ঠিত বিক্ষোভে পুলিশ রাবার বুলেট ছুড়লেও গুলি করার ঘটনা ঘটল এই প্রথম। আহত ওই বিক্ষোভকারীর বয়স ১৮ বছর। ঘটনার পর তাঁর অস্ত্রোপচার করা হয়েছে। তবে তাঁর সর্বশেষ পরিস্থিতি জানা যায়নি। পুলিশের সঙ্গে এই সংঘর্ষে অন্তত ৫১ জন বিক্ষোভকারী আহত হন। এ সময় অন্তত ৯৬ জন বিক্ষোভকারীকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। দিনটিকে বিক্ষোভকারীরা 'শোক দিবস' হিসেবে আখ্যা দেন। ঘটনার পর ক্ষুব্ধ জনতা প্রতিবাদস্বরূপ অন্তত ছয়টি শহরে রাস্তা বন্ধ করে রাখে। শহরের অন্তত ১৫টি মেট্রো স্টেশন ও শপিং মল বন্ধ করে দেওয়া হয়। নিরাপত্তা রক্ষার্থে প্রায় ৬ হাজার পুলিশ নামানো হয় হংকংয়ের রাস্তায়।

**হংকংয়ে রাবার বুলেটের আঘাতে সাংবাদিকের এক চোখ অন্ধ:** হংকংয়ে বিক্ষোভ চলাকালে পুলিশের ছোড়া রাবার বুলেটের আঘাতে ইন্দোনেশিয়ার এক সাংবাদিকের ডান চোখ স্থায়ীভাবে অন্ধ হয়ে গেছে। আহত সাংবাদিকের নাম ভেবি মেগা ইন্দাহ। তাঁর আইনজীবী মাইকেল ভিডলার জানান, চীনের স্বায়ত্তশাসিত এ অঞ্চলে বিক্ষোভের সংবাদ সংগ্রহের কাজ করছিলেন মেগা। এ সময় পুলিশের রাবার বুলেট তাঁর সুরক্ষিত চশমা ভেদ করে চোখে আঘাত হানে।

**যেভাবে আহত হলেন সাংবাদিক:** সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজে দেখা গেছে, হংকং শহরের ওয়ান চাই এলাকার পথচারী পারাপারের ব্রিজের ওপর একদল বিক্ষোভকারী এবং সাংবাদিকদের লক্ষ্য করে রাবার বুলেট ছোড়া হয়। আইনজীবী মাইকেল ভিডলার জানান, একটি গুলি মাত্র ১২ মিটার দূরত্ব থেকে মেগার চশমায় আঘাত হানে। এ কারণে তাঁর দুটি চোখই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ ঘটনার পরপরই তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসকেরা নিশ্চিত করেছেন, মেগার ডান চোখ চিরতরে অন্ধ হয়ে যাবে। সাংবাদিক আহত হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করে হংকংয়ে ইন্দোনেশিয়ার কনস্যুলেট জেনারেল তাঁর দেশের নাগরিকদের ওয়ান চাইসহ অন্যান্য আন্দোলনমুখর অঞ্চল এড়িয়ে চলার অনুরোধ করেছেন।

**হংকংয়ে সহিংসতা বন্ধের আহ্বান জাতিসংঘের:** হংকং এ ব্যাপক অরাজকতা, লুটপাট, মারপিট এবং পুলিশের সঙ্গে সংঘাতের পরিপ্রেক্ষিতে জাতিসংঘ হংকং এ সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে সহিংসতা পরিহার করতে আবেদন জানিয়েছে। ৫ অক্টোবর মালায়েশিয়ার রাজধানী কুয়ালালামপুরে জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশনার মিশেল ব্যাচেলেট হংকং এ সরকার বিরোধী প্রতিবাদের সময়ে সহিংসতার ব্যাপারে নিরপেক্ষ তদন্তের আহ্বান জানিয়েছেন এবং বলেছেন যে এই সময়ে হতাহত এবং ক্ষয়ক্ষতি ছিল আশংকাজনক। তিনি বলেন কোন কোন বিক্ষোভের সময়ে যে ব্যাপক সহিংসতা হয়েছে, গুলি চালানো হয়েছে তাতে আমরা বিচলিত বোধ করেছি এবং পুলিশ ও বিক্ষোভকারি, যাদের মধ্যে ছিলেন সাংবাদিক, তারা যে ভাবে আহত হয়েছেন তাতে আমরা শঙ্কিত বোধ করেছি। আমি কঠোর ভাষায় এর নিন্দা করছি এবং যারা প্রতিবাদ করছে এবং যারা বিক্ষোভের বিরুদ্ধে রয়েছেন তাদের সকলকেই শান্তিপূর্ণ এবং অহিংস উপায়ে এটা করার আহ্বান জানাচ্ছি। হংকং কর্তৃপক্ষ মুখোশ ধারণ যে নিষিদ্ধ করেছেন ব্যাচেলেট সেই প্রসঙ্গে বলেন যে এই সব সমাবেশে কোন কোন ক্ষেত্রে মুখ ঢাকার বিরুদ্ধে এই নিষেধাজ্ঞা বিশেষ কোন গোষ্ঠিকে কেন্দ্র করে করা হয়েছে এবং তা তাদের মতামত প্রকাশ এবং শান্তি পূর্ণ সমাবেশ করার অধিকারকে অন্যায্য ভাবে খর্ব করেছে। এই শান্তিপূর্ণ সমাবেশ হওয়া উচিৎ যতদূর সম্ভব কোনো রকম বিধিনিষেধ ছাড়াই। তবে সেই সঙ্গে আমরা তাদের সমর্থন করতে পারিনা যারা সহিংসতায় উস্কানি দেয়ার জন্য মুখোশ পরে।

**নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে মুখোশ পরে রাস্তায় গণতন্ত্রপন্থীরা:** বিক্ষোভ মিছিলে অংশগ্রহণকারীদের মুখোশ ব্যবহারের ওপর সরকারের নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে হংকংয়ের গণতন্ত্রপন্থী আন্দোলনকারীরা শহরজুড়ে বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষোভ করে। আন্দোলনকালে তাদের মুখোশ ব্যবহারের ওপর সরকার নিষেধাজ্ঞা আরোপ করায় ক্ষোভ প্রকাশ করে। সরকারের এ নিষেধাজ্ঞা চ্যালেঞ্জ করে পার্লামেন্টের বিরোধীদলীয় সদস্যরা (এমপি) যে মামলা করেছেন, সেটা খারিজ করে দেন হাইকোর্ট। সব মিলিয়ে পরিস্থিতি আন্দোলনকারীদের বিপক্ষেই যাচ্ছে। গণতন্ত্রপন্থী এমপিদের অভিযোগ, হংকংয়ের নেতা ক্যারি ল্যাম জরুরি আইনের বলে মুখোশ ব্যবহারের বিরুদ্ধে যে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন, তা হংকংয়ের খুদে সংবিধানের পরিপন্থী। বিচারপতি তাঁদের অভিযোগ নাকচ করে দিলেও আন্দোলকারীরা থেমে থাকেনি।

**হংকংয়ে বিক্ষোভকারীদের 'ছেঁচে' ফেলার হুমকি:** হংকংয়ের চলমান আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিং বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন, চীনকে বিভক্ত করার প্রয়াস চালালে আন্দোলনকারীদের 'শরীরটাকে ছেঁচে হাড় সব গুঁড়িয়ে' দেওয়া হবে। চীনের রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম সিসিটিভির বরাত দিয়ে বিবিসি অনলাইনের খবরে জানানো হয়। ১৩ অক্টোবর নেপালের প্রধানমন্ত্রী কে পি শর্মা ওলির সঙ্গে সাক্ষাতের সময় সি এ মন্তব্য করেন। সি বলেন, 'চীনকে বিভক্ত করার কোনো বাইরের তৎপরতাও নসাৎ করা হবে।' বৈঠকে নেপালের প্রধানমন্ত্রী ওলি বলেন, তাঁর দেশে চীনবিরোধী কোনো তৎপরতা চলতে দেওয়া হবে না। সম্প্রতি হংকংয়ে বেশ কয়েকটি শান্তিপূর্ণ সমাবেশে দাঙ্গা পুলিশ হামলা চালালে তাদের সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়। এতে বেইজিংপন্থী হিসেবে পরিচিত বেশ কিছু গণপরিবহন স্টেশন এবং দোকান ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এছাড়া বিক্ষোভকারীদের একটি দল হংকংয়ের বিখ্যাত লায়ন রকের কাছে প্রতিবাদের প্রতীক হিসেবে তিন মিটার উঁচু (৯ ফুট) একটি মূর্তি স্থাপন করেছে। 'লেডি লিবার্টি' নামের মূর্তিটি আন্দোলনের প্রতীক হয়ে উঠেছে। মুখে গ্যাস মাস্ক, চোখে চশমা আর মাথায় হেলমেট পরা মূর্তিটি আহত এক প্রতিবাদকারীর প্রতিনিধিত্ব করছে। বিক্ষোভকারীদের দাবি, পুলিশের গুলিতে তাঁর চোখ নষ্ট হয়ে গেছে। মাথায় বাতিসংবলিত ক্যাপ পরা বিক্ষোভকারীদের একটি দল বজ্রপাতের মধ্যে ৫০০ মিটার উঁচু পাহাড়ে চড়ে মূর্তি স্থাপন করে। মূর্তিটি একটি কালো ব্যানার ধারণ করছে, যাতে লেখা আছে, 'চলছে আমাদের বিপ্লব, হংকংকে মুক্তি দিন।' উল্লেখ্য হংকংয়ে আন্দোলন শুরু হওয়ার পর থেকে এখন পর্যন্ত ২৩০০ জনেরও বেশি লোককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পরিশেষে বলা যায়, প্রত্যর্পণ বিল প্রত্যাহারের পরও আন্দোলন বন্ধ হয়নি, যা সাক্ষ্য দিচ্ছে, এই আন্দোলনের দাবিদাওয়া ও গভীরতা বুঝতে পর্যবেক্ষকদের গলদ আছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে হংকংয়ের স্বাধীনতার দাবি। সাপ্তাহিকভাবে অনুষ্ঠিত এই বিক্ষোভ ক্রমাগত সহিংস হয়ে উঠছে। এটা কেবল একটা আইনবিরোধী হঠাৎ সৃষ্ট আন্দোলন নয়; এই আন্দোলন কার্যত চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কর্তৃত্ববাদী শাসনই চ্যালেঞ্জ করছে। যা স্পষ্টত নতুন এক উপনিবেশবিরোধী চেতনা।

e book for bd. blogspot .com BOIGHAR.COM www .facebook .com/ Edu Job 2018

Join FB Group "Career Opportunity in Bangladesh" : bit.ly/ Join COB

# চীনা প্রেসিডেন্টের ভারত-নেপাল সফর ও বৈশ্বিক প্রেক্ষিত

জম্মু-কাশ্মীর নিয়ে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের টানাপোড়েনের মধ্যেই চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং তার দক্ষিণ এশিয়া সফরের অংশ হিসেবে ভারত সফর শেষ করেন ১২ অক্টোবর। এরপর তিনি যান নেপালে। এর আগে তিনি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের সঙ্গে বেইজিংয়ে বৈঠকে মিলিত হন। চীনের প্রেসিডেন্টের ভারত সফর কোনো রাষ্ট্রীয় সফর ছিল না। এশিয়ার দুটি বড় অর্থনীতির দেশ ভারত ও চীনের নেতারা গত দুই বছর ধরে এভাবে অনানুষ্ঠানিক বৈঠকে মিলিত হয়ে আসছেন। এর আগে চীনের উহানে ২০১৭ সালের গ্রীষ্মে দুই নেতা মিলিত হয়েছিলেন। এদিকে ১১ অক্টোবর বেলা দুইটা নাগাদ চেন্নাই বিমানবন্দরে তাঁকে স্বাগত জানান তামিলনাড়ুর রাজ্যপাল বানোয়ারিলাল পুরোহিত ও মুখ্যমন্ত্রী পালানিস্বামী। ঐদিন বিকেলেই প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং সড়কপথে যান চেন্নাইয়ের দক্ষিণে প্রায় ৬০ কিলোমিটার দূরে সমুদ্র উপকূলবর্তী মন্দির নগরী মমল্লাপুরমে, যার আগের নাম ছিল মহাবলীপুরম। এখানেই শি জিনপিংকে স্বাগত জানান প্রধানমন্ত্রী মোদি। স্বাগত জানানোর পর এই নগরে তিনটি প্রাচীন ও পৌরাণিক স্থাপত্য, পঞ্চরথ, শোর মন্দির ও ভগবান শিবের করুণা পেতে অর্জুনের কৃচ্ছ্রসাধনস্থল চীনা প্রেসিডেন্টকে ঘুরিয়ে দেখান মোদি। বঙ্গোপসাগরের কিনারায় সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীতে স্থাপিত পল্লবরাজ আমলের এই মন্দির নগরে শির সম্মানে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়। শি জিনপিং-মোদির একান্ত দ্বিপক্ষীয় আলোচনা হয় চেন্নাইয়ের তাজ ফিশারম্যানস কোভ রিসোর্টে। তাঁদের আলোচনার পর ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর ও জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভালের সঙ্গে আলোচনায় বসেন চীনা কমিউনিস্ট পার্টির দুই শীর্ষ নেতা ওয়াং ই ও ইয়াং জিয়েচি।

**চীনা প্রেসিডেন্টের ভারত সফরের গুরুত্ব :**

**ক.** চীনা প্রেসিডেন্টের ভারত সফরটি অনুষ্ঠিত হলো এমন এক সময়ে, যখন কাশ্মীর নিয়ে ভারত ও পাকিস্তানের মাঝে উত্তেজনা বাড়ছে; চীন-কাশ্মীর প্রশ্নে পাকিস্তানকে সমর্থন করছে এবং পাকিস্তানকে সব ধরনের সাহায্যের কথা বলছে। এ মুহূর্তে চীনের কাছে পাকিস্তানের গুরুত্ব অনেক বেশি। কেননা চীন-পাকিস্তান অর্থনৈতিক করিডোরে চীন বিনিয়োগ করেছে প্রায় ৬২ মিলিয়ন ডলার, যা চীনের কাসি (Kashi) থেকে বেলুচিস্তানের গাওদার গভীর সমুদ্রবন্দরকে সংযুক্ত করেছে। এই অর্থনৈতিক করিডোরটি (সড়ক ও রেল যোগাযোগ) পাকিস্তান অধিকৃত আজাদ কাশ্মীরের ওপর দিয়ে গেছে, যেখানে ভারত তার আপত্তি জানিয়ে রেখেছে। কাশ্মীর প্রশ্নে চীনের পাকিস্তানকে সমর্থক করার পেছনে কাজ করছে চীনের এই স্ট্র্যাটেজি।

**খ.** দুই প্রতিবেশী দেশ সিদ্ধান্ত নিল, বিশ্বে সন্ত্রাসবাদ দমনে তারা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়বে। আর বাণিজ্য, যোগাযোগ, পর্যটন ও সাংস্কৃতিক বিনির্মাণের মাধ্যমে পারস্পরিক সম্পর্ককে আরও জোরদার করে তুলবে চীন ও ভারত। দুই দেশই পারস্পরিক সম্পর্কে একটি নতুন যুগ শুরু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এখন দেখার বিষয় ভারত ও চীন তাদের মধ্যকার বিবাদ মিটিয়ে কতটুকু কাছাকাছি আসতে পারে।

**গ.** চীন তার 'ওয়ান বেল্ট ওয়ান রোড'-এর যে মহাপরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে, ভারত তা সন্দেহের চোখে দেখছে। এর বিকল্প হিসেবে ভারতের নিজস্ব চিন্তাধারা হচ্ছে- প্রাচীন 'কটন রুট'কে পুনরুজ্জীবিত করা, সেই সঙ্গে 'ইন্দো-প্যাসিফিক স্ট্র্যাটেজি'তে যুক্তরাষ্ট্রের স্ট্র্যাটেজিক পার্টনার। ভারত একই সঙ্গে Quadrilateral Security Dialogue (অস্ট্রেলিয়া, জাপান ও যুক্তরাষ্ট্র অপর সদস্য) এরও অংশীদার। প্রতিটি ক্ষেত্রে ভারতের সামরিক অংশগ্রহণ চীনের প্রতি সরাসরি এক ধরনের চ্যালেঞ্জের শামিল। পর্যবেক্ষকরা অনেক দিন ধরেই ভারত মহাসাগরবর্তী অঞ্চলে এক ধরনের চীন-ভারত দ্বন্দ্ব লক্ষ করে আসছেন। ফলে চীন-ভারত দ্বন্দ্ব কোনদিকে যায়, সেদিকে লক্ষ আছে অনেকের।

**ঘ.** বেশ কিছু ইস্যুতে চীনের সঙ্গে ভারতের দ্বন্দ্ব বর্তমান। ২০১৭ সালের দোকলাম ঘটনায় এই দেশ দুটির মধ্যে যুদ্ধের মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল। যদিও পরবর্তীকালে এই উত্তেজনা কিছুটা হ্রাস পায়। অরুণাচল প্রদেশের ওপর থেকে চীন তার দাবি পরিপূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করেনি। কাশ্মীর প্রশ্নেও ভারতের বিরুদ্ধে চীনের অবস্থান। ভারত জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য পদের অন্যতম দাবিদার। কিন্তু চীনের এখানে আপত্তি রয়েছে। ভারত পারমাণবিক শক্তি ও পারমাণবিক সাপ্লাইয়ার্স গ্রুপের সদস্য হতে চায়। এখানেও আপত্তি চীনের। শ্রীলংকায় (হামবানতোতা গভীর সমুদ্রবন্দরে চীনা সাবমেরিনের উপস্থিতি) কিংবা মালদ্বীপে চীনের সামরিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব ভারত তার নিরাপত্তার দৃষ্টিকোণ থেকে দেখছে। ভারত-চীন বাণিজ্য সাম্প্রতিককালে অনেক বেড়েছে; কিন্তু তা ভারতের প্রতিকূলে। অর্থাৎ দক্ষিণ এশিয়ায় ক্রমবর্ধমান চীনের প্রভাব ভারতের জন্য চিন্তার কারণ।

**ঙ.** নেপালে চীনের প্রভাব বৃদ্ধি পাওয়ায় তা ভারতকে চিন্তায় ফেলে দিয়েছে। ভারতের ওপর নেপালের নির্ভরশীলতা এবং এই নির্ভরশীলতা ভারত তার নিজ স্বার্থে ব্যবহার করার কারণে নেপাল ধীরে ধীরে চীনের দিকে ঝুঁকছিল। ভারত অতীতে একাধিকবার নেপালে জ্বালানি তেল সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়ায় সেখানে সংকট তৈরি করেছিল। নেপালের বিপুল অর্থনৈতিক চাহিদা নেপালকে চীন-নেপাল অর্থনৈতিক করিডোর গঠনে উৎসাহিত করেছিল। ফলে ভারতের ওপর থেকে নেপাল তার নির্ভরশীলতা অনেক কমাতে পারবে। চীন নেপালের জলবিদ্যুৎ প্রকল্পে সহায়তা করছে এবং দেশটিকে ২.৬ মিলিয়ন ডলারের সামরিক সহায়তাও দিয়েছে। নেপাল চীনের ওবিওআর (OBOR) মহাপরিকল্পনায়ও যোগ দিয়েছে। ভুটানেও চীনের প্রভাব বাড়ছে।

**চ.** যুক্তরাষ্ট্র চীনকে নিয়ে এক ধরনের Containtment Policy অবলম্বন করছে। অর্থাৎ চীনকে দুর্বল করা। একসময় সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের ক্ষেত্রে এই Containtment Policy অবলম্বন করেছিল যুক্তরাষ্ট্র। এখন দৃশ্যপটে আছে চীন। এ ক্ষেত্রে ভারত বড় শক্তি। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে তার রয়েছে স্ট্রাটেজিক্যাল অ্যালায়েন্স। এই স্ট্র্যাটেজিক্যাল অ্যালায়েন্স যদি চীনের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হয়, তাহলে চেন্নাই কানেক্ট কাজ করবে না। এখন দেখার পালা, এই সম্পর্ক আগামী দিনে কোন দিকে যায়।

**শি'র ভারত সফর ও দক্ষিণ এশিয়া সমীকরণ:** চীন ও ভারত দক্ষিণ এশিয়া ও সন্নিহিত অঞ্চলে দুই বৃহৎ অর্থনীতির দেশ। চীনের অর্থনীতি হলো দ্বিতীয় বৃহত্তর আর ভারতের অর্থনীতি আকারের দিক থেকে এখন পঞ্চম স্থানে। দুটি দেশেরই অর্থনীতির বিকাশ হার বেশ উঁচু। ধারণা করা হয় বর্তমান হারে বিকশিত হতে থাকলে চীন বৃহত্তম এবং ভারত তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির দেশে পরিণত হবে। চীন ও ভারতের মধ্যকার এই যুদ্ধের ছায়া দু'দেশের সম্পর্কের ওপর পড়লেও বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্পর্কের ক্ষেত্রে এ বিরোধ তেমন বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। চীন কৌশলগত সম্পর্ক ও সীমান্ত বিরোধকে ছাপিয়ে ভারতের ১২০ কোটি মানুষের বাজার ও বিনিয়োগ সুবিধাকে একদিকে কাজে লাগাতে চেয়েছে।

**বৈশ্বিক প্রেক্ষিত:** সম্প্রতি আমেরিকার প্রভাবমুক্ত করে এশীয় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে বেইজিং। এর অংশ হিসেবে রাশিয়া ও ভারতের সাথে মিলে যুক্তরাষ্ট্র ও তার পাশ্চাত্য মিত্র শক্তি নিয়ন্ত্রিত বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিপরীতে বিকল্প অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উদ্যোগ নেয় চীন। এর অংশ হিসেবে বিকল্প বিশ্বব্যাংক খ্যাত 'নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক' ও 'এশীয় অবকাঠামো উন্নয়ন ব্যাংক' প্রতিষ্ঠা লাভ করে চীনের নেতৃত্বে। দু'টি প্রতিষ্ঠানেই ভারত থাকে প্রধান উদ্যোক্তা দেশগুলোর অন্যতম। মনমোহন সিংয়ের নেতৃত্বাধীন ইউপিআই সরকার পর্যন্ত এই উদ্যোগ বেশ গতিশীলতার সাথে এগোতে থাকে। নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকার গঠনের পর ভারত বেশ খানিকটা আগ্রাসীভাবে যুক্তরাষ্ট্রমুখী হয়ে পড়ে। আর পুরনো উদ্যোগ হয়ে পড়ে গুরুত্বহীন। চীনের পাশাপাশি রাশিয়ার প্রচেষ্টা থাকে ভারতকে মার্কিন বলয় থেকে এশীয় সহযোগিতা বলয়ে নিয়ে আসা। এ ক্ষেত্রে রাশিয়ার প্রধান স্বার্থ তার প্রতিরক্ষা সরঞ্জামের বাজার অক্ষুণ্ন রাখা। আর চীনের দৃষ্টিভঙ্গি থাকে ভারতে পণ্যের বাজার ও বিনিয়োগ ক্ষেত্রগুলো বহাল রাখা। এর বিপরীতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বশক্তি হিসেবে চীনের উত্থান ঠেকাতে প্রধান মিত্র হিসেবে পেতে চায় ভারতকে। রাশিয়ার সাথে এস৪০০ ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষাব্যবস্থা ক্রয়সহ বেশ কিছু চুক্তি স্বাক্ষর এবং চীনের সাথে বিনিয়োগ সহযোগিতার পাওয়ার পুরনো পথে ফিরে আসছে দিল্লি।

পরিশেষে বলা যায়, এ বৈঠক দুই দেশের সম্পর্ক জোরদারে আদৌ কোনো ভূমিকা রাখবে নাকি শুধুই একটি 'ফটোসেশন'? তবে এই দুটি দেশে রয়েছে বিপুল কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী। এই কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীকে কাজে লাগিয়ে চীনের অর্থনীতিতে বড় ধরনের পরিবর্তন এনেছে। ভারত এ ক্ষেত্রে পিছিয়ে আছে কিছুটা। সুতরাং প্রতিবেশী দুই দেশের মধ্যে আস্থা ও বিশ্বাসের সম্পর্ক যদি প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলে তা বদলে দেবে পুরো বিশ্বকে। কিন্তু দেশ দুটি যদি তাদের আগ্রাসী মনোভাব অব্যাহত রাখে, তাহলে সম্পর্ক উন্নত হবে না।

e book for bd. blogspot .com BOIGHAR.COM www .facebook .com/ Edu Job 2018

Join FB Group "Career Opportunity in Bangladesh" : bit.ly/ Join COB


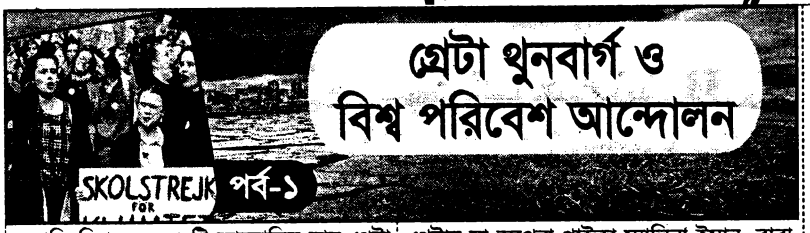


# গ্রেটা থুনবার্গ ও বিশ্ব পরিবেশ আন্দোলন

পর্ব-১

সম্প্রতি বিশ্বজুড়ে একটি আলোচিত নাম গ্রেটা থুনবার্গ। তার এ পরিচিতির অন্যতম কারণ তিনি পরিবেশকে বাঁচাতে চেয়েছেন। নিজের জন্যেও, আবার অন্য সবার জন্যও। এ পৃথিবীর সবার জন্য একটা সুস্থ পৃথিবীর, সুস্থ পরিবেশের স্বপ্ন দেখছে গ্রেটা। জাতিসংঘ ক্লাইমেট অ্যাকশন সামিটে এক ঝাঁক কিশোর-কিশোরী পরিবেশের প্রতি রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রসমূহের নেতৃবৃন্দের ঔদাসিন্য নিয়ে তাদের অভিযোগের কথা বলেছেন। ১৬ জন অভিযোগকারীর মধ্যে মঞ্চে ছিলেন গ্রেটা থুনবার্গ। যারা জাতিসংঘ সদস্যদের বিরুদ্ধে পরিবেশ ঔদাসিন্যের অভিযোগ এনেছে, তাদের বয়স ৮ থেকে ১৭-র মধ্যে। মূল অভিযোগ হলো, সদস্য দেশ পরিবেশের সংকট দূর করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং সেই সঙ্গে শিশুদের অধিকার লঙ্ঘন করেছে।

**বিশ্ব পরিবেশ আন্দোলনে গ্রেটা থুনবার্গ:** প্রথম আন্তর্জাতিক জনপ্রিয়তা পেয়ে খবরে আসে ২০১৮ সালের আগস্টে। সুইডেনের পার্লামেন্টে গিয়ে প্রতিবাদ জানিয়ে আসে মেয়েটা। পরিবেশ বাঁচাতে রাষ্ট্রের কড়া পদক্ষেপ দাবি করল গ্রেটা আর তার সঙ্গীরা। স্কুল পালিয়েই দীর্ঘদিন ধরে গড়ে তুলল প্রতিবাদ। ২০১৮ এর জাতিসংঘের জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে হওয়া কনফারেন্স-এ বক্তব্য রাখল থুনবার্গরা। তারপর থেকে প্রতি সপ্তাহে একের পর এক স্কুল শিক্ষার্থীর মধ্যে ছড়িয়ে গেল প্রতিবাদ। না, কোনো দেশ-কাল-সীমানার গণ্ডি মানল না সেই প্রতিবাদ। রাষ্ট্র শক্তির পরিবেশ ঔদাসিন্য নিয়ে মুখ খুলতে এতটুকু দ্বিধা করেনি ১৮ বছর বয়সের মেয়েটা। সত্যি বলতে, কাউকেই ছেড়ে কথা বলতে হয় এই বোধ তৈরির অনেক আগে গ্রেটার মধ্যে চলে এসেছে একটা সুন্দর, সুস্থ পৃথিবীর স্বপ্ন। যেখানে পরিবেশকে নিংড়ে নিয়ে শুধু একপক্ষের বেঁচে থাকা সমৃদ্ধ হয় না বরং বেশ কিছুটা ফিরিয়ে দেয়া হয় পরিবেশকেও। ব্যক্তিগত পরিসরেও গ্রেটা বিশ্বাস করেছে পরিবেশবান্ধব এক জীবন যাপনে। আকাশপথে যাতায়াত ছেড়েছে, আমিষ খাওয়া ছেড়েছে। ২০১৯-এর মে মাসে টাইম ম্যাগাজিনে গ্রেটা নির্বাচিত হলো 'আগামী প্রজন্মের নেতা' হিসেবে। সারা পৃথিবীতে আরো মানুষ জানতে শুরু করল, এই গ্রহেরই কোনো এক সদ্য আঠেরোয় পড়া প্রাণ দিন নেই, রাত নেই, ভেবে চলেছে কী ভাবে একটা সুন্দর, সুস্থ পরিবেশ উপহার দেবে আগামী প্রজন্মকে। তৈরি হলো তথ্যচিত্র 'মেক দ্য ওয়ার্ল্ড গ্রেটা এগেইন'। ২০০৩ সালে সুইডেনের রাজধানী স্টকহোমে জন্ম গ্রেটার। গ্রেটার মা অপেরা গাইকা ম্যালিনা ইমান, বাবা অভিনেতা ভ্যানতে থুনবার্গ। ২০০৮ সালে ১১ বছর বয়সে প্রথম জলবায়ু বদলে যাওয়ার কথা জানতে পারে গ্রেটা। অবসন্ন হতে হতে খাওয়া দাওয়া ছেড়ে দিতে থাকে। চিকিৎসকেরা জানালেন অ্যাস্পারগার সিনড্রোমে ভুগছে গ্রেটা। এরপরই অবসাদ জ্বলে উঠল প্রতিবাদ হয়ে।

**জাতিসংঘে গ্রেটা থুনবার্গ:** সুইডেনের কিশোরী গ্রেটা থুনবার্গ। জলবায়ুর পরিবর্তন রোধে যথাযথব্যবস্থা নেওয়ার দাবিতে তিনি একাই আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন অভূতপূর্ব, অনন্য এক পদ্ধতিতে। তাঁর কথা এরই মধ্যে জানাজানি হয়েছে। সম্প্রতি তিনি জাতিংসঘে তাঁর বক্তব্য উপস্থাপন করেন। সে দৃশ্যও দেখেছে অনেকে। বিশ্বব্যাপী কিশোর-তরুণদের অনুপ্রাণিত করেছেন তিনি। তাঁর সেই বক্তব্য হলো:

- গ্রেটা থুনবার্গ বিশ্ব নেতাদের উদ্দেশ্যে বলেন, সব স্বপ্ন এবং আমার ছেলেবেলা চুরি করেছ, তোমাদের শূন্যগর্ভ কথার ছলনায়।
- আমি ভাগ্যবানদের একজন কারণ অনেক মানুষ মরছে বায়ু দূষণে।
- সব প্রতিবেশ-ব্যবস্থা ধসে পড়ছে। আমরা গণবিলুপ্তির ধারার সূচনাপর্বে অবস্থান করছি। আর এহেন সময়ে প্রভাবশালী দেশের নেতারা যা বলতে শুরু করেছে তা শুধু টাকার কথা; আর শোনাতে পারে অনিঃশেষ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির স্বপ্নকথা।
- তিরিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে বিজ্ঞান স্ফটিকের মতো স্বচ্ছতায় বিরাজমান করেছে পরিবেশ দূষণের বিষয়টি। তার থেকে বিশ্ব নেতারা মুখ ঘুরিয়ে আছে। এ মুহূর্তে যে নীতিমালা দরকার, যে সমাধান দরকার তা দৃষ্টিসীমার মধ্যে কোথাও বিদ্যমান নয়।
- শৃঙ্খল-বিক্রিয়া শুরুর ঝুঁকির আশঙ্কার কথাও। মানুষ এ বিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম নয়। ৫০ শতাংশ সম্ভাবনা নেতাদের কাছে গ্রহণযোগ্য হতে পারে। কিন্তু ওই সব সংখ্যাগত হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন-নির্দেশক বিষয়গুলো, প্রতিকারের অধিকাংশ প্রক্রিয়া, বায়ুদূষণে চাপা পড়া অতিরিক্ত উষ্ণায়ন অথবা সুষমতা ও নিরপেক্ষতা এবং প্রতিবেশ সংক্রান্ত ন্যায়বিচারের বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত নয়।
- বর্তমান প্রজন্ম বায়ুমণ্ডল থেকে উৎপাদিত শত বিলিয়ন টন কার্বন-ডাই-অক্সাইড ফুসফুসে ভরে নিচ্ছে। তোমাদের(বিশ্ব নেতারা) সংখ্যার হিসাব সে প্রজন্মকে বিবেচনায় নেয় এমন প্রযুক্তির ওপর ভর করে, যার অস্তিত্ব বলতে গেলে নেই। কাজেই আমাদের কাছে, যাদের বাস করতে হয় নানাবিধ পরিণামের কথা ভেবে তাদের(বিশ্ব নেতাদের) কাছে ৫০ শতাংশ ঝুঁকি মোটেও গ্রহণযোগ্য নয়।
- বিশ্ব নেতারা বলতে চায়, ব্যবসা-বাণিজ্য-বিনিময়ের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এবং প্রযুক্তিগত কিছু প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এসব সমস্যার সমাধান যথারীতি হয়ে যাবে। অথচ নিঃসরণ আজ যে পর্যায়ে রয়েছে তার নিরিখে বলা যায়, কার্বন ডাই-অক্সাইড সংক্রান্ত বাজেটের অবশিষ্টাংশ সাড়ে আট বছরের কম সময়ে নিঃশেষিত হয়ে যাবে। এই সাংখ্যিক হিসাবের নিরিখে কোনো সমাধান বা কোনো পরিকল্পনা আজ এখানে উপস্থাপিত হয় নি। কারণ বিষয়টি অস্বস্তিকর তাদের জন্য।

**গ্রেটার উদ্বেগ যতখানি সত্য:** সম্প্রতি প্রকাশিত হওয়া জাতিসংঘের প্রতিবেদনটি সমন্বয় করেছে 'ওয়ার্ল্ড মিটিওরোলজিক্যাল অর্গানাইজেশন' (ডাব্লিউএমও)। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০১৫-১৯ সালে (প্রতি পাঁচ বছরের হিসাবে) বৈশ্বিক উষ্ণতা ছিল সবচেয়ে বেশি। এই পাঁচ বছর বিশ্বের গড় তাপমাত্রা ছিল প্রাক-শিল্প যুগের (১৮৫০-১৯০০) চেয়ে ১.১ ডিগ্রি সেলিসিয়াস বেশি। এ ছাড়া .০২ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি ছিল ২০১১-২০১৫ সালের তুলনায়। প্রতিবেদনে বলা হয়, ১৮৫০ সালে বৈশ্বিক তাপমাত্রার হিসাব সংরক্ষণ শুরুর পর থেকে গত পাঁচ বছর বিশ্ব ছিল সবচেয়ে বেশি উষ্ণ। গত সপ্তাহে জাতিসংঘ মহাসচিব অ্যান্তোনিও গুতেরেস বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলার ক্ষেত্রে বিশ্ব ক্রমেই ছিটকে পড়ছে। আর সর্বশেষ প্রতিবেদনে উঠে এসেছে কার্বন নিঃসরণের বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রা এবং বাস্তবতার মধ্যকার বিস্তর ফারাকের চিত্র। প্রতিবেদনে বলা হয়, কার্বন নিঃসরণ কমেনি, বরং ২০১৮ সালে ২ শতাংশ বেড়েছে। এর চেয়ে খারাপ খবর হলো, কার্বন নিঃসরণ কমার কোনো লক্ষণ এখন পর্যন্ত নেই। ২০১৫ সালের প্যারিস চুক্তিতে বিশ্ব নেতারা প্রতিশ্রুতি দেন, শিল্প যুগের আগের চেয়ে বৈশ্বিক তাপমাত্রা যাতে ২ ডিগ্রির চেয়ে না বাড়ে সে জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নেবেন তাঁরা। জাতিসংঘের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সব দেশ তাদের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী পদক্ষেপ নিলেও বৈশ্বিক তাপমাত্রা ২.৯ থেকে ৩.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেড়ে যাবে। জাতিসংঘের প্রতিবেদনটি তৈরি করেছে 'সায়েন্স অ্যাডভাইজরি গ্রুপ'। গ্রুপের সদস্যরা বলছেন, ২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হলে বিশ্বকে এখনকার চেয়ে আরো 'তিন গুণ উদ্যোগী' হতে হবে। ২০১৫ থেকে ২০১৯ সালে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতাও অনেক বেড়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়, ১৯৯৩ সাল থেকে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা প্রতিবছর গড়ে ৩.২ মিলিমিটার করে বেড়েছে। কিন্তু ২০১৫ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত প্রতিবছর এই হার ছিল ৫ মিলিমিটার।

e book for bd. blogspot .com BOIGHAR.COM www .facebook .com/ Edu Job 2018

Join FB Group "Career Opportunity in Bangladesh" : bit.ly/ Join COB



# প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীন এনএসআই এর সহকারী পরিচালক নিয়োগ পরীক্ষা-২০১৯

পরীক্ষার তারিখ: ২৮-০৯-২০১৯

১. 'হাড়ে বাতাস লাগা' – বাগধারাটির অর্থ কি?
ক মীমাংসা খ সুন্দর মিল গ সুযোগ নষ্ট করা
ঘ দুঃসংবাদ পাওয়া ঙ কোনটিই নয়

২. 'উত্থাপন' – শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি?
ক উঃ +স্থাপন খ উৎ +স্থাপন গ উথ+স্তাপন ঘ উঃ + থাপন

৩. 'কুহক' – শব্দের স্ত্রী-বাচক শব্দ কোনটি?
ক কুহকিনী খ কুহিকা গ কুহিকানী ঘ কুহিকী

৪. নিচের কোন বানানে স্বভাবতই 'মূর্ধন্য' (ণ) হয়?
ক হরিণ খ কারণ গ অর্পণ ঘ বাণ

৫. 'কাঁদনা > কান্না' – কোন ধরনের ধ্বনি পরিবর্তনের উদাহরণ?
ক অভিশ্রুতি খ অপিনিহিতি গ সমীভবন ঘ বিষমীভবন

৬. ঐতিহাসিক 'মৈমনসিংহ-গীতিকা'র সংগ্রাহক মূলত কে ছিলেন?
ক ডঃ দীনেশ চন্দ্র সেন খ ডঃ সুনীতিকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
গ চন্দ্রকুমার দে ঘ ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

৭. 'যুগসন্ধিক্ষণের কবি' হিসেবে পরিচিত কে?
ক কাজী নজরুল ইসলাম খ মাইকেল মধুসূদন দত্ত
গ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ঘ কায়কোবাদ

৮. 'বার্ধক্য তাহাই যাহা পুরাতনকে, মিথ্যাকে, মৃত্যুকে আঁকড়াইয়া পড়িয়া থাকে' – উক্তিটি কাজী নজরুল ইসলামের কোন রচনার অংশবিশেষ?
ক দুরন্ত পথিক খ আঠারো বছর বয়স
গ চলে মুসাফির ঘ যৌবনের গান

৯. নিচের কোন গল্পটি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত?
ক বিন্দু বিসর্গ খ অতসী মামী গ মেজদিদি ঘ সুভা

১০. কবি জসীমউদ্দীন রচিত বিখ্যাত 'রূপাই' কবিতাটি কোন কাব্যগ্রন্থ থেকে নেয়া?
ক রাখালী খ নকশী কাঁথার মাঠ গ বালুচর ঘ ধানক্ষেত

১১. নিচের কোন শব্দটি সমাসের মাধ্যমে গঠিত হয়েছে?
ক আমরা খ হিমাচল গ বেখবর ঘ ঘরামি

১২. নিচের কোন শব্দযুগল বিপরীতার্থক?
ক মৃদু-সৌম্য খ উন্মীলন-নির্মীলন
গ অনৈক্য-বিভেদ ঘ অনাবৃত-উন্মুক্ত

১৩. নিচের কোনটি ফারসি উপসর্গ?
ক বাজে খ আম গ হাফ ঘ কম

১৪. 'রাতে তারা দেখা যায়' - এ বাক্যে 'রাতে' কোন কারকে কোন বিভক্তি?
ক অপাদানে ৭মী খ কর্তায় ৭মী গ অধিকরণে ৭মী ঘ কর্মে ৭মী

১৫. 'নাতিশীতোষ্ণ' - কোন সমাসের উদাহরণ?
ক দ্বিতীয়া তৎপুরুষ খ নঞ তৎপুরুষ
গ উপপদ তৎপুরুষ ঘ অলুক তৎপুরুষ

১৬. নিচের কোনটি অলুক তৎপুরুষ সমাসের উদাহরণ?
ক সোনার তরী খ দ্রুতগামী গ ভারপ্রাপ্ত ঘ প্রাণপ্রিয়

১৭. 'কৃপাণ' - শব্দের সমার্থক শব্দ কোনটি?
ক দয়া খ কিপটে লোক গ বার্তা ঘ তরবারি

১৮. 'বাবা' - শব্দটি কোন ভাষা থেকে এসেছে?
ক তুর্কি খ দেশি গ ফারসি ঘ ফরাসি

১৯. 'মৌন' - শব্দের বিপরীত শব্দ কোনটি?
ক বিনয়ী খ মুখর গ সম্মতি ঘ চুপচাপ

২০. 'Defendant' - শব্দের সঠিক পরিভাষা কোনটি?
ক বাদি খ সাক্ষী গ বিবাদি ঘ প্রমাণ

**Question 21 to 25: Read the text below and decide which answer (A, B, C, D or E) best fits each gap.**

**Geological deposits of salt were formed millions of years ago, when what is now land, lay under the sea. It is hard to believe that salt is now such a cheap (25) because centuries ago, it was the commercial (24) of today's oil. The men who mined salt became wealthy and despite the risks, a job in the salt mine was highly (23). Nowadays, the specific microclimates in disused mines have been (21) for the treatment of patients with respiratory illnesses. The silent, dark surroundings in a mine are considered (22) in encouraging patients to relax.**

২১. ক exploited খ extended গ extracted ঘ exposed ঙ extruded

২২. ক congenial খ convivial গ concommitant ঘ conducive ঙ contentious

২৩. ক covetous খ condoned গ conceded ঘ commiserated ঙ coveted

২৪. ক parallel খ equivalent গ contemporary ঘ comparator ঙ match

২৫. ক component খ utility গ material ঘ commodity ঙ constituent

**Questions 26 to 30: Select the word/ phrase you think is closest in meaning to the word/ words underlined.**

২৬. **The machine is out of order.**
ক new খ good গ modern ঘ big ঙ None

২৭. **It is raining cats and dogs.**
ক lightly খ on animals গ at night ঘ heavily ঙ None

২৮. **The manager looked into the matter.**
ক take decision খ investigate গ neglect ঘ ignore ঙ None

২৯. **He has gone to the USA for good.**
ক for higher study খ forever গ for traveling ঘ for training ঙ None

৩০. **He could not deny that.**
ক decide খ accept গ confusion ঘ refuse ঙ None

**Questions 31 to 35: Choose the underlined part in each sentence that is incorrect. If the sentence is correct as it stands, mark (E).**

৩১. I need (A) to buy (B) some (C) equipment (D). No Error (E)

৩২. The picture (A) has (B) hung (C) on (D) the wall. No Error (E)

৩৩. I prefer (A) tea than (B) coffee (C) in the morning (D). No Error (E)

## উত্তরমালা

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ (ঙ) | ২ খ | ৩ ক | ৪ ঘ | ৫ গ | ৬ গ | ৭ গ | ৮ ঘ | ৯ খ | ১০ খ | ১১ ক | ১২ খ | ১৩ ঘ | ১৪ গ | |
| ১৫ খ | ১৬ ক | ১৭ ঘ | ১৮ ক | ১৯ খ | ২০ গ | ২১ গ | ২২ ক | ২৩ (ঙ) | ২৪ খ | ২৫ ঘ | ২৬ (ঙ) | ২৭ ঘ | ২৮ খ | |
| ২৯ খ | ৩০ ঘ | ৩১ (ঙ) | ৩২ খ | ৩৩ খ | | | | | | | | | | |

e book for bd. blogspot .com BOIGHAR.COM www .facebook .com/ Edu Job 2018

Join FB Group "Career Opportunity in Bangladesh" : bit.ly/ Join COB



৩৪. There is no mother but loves her child. No Error
A B C D E

৩৫. I would rather die than bribe. No Error
A B C D E

**Questions 36 to 40: Find the odd word from each list.**

৩৬. ক Dulcet খ Mellifluous গ Melodious ঘ Raucous ঙ Harmonious

৩৭. ক Obscure খ Limpid গ Ambiguous ঘ Vague ঙ Wispy

৩৮. ক Paltry খ Significant গ Negligible ঘ Immaterial ঙ Trivial

৩৯. ক Discord খ Conflict গ Friction ঘ Dispute ঙ Consent

৪০. ক Magnificent খ Glorious গ Splendid ঘ Outstanding ঙ Average

**৪১. সজীব তার বাসা থেকে ৪ কিলোমিটার দূরে দোকানে গিয়ে ফেরত আসল। যাবার পথে তার ৫০ মিনিট সময় লাগলেও ফেরত আসার সময় তার গতি ১০% কমে গেলে, দোকানে আসা-যাওয়াতে সজীবের মোট কত মিনিট লাগল?**

ক ৯৫ খ ১০০ গ ১০৫ ঘ ১০৬ ঙ কোনটিই নয়

ব্যাখ্যা : ৪ কি. মি. = ৪০০০ মি.
৫০ মিনিটে যায় = ৪০০০ মি.

∴ ১ " $\frac{৪০০০}{৫০}$ = ৮০ মিটার/মিনিটে

১০% গতি কমায় ১ মিনিটে যায় $\left(৮০ - ৮০ \times \frac{১০}{১০০}\right)$ "
= ৮০ − ৮ = ৭২ মিটার

৭২ মিটার যায় ১ মিনিট

∴ ৪০০০ " " $\frac{৪০০০}{৭২}$ " = ৫৫.৫৬

∴ মোট সময় = (৫৫.৫৬ + ৫০) মি. = ১০৫.৫৬ মি.

**৪২. সেলিম ৬% সরল সুদে ব্যাংকে ১০০০০ টাকা বিনিয়োগ করে। আর কত টাকা ৮% সরল সুদে বিনিয়োগ করলে সে মোটের উপর ৭% হারে সুদ পাবে?**

ক ১৮৫০০ টাকা খ ১৮৭৫০ টাকা গ ১৯০০০ টাকা ঘ ১৯৩৫০ টাকা ঙ কোনটিই নয়

ব্যাখ্যা : মনেকরি, ৮% সুদ দেয় p টাকায়

প্রশ্নমতে, $১০০০০ \times \frac{৬}{১০০} + p \times \frac{৮}{১০০} = (১০০০ + p) \times \frac{৭}{১০০}$

$\Rightarrow ৬০০ + \frac{২p}{২৫} = \frac{৭০০০০ + ৭p}{১০০}$

$\Rightarrow \frac{১৫০০০ + ২p}{২৫} = \frac{৭০০০০ + ৭p}{১০০}$

$\Rightarrow ১৫০০০ + ২p = \frac{৭০০০০ + ৭p}{৪}$

$\Rightarrow ৬০০০০ + ৮p = ৭০০০০ + ৭p$

$\Rightarrow ৮p - ৭p = ৭০০০০ - ৬০০০০ = ১০০০০$

**৪৩. 'Q' এর মান কত হলে $4Y^2 - QY + 16$ একটি পূর্ণবর্গ হবে?**

ক 4 খ 8 গ 12 ঘ 16

ব্যাখ্যা : $4y^2 - Qy + 16 = (2y)^2 - 2.2y.4 + (4)^2$
$= (2y)^2 - 16y + (4)^2 = (2y - 4)^2$
সুতরাং Q এর মান 16 হলে $4y^2 - Qy + 16$ একটি পূর্ণবর্গ হবে।

**৪৪. ১৮০ মিটার দীর্ঘ একটি ট্রেন ৫৪ কিলোমিটার/ঘণ্টা বেগে ৭২০ মিটার দীর্ঘ একটি টানেলে প্রবেশ করলে, টানেলটি অতিক্রম করতে ট্রেনটির কত সময় লাগবে?**

ক ১৭ সেকেন্ড খ ৪৮ সেকেন্ড গ ৬০ সেকেন্ড ঘ ৮০ সেকেন্ড

ব্যাখ্যা : ট্রেনটি নিজ দৈর্ঘ্য এবং টানেলের দৈর্ঘ্য অতিক্রম করবে
∴ মোট দৈর্ঘ্য = (৭২০ + ১৮০) মিটার = ৯০০ মিটার
[১ ঘণ্টা = ৩৬০০ সে.; ১ কি. মি. = ১০০০ মিটার]
৫৪০০০ মিটার সময় = ৩৬০০ সেকেন্ডে

১ " = $\frac{৩৬০০}{৫৪০০০}$ "

৯০০ " = $\frac{৩৬০০ \times ৯০০}{৫৪০০০}$ = ৬০ সেকেন্ড

**৪৫. আসাদ ৩০০ টাকা কেজি দরে খেজুর বিক্রি করে। আসাদের ত্রুটিপূর্ণ পাল্লা ৯০০ গ্রামকে ১ কেজি দেখায়। রমজান মাসে ১০% মূল্যহ্রাসে খেজুর বিক্রি করে আসাদ কোন লাভ বা লোকসান না করলে, খেজুরের ক্রয়মূল্য কত টাকা?**

ক ২৮৮ খ ২৭৬ গ ২৬৭ ঘ ২৪৩

ব্যাখ্যা : ১০% মূল্যহ্রাসে বর্তমান মূল্য = $\left(৩০০ - ৩০০ \times \frac{১০}{১০০}\right)$
= ৩০০ − ৩০ = ২৭০ টাকা
যেহেতু ৯০০ গ্রামকে ১ কেজি/১০০০ গ্রাম দেখায়।
সুতরাং খেজুরের ক্রয়মূল্য = $২৭০ \times \frac{৯০০}{১০০০}$ = ২৪৩ টাকা

**৪৬. যদি একটি সংখ্যা 'ক' এর ১২০% অপর একটি সংখ্যা 'খ' এর ৮০% হয় তাহলে (ক + খ) এর মান কত?**

ক ১.৫ক খ ২ক গ ২.৫ক ঘ ৩ক

ব্যাখ্যা : প্রশ্নমতে, ক এর $\frac{১২০}{১০০}$ = খ এর $\frac{৮০}{১০০}$

$\Rightarrow \frac{৬ক}{৫} = \frac{৪খ}{৫} \Rightarrow ৪খ = ৬ক \Rightarrow খ = \frac{৬ক}{৪} = ১.৫ ক$

∴ ক + খ = ক + ১.৫ক = ২.৫ক

**৪৭. দুটি ছক্কা একসাথে ফেলে প্রাপ্ত সংখ্যা দুটি যোগ করলে যোগফল ১০ হবার সম্ভাবনা কত?**

ক ১/৩৬ খ ১/৮ গ ১/৯ ঘ ১/৩ ঙ কোনটিই নয়

ব্যাখ্যা : দুটি ছক্কা একসাথে ফেলে প্রাপ্ত সংখ্যা ১০ হবে,
৬ + ৪ = ১০, ৫ + ৫ = ১০, ৪ + ৬ = ১০
প্রাপ্ত সংখ্যা দুটি যোগ করলে ১০ হওয়ার সম্ভাবনাঃ

$= \frac{৩}{৬২} = \frac{৩}{৩৬} = \frac{১}{১২}$

**৪৮. ত্রিভুজের তিন বাহুর দৈর্ঘ্য যথাক্রমে ৬, ৮ ও ১০ মিটার হলে বৃহত্তম ও ক্ষুদ্রতম বাহুর মধ্যবিন্দু দুটির দূরত্ব কত মিটার?**

ক ৪ খ ৫ গ ৬ ঘ ৭

ব্যাখ্যা : চিত্রে, ABC ত্রিভুজে AC = ৬ মি. AB = ৮মি, এবং BC = ১০ মি.
AC = ৬ এর মধ্যবিন্দু E এবং BC = ১০ এর মধ্য বিন্দু = D

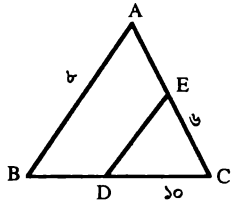


এখন CE = $\frac{AC}{2}$

$= \frac{৬}{২} = ৩$

CD = $\frac{BC}{২} = \frac{১০}{২} = ৫$ ∴ ED = $\sqrt{(CD)^2 - (CE)^2}$

$= \sqrt{(৫)^২ - (৩)^২} = \sqrt{২৫ - ৯} = \sqrt{১৬} = ৪$

**উত্তরমালা**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ৩৪ (ঙ) | ৩৫ (ঙ) | ৩৬ ঘ | ৩৭ খ | ৩৮ (ঙ) | ৩৯ (ঙ) | ৪০ (ঙ) | ৪১ (ঙ) | ৪২ (ঙ) | ৪৩ ঘ | ৪৪ গ | ৪৫ ঘ |
| ৪৬ গ | ৪৭ (ঙ) | ৪৮ ক | | | | | | | | | |

e book for bd. blogspot .com BOIGHAR.COM www .facebook .com/ Edu Job 2018

Join FB Group "Career Opportunity in Bangladesh" : bit.ly/ Join COB



**৪৯. আবুর মাসিক আয় বাবুর মাসিক আয় থেকে ৪০% বেশি এবং বদির মাসিক আয়ের ৭/৮ অংশ। বাবুর মাসিক আয় ৫০০০ টাকা হলে তাদের তিনজনের মোট মাসিক আয় কত?**

ক ১৮০০০ টাকা খ ১৯০০০ টাকা
গ ১৯৫০০ টাকা ঘ ২০০০০ টাকা

ব্যাখ্যা : বাবুর মাসিক আয় = ৫০০০ টাকা

= আবুর মাসিক আয় = $৫০০০ + ৫০০০ \times \frac{৪০}{১০০}$ টাকা

= ৫০০০ + ২০০০ = ৭০০০ টাকা

আবুর মাসিক আয় যখন ৭ টাকা তখন বদির আয় = ৮ টাকা

" ৭০০০ " " $\frac{৮ \times ৭০০০}{৭}$ "

= ৮০০০ টাকা

তিনজনের মোট আয় = (৫০০০ + ৭০০০ + ৮০০০) টাকা

= ২০০০০ টাকা।

**৫০. একটি ঘনকের এক বাহুর দৈর্ঘ্য ৩ মিটার হলে ঘনকটির সমগ্রতলের ক্ষেত্রফল কত বর্গমিটার?**

ক ২৪ খ ৩৬ গ ৪৮ ঘ ৫৪

ব্যাখ্যা : ঘনকের একবাহুর দৈর্ঘ্য a = ৩ মিটার

ঘনকটির সমগ্রতলের ক্ষেত্রফল = $৬a^২ = ৬ \times (৩)^২$ বর্গ মি.

= ৬ × ৯ = ৫৪ বর্গ মিটার

**৫১. একটি কুরিয়ার সার্ভিস প্রথম ১০ কেজি পণ্য পরিবহনের জন্য প্রতি কেজিতে ৫ টাকা এবং ১০ কেজির উপরে প্রতি কেজিতে ৩ টাকা ফি নেয়। ২৭ কেজি পণ্য পরিবহনের ফি কত হবে?**

ক ৬৮ টাকা খ ৮০ টাকা গ ৮৪ টাকা
ঘ ৮৮ টাকা (ঙ) কোনটিই নয়

ব্যাখ্যা : প্রথম ১০ কেজি পণ্যে ফি = (১০ × ৫) = ৫০ টাকা

বাকি পণ্য = (২৭ − ১০) কেজি = ১৭ কেজি

বাকিপণ্যের ফি = (১৭ × ৩) = ৫১ টাকা

মোট ফি = (৫০ + ৫১) = ১০১ টাকা।

**৫২. ৬ জন লোক ও ৮ জন বালক একটি কাজ ১০ দিনে শেষ করতে পারে। যদি ঐ একই কাজ ২৬ জন লোক ও ৪৮ জন বালক ২ দিনে শেষ করতে পারে তাহলে ১৫ জন লোক ও ২০ জন বালক ঐ কাজ কত দিনে শেষ করবে?**

ক ৪ দিন খ ৫ দিন গ ৬ দিন ঘ ৭ দিন

ব্যাখ্যা : ধরি, লোক = M এবং বালক = B

প্রশ্নমতে, (৬M + ৮B) ১০ = (২৬M + ৪৮B)২

⇒ ৬০M + ৮০B = ৫২M + ৯৬B

⇒ ৬০M − ৫২M = ৯৬B − ৮০B

⇒ ৮M = ১৬B ∴ M = ২B

এখন ৬M = ৬×২B = ১২B এবং ১৫M = ১৫×২B = ৩০B

১২B + ৮B = ২০ জন বালক একটি কাজ করতে ১০ দিনে

১ " " " " " ২০ × ১০ "

∴(৩০B + ২০B) = ৫০ জন " " $\frac{২০ \times ১০}{৫০}$ = ৪

**৫৩. $২ক^২ - ১৬ক + ৮ = ০$ হলে 'ক' এর সম্ভাব্য মানগুলোর যোগফল কত?**

ক −৮ খ $-৪\sqrt{৩}$ গ $৪\sqrt{৩}$ ঘ ৮

ব্যাখ্যা : $২ক^২ - ১৬ক + ৮ = ০$;

$⇒ ৬ক^২ - ৮ক + ৪ = ০$

$⇒ (ক)^২ - ২.ক.ক.৪ + (৪)^২ - ১২ = ০$

$⇒ (ক - ৪)^২ - ১২ = ০$ $⇒ (ক - ৪)^২ - (২\sqrt{৩})^২ = ০$

$⇒ (ক - ৪ + ২\sqrt{৩})(ক - ৪ - ২\sqrt{৩}) = ০$

$ক = ৪ - ২\sqrt{৩}$ এবং $ক = ৪ + ২\sqrt{৩}$

ক এর সম্ভাব্য মানগুলোর যোগফল

$= ৪ - ২\sqrt{৩} + ৪ + ২\sqrt{৩} = ৮$

**৫৪. একটি ঝুঁড়িতে রাখা আম, কমলা ও লিচুর অনুপাত যথাক্রমে ৭:৩:২। ঝুড়ি থেকে কিছু আম সরানো হলো এবং নতুন কিছু কমলা ও লিচু রাখা হলো। এতে করে ঝুঁড়িতে আম, কমলা ও লিচুর নতুন অনুপাত যথাক্রমে ৯ : ৫ : ৪ হলো। ঝুঁড়িতে পরবর্তীতে যোগ করা লিচুর সংখ্যা সর্বনিম্ন কত হতে পারে?**

ক ১টি খ ২টি গ ৫টি ঘ ৮টি

ব্যাখ্যা : আম : কমলা : লিচু

৭ : ৩ : ২ = ১২ × ৩ = ৩৬;

৯ : ৫ : ৪ = ১৮ × ২ = ৩৬

প্রথম ঝুঁড়িতে লিচু সংখ্যা = $৩৬ \times \frac{২}{১২}$ = ৬টি

এবং পরবর্তী ঝুড়িতে " " $৩৬ \times \frac{৪}{১৮}$ = ৮টি

∴ ঝুঁড়িতে পরবর্তী যোগ করা লিচু সংখ্যা = (৮ − ৬) =২টি

**৫৫. আবুলের সাপ্তাহিক বেতন ১৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেলে, তিনি প্রতি মাসে ৮১২ টাকা উপার্জন করতে পারেন। যদি তার সাপ্তাহিক বেতন ১০ শতাংশ বৃদ্ধি পেত, তিনি প্রতি মাসে কত টাকা উপার্জন করতেন?**

ক ৬৫০ টাকা খ ৭৫০ টাকা গ ৭৭০ টাকা ঘ ৭৮০ টাকা

ব্যাখ্যা : ১৬% বৃদ্ধিতে বর্তমান বেতন = (১০০ + ১৬) = ১১৬ টাকা

বর্তমান বেতন ১১৬ টাকা হলে তার পূর্বের বেতন = ১০০

৮১২ " " $\frac{১০০ \times ৮১২}{১১৬}$

= ৭০০ টাকা

১০% বৃদ্ধিতে তার মাসিক বেতন হবে = $৭০০ + ৭০০ \times \frac{১০}{১০০}$

= ৭০০ + ৭০ = ৭৭০ টাকা।

**৫৬. একটি ঘড়িতে যখন সকাল ১০ টা ১২ মিনিট তখন ঘণ্টা ও মিনিটের কাঁটার মধ্যে কত ডিগ্রী কোণ উৎপন্ন হয়?**

ক ৯৬ খ ১০২ গ ১২৪ ঘ ১২৬

**৫৭. একটি ক্লাসের n সংখ্যক ছাত্রের ৫০% বাংলা বিষয়ে পাশ করেছে। অন্য একটি ক্লাসের ১০০ জন ছাত্রের ৬০% বাংলা বিষয়ে পাশ করেছে। দুই ক্লাসের মোট ৫৫% ছাত্র বাংলা বিষয়ে পাশ করলে, দুই ক্লাসের মোট ছাত্র সংখ্যা কত?**

ক ৫০ খ ১০০ গ ১৫০ ঘ ২০০

ব্যাখ্যা : n সংখ্যক বাংলা বিষয়ে পাশ করে = $n \times \frac{৫০}{১০০} = \frac{n}{২}$ জন ছাত্র

এবং ১০০ জন ছাত্রের বাংলায় পাশ করে=$১০০ \times \frac{৬০}{১০০}$ = ৬০

প্রশ্নমতে, $\frac{n}{২} + ৬০ = (n + ১০০) \times \frac{৫৫}{১০০}$

$⇒ \frac{n + ১২০}{২} = \frac{(n + ১০০) \times ১১}{২০}$

⇒ ২২n + ২২০০ = ২০n + ২৪০০

⇒ ২২n − ২০n = ২৪০০ − ২২০০

⇒ ২n = ২০০ ∴ n = ১০০

∴ মোট ছাত্র = ১০০ + ১০০ = ২০০ জন

**৫৮. x এর সকল মানের জন্য $(ax + ২)(bx + ৭) = ১৫x^2 + cx + ১৪$ এবং a + b = ৮ হলে, c এর মান কত হতে পারে?**

ক ৩ ও ৫ খ ৬ ও ৩৫ গ ১০ ও ২১ ঘ ৩১ ও ৪১

**উত্তরমালা**

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ৪৯ ঘ | ৫০ ঘ | ৫১ (ঙ) | ৫২ ক | ৫৩ ঘ | ৫৪ খ | ৫৫ গ | ৫৬ ঘ | ৫৭ ঘ | ৫৮ ঘ | | | | | |

e book for bd. blogspot .com BOIGHAR.COM www .facebook .com/ Edu Job 2018

Join FB Group "Career Opportunity in Bangladesh" : bit.ly/ Join COB



ব্যাখ্যা : $(ax+2)(bx+৭) = ১৫x^2 + cx + ১৪$

$\Rightarrow abx^2 + ৭ax + ২bx + ১৪ = ১৫x^2 + cx + ১৪$

$\Rightarrow abx^2 + x(৭a+২b) + ১৪ = ১৫x^2 + cx + ১৪$

এখানে, $ab = ১৫$, এবং $c = ৭a + ২b$

দেওয়া আছে, $a + b = ৮ \quad \Rightarrow a = ৮ - b$

$\Rightarrow ab = ১৫ \Rightarrow (৮ - b)b = ১৫$

$\Rightarrow -b^2 + ৮b - ১৫ = ০ \Rightarrow b^2 - ৮b + ১৫ = ০$

$\Rightarrow b^2 - ৫b - ৩b + ১৫ = ০$

$\Rightarrow b(b-৫) - ৩(b-৫) = ০;\ b = ৫,\ b = ৩$

$b = ৫$ হলে, $a = ৮ - ৫ = ৩$
এখন, $a = ৩, b = ৫$, হলে,
$c = ৭ \times ৩ + ২ \times ৫$
$= ২১ + ১০ = ৩১$

এবং $b = ৩$ হলে $a = ৮ - ৩ = ৫$
এবং $a = ৫, b = ৩$ হলে,
$c = ৭ \times ৫ + ২ \times ৩$
$= ৩৫ + ৬ = ৪১$

৫৯. $\sqrt[৩]{২} : \sqrt[৩]{৪} = ৭ :$ —— ?

ক ১৮ খ ১০ গ $৭\sqrt[৩]{২}$ ঘ $৭\sqrt{২}$

ব্যাখ্যা : $\sqrt[৩]{২} : \sqrt[৩]{৪} = ৭ : \underline{ক}$ ?

$$\Rightarrow \frac{\sqrt[৩]{২}}{\sqrt[৩]{৪}} = \frac{৭}{ক} \Rightarrow \sqrt[৩]{২}ক = ৭ \times \sqrt[৩]{৪}$$

$$\Rightarrow ক = \frac{৭ \times \sqrt[৩]{২^২}}{\sqrt[৩]{২}} \Rightarrow ক = \frac{৭ \times ২^{\frac{২}{৩}}}{২^{\frac{১}{৩}}}$$

$$\Rightarrow ক = ৭ \times ২^{\frac{২}{৩} - \frac{১}{৩}} = ৭ \times ২^{\frac{২-১}{৩}} = ৭ \times ২^{\frac{১}{৩}}$$

$$= ৭\sqrt[৩]{২}$$

৬০. একটি খাবারের দোকানে দুই ধরনের খাবার পাওয়া যায় যার মূল্য ৬৫ টাকা ও ২০ টাকা। একদিনে দুই ধরনের মোট ২০৯টি খাবার বিক্রি করে ৮৩৬৫ টাকা পাওয়া গেলে, ৬৫ টাকা মূল্যের খাবার কয়টি বিক্রি হয়েছিল?

ক ৭৭ খ ৯৩ গ ৯৯ ঘ ১০৫

ব্যাখ্যা : ধরি, ৬৫ টাকা মূল্যের খাবার ক টি

∴ ২০ " " " = (২০৯-ক) "

প্রশ্নমতে, $৬৫ক + ২০(২০৯ - ক) = ৮৩৬৫$

$\Rightarrow ৬৫ক + ৪১৮০ - ২০ক = ৮৩৬৫$

$\Rightarrow ৪৫ক = ৮৩৬৫ - ৪১৮০ \Rightarrow ক = \frac{৪১৮৫}{৪৫} \quad \therefore ক = ৯৩$

৬১. শিল্পোন্নত দেশগুলোর সংগঠন জি-৭ এ কোন দেশটি একবার যোগদান করে পরে আবার বের হয়ে গেছে?

ক কানাডা খ জাপান গ জার্মানি ঘ রাশিয়া

৬২. এশীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় দেশ সমূহের পল্লী উন্নয়নে গঠিত সংগঠন CIRDAP নিচের কোন প্রতিষ্ঠানটির উদ্যোগে গঠিত হয়?

ক GATT খ UNDP গ UNESCO ঘ FAO

৬৩. ওজোন স্তরের সুরক্ষা ও সংরক্ষণের জন্য নিচের কোন সনদ স্বাক্ষরিত হয়?

ক কিয়োটো প্রটোকল খ ভিয়েনা কনভেনশন
গ বাসেল কনভেনশন ঘ কার্টাগেনা প্রটোকল

৬৪. প্রাচীনকালে বাণিজ্যে ব্যবহৃত সিল্ক রুটের পূর্ব প্রান্ত কোথায় এসে শেষ হয়েছে?

ক চীন খ জাপান গ ইন্দোনেশিয়া ঘ মঙ্গোলিয়া

৬৫. বাংলাদেশ পাট ও ছত্রাকের জীবন রহস্য উন্মোচনের স্বীকৃতি লাভ করে কোন প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে?

ক UNESCO খ WMO গ UNDP ঘ WIPO

৬৬. সার্ক আবহাওয়া গবেষণা কেন্দ্র কোথায় অবস্থিত?

ক মুম্বাই খ লাহোর গ কাঠমান্ডু ঘ ঢাকা
ঙ কোনটিই নয়

৬৭. সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন হতে আলাদা হওয়া মুসলিম প্রজাতন্ত্র কোনটি?

ক সার্বিয়া খ বেলারুশ গ জর্জিয়া ঘ তাজিকিস্তান

৬৮. একদিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট বিশ্বকাপে এক ইনিংসে দলীয় সর্বনিম্ন রান করেছে কোন দেশ?

ক আফগানিস্তান খ পাকিস্তান গ বাংলাদেশ ঘ আয়ারল্যান্ড
ঙ কোনটিই নয়

৬৯. নিচের কোন বাংলাদেশী চলচ্চিত্র নির্মাতা অস্কার পুরস্কার লাভ করেছেন?

ক তারেক মাসুদ খ মোস্তফা সারোয়ার ফারুকী গ সত্যজিৎ রায়
ঘ মোর্শেদুল ইসলাম ঙ কোনটিই নয়

৭০. 'দোয়েল চত্বর' স্থাপত্যের স্থপতি কে?

ক নিতুন কুণ্ডু খ আজিজুল জলিল পাশা
গ শামীম শিকদার ঘ হামিদুজ্জামান খান

৭১. স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র সংবিধানের কততম সংশোধনীতে সংযোজিত হয়?

ক একাদশ খ ত্রয়োদশ গ চতুর্দশ ঘ পঞ্চদশ

৭২. দেশের প্রথম তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এল এন জি) টার্মিনাল কোথায় স্থাপিত হয়েছে?

ক মংলা খ মহেশখালী গ সোনাদিয়া ঘ চট্টগ্রাম বন্দর

৭৩. বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি ঋণ গ্রহণ করে নিচের কোন সংস্থাটি থেকে?

ক আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (IMF)
খ আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সমিতি (IDA)
গ এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (ADB)
ঘ আন্তর্জাতিক পুঁজি বিনিয়োগ সংস্থা (IFC)

৭৪. 'বার্ডি' ও 'বগি' শব্দ দু'টি কোন খেলার সাথে সম্পর্কযুক্ত?

ক ফুটবল খ রাগবি গ গলফ ঘ লন টেনিস

৭৫. নিচের কোনটি ওপেন সোর্স অপারেটিং সিস্টেম?

ক Ubuntu খ Mac OS গ iOS ঘ ক, গ দুটোই

৭৬. 'জাতীয় মূল্য সংযোজন কর দিবস' কত তারিখে উদযাপিত হয়?

ক ১৫ নভেম্বর খ ৩০ নভেম্বর গ ১০ ডিসেম্বর ঘ ১৫ ডিসেম্বর

৭৭. ঐতিহাসিক 'ফ্রিডম স্কয়ার' কোন শহরে অবস্থিত?

ক নিউইয়র্ক সিটি খ কায়রো গ ইস্তাম্বুল ঘ বাকু

৭৮. আমাজন বনভূমি কোন ধরনের বনভূমি?

ক ম্যানগ্রোভ খ গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ঘনবর্ষণ বনাঞ্চল
গ ঘনবর্ষণ বনাঞ্চল ঘ উপক্রান্তীয় ঘনবর্ষণ বনাঞ্চল

৭৯. সংবিধানের কত নম্বর অনুচ্ছেদ দ্বারা ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হয়েছে?

ক ১২ নং খ ২৩ নং গ ৪১ নং ঘ ৪৩ নং
ঙ কোনটিই নয়

৮০. নিচের কোন দেশটি 'মিলেনেশিয়া' অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত?

ক সামোয়া খ নাউরু গ ফিজি ঘ লাওস

উত্তরমালা

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ৫৯ গ | ৬০ খ | ৬১ ঘ | ৬২ ঘ | ৬৩ খ | ৬৪ ক | ৬৫ ঘ | ৬৬ ঙ | ৬৭ ঘ | ৬৮ ঙ | ৬৯ ঙ | ৭০ খ | ৭১ ঘ | |
| ৭২ খ | ৭৩ খ | ৭৪ গ | ৭৫ ক | ৭৬ গ | ৭৭ ঘ | ৭৮ খ | ৭৯ গ | ৮০ গ | | | | | |

e book for bd. blogspot .com BOIGHAR.COM www .facebook .com/ Edu Job 2018

Join FB Group "Career Opportunity in Bangladesh" : bit.ly/ Join COB


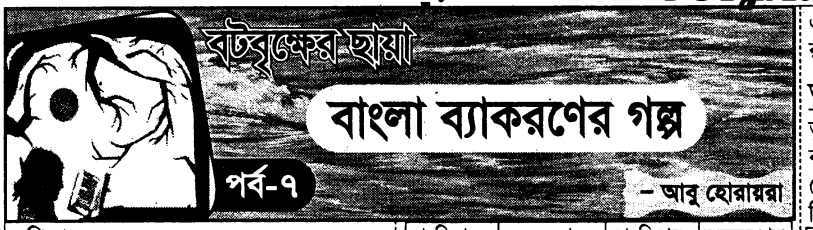


**দেশি শব্দ :**

| | | |
|---|---|---|
| কুড়ি (কোল) | পেট (তামিল) | চুলা (মুন্ডারী) |
| কুলা | গঞ্জ | চোঙ্গা |
| টোপর | ডাব | ডাগর |
| ঢেঁকি | আলু | কালা |
| খুকি | খোকা | খোঁজ |
| চাল | চিংড়ি | ঝিনুক |
| ঝোল | ট্যাং | ঢোল |
| বোবা | মাঠ | মুড়ি |

আপনারা জানেন বাঙালি একটি সংকর জাতি। বিভিন্ন দেশের, বিভিন্ন জাতের বিভিন্ন ধরনের মানুষেরা বিভিন্ন উদ্দেশ্যে বিভিন্নভাবে এই দেশে এসেছে। তারা নতুন নতুন জিনিস বা নতুন নতুন শব্দ নিয়ে এদেশে এসেছে। বিদেশ থেকে আগত এই শব্দগুলোকেই বিদেশি শব্দ বলে। এগুলোকে আপনি বৈদেশিক শব্দঋণ হিসেবে ধরে নিতে পারেন। দেশি এবং বিদেশি শব্দ মিলে আমাদের মোট শব্দের ৮%। তার মানে প্রায় ৮০০০ মতো শব্দ আছে।

**আরবি শব্দ :**

অ্যারাবিকরা আমাদের দেশে এসেছিল ন্যায়, নীতি, সাম্য, সত্য, হালাল, হারাম, আল্লাহর রাসুল, ইসলাম এই বিষয়ক শব্দ নিয়ে। তাই এই বিষয়ক ৯৯% শব্দই আরবি। আমাদের এই দেশ ইসলাম ধর্মের শব্দ দ্বারা প্রচণ্ডভাবে প্রভাবিত। তাই আমাদের মুসলিম নামগুলোর অধিকাংশই আরবি শব্দের। এবং আমাদের ব্যবহারিক জীবনেও আরবির প্রভাব অপরিসীম। যেমন :

| আরবি শব্দ | ব্যবহৃত শব্দ | আরবি শব্দ | ব্যবহৃত শব্দ |
|---|---|---|---|
| আকল | আক্কেল | অ্যাসলি | আসল |
| ইলাকাহ | এলাকা | ওয়াযন | ওজন |
| কুবুর | কবর | খবর | খবর |
| খালি | খালি | খিয়াল | খেয়াল |
| গারিব | গরিব | জাওয়াব | জবাব |
| জামউন | জমা | জিনিষ | জিনিস |
| তারিখুন | তারিখ | দুনইয়া | দুনিয়া |
| বাদলুন | বদল | বাকীয় | বাকী |
| ছাহিব | সাহেব | হিছাব | হিসাব |
| আলিম | আলেম | কালম | কলম |
| কালিমা | কালেমা | ফারযুন | ফরজ |
| কুরআন | কোরান | ওদুউন | ওযু |
| তাওবা | তওবা | | |

এছাড়াও আরো অনেক অনেক আরবি শব্দ রয়েছে।

**ফারসি শব্দ :**

আপনারা জানেন ইরানের পূর্বনাম পারস্য। আর এই পারস্যের ভাষা ছিল ফারসি। এই দেশে ইসলাম প্রচার করতে যে সমস্ত পীরগণ বা জ্ঞানীরা এসেছিল তারা সিংহভাগই ইরান বা পারস্য থেকে এসেছিল। ইরান থেকে আগত ঐ লোকদের সামাজিক অবস্থা এবং অবস্থান দুটোই ভাল ছিল। তাই তারা এই সমাজে বিলাসের একটা ব্যাপক প্রচলন করেছিলো বলে 'বিলাস ধর্মী' শব্দের অধিকাংশই ফারসি। যেমন– আঙুর, কমলা, মদ, আয়না, আসমান, বাগান, চশমা, তোসক, বাদশাহ, খোশবু, এলাচি, খানসামা, গালিচা, চাকর, জামদানি, জাজিম, জর্দা সবই কিন্তু বিলাসধর্মী শব্দ। আপনি মানব জীবনের বিলাসিতা নিয়ে ভাবলেই অনেক ফার্সি শব্দ মনে রাখতে পারবেন। এগুলি ছাড়াও কয়েকটি ফারসি শব্দ এভাবে লেখা যায়–

| ফারসি শব্দ | ব্যবহৃত শব্দ | ফারসি শব্দ | ব্যবহৃত শব্দ |
|---|---|---|---|
| আওয়ায্ | আওয়াজ | আন্দাজা | আন্দাজ |
| আয়েনাহ | আয়না | আরাম | আরাম |
| কাঘয্ | কাগজ | আহিস্তা | আস্তে |
| খারাব্ | খারাপ | খুদা | খোদা |
| খুব্ | খুব | গারম্ | গরম |
| চশ্মা | চশমা | চাকর্ | চাকুরি |
| চাদুর | চাদর | জান্ | জান |
| জায়েগাহ | জায়গা | দেগচাগ্ | ডেগচি |
| দম্ | দম | দের | দেরি |
| দুকান | দোকান | পর্দাহ | পর্দা |
| বদ্ | বদ | বাঘান | বাগান |
| রয | রোজ | হিন্দ | হিন্দু |
| পাসন্দ | পছন্দ | | |

এছাড়াও আরো অনেক ফরাসি শব্দ বাংলায় রয়েছে। যেগুলো বহুল প্রচলিত।

**তুর্কি শব্দ :**

তুর্কিদেরও কয়েকটি শব্দ আমরা বাংলায় ব্যবহার করি। সে কথা হয়তো তুর্কিরাও জানেনা। তারা যে আমাদের এখানে এসেছিল তারই স্মৃতি হিসেবে শব্দগুলো রয়ে গেছে।

| তুর্কি শব্দ | ব্যবহৃত শব্দ | তুর্কি শব্দ | ব্যবহৃত শব্দ |
|---|---|---|---|
| Korma | কোরমা | Cakmak | চকমচ |
| dede | দাদা | nine | নানী |
| baba | বাবা | begum | বেগম |
| baburchi | বাবুর্চি | Chaku | চাকু |
| Tope | তোপ | | |

এছাড়াও কুলি, খাতুন, লাশ, দারোগা, মুচলেকা, উর্দু, সওগাত, আলখাল্লা তুর্কি শব্দ।

**পর্তুগিজ শব্দ :**

পর্তুগিজরা আমাদের এখানে প্রথম এসেছিল বেশ কয়েক'শো বছর আগে। আজো তাদের স্মৃতি থেকে গেছে। কয়েকটি শব্দের কথা মনে আসলেই পর্তুগিজ শব্দটা ভেসে আসে। পর্তুগালের মানুষগুলোকেই পর্তুগিজ বলে।

| পর্তুগিজ শব্দ | ব্যবহৃত শব্দ | পর্তুগিজ শব্দ | ব্যবহৃত শব্দ |
|---|---|---|---|
| armario | আলমারি | estiran | ইস্ত্রি |
| espada | ইস্পাত | camis | কামিজ |
| gamela | গামলা | Chave | চাবি |
| Janela | জানালা | tobacco | তামাক |
| prego | পেরেক | Varanda | বারান্দা |
| balde | বালতি | viola | বেহলা |
| Mesa | মেজ | fita | ফিতা |
| botao | বোতাম | Sabao | সাবান |
| Cadeira | কেদারা | ata | আতা |
| ananas | আনারস | Caju | কাজু |
| Couve | কপি | Papaia | পেঁপে |
| Pera | পেয়ারা | Sago | সাগু |
| Salada | সালাদ | Cruz | ক্রুশ |
| Igreja | গির্জা | Jesu | যীশু |
| Ingles | ইংরেজ | Padre | পাদ্রি |

পর্তুগিজরা আমাদের জীবন ধারণের জন্যে প্রয়োজনীয় জিনিস নিয়ে আসলেও ওলন্দাজরা এনেছিল 'তাস'। তাসের যত শব্দগুলো সব ওলন্দাজ।

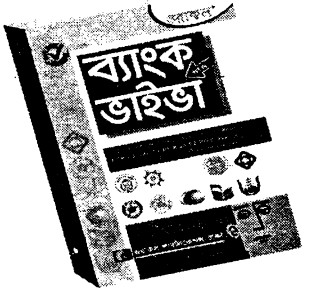

ওরাকল ব্যাংক ভাইভা
এতে আছে চাকরির ভরসা।

Join FB Group "Career Opportunity in Bangladesh" : bit.ly/ Join COB

# জীবনশিল্পী আবুল মনসুর আহমদ

– গোলাম রাববানী
প্রভাষক, ইনজিনিয়ারিং ইউনিভারসিটি স্কুল এ্যান্ড কলেজ, বুয়েট ক্যাম্পাস

আবুল মনসুর আহমদ বাংলার ইতিহাসের সবচেয়ে কঠিন সময়ের অকুতোভয় এক যোদ্ধার নাম। উপমহাদেশে অনেকবার উচ্চারিত হয়েছে এ নাম। কখনো রাজনীতির মঞ্চে, কখনো সংবাদপত্রে, কখনো সাহিত্যে স্যাটায়ারিস্ট (ব্যাঙ্গাত্মক) ও প্রবন্ধের চিন্তানায়ক হিসেবে। আইনজীবী হিসেবেও নামটি সুপরিচিত। তাঁর জীবনের শুরুতে তিনি বাঙালি মুসলমানের চেতনায় উন্মেষ যুগকে দেখেছেন, যৌবনে উপমহাদেশের স্মরণীয় আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত থেকেছেন, পরিণত জীবনে সংবাদপত্রের সঙ্গে থেকে নানা রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে নেতৃত্ব দিয়েছেন। রাজনীতি তাঁর মূলমন্ত্র, সাংবাদিকতার মাধ্যমে কর্মজীবনের হাতেখড়ি এবং সাহিত্য সাধনায় নিহিত থেকে একজন জীবনশিল্পীর চোখে চারপাশ গভীরভাবে উপলব্ধি করেছেন। 'এতভঙ্গ বঙ্গদেশ তবু রঙ্গে ভরা' বাংলার লোকসাহিত্য নিয়ে এ উক্তি। প্রাচীন ও মধ্যযুগের অধিকাংশ সাহিত্যে কম করে হলেও একটি চরিত্র থাকতো যার মাধ্যমে রঙ্গ-ব্যঙ্গাত্মক পরিবেশে আসর জমানো হতো। সে চরিত্র কখনো নিজে হাসতো আবার কখনো অন্যকে হাসাতো। এ ধারা রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন থেকে শুরু করে যাত্রা ও কবিগান পর্যন্ত দেখা যায়। সময়ের বাঁকবদলে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত থেকে রবীন্দ্রনাথ, নজরুল এবং তাদের পরেও অনেক লেখকের মাধ্যমে রঙ্গ-ব্যঙ্গ পরিবেশিত হয়েছে। বিশ্বসাহিত্যের মতো বাংলা সাহিত্যেও এ ধারার শক্তিমান লেখক হিসেবে খ্যাতি পেয়েছেন অনেকে। এঁদের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, প্রমথ চৌধুরী, পরশুরাম, শিবরাম চক্রবর্তী, পরিমল গোস্বামী, সৈয়দ মুজতবা আলী ও আবুল মনসুর আহমদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গোঁড়া মোহাম্মদী পরিবারের সন্তান আবুল মনসুর আহমদ। লাল তুর্কী টুপি মাথায় মোহাম্মদীর পক্ষে তর্কেও যেতেন। ঘটনাক্রমে একদিন তিনি ময়মনসিংহ জিলা স্কুলের হেড মৌলভী আলী নেওয়াজ ও শিক্ষক মৌলভী শেখ আবদুল মজিদের সংস্পর্শে আসেন। এঁদের সাহচর্যে আবুল মনসুর প্রথম উদারতার পাঠ গ্রহণ করেন। তার এই উদারতার বহিঃপ্রকাশ ঘটে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি। ১৯১৮-১৯ সাল থেকে তিনি কবর পূজা এবং পীর পূজাসহ হিন্দু-মুসলিম সমাজের সকল কুসংস্কারের সরাসরি বিরোধিতা শুরু করেন *(আত্মকথা, পৃ ১৮০-৮১)*। এ বিষয়টি ছাড়াও তিনি কলকাতা যাবার পর নতুন চিন্তায় উদ্বুদ্ধ হন। সেখানে বাল্যবন্ধু আবুল কালাম শামসুদ্দীনসহ ইয়াকুব আলী চৌধুরী, ডা. লুৎফর রহমান, মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলীকে কাছে পান। এরা সকলেই বাংলা সাহিত্যের মুক্ত চিন্তার লেখক হিসেবে পরিচিত। সওগাতকে কেন্দ্র করে সকলের সাথে আবুল মনসুর আহমদ বুদ্ধির মুক্তির পক্ষে লিখে চলেন। কিছুদিন পর মৌলভী মুজিবুর রহমানকে সভাপতি করে 'লীগ এগেইনস্ট মোল্লাইজম' গঠন করেন তিনি। উদ্দেশ্য ছিল, মোল্লাগিরি (১২ তকবীর বনাম ৬ তকবীর, জোরে বা আস্তে কথা বলা, তহরিম নিয়ে মারামারি, নামাজ না পড়েও কবর জেয়ারতসহ প্রভৃতি বিষয় নিয়ে বাড়াবাড়ি) খতম করা। কারণ, মুসলমানদের কিছু বাড়াবাড়ি লেখককে ব্যথিত করেছিল। আর সহনশীলতাকে এ বিষয়ের প্রতিকার হিসেবে ভেবেছেন। সহনশীলতা ছাড়া সমাজ জীবনে শান্তি অসম্ভব। এই সময়ে আবুল মনসুর আহমদ ৭টি গল্প নিয়ে প্রথম বই প্রকাশ করেন 'আয়না' শিরোনামে। উদারতার কারণেই, 'আয়না'য় অন্তর্ভুক্ত 'মুজাহেদীন', 'নায়েবে নবী' ও 'হুজুর কেবলা'র মতো শ্রেষ্ঠগল্পতে বাস্তব ছবি ফুটে উঠে। 'গো দেওতা কা দেশ', 'লীডরে কওম', 'বিদ্রোহী সংঘ' ও 'ধর্মরাজ্য' এই ৪টি গল্পও অত্যন্ত উন্নত শিল্পমানের। গল্পগুলো ১৯২২-২৯ সালের মধ্যে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় সওগাত পত্রিকায়। বই হিসেবে পাঠকের কাছে আসে ১৯৩৫ সালে। 'আয়না' ছাড়াও রয়েছে তার ৩টি ব্যঙ্গরচনা 'ফুডকনফারেন্স', 'আসমানি পর্দা' ও 'গালিভরের সফরনামা'। প্রতিটি গ্রন্থে অতুলনীয় প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন সমাজসচেতন কবি। 'আয়না'র প্রথম গল্প 'হুযুর কেবলা', গল্পে এমদাদ নামের এক কলেজ ছাত্র কথিত হুজুরের খপ্পরে পড়েন। সে পীর সাহেবের সান্নিধ্যে গিয়ে কিভাবে নিজের অস্তিত্ব হারায় অর্থাৎ হুজুর তার মুরিদের স্ত্রীকে তালাকের মাধ্যমে বিবাহ করে এবং তার প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে পীরের মুরিদদের দ্বারা লাঞ্ছিত হয়, সেই বিষয়টি উন্মোচিত হয়। 'হুযুর কেবলা' ধর্ম ব্যবসায়ীদের লোভ ও লালসা চরিতার্থ করার বাস্তব ঘটনা, যা অশিক্ষা ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন দরিদ্র বাঙালি মুসলমান সমাজের বাস্তব দলিল। আবুল মনসুর আহমদ ধর্মের নামে ভণ্ডামীর এক অসাধারণ চিত্র নিপুণতা ও ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের মাধ্যমে 'হুযুর কেবলা' গল্পে চিত্রিত করেন। পরবর্তীতে তিনি লিখেন 'লালসালু'। 'হুজুরে কেবলা'র এমদাদের মতোই দেখা যায় 'লালসালু'র মজিদের দশা। 'নায়েবে-নবী' গল্পে দেখা যায়, গ্রামের সরদার মৌলভী সুধারানী সাহেব এবং প্রতিদ্বন্দ্বী মৌলভী গরিবুল্লার প্রভাব-প্রতিপত্তি নিয়ে দ্বন্দ্ব-সংঘাতের চিত্র। সেই সঙ্গে স্কুলের ছাত্রদের তুর্কি টুপি পোড়ানোর ঘটনা, মৌলবির ইতিহাস জ্ঞানের অভাব, একজনের মৃত্যুতে কিভাবে জানাজা পড়া হবে তা নিয়ে দুই মৌলভীর বাহাস, জুতা পেটাপেটি, ইমামতি নিয়ে কাড়াকাড়ি, ধাক্কাধাক্কি, পরে মাতব্বরের মধ্যস্থতায় জানাজা। গল্পটি রঙ্গরসপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও গ্রাম বাংলার এক আর্থ-সামাজিক বাস্তবতারই আলেখ্য। 'লীডারে-কওম' এ বর্ণিত হয় একাধারে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ভণ্ডামির কাহিনী, আহলে-হাদীস ও হানাফিদের বিবাদ, হানাফি-মোহাম্মদীর বাহাস। ওই সুযোগে ইসমাইল সাহেবের 'আহলে-হাদিস-গুর্য' নামক পত্রিকা প্রকাশ, হানাফি-নিন্দার সঙ্গে সঙ্গে কিছু ইংরেজ নিন্দা ও ইসমাইল সাহেব কর্তৃক পত্রিকার মালিকানা গ্রহণ, মজহাবি-ঝগড়া বিবাদের নিন্দা এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের সঙ্গে 'মুসলমান সম্প্রদায়ের তুলনা, এই তেকাফের সাহায্যে' 'মুসলিম বঙ্গের' অদ্বিতীয় নেতা হযরত মওলানা সাহেবের 'আঞ্জুমান-তবলিগুল-ইসলাম' নামক আঞ্জুমান কায়েম, সর্বত্র শাখা স্থাপন, চাঁদা আদায়, বন্যায় রিলিফের জন্যে টাকা সংগ্রহ, খেলাফত আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ, আহলে হাদিস কনফারেন্স, স্বরাজ প্রতিষ্ঠার আন্দোলন, টাকা পয়সার হিসাবে গোলমাল, তবলিগ, আঞ্জুমান ও খেলাফত নেতা মওলানার কংগ্রেসের অন্যতম প্রধান নেতায় উন্নতি, গ্রেফতার, কারাদণ্ড কিন্তু স্বাস্থ্যগত কারণে তিন মাসের মধ্যে মুক্তি এবং স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্যে রাঁচি গমন। 'লিডারে কওম'কে অবিভক্ত বাংলার একজন স্বনামধন্য মুসলমান নেতার 'জীবনপঞ্জি' বললে ভুল হবে না। আবুল মনসুর আহমদ ওই মওলানা সাহেবের সংবাদপত্রে চাকরি করেছেন সুতরাং তার উদ্ভব ও বিকাশ সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করেন, স্বাভাকিভাবেই 'লিডার কওম'-এর চরিত্র বুননে মুন্সিয়ানার পরিচয় মিলে। দেখা যায় 'আয়না' গ্রন্থে তিনি যেমন ধর্ম ব্যবসায়ী ফতোয়াবাজ মৌলবাদী ও স্বার্থপর, সুবিধাবাদী রাজনীতিকদের মুখোশ উন্মোচন করেছেন তেমনি বাংলার দুই প্রধান সম্প্রদায় হিন্দু ও মুসলমান সমাজের সাম্প্রদায়িকতাকে সমান তীব্রতার সঙ্গে ব্যঙ্গ, পরিহাস, সমালোচনা করেছেন। সেই সাথে আর একটি বিষয় আবুল মনসুর আহমদ তাঁর রচনায় বিষয় অনুযায়ী প্রচুর আরবি-ফারসি-ইংরেজি শব্দের ব্যবহার করায় ভাষার শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে। রচনার ফর্ম শিল্পবোধকে করেছে তীক্ষ্ণ। রচনাগুলো আপাতদৃষ্টিতে কিছুটা হাসির সৃষ্টি করলেও লেখকের মর্মভেদী কান্না, কখনো স্পষ্ট, কখনও প্রচ্ছন্ন থেকে পাঠকের হৃদয় স্পর্শ করেছিল। তিনি হেসেছেন, হাসিয়েছেন, কিন্তু হৃদয় নিংড়ানো কান্নাও কেঁদেছেন প্রচুর। এক কথায় আবুল মনসুর আহমদের প্রতিভার আঁচড়ে দৈনন্দিনের যন্ত্রণা, গঞ্জনা অথবা সাদামাটা ঘটনাপ্রবাহও লক্ষ্যভেদী রম্য হয়ে উঠতে পারে তা তাঁর রচনা না পড়লে বুঝা যাবে না। অনায়াসেই বলা যায়, আবুল মনসুর আহমদ সমকাল, সমাজ, জনগণ ও রাজনীতি সচেতন গল্পকার। 'আয়নার ফ্রেম' নামক ভূমিকায় কাজী নজরুল ইসলাম স্পষ্ট ধারণা দিয়েছেন, এমনি আয়নায় শুধু মানুষের বাইরের প্রতিচ্ছবিই দেখা যায়। কিন্তু আমার বন্ধু শিল্পী আবুল মনসুর যে আয়না তৈরি করেছেন, তাতে মানুষের অন্তরের রূপ ধরা পড়েছে। যে সমস্ত মানুষ হরেক রকমের মুখোশ পরে আমাদের সমাজে অবাধে বিচরণ করছে আবুল মনসুরের আয়নার ভেতরে তাদের স্বরূপ মূর্তি মন্দিরে, মসজিদে, বক্তৃতার মঞ্চে, পলিটিকসের আখড়ায়, সাহিত্য সমাজে বহুবার দেখেছি বলে মনে হচ্ছে। আবুল মনসুর আহমদ নিজেই বলেন, আমাদের বাংলা সাহিত্যেও ১৯ শতকের গোঁড়া থেকেই রস রচনার প্রাচুর্য দেখা যায়। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নববাবু বিলাস', প্যারিচাঁদ মিত্র ওরফে টেকচাঁদ ঠাকুরের 'আলালের ঘরের দুলাল', কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতুম প্যাঁচার নকশা', বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্তের দপ্তর' ও 'লোকরহস্য', মীর মশাররফ হোসেনের 'গাজী মিয়ার বস্তানী' এবং রাজশেখর বসুর 'গড্ডলিকা' বাংলা গদ্যসাহিত্যে ব্যঙ্গ রচনার ক্রমাগত ধারা বজায় রেখেছে।

e book for bd. blogspot .com BOIGHAR.COM www .facebook .com/ Edu Job 2018

Join FB Group "Career Opportunity in Bangladesh" : bit.ly/ Join COB


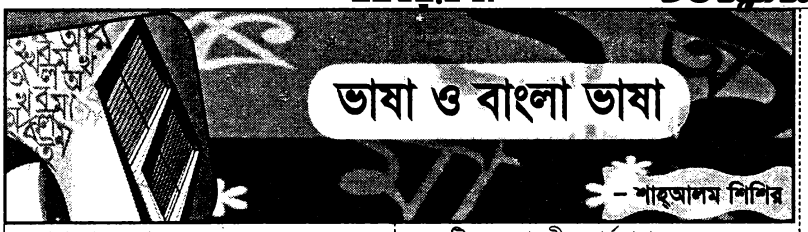


- ভাষা ভাবের বাহন।
- ভাষা জীবনানুভূতির বাহন।
- ভাষা চিন্তার শুধু বাহনই নয় চিন্তার প্রসূতিও।
- মনের ভাব প্রকাশের বাহন বা মাধ্যমকে ভাষা বলে।
- যে কোন রকমের ধ্বনিই ভাষা নয়, যে ধ্বনি মানুষের বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত শুধু তাই ভাষার মূল উপাদান ।

**❑ ভাষার বৈশিষ্ট্য :**

- ভাষা কণ্ঠ নিঃসৃত ধ্বনির সাহায্যে গঠিত।
- ভাষার অর্থদ্যোতকতা বিদ্যমান।
- ভাষা একটি বিশেষ জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রচলিত ও ব্যবহৃত।

**❑ বাংলা ভাষার উৎপত্তি ও বিকাশ :**

মানুষের মুখে ভাষা কি করে এলো তা এক অপার রহস্য। হাজার বছর আগে প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা রূপান্তরিত হয়ে বঙ্গীয় অঞ্চলে জন্ম নিয়েছিল এক মধুর-কোমল-বিদ্রোহী প্রাকৃত। তার নাম বাংলা। ঐ ভাষাকে কখনো বলা হয়েছে প্রাকৃত, কখনো গৌড়ীয় ভাষা, কখনো বাঙ্গালা, এখন বলি বাংলা ।

- ভাষার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ নিয়ে যারা গবেষণা করেন তাঁদেরকে বলা হয় - ভাষাতাত্ত্বিক।

**❑ বাংলা ভাষার উদ্ভব / জন্ম / আদি উৎস :**

- ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে - মাগধী প্রাকৃত ভাষা।
- ড. মুহম্মদ শহীদুল্লার মতে– গৌড়ীয় প্রাকৃত ভাষা / গৌড়ীয় অপভ্রংশ। (গৌড়ীয় প্রাকৃত এর পরিবর্তিত রূপ গৌড়ীয় অপভ্রংশ। পরীক্ষায় ২ টি থাকলে উত্তর হবে গৌড়ীয় অপভ্রংশ)।
- বাংলা ভাষার উদ্ভব হয়েছে-প্রাকৃত ভাষা থেকে। (পরীক্ষায় এভাবেও আসতে পারে)
- **বাংলা ভাষার উদ্ভব / জন্ম ঘটে যে সময়ে:**
- ড. মুহম্মদ শহীদুল্লার মতে - খ্রিষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে।
- অধিকাংশের মতে - খ্রিষ্টীয় দশম শতাব্দীতে।
- বাংলা ভাষার আদিস্বরের স্থিতিকাল:-
- ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে - দশম থেকে চতুর্দশ শতাব্দী।
- ড. মুহম্মদ শহীদুল্লার মতে - সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী।
- ড. মুহম্মদ শহীদুল্লার উপাধি - ভাষা বিজ্ঞানী।
- বাংলা ভাষার প্রধান দুটি রূপ - কথ্য ও লেখ্য রূপ।
- বাংলা ভাষার উৎপত্তি হয়েছে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা থেকে। এর ২টি শাখা– ১. কেন্তুম ও ২. শতম।
- এর মূল ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত ভাষা বাংলা।
- ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা পৃথিবীর সব ভাষার আদি ভাষা।
- বাংলা ভাষার জন্ম - বঙ্গকামরূপী ভাষা থেকে, যা ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত।
- সাধারণ মানুষের মুখের ভাষা - প্রাকৃত ভাষা।
- প্রাকৃত কথাটির অর্থ স্বাভাবিক; ভাষাগত অর্থ - জনগণের মুখের ভাষা।
- এটি মধ্য ভারতীয় আর্যভাষা।
- এটি থেকেই বাংলা ভাষার উদ্ভব হয়েছে।
- প্রাকৃত যুগের সমসাময়িক সাহিত্যিক ভাষা - সংস্কৃত ভাষা।
- সংস্কৃত ভাষা কথ্য ভাষা নয়, কেবল লেখার ভাষা। অর্থাৎ এ ভাষায় কেউই কথা বলে না; কেবল লেখার জন্য ব্যবহৃত হয়।
- ভাষার মূল উপাদান ধ্বনি।
- ভাষার মূল উপকরণ বাক্য বা মৌলিক শব্দ। (পরীক্ষায় বাক্য এবং মৌলিক শব্দ দুটোই থাকলে বাক্য হবে।)
- বাক্যের মূল উপাদান শব্দ। শব্দের মূল একক বর্ণ।
- বাংলাদেশ ছাড়াও বাংলায় কথা বলে - কলকাতা, ত্রিপুরা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামের কয়েকটি অঞ্চল।
- আসামি ভাষাকে বলা হয় - বাংলা ভাষার ভগ্নী (বোন)।
- বাংলা ভাষার অবস্থান জনসংখ্যা বা কথা বলার দিক দিয়ে - ৬ষ্ঠ (ষষ্ঠ)।
- চৈনিক (মান্দারিন) - ১ম, স্প্যানিশ - ২য়, ইংরেজী - ৩য় *(সূত্র: ইথানোলগ)*।
- Official Language/ দাপ্তরিক ভাষা/ Communication বা যোগাযোগের ভাষা হিসেবে বাংলার অবস্থান - দশম, ইংরেজী- ১ম।

## বাংলা লিপি

- বাংলা লিপি/ বর্ণমালার উদ্ভব হয় - ব্রাহ্মী লিপি হতে।
- বাংলা লিপি/ বর্ণমালা লিখা হয় - বঙ্গলিপি দ্বারা।
- ধারাটি এমন : ভারতীয় লিপিমালা > ব্রাহ্মী লিপি > পূর্বী লিপি > বাংলা লিপি ও বর্ণমালা।
- বাংলা লিপির গঠন কাজ শুরু হয় পাল আমলে তবে স্থায়ী রূপ লাভ করে পাঠান আমলে।
- বাংলা লিপির বা বর্ণমালার অব্যবহিত পূর্ব লিপি - কুটিল লিপি ।
- বাংলা মুদ্রণ যন্ত্র আবিষ্কার হয় - ১৮০০ সালে।
- বাংলাদেশে প্রথম ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হয় - রংপুরে, ১৮৪৭ সালে।
- ঢাকায় প্রথম ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হয় - ১৮৬০ সালে। নাম - বাংলা প্রেস।

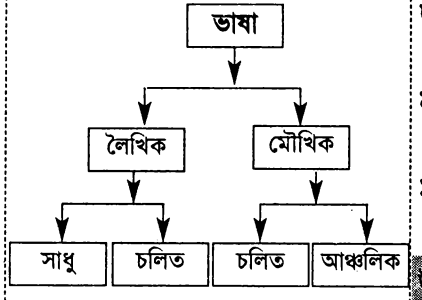


- ভাষার লৈখিকরূপ বা রীতি দুটি, যথা–

১. সাধুরীতি (Standard Written form)।
২. চলিত রীতি (Standard Colloquial style)। (ইংরেজীসহ মুখস্ত করবে এবং নিচের তথ্যগুলো মনে রাখবে)।

- সাধু ও চলিত ভাষার পার্থক্য সূচিত হয় - ক্রিয়া ও সর্বনাম পদে।

| সাধু | চলিত | সাধু | চলিত |
|---|---|---|---|
| মস্তক | মাথা | জুতা | জুতো |
| তুলা | তুলো | শুষ্ক/শুকনা | শুকনো |
| বন্য | বুনো | গ্রাম্য | গেঁয়ো |
| মুঠা | মুঠো | খোলস | খোসা |
| পূর্বেই | আগেই | ইতোমধ্যে | এর মাঝে |
| সহিত | সঙ্গে/সাথে | চিনা | চেনা |
| যাইও | যেয়ো | লিখে | লেখে |
| দিয়া | দিয়ে | সেই | সে |
| এই/ইহা | এ | | |

## অনুশীলন

**১. পৃথিবীর আদি ভাষার নাম কী?**
ক) ইন্দো-ইউরোপীয় খ) প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা
গ) বাল্টো স্লাভেনীয় ঘ) গ্রীক ভাষা

**২. বাংলা ভাষা কোন্ ভাষা থেকে জন্ম?**
ক) সংস্কৃত খ) পালি
গ) বৈদিক ঘ) বঙ্গ-কামরূপী

**৩. কণ্ঠ্য, জিহ্বা, তালু, দন্ত্য, নাসিকা, ওষ্ঠ্য- এগুলোকে এক কথায় কী বলে?**
ক) বাক-প্রত্যঙ্গ খ) কণ্ঠ্য ধ্বনি
গ) মুখ-মন্ডল ঘ) বাগ্‌যন্ত্র

**৪. বাংলা ভাষায় প্রচলিত বিদেশী শব্দের ভাবানুবাদমূলক প্রতিশব্দকে কী বলে?**
ক) অনুবাদ খ) সমার্থক
গ) মিশ্র ঘ) পারিভাষিক

**৫. কী ভেদে ভাষার পার্থক্য ও পরিবর্তন ঘটে?**
ক) দেশ খ) দেশ, কাল ও পরিবেশ
গ) কাল ঘ) পরিবেশ

**৬. বর্তমানে পৃথিবীতে কতটি ভাষা প্রচলিত আছে?**
ক) দুই হাজার
খ) সাড়ে তিন হাজারের উপর
গ) পাঁচ হাজার
ঘ) আড়াই হাজার

**৭. 'চৌ-হদ্দি' শব্দটি কোন্ কোন্ ভাষার সমষ্টি ?**
ক) ফারসি + আরবি খ) বাংলা + ফারসি
গ) বাংলা + আরবি ঘ) উর্দু + ফারসি

**৮. বর্তমানে পৃথিবীতে কত লোকের মুখের ভাষা বাংলা?**
ক) ১৮ কোটি খ) ২০ কোটি
গ) ২৫-৩০ কোটি ঘ) ১৩ কোটি

**৯. পৃথিবীর সব ভাষারই কী আছে?**
ক) সাধু ভাষা খ) চলিত ভাষা
গ) উপভাষা ঘ) মানুষ

**১০. বাংলা ভাষার দুটো রূপ কী?**
ক) লৈখিক ও মৌখিক খ) সাধু ও চলিত
গ) চলিত ও কথ্য ঘ) চলিত ও আঞ্চলিক

উত্তর : ১. ক, ২. ঘ, ৩. গ, ৪. গ, ৫. গ, ৬. খ, ৭. ক, ৮. গ, ৯. গ, ১০. ক

e book for bd. blogspot .com BOIGHAR.COM www .facebook .com/ Edu Job 2018

Join FB Group "Career Opportunity in Bangladesh" : bit.ly/ Join COB

# প্রথম আধুনিক বাঙালি-মুসলমান কথাসাহিত্যিক সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ

- মোঃ জসীম উদ্দিন

বাংলা সাহিত্যজগতে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ একটি বিশিষ্ট ও উজ্জ্বল নাম। বাংলার মুসলমান সমাজের অর্ধ-শতাব্দীর জড়তা দূর করে আধুনিক ধারায় ও রীতিতে সাহিত্যচর্চার সূত্রপাত করেন মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৭-১৯১১)। মীর মশাররফ হোসেন ছিলেন বঙ্কিম যুগের অন্যতম প্রধান মুসলমান গদ্যশিল্পী। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও মীর মশাররফ হোসেন থেকে যে-বাংলা কথাসাহিত্যের ধারা উৎসারিত হয়েছে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ সে ধারার উত্তরসূরী। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ প্রথাগত ধারার কোনো শিল্পী ছিলেন না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর মানব-চৈতন্যের বিপন্নতা আর মানুষের সামূহিক অস্তিত্ব-অন্বেষাই ছিল তাঁর সাহিত্যকর্মের কেন্দ্রীয় বিষয়। আধুনিক মানুষের সত্তাসঙ্কট ও অস্তিত্ব-জিজ্ঞাসাই তাঁর উপন্যাস-ছোটগল্প-নাটকে শিল্পরূপ লাভ করেছে। অর্থাৎ গভীর জীবনবোধ, অন্তর্লোকের রহস্য অনুসন্ধান স্পৃহা ও সংস্কারকামী মনের অভিব্যঞ্জনায় তাঁর উপন্যাস, ছোটগল্প ও নাটক ঋদ্ধ। ব্যক্তিজীবন ও সমাজসমস্যার পটে ধর্মীয় ও সামাজিক কুসংস্কার, মূল্যবোধের বিপর্যয় এবং মানসিক স্খলন পতনের আলেখ্য তাঁর রচনায় উজ্জ্বলভাবে চিত্রিত। অস্তিত্ববাদী দর্শনই তাঁর সাহিত্যিক প্রতিভা নির্মাণে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে। এ দর্শনের আলোতেই তিনি হতাশা ও ব্যর্থতাকে অতিক্রম করে জীবন সম্পর্কে একটি সুষ্ঠু ধারণা প্রকাশ করেছেন। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ ১৯২২ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ আগস্ট চট্টগ্রামের ষোলশহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর আদি নিবাস নোয়াখালী। তাঁর পিতা সৈয়দ আহমদউল্লাহ ছিলেন অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট। মাতা নাসিম আরা খাতুন।মাত্র আট বছর বয়সে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর মাতৃবিয়োগ ঘটে। তাঁর মায়ের মৃত্যুর পর ওয়ালীউল্লাহর পিতা পুনরায় বিয়ে করেন টাঙ্গাইলের করোটিয়ার এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে। বিমাতা ও বৈমাত্রেয় ভাই-বোনদের সাথে ওয়ালীউল্লাহর যথেষ্ট মধুর সম্পর্ক ছিল। পিতার চাকরিসূত্রে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া করেন। তিনি কুড়িগ্রাম হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিক (১৯৩৯), ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজ থেকে আই.এ (১৯৪১) এবং আনন্দ মোহন কলেজ থেকে ডিস্টিংকশনসহ বি.এ (১৯৪৩) পাস করেন। পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি বিভাগে ভর্তি হলেও শেষ পর্যন্ত তা শেষ করেননি। ফেনী হাইস্কুলে ছাত্র থাকাকালেই সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর সাহিত্যচর্চার সূত্রপাত হয়। এ সময় তিনি হাতে লেখা পত্রিকা 'ভোরের আলো' সম্পাদনা করেন। তাঁর প্রথম গল্প 'হঠাৎ আলোর ঝলকানি' ঢাকা কলেজ ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়। ইংরেজি-বাংলা উভয় ভাষায় তাঁর দক্ষতা ছিল। তিনি 'কনটেম্পোরারি' নামে একটি ইংরেজি পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৯৪৫-৪৭ সাল পর্যন্ত তিনি কলকাতার 'দৈনিক স্টেটসম্যান' পত্রিকার সাব-এডিটর ছিলেন। সওগাত, মোহাম্মদী, বুলবুল, পরিচয়, অরণি, পূর্বাশা প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর লেখা প্রকাশিত হতো। ১৯৪৭ সালে দেশ ভাগের পর ওয়ালীউল্লাহ ঢাকায় এসে প্রথমে ঢাকা বেতার কেন্দ্রের সহকারী বার্তা-সম্পাদক ও পরে করাচি কেন্দ্রের বার্তা-সম্পাদক (১৯৫০-৫১) হন। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ ১৯৫৫ সালের ৩ অক্টোবর ফরাসিনী আন-মারি লুই রোজিতা মার্সেল তিবোকে বিয়ে করেন। তিনি ছিলেন ফরাসি দূতাবাসের কর্মকর্তা। বিয়ের সময় আন-মারি লুই রোজিতা মার্সেল তিবো ধর্মান্তরিত হয়ে আজিজা মোসাম্মত নাসরিন নাম ধারণ করেন। তাঁদের সিমিন ওয়ালীউল্লাহ নামে এক কন্যা ও ইরাজ ওয়ালীউল্লাহ নামে একপুত্র সন্তান রয়েছে। ১৯৫১-৬০ সাল পর্যন্ত তিনি পাকিস্তান সরকারের পক্ষে নয়াদিল্লি, সিডনি, জাকার্তা ও লন্ডনে বিভিন্ন উচ্চ পদে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৬০-১৯৬৭ সাল পর্যন্ত তিনি প্যারিসে পাকিস্তান দূতাবাসের ফার্স্ট সেক্রেটারি এবং ১৯৬৭-৭১ সাল পর্যন্ত ইউনেস্কোর প্রোগ্রাম স্পেশালিস্ট ছিলেন। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে প্রচারকার্য চালান এবং বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর সঙ্গে ফরাসি একাডেমির সদস্য পিয়ের এমানুয়েল, আঁদ্রে মারলো প্রমুখ বুদ্ধিজীবীর সহযোগিতায় বাংলাদেশের পক্ষে বিশ্বজনমত গড়ে তোলার চেষ্টা করেন।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর তিন দশকের (চল্লিশ-পঞ্চাশ-ষাট) সাহিত্যচর্চায় বাংলা ভাষায় মোট নয়টি এবং ইংরেজি ভাষায় একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হলেও বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত কিন্তু স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয় নি এরকম তাঁর ৩৪ টি গল্প রয়েছে। তার দুইটি **গল্পগ্রন্থ** - নয়নচারা (১৯৫১), দুই তীর ও অন্যান্য গল্প (১৯৬৫) ; চারটি উপন্যাস (৩টি বাংলা ভাষায়)- লালসালু (১৯৪৮), চাঁদের অমাবস্যা (১৯৬৪), কাঁদো নদী কাঁদো (১৯৬৮) ও The Ugly Asian (ইংরেজিতে রচিত) এবং চারটি নাটক- বহিপীর (১৯৬০), সুড়ঙ্গ (১৯৬৪), তরঙ্গভঙ্গ (১৯৬৬), উজানে মৃত্যু (১৯৬৬) রচনা করেন।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ মূলত লেখালেখি শুরু করেন ১৯৪১/১৯৪২ সালে। তাঁর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ 'নয়নচারা' (১৯৫১)। এ গ্রন্থের নামগল্প পঞ্চাশের মন্বন্তর ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিতে ময়ূরাক্ষীর স্মৃতিময় জনপদ আমু চরিত্রের মাধ্যমে উদ্ভাসিত হয়েছে। নয়নচারা গ্রন্থের অন্য গল্পগুলোর মধ্যে রয়েছে: জাহাজী, পরাজয়, মৃত্যু-যাত্রা, খুনী, রক্ত প্রভৃতি। তাঁর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গল্প হচ্ছে– দুই তীর, একটি তুলসী গাছের কাহিনী, পাগড়ী, কেরায়া, মালেকা, স্তন, মতিনউদ্দিনের প্রেম ইত্যাদি। মানুষের অস্তিত্বসঙ্কট, নিঃসঙ্গতা, অভিসঙ্গা, অনুশোচনা আর অস্তিত্ব মুক্তির বাসনা সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর গল্পের মূলবিষয়। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর বহুলপঠিত গ্রন্থ **'লালসালু' (১৯৪৮)**। এটি তাঁর প্রথম উপন্যাস। এ উপন্যাসে চিত্রিত হয়েছে ধর্মব্যবসায়ী মজিদের অস্তিত্বের অন্তর্সঙ্কট। বহির্মুখী জীবন নয়,বরং মজিদের অভ্যন্তর সঙ্কট-সংশয় এবং নৈঃসঙ্গ্য এ উপন্যাসের মূল প্রতিপাদ্য। মজিদ চরিত্রের মাধ্যমে লেখক এ উপন্যাসে চিত্রিত করেছেন বাংলাদেশের ধর্মব্যবসায়ীদের শোষণ ও ভণ্ডামির চিত্র। নিমতলীর বাসায় অবস্থানকালে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ এ উপন্যাস রচনায় হাত দেন। মিসেস মেরি ওয়ালীউল্লাহ প্রথম লালসালু (১৯৪৮) উপন্যাস 'লারব্র সাঁ রাসিন' (L'arbre sans racines) নামে ফরাসি ভাষায় অনুবাদ করেন। L'arbre sans racines অর্থ 'শিকড়হীন গাছ'। পরে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ নিজেই এটি Tree Without Roots (১৯৬৭) নামে ইংরেজিতে অনুবাদ করেন ।এ উপন্যাসের উল্লেখযোগ্য চরিত্র: মজিদ, জমিলা, রহিমা, আমেনা, খালেক ব্যাপারী প্রভৃতি।

**চাঁদের অমাবস্যা (১৯৬৪)** উপন্যাসে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ যুবক শিক্ষক আরেফ আলী ও বাহ্যত পীরসুলভ কাদের চরিত্রের মাধ্যমে অস্তিত্ববাদী দর্শনের চরিত্রায়ন করেছেন। এটি একটি মনঃ-সমীক্ষণমূলক অস্তিত্ববাদী উপন্যাস। এ উপন্যাসের উল্লেখযোগ্য চরিত্র: আরেফ আলী, কাদের (দরবেশ), আলফাজ উদ্দিন (দাদা সাহেব)।

**কাঁদো নদী কাঁদো (১৯৬৮)** উপন্যাসে মুহাম্মদ মুস্তফা, বাকাল নদী, খোদেজা ও কতিপয় চরিত্রের মাধ্যমে কুমুরডাঙা জনপদের জীবনকাহিনী পরাবাস্তববাদী পরিচর্যায় উপস্থাপন করেছেন ঔপন্যাসিক সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ। এ উপন্যাসের আরও কিছু চরিত্র : খেদমতুল্লাহ, সখিনা, কফিলউদ্দিন প্রভৃতি। কথাসাহিত্যের মতো নাটকেও, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ বিষয়ভাবনা ও প্রকরণনিষ্ঠায় ব্যতিক্রমী জীবনার্থ-ঋদ্ধ,পরীক্ষাপ্রিয় এবং তপস্যাশুদ্ধ শিল্পী। **বহিপীর** নাটকে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ এদেশের ধর্মসম্পৃক্ত ব্যক্তিদের নিবিড়-যাতনা এবং আসন্ন বিপর্যয়কে শিল্প উপাদান হিসেবে ব্যবহার করেছেন। ভাসমান একটি বজরার দুটি কামরাই এ নাটকের মঞ্চ। তাহেরা, হাশেম, বহিপীর প্রভৃতি এ নাটকের উল্লেখযোগ্য চরিত্র।

**তরঙ্গভঙ্গ (১৯৬৬)** নাটকে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ সমাজবিচ্ছিন্ন, সত্তাবিচ্ছিন্ন এবং দুর্ভর মানবিক দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ জজ সাহেবের ব্যক্তিসত্তার ও অস্তিত্বের পরাভব অঙ্কন করেছেন।এ নাটকের ভিখারিনী চরিত্রের সংলাপে সম্পূর্ণ নাটকের মূলসুর ব্যঞ্জনা লাভ করেছে 'আহা! একাকী প্রান্তর অতিক্রম করতে চেয়েছিলো, দড়ির বন্ধনে সে যাত্রার অবসান ঘটেছে।' সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ নিয়ত পরীক্ষার মধ্য দিয়ে নিজের সৃষ্টিকে বিশুদ্ধ করার চেষ্টা করেছেন। বিষয়বস্তুতে তিনি যেমন নতুনত্ব আনয়ন করেছেন, তেমনি প্রকাশরীতিতেও তাঁর নতুনত্বের ছাপ রয়েছে। বাংলা সাহিত্যের অন্যতম আঙ্গিক সচেতন লেখক হিসেবে তিনি পরিচিত। তাঁর সম্পর্কে বলা হয় যে তিনি পাঠকদের লেখক নন, তিনি লেখকদের লেখক। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ তাঁর সাহিত্যকৃতির সম্মানসূচক অনেক পুরস্কার লাভ করেছেন- বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৬১), আদমজি পুরস্কার (১৯৬৫), একুশে পদক (১৯৮৩) উল্লেখযোগ্য। ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ১০ অক্টোবর প্যারিসে ৪৯ বছর বয়সে প্রখ্যাত এ লেখকের জীবনবসান ঘটে।

e book for bd. blogspot .com BOIGHAR.COM www .facebook .com/ Edu Job 2018

Join FB Group "Career Opportunity in Bangladesh" : bit.ly/ Join COB


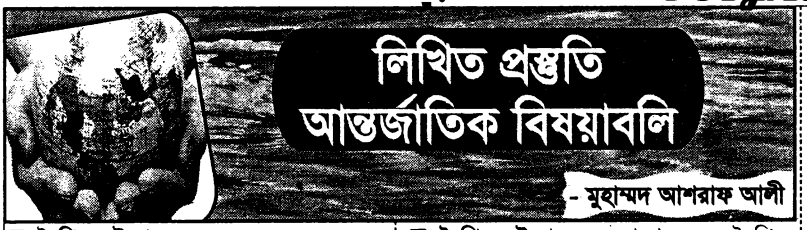


❑ **বৈশ্বিক উষ্ণায়ন (Global Warming) বলতে কী বুঝেন?**

বৈশ্বিক উষ্ণতা বর্তমান বিশ্বে অন্যতম প্রধান আলোচ্য বিষয় এবং পরিবেশগত প্রধান সমস্যাসমূহের অন্যতম। বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির প্রভাবেই জলবায়ুর পরিবর্তন হচ্ছে। বৈশ্বিক উষ্ণতা জলবায়ু পরিবর্তনের এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান এবং এটি প্রক্রিয়াগতভাবে গ্রিন হাউস ইফেক্ট এর সাথে সম্পৃক্ত। গ্রিন হাউস এর প্রভাবে আজ বিশ্ব পরিবেশ হুমকির মুখে, পানির নিচে তলিয়ে যাওয়ার ভয়ে চিন্তিত সমুদ্র উপকূলবর্তী দেশগুলো। গ্রিন হাউস গ্যাসের প্রভাবে বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতা বৃদ্ধিই হলো (Global Warming) বা বৈশ্বিক উষ্ণায়ন। একশত বছর পূর্বের গড় তাপমাত্রার তুলনায় বর্তমান বিশ্বে গড় তাপমাত্রা প্রায় ০.৬০ ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি পেয়েছে।

সাধারণত গ্রিন হাউস গ্যাসের প্রভাবে বায়ুমণ্ডলের দিন দিন যে তাপমাত্রা বেড়ে যাচ্ছে বা উষ্ণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে তাই হলো (Global Warming) বা বৈশ্বিক উষ্ণায়ন, অর্থাৎ তাপ আটকে পড়ে বায়ুমণ্ডলে সর্বাধিক তাপমাত্রা বৃদ্ধিই হচ্ছে বৈশ্বিক উষ্ণায়ন বা গ্লোবাল ওয়ার্মিং।

গ্রিন হাউস গ্যাসের প্রভাবে বৈশ্বিক তাপমাত্রা বাড়ছে দিন দিন। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলকে গ্রিন হাউসের সাথে তুলনা করা হয়, কারণ গ্রিন হাউস নামক ঘরে নির্দিষ্ট তাপ ধরে রাখা হয়, তাপ ঘরের বাইরে যেতে পারেনা। অনুরূপভাবে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলকে ঘিরে বিভিন্ন গ্যাসের স্তর রয়েছে, যা গ্রিন হাউস গ্যাস নামে পরিচিত। এ গ্যাসের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে কার্বন ডাই-অক্সাইড, মিথেন, সিএফসি ইত্যাদি। গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর জন্য প্রধানত কার্বন ডাই-অক্সাইড দায়ী। আর ওজন স্তরের ক্ষতির জন্য প্রধানত সিএফসি দায়ী।

আমরা জানি যে, পৃথিবীর শক্তির প্রধান উৎস হচ্ছে সূর্য। সূর্য থেকে আগত তাপশক্তি পৃথিবী পৃষ্ঠকে উত্তপ্ত করে এবং অধিকাংশ তাপশক্তি বিকিরিত হয়ে পুনরায় বায়ুমণ্ডলে ফিরে যায়, কিন্তু মানব সৃষ্ট পরিবেশ দূষণের কারণে বায়ুমণ্ডলে গ্রিন হাউসের পরিমাণ আশঙ্কাজনক হারে বেড়ে যাচ্ছে বিশেষ করে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ, আর এর ফলে বায়ুমণ্ডলে গ্রিন হাউসের স্তর ভারী হচ্ছে দিন দিন যার কারণে বিকিরিত তাপশক্তি বায়ুমণ্ডলে ফিরে যাওয়ার পথে বাধা পাচ্ছে এবং বায়ুমণ্ডলে আটকে পড়ছে। আর এভাবে তাপ আটকে পড়ে সার্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাওয়াই হচ্ছে বৈশ্বিক উষ্ণতা বা গ্লোবাল ওয়ার্মিং।

❑ **বৈশ্বিক উষ্ণায়নের কারণসমূহ–** বৈশ্বিক উষ্ণতার কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয় বায়ুমণ্ডলের গ্রিন হাউস গ্যাসসমূহের বিশেষ করে কার্বন ডাই-অক্সাইডের উপস্থিতির মাত্রার উত্তরোত্তর বৃদ্ধিকে। পরিবেশ বিজ্ঞানীদের মতে, বিশ্বের শিল্পপ্রধান দেশগুলো যে পরিমাণ কার্বন নিঃসরণ করছে তাতে আগামী ২০৫০ সাল নাগাদ পৃথিবী পৃষ্ঠের তাপমাত্রা ১.৫ ডিগ্রি থেকে ২.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত এবং ২১০০ সালের মধ্যে তা বেড়ে ৬.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছাড়িয়ে যেতে পারে।

নিচে প্রধান প্রধান কারণসমূহ দেয়া হলো–

(১) কার্বন নিঃসরণের হার বৃদ্ধি।
(২) জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যাপক ব্যবহার।
(৩) অপরিকল্পিত শিল্পায়ন।
(৪) বৃক্ষ নিধন।
(৫) আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত।
(৬) নব্য প্রযুক্তির অপব্যবহার।
(৭) জনসংখ্যা বৃদ্ধি।

❑ **বৈশ্বিক উষ্ণতার প্রতিক্রিয়া/প্রভাব/ফলাফল :** বৈশ্বিক উষ্ণতার প্রভাব প্রাকৃতিক পরিবেশকে মারাত্মক হুমকির মুখে ফেলে দিয়েছে এবং এর প্রভাব পড়ছে পৃথিবীর পুরো মানবজাতির উপর। উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে জীববৈচিত্র্যের ব্যাপক পরিবর্তন ঘটছে। নিচে গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর বিরূপ প্রভাব তুলে ধরা হলো–

(১) জলবায়ুর পরিবর্তন।
(২) পৃথিবীর গড় তাপমাত্রার বৃদ্ধি।
(৩) মেরু এলাকার বরফ গলন।
(৪) ঋতুর পরিবর্তন।
(৫) সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি।
(৬) খরা ও দাবানলের সৃষ্টি।
(৭) শস্য উৎপাদন ব্যাহত।
(৮) রোগবালাই বৃদ্ধি।
(৯) পৃথিবীর নিম্নাঞ্চল তলিয়ে যাবে।

❑ **জলবায়ুর পরিবর্তন** জলবায়ু পরিবর্তন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মানব জীবনকে জলবায়ু নানাভাবে প্রভাবিত করে। আবহাওয়া ও জলবায়ুর প্রভাবে আমরা স্বাভাবিক জীবনযাপন করে থাকি। কিন্তু বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে বিশ্বের আবহাওয়া ও জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটছে। এতে স্বাভাবিক জীবনযাপন ব্যাহত হচ্ছে। আবহাওয়া বলতে আমরা বুঝি কোনো স্থানে বায়ুমণ্ডলের স্বল্পসময়ের বায়ুপ্রবাহ, আর্দ্রতা, বৃষ্টিপাত, তাপমাত্রা ইত্যাদির অবস্থাগুলোকে। আর জলবায়ু বলতে আমরা বুঝি কোনো স্থানের দীর্ঘদিনের অন্তত ২৫-৩০ বছরের বা তারও বেশি সময়ের আবহাওয়ার গড় অবস্থানকে। আসলে আবহাওয়া ও জলবায়ুর মধ্যে পার্থক্য হলো মূলত সময়ের ব্যবধান। অর্থাৎ জলবায়ু হলো কোনো স্থানের দীর্ঘসময়ের আবহাওয়ার চাপ, তাপ, বায়ু প্রবাহ, বায়ুর আর্দ্রতা, বৃষ্টিপাত, হিমপ্রবাহ, ঋতুর পরিবর্তনসহ সকল আবহাওয়ার গড় হিসাব বা গড় অবস্থান। জলবায়ু পরিবর্তন বলতে সাধারণত বুঝায় আবহাওয়ার দীর্ঘমেয়াদী ও স্বল্পমেয়াদী পরিবর্তন। এ পরিবর্তন প্রাকৃতিক ভাবেই ঘটে। কোনো জায়গার গড় জলবায়ুর দীর্ঘমেয়াদী ও অর্থপূর্ণ পরিবর্তন যার ব্যাপ্তি কয়েক বছর থেকে লক্ষ বছর পর্যন্ত হতে পারে তাকে জলবায়ু পরিবর্তন বলে।

জাতিসংঘের আবহাওয়া বিষয়ক সংস্থা WMO বা World Meteorological Organization এর মতে, The climate change is a change in the statistical distribution of weather patterns when that change last for an extended period of time (decades to millions of years).

জলবায়ুর পরিবর্তন প্রাকৃতিক নিয়মেই ঘটে থাকে তবে বর্তমানে মানবসৃষ্ট দূষণের কারণে জলবায়ু পরিবর্তনের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। গ্রিন হাউস প্রতিক্রিয়ার ফলে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে জলবায়ু পরিবর্তন অতিদ্রুত ঘটছে। মানুষের অন্যান্য কর্মকাণ্ডের ফলেও জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে আবহাওয়ার চরমভাবাপন্নতাই পরিবেশের বেশি ক্ষতি হতে পারে এবং এর ফলে হবে প্রচণ্ড খরা ও ঝড়, পরিণামে ঘটবে সম্পদ ও প্রাণহানি, বাড়বে রোগ বালাই। দেখা দিবে খাদ্য সংকট।

নতুন সংস্করণ এখন বাজারে
যেকোনো প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য
ওরাকল
আন্তর্জাতিক প্রস্তুতি হ্যান্ডনোট
সর্বাধিক প্রশ্ন সংবলিত সাল ও তারিখভিত্তিক ঘটনাপঞ্জি বিষয়ভিত্তিক পর্যালোচনা

English Grammar

# Noun & The Determiners

Part-4

– Mostak Ahmed

*অক্টোবর মাসের পর...*

**Compound Noun :** একাধিক Word যুক্ত হয়ে 'Noun' এর কাজ করলে তাকে Compound Noun বলে। বহুল প্রচলিত Compound Noun হলো Noun + Noun। যেমন College girl। এছাড়াও অনেকভাবে Compound Noun গঠিত হতে পারে, যেমন :

(i) Noun + Gerund = Hand writing
(ii) Gerund + Noun = Waiting list / writing table.
(iii) Adjective + Noun = Sweetheart
(iv) Preposition + Noun = Afternoon
(v) Preposition + Verb = Income / Overflow
(vi) Noun + Verb = Sunrise
(vii) Verb + Noun = Call girl
(viii) Noun + Preposition + Noun = Father-in-law

**Previous Questions :**

i. This is my writing table. *[পি. এস. সি: ২০১১]*
ⓐ Complement ⓑ Object to a Preposition
ⓒ Compound Noun ⓓ Noun Ans. ⓒ

ii. Identify the correct compound word - Noun + Adjective : *[বি.দা.বি.প্র.বি. -'১৩-১৪]*
ⓐ Look-up ⓑ Snow-white
ⓒ Left - over ⓓ Sweet-heart Ans. ⓑ

**Determiners :** 'Articles' এবং কিছু 'Ajectives' কে ইংরেজি ব্যাকরণে 'Determiners' বলা হয়ে থাকে। 'Determiners' মূলত 'Adjective' রূপে বাক্যে ব্যবহৃত হয়ে থাকে, তাই তারা Noun কে Modify করে।

**Countable এবং Uncountable Noun - এ Determiners - এর ব্যবহার :** নির্দিষ্ট কিছু 'Determiners' শুধু Countable Noun - এর সাথে এবং নির্দিষ্ট কিছু 'Determiners' শুধু Uncountable Noun - এর সাথেই ব্যবহৃত হয়। আবার এমন কিছু 'Determiners' আছে যারা Countabe এবং Uncountable উভয় Noun - এর সাথেই ব্যবহৃত হয়। নিচের তালিকাটি লক্ষ করুন :

| **Countable Noun** -এর ক্ষেত্রে, | **Uncountable Noun** - এর ক্ষেত্রে, |
|---|---|
| A | Any |
| A, an, the | The |
| Almost all (of the) | Almost all (of the) |
| All (of the) | All (of the) |
| A great deal of | A great deal of |
| A lot of | A lot of |
| Another | — |
| Both | — |
| Few, a few, the few | Little, a little, the little |
| Fewer - than | Less - than |
| More - than | More - than |
| None, one, two, three | None |
| Number of | Amount of |
| Only a few, | Only a little |
| Many | Much |
| Several | — |
| Some (of the) | Some (of the) |
| That, this, those, these | That, this |

**Number of এবং Amount of :** 'A large / small number of' এর পর Plural Countable Noun বসে। আবার A large / small amount of -এর পর Uncountable Noun বসে।

**Structure :**

A {large / small} number of + Plural Countable Noun + ext.

A {large / small} amount of + Uncountable Noun + ext.

**Examples :** A large number of questions have been asked here. A small amount of money has been given to the school as a monthly donation.

**Almost all (of the) এবং 'Most of the' :** Almost all (of the) এবং most (of the) - এর পর Plural Countable Noun হলে Verb Plural হবে কিন্তু এদের পর Uncountable Noun হলে Verb Singular হবে।

**Structure :**

(i) Almost all / Almost all (of the) / most / most of the + Plural Countable Noun + Plural Verb
(ii) Almost all / Almost all of the / most / most of the + Uncountable Noun + Singular Verb

**Examples :**

(i) There were almost sixty people in the party.
(ii) Most tap water is drinkable.
(iii) Most of the information was correct.
(iv) Almost all of the drivers are not skillful enough to get the licence.

**A lot of / lots of :** 'A lot of' countable ও Uncountable উভয় Noun -এর পূর্বে বসতে পারে; কিন্তু lots of কেবল Plural Countable Noun এর পূর্বে বসে।

**Example :** A lot of people are crossing the boarder in search of better living.
A lot of money is needed to complete the project.
Lot of apples are coming from abroad.

**Previous Questions :**

i. **There are ____ dangerous drivers.** *[24th BCS]*
ⓐ A very lot of ⓑ Very many of
ⓒ Very much of ⓓ A lot of ***Ans. ⓒ***

ii. **There is __ dust on these books fatch me a duster.** *[Sub Reg. -'03]*
ⓐ A lot of ⓑ Plenty of
ⓒ A good deal of ⓓ Lot of ***Ans. ⓐ***

iii. **Choose the correct sentence.** *[DU (Unit) -' [11-12]*
ⓐ We have many works to do in summer.
ⓑ We have much works to do in summer.
ⓒ We have a lots of work to do in summer.
ⓓ We have lots of works to do in summer. ***Ans. ⓒ***

# English Literature Part-4
# Major Writers & Their Major Works

- Mostak Ahmed

## The Renaissance Period (1500-1660)

### University Wits

১৫৯০-এর দশকে, শেক্সপিয়র লেখা আরম্ভ করার আগে লন্ডনে একদল উদ্যমী তরুণ নাট্যকার ও পুস্তিকা রচয়িতার আবির্ভাব ঘটে যাঁরা অক্সফোর্ড ও কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করা উচ্চ শিক্ষিত জনপ্রিয় ধর্ম নিরপেক্ষ সাহিত্যিক হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। তাঁদের বুদ্ধিদীপ্ত লেখনী, ভাষা দক্ষতা ও কাব্য প্রতিভা তৎকালীন জনপ্রিয় নাট্যসাহিত্যে আমূল পরিবর্তন সাধন করে। তাঁদেরকে ইংরেজি সাহিত্যের প্রথম দিককার পেশাজীবী সাহিত্যিক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। জীবিত থাকাকালীন তাঁদেরকে 'University Wits' বলা হতো না। উনবিংশ শতাব্দীতে লেখক ও সাংবাদিক জর্জ সেইন্টবুরি (George Saintbury) সর্বপ্রথম 'University Wits' Term টি ব্যবহার করেন। পরবর্তীতে বিংশ শতাব্দীতে এসে Term টি সর্বক্ষেত্রে উন্মোচিত হয়েছে।

**University Wits** - এর তালিকা নিম্নরূপ :

⇒ **John Lyly (1554-1606)**
⇒ **Thomas Lodge (1558-1625)**
⇒ **Christopher Marlowe (1564-1593)**
⇒ **Robert Greene (1560-1592)**
⇒ **Thomas Nashe (1507-1601)**
⇒ **George Peele (1558-1598)**

*Note : Thomas Kyd বিশ্ববিদ্যালয়ে না পড়া সত্ত্বেও অনেকেই তাকে 'University Wits' হিসেবে বিবেচনা করে থাকে।*

**John Lyly :** John Lyly মূলত একজন নাট্যকার ছিলেন। ১৫৭৮ সালে ২৪ বছর বয়সে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'Euphues : The Anatomy of Wit' প্রকাশিত হয়। তাঁর বিখ্যাত কমেডিগুলো হলো 'Endymion' (1591); 'Campaspe' (1584); 'Sapho and Phao' (1584); 'Gallathea' (1592); 'Midas'(1392); 'Mother Bombie' (1594); বিখ্যাত Proverb "All is fair in love and war" তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ Euphues থেকে সংকলিত।

**Thomas Lodge :** ১৫৫৮ সালে জন্মগ্রহণকারী Thomas Lodge একই সাথে ছিলেন ডাক্তার ও লেখক। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'The Wounds of Civil War' প্রকাশিত হয় ১৫৯৪ সালে, যদিও এটি লেখেন ১৫৮৭ সালে। Lodge ও Robert Greene - এর যৌথ প্রচেষ্টার ফসল হলো 'A Looking Glass for London and England' নামক নাটকটি। এটির প্রকাশকাল - ১৫৯০ সাল।

তাঁর অন্যান্য সাহিত্যকর্মের মধ্যে উল্লেখযোগ্য: 'Rosalynde', 'The Life and Death of William Longbeard' (1593), 'A Treatise' of the Plague' (1603)।

**Christopher Marlowe :** 'The Father of English Tragedy' হিসেবে খ্যাত 'Christopher Marlowe' ছিলেন Elizabethan যুগের একজন শ্রেষ্ঠ নাট্যকার, কবি ও অনুবাদক। ইংল্যান্ডের 'ক্যান্টারবুরি'তে জন্ম নেওয়া এই খ্যাতিমান সাহিত্যিক Shakespeare- এর থেকে ২ মাসের বড়। Shakespeare- এর সমসাময়িক এ সাহিত্যিক ছিলেন একজন University Wit। তিনি মাত্র ২৯ বছর বয়সে গুপ্ত হত্যার শিকার হন।

**উপাধিসমূহ :**

- Father of English Tragedy
- The Morning Star (Tennyson কর্তৃক)
- Father of Blank Verse in English Drama.

**বিখ্যাত সাহিত্যকর্ম :**

**Tamburlaine Part - 1 (1507), Part - 2 (1587-1588) :** মোগল সম্রাট বাবরের পূর্বপুরুষ তৈমুর লং-এর রাখাল থেকে বিখ্যাত যোদ্ধা হবার কাহিনী বিস্তারিত ফুটে উঠেছে এই বিখ্যাত নাটকটিতে।

**Doctor Faustus :** নাটকটির পুরো নাম The Tragical History of Doctor Faustus। এটি একটি Morality Play (Play full of didactic ideas)। নাটকটির বাংলা অনুবাদ করেন জিয়া হায়দার।

**নাটকটির চরিত্রসমূহ** Doctor John Faustus (Protagonist); Wagner; Mephistopheles; Lucifer; Good Angel and Bad Angel; Beelzebub.

**কাহিনি সংক্ষেপ :** Marlowe 'Doctor Faustus' নাটকটিতে মানুষের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা, লোভ, লোভের ফলে পতন এবং সবশেষে নরকবাসের বর্ণনা দিয়েছেন। নাটকটির Protagonist 'Doctor Faustus' অধিক জ্ঞান ও ক্ষমতার লোভে শয়তান 'Lucifer' এর সাথে রক্ত দিয়ে একটি চুক্তিতে সই করে যা 'The Davil's Pact' নামে পরিচিত। ২৪ বছরের জন্য করা এই চুক্তি শেষে 'Lucifer' 'Faustus'- এর আত্মা তাঁর কাছে নিয়ে যাবে। আর এই ২৪ বছর Lucifer এর দাস Mephistopheles দাস হয়ে থাকবে Doctor Faustus এর অধীনে। নাটকটিতে Good Angel এবং Bad Angel দু'জনেই Faustus কে তাদের নিজের দিকে টানার চেষ্টা করে। একসময় Faustus নিজের ভুল বুঝে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে কিন্তু তখন তার সময় শেষ। চুক্তি অনুসারে সে তার আত্মাকে দিতে বাধ্য হয়। মূলত Doctor Faustus ছিল অত্যধিক জ্ঞান ও ক্ষমতা লোভী। সে নারীসঙ্গ লিপ্সুও ছিল যার প্রমাণ পাওয়া যায়, যখন সে Mephistopheles এর মাধ্যমে গ্রীসের অনিন্দ্যসুন্দরী Helen কে হাজির করে। নাটকটিতে Marlowe রোমান ক্যাথলিক ধর্মমতের ৭টি পাপের উল্লেখ করেছেন যা Seven Deadly Sins নামে পরিচিত। 'Seven Deadly Sins' গুলো হলো– (i) Vainglory or Pride (অহংকার); (ii) Greed or covetousness (লোলুপতা); (iii) Lust (কামবাসনা); (iv) Envy (হিংসা); (v) Gluttony (ভোজনবিলাস); (vi) Wrath, or Anger (ক্রোধ); এবং (vii) Sloth (অলসতা)। এই ৭টি পাপের ফলে যে কেউ ঈশ্বর থেকে দূরে চলে যায় এবং ঈশ্বরনিন্দা করে। পরবর্তীতে নরকভোগ করে। Marlowe-এর Doctor Faustus নীতিমূলক নাটক যা তাঁর অমর কীর্তি।

Doctor Faustus নাটকের বিখ্যাত কিছু উক্তি:

⇒ 'Sweet Helen, Make me immortal with a kiss - [kisses her]'
Her lips suck forth my soul : See where it flies!-
⇒ 'Come, Helen, come, give me my soul again'.
'Here will I dwell, for heaven is in these lips'.

**The Jew of malta :** নাটকটির পুরো নাম - The Famous Tragedy of The Rich Jew of Malta। নাটকটির Protagonist হলো Barabas. Barabas সম্পদশালী ইহুদী কিন্তু অতি প্রতিহিংসা পরায়ণ ও ছল চাতুরীতে পটু ছিলেন। ধারণা করা হয় Shakespeare - এর 'The Merchant of Venice' Marlowe - এর 'The Jew of Malta' এর অনুকরণে লেখা। নাটকটির Shylock চরিত্রটির অনেক মিল পাওয়া যায় Marlowe - এর Barabas চরিত্রের সাথে।

**Edward - II :** এটি একটি ইতিহাস আশ্রিত নাটক। নাটকটি প্রকাশিত হয় ১৫৯৪ সালে।

**The Passionate Shepherd to His Love (Poem) :** এটি ইংরেজি সাহিত্যের সবচাইতে সুন্দর Lyric বা গীতিকবিতাগুলোর একটি। এই কবিতার বিখ্যাত দুটি লাইন:

Come, live with me and be my love,
And we will all the pleasures prove. (The Passionate Shepherd to His Love)

Christopher Marlowe এর কিছু উক্তি :

⇒ Man is the maker of own fate.
⇒ Money can't buy love, but it improves your bargaining position.
⇒ There is no sin but ignorance.

## Previous Questions

**i. Which of the following writing belong to the Elizabethan Period?** *[35th BCS]*
ⓐ Christopher Marlowe
ⓑ Alexander Pope
ⓒ John Dryden
ⓓ Samuel Beckett *Ans. ⓐ*

**ii. কোনটি Christopher Marlowe এর নাটক?** *[মহা হি. নিরী. ও নি. কা. অডি.-'১৪]*
ⓐ The Murder in the Cathedral
ⓑ You Never Can Tell
ⓒ Doctor Faustus
ⓓ Macbeth *Ans. ⓒ*

**iii. What is the main theme of Doctor Faustus?** *[পৃ. ও গণ. মন্ত্র. অ. পরি. স. প -'০৬]*
ⓐ Love ⓑ Thirst for Power
ⓒ Jealousy ⓓ Revenge *Ans. ⓑ*

**Introduction:** Many people don't understand why or how other people become addicted to drugs. They may mistakenly think that those who use drugs lack moral principles or willpower and that they could stop their drug use simply by choosing to. In reality, drug addiction is a complex disease, and quitting usually takes more than good intentions or a strong will. Drugs change the brain in ways that make quitting hard, even for those who want to. Fortunately, researchers know more than ever about how drugs affect the brain and have found treatments that can help people recover from drug addiction and lead productive lives.

**Definition of Drug Addiction:** Drug is a medicine or other substance which has a physiological effect when ingested or otherwise introduced into the body. Drug addiction is a complex brain disease. It can cause serious, long-term consequences, including problems with physical and mental health, relationships, employment, and the law.

Points to Remember:

- Drug addiction is a chronic disease characterized by drug seeking and use that is compulsive, or difficult to control, despite harmful consequences.
- Brain changes that occur over time with drug use challenge an addicted person's self-control and interfere with their ability to resist intense urges to take drugs. This is why drug addiction is also a relapsing disease.
- Relapse is the return to drug use after an attempt to stop. Relapse indicates the need for more or different treatment.
- Most drugs affect the brain's reward circuit by flooding it with the chemical messenger dopamine. Surges of dopamine in the reward circuit cause the reinforcement of pleasurable but unhealthy activities, leading people to repeat the behavior again and again.
- Over time, the brain adjusts to the excess dopamine, which reduces the high that the person feels compared to the high they felt when first taking the drug—an effect known as tolerance. They might take more of the drug, trying to achieve the same dopamine high.
- No single factor can predict whether a person will become addicted to drugs. A combination of genetic, environmental, and developmental factors influences risk for addiction. The more risk factors a person has, the greater the chance that taking drugs can lead to addiction.
- Drug addiction is treatable and can be successfully managed.
- More good news is that drug use and addiction are preventable. Teachers, parents, and health care providers have crucial roles in educating young people and preventing drug use and addiction.

**Signs of Drug Addiction:** Sometimes the warning signs of alcohol misuse or abuse are very noticeable. Other times, they can take longer to surface. When drug addiction is discovered in its early stages, the chance for a successful recovery increases significantly. Common signs of drug addiction include:

- Loss of control
- Continued problems despite negative consequences
- Spending less time on activities that used to be important, such as hanging out with family and friends, exercising, or pursuing hobbies or other interests
- Drop in attendance and performance at work or school
- Taking serious risks in order to obtain one's drug of choice
- Acting out in personal relationships, particularly if someone is attempting to address their substance problems
- Going out of one's way to hide the amount of drugs taken
- Serious changes or deterioration in hygiene or physical appearance
- Needing to use more and more of the drug in order to produce the same effect
- Withdrawal symptoms such as shakiness, trembling, sweating, nausea or fatigue

**Negative Effects of Drug Addiction:** Aside from overdose, there are many adverse medical effects of drug addiction. These include:

- Cardiovascular disease
- Contraction of HIV, hepatitis and other illnesses
- Heart rate irregularities, heart attack
- Respiratory problems such as lung cancer, emphysema, and breathing problems
- Abdominal pain, vomiting, constipation, diarrhoea
- Kidney and liver damage
- Seizures, stroke, brain damage
- Changes in appetite, body temperature, and sleeping patterns
- Stroke
- Pancreatitis
- Gastrointestinal problems
- Malnutrition
- Insomnia and sleep disorders

**Factors Contribute to Drug Addiction:**

**1. Genetics:** While some believe the roots of addiction may lie deep within you at the cellular level, there are as many variables as our individual DNA. This is why siblings often follow very different paths, some leading to addiction and some not. That being said, genetics do play a role by predisposing you to developing an addiction.

According to the American Psychological association genes are important in addiction genetic factors contribute to about half of a person's tendency to become addicted. Our genes have been linked to:

- a quicker reaction to drugs
- a decreased ability to feel any negative effects
- an increased euphoria
- a quick involvement with repetitive behaviors, i.e., an addictive personality

These genetic factors can cause experimental drug use to quickly spin out of control and make it difficult to stop. Gender, ethnicity, and the presence of other mental disorders may also influence risk for drug use and addiction.

**2. Environment:** Studies have shown that genetics alone does not make an

addict. Like so many others, the home that you and your siblings grew up in also plays a significant role in your addiction. There are several factors that play into this:

- Divorce
- Frequent arguments
- Mental illness
- Drug or alcohol abuse

Perhaps, parents stayed together but fought frequently and intensely. Experts believe the stress level that this type of behavior generates in us can predispose us to becoming addicted to kill the pain. They also feel that some children grow up to mimic their parents' drug and alcohol abuse. The environment right outside an addict's front door also plays a part. If one lives in a neighborhood where drug use is normalized, he begins to see it as normal, and the everyone is doing it rationale comes into play. It can also be stressful to live in that type of environment, which can lead to addiction by way of numbing the fear and worries one might experience.

**3. Trauma:** Traumatic events can leave a scar on the mind, and over time, victims choose to dull their pain with their drug of choice. These events include:

- neglect
- verbal abuse
- physical abuse
- sexual abuse
- physical altercations
- natural disasters
- accidents
- terrorism

The link behind this kind of childhood trauma and adult substance abuse is striking. Studies show that one in four of American children experience at least one of these traumas during childhood. Other exposure to trauma, even after becoming an adult, has been shown to be correlated with an increased chance for addiction as well.

**4. Mental Illness:** A strong relationship exists between mental illness and addiction. According to the National Alliance on Mental Illness, more than one and a half of substance abusers are also dealing with a mental illness. For some addicts, it is a matter of doing something to relieve the stress and pain associated with that illness. For others, the drug abuse sets off a series of events that cause a mental illness.

**5. Peer Pressure:** While many people associate peer pressure strictly with kids and teenagers, it does manifest itself in adults as well. In that case, the influence is usually surrounding who they live with. Hoping to re-experience that first high, a sober partner may join in and begin to abuse drugs with their spouse. Others see it as a way to achieve peace in their relationship. While replacing fighting with using drugs may seem like a solution at the time, a relapse is simply not worth it.

It is important to keep in mind that just the way a person reacts to or thinks about things can predispose him or her to becoming addicted. For example, someone who is impulsive by nature makes snap decisions without thinking about the consequences or long term effects. This impulsivity throws caution to the wind, and experimentation with all sorts of things, including drugs or alcohol, are the result. The Health Psychology Journal reported that personality factors such as poor self control can be linked to having difficulty interacting with others, and drug use can help numb that particular pain.

These factors have influenced your family dynamic and make sense out of what has led up to your addiction. It is important to remember, however, that none of them are a guaranteed ride to substance abuse, which is why addiction is like a tornado, seemingly hitting one person but not another. Conversely, there are people who fall under this umbrella of factors, but never tried any controlled substances or could stop after their first negative experience. Some, however, spin out of control.

**Treatments:** Support groups and rehabilitation programs can be vital to recovery. Medicinal advances and progress in diagnosing have helped the medical community develop various ways to manage and resolve addiction. Methods include:

- Behavioral therapy and counseling
- Medication and drug-based treatment
- Medical devices to treat withdrawal
- Treating related psychological factors, such as depression
- Ongoing care to reduce the risk of relapse

Addiction treatment is highly personalized and often requires the support of the individual's community or family.

**Current Initiatives Against Drug Dealers:** Prime Minister Sheikh Hasina spoke of her government's strong stance against drugs. Law-enforcing agencies followed it up with country-wide anti-drug operations. RAB Director General Benazir Ahmed said after the prime minister's instructions, they have hit the ground and conducted mobile court against drugs. Coast Guard Director General Rear Admiral AMMM Aurangzeb Chowdhury at a media briefing said "zero tolerance" will be shown against people drug dealers, peddlers and users.

- Detective police, railway police, police stations and Border Guard Bangladesh have also been seen in the anti-drug operations.
- Over the last several days after the so-called 'gunfight' with police in several districts, some members of the drug cartels have been killed.
- RAB has started distributing leaflets to create public awareness with the slogan "Let's go to war against the illegal drugs."
- Home Minister Asaduzzaman Khan Kamal inaugurated the campaign from the Zero Point in Gulistan, saying the government will not let anyone off the hook in the anti-drug clampdown.

**Conclusion:** However, treatment can take a long time and may be complicated. Addiction is a chronic condition with a range of psychological and physical effects. Each substance or behavior may require different management. Everyone should come forward to co-operate to the Government for our better future.

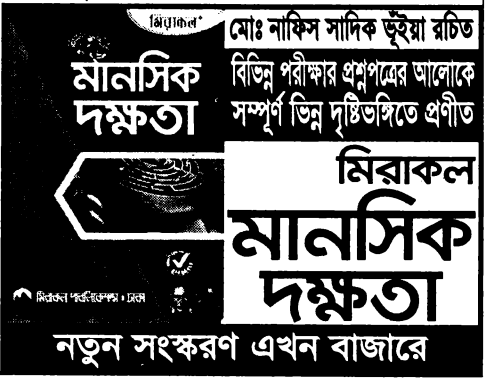

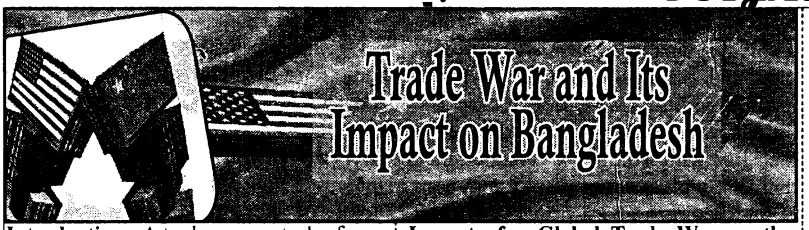


**Introduction :** A trade war, a stack of government actions and policies to restrict opposing country's imports by imposing tariffs or quotas, is a list of protectionist actions undertaken by a country with the intent of shielding domestic businesses and jobs from foreign competition as a balance of trade deficits.

In a global economy, a trade war can have a devastating nature to the consumers and businesses of both nations, and the infirmity can spring up to exert influence many aspects of both ecomies. Beginning in january 2018, the USA President Donald Trump kicked off the imposition of a series of tariffs on everything from steel and aluminum to solar panels and washing machines that come from China coming up with his boastful slogan 'Make America great again'. O 1 July 2018, trade war gets momentum as Trump imputed tariffs on USD 50 billion China products. However, it accrued to USD 200-250 billion worth products and tariff rate increased 13% to 25%. Chinese President Xi Jin Ping retaliated with USD 110 billion on USA products. As soon as the trade war makes a beginning, the negative impacts in the world economy have been revealed which have a far-reaching effect not only for them but also for the whole world. Despite its negative impacts on world economy, it can be a golden opportunity for some countries like Bangladesh, Vietnam, South Korea and Chile for burgeoning its potential exporting market into the USA.

**The pros and cons of a Trade War :** Some obvious advantages and disadvantages of a trade war can be estimated in the following way-

**Pros:**

• Penalizes nation with unethical trade policies; • Safeguards domestic companies from unfair competition; • Improves trade deficits; • Boosts local job growth; • Inflates demand for domestic growth

**Cons:**

• Augments costs and induces inflation; Decelerates economic growth; • Causes marketplace shortages, reduce choice; • Incapacitates diplomatic relations, cultural exchange; • Disheartens trade

According to many critics, the direct result of a trade war are high prices, products shortage, sparking inflation in the local economy.

**Impact of a Global Trade War on the Economy :** Countries imposing tariffs and countries subject to tariffs would experience losses in economic walfare, while countries on the sidelines would expenienc collateral damage. China and the USA have the most at stake, and it is in their best interests to reach an agreement that addresses key issues such as market access, intellectual property rights, and joint venture technology transfer. The United States experiencs the largest decline in real imports of goods and services. Compared with the baseline level, real US imports fall 4.5% in 2020. Becacse of high import content of its exports, China also conversances with a conspicuous drop in concrete imports, which fall 3.2% below the baseline in 2020. The most notable losses are in China, as both foreign and domestic investors will take a more chary approach to capital spending in China. The world's second-largest economy expanded by 6% in the three months ending in September, down from the previous quarter's 6.2%, data showed on 18 October, 2019 and it was the weakest growth since China started reporting data by quarters in 1993. The International Monetary Fund (IMF) cited in the US-Chinese tariff war in decision to cut its 2019 global economic growth forecast to 3% from 3.2%. China's exports to the United States, its biggest foreign market, fell 21.9% in September from a year ago. That helped to drag down overall Chinese exports by 1.4%. In the protectionism scenario, the level of global real GDP is reduced 0.1% in 2018, 0.8% in 2019, and 1.4% in 2020. Thus Global economic growth in 2019 and 2020 is only marginally above 2% threshold for a world recession.

**Impact on Bangladesh :** The impact of world trade on Bangladesh can be a profitable business opportunity because the USA is trying to shift businesses to South and South-East Asian countries like Bangladesh, South Korea, Vietnam, Taiwan. In this case, Bangladesh can have a huge chance to grab the United States market. In the first five months (January to May) of this year, Bangladesh have exported RMG of an amount of USD 255 cr in the United States and augments its growth to 15%. The United States have imported 12% less from China than the last year. Compared with other countries, the USA's import have proliferated, import accrued 36% from Vietnam, 23% from Taiwan and 14% from Bangladesh. More than 40% companies are taking into consideration to relocate their business from China and which companies that have already done that, one-fouth of them have already executed that, had chose South and South-East Asian countries as their new destination. The Asia Development Bank's Chief economist Yasuyuki Sawada argues, "Trade war to generate additional USD 400 million exports for Bangladesh." The United States is the second largest destination for Bangladesh's exports, taking in more than USD 5.8 billion in 2017, among them 40% garments items. According to the US Office of Textile and Apparel (OTEXA), Bangladesh enjoyed a 6.46 percent growth in share in the United State's market during the first three quarters of 2018. Unlike Chinese Foreign Direct Investment (FDI), Bangladesh can also be rewarded by enhancing imports from the United States. According to the American Farm Federation, Soya bean exports to China have tailed off by 97 percent for American tariffs. So Bangladesh can take this as a scope and by importing soya bean from the USA. Bangladesh can be benefitted both by getting it at a cheaper rate and truncating the trade deficit which may lead them to invigorate bilateral relations.

**Tasks for Bangladesh :** Bangladesh is under an obligation to fabricate a favourable and supportive path for safe investinent which can lure the multinational companies not only from the USA but also from China. Some pivotal course of actions can be conducive for Bangladesh that are given below :

• Laying the foundation of a safe investment atmosphere; • Emphasizing on quality production in RMG; • Aggrandizing biding power in the int' market; • Establishing own brand to the outer world; • Inagugurating industrial based economy; • Constructing strong infrustructure.

Bangladesh can gain advartages if she can ensure its export and import market appropriately.

**Conclusion** Trade war like USA-China trade war may not be good for world economy becauses it might decrease GDP growth of which impacts will continue for a longer period. Two strongest economic countries need to be negotiated, otherwise, it is not possible to retain GDP growth. Bangladesh, Vietnum, South Korea might be benefitted by this trade war because it's a great opportunity to expand their exporting market not only to the USA market but also to the Chenese market.

boighar.com

# বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা পদে নিয়োগ পরীক্ষা - ২০১৯

## বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা

❖ 'The Waste Land' is a—
— poem

❖ Kam as well as Rahim — there. — was

❖ 'রোহিনী' কোন উপন্যাসের চরিত্র?
— কৃষ্ণকান্তের উইল

❖ 'Knowledge is power' was stated by—
ক Disraele খ Emerson
গ Socrates ঘ Rousseau

*ব্যাখ্যা : প্রাচীন গ্রিক দার্শনিক সক্রেটিস (খ্রিস্টপূর্ব ৪৭০ - ৩৯৯) তার বিখ্যাত উক্তি Virtue is knowledge। কিন্তু Knowledge is power উক্তিটি হলো ইংরেজ দার্শনিক অভিজ্ঞতাবাদের জনক ফ্রান্সিস বেকনের।*

জিব্রাল্টার কী? — প্রণালী

দুইটি সংখ্যার গুণফল ৯৮। ছোট সংখ্যাটি বড় সংখ্যাটির অর্ধেক হলে ছোট সংখ্যাটি কত? — ৭

নিচের কোনটি উপন্যাস?
ক নেমেসিস √ খ শেষের কবিতা
গ পদ্মাবতী ঘ নবান্ন

$\left(\frac{x^p}{x^q}\right)^{p+q}\left(\frac{x^q}{x^r}\right)^{q+r}\left(\frac{x^r}{x^p}\right)^{r+p}$ এর মান কত? — 1

The correct passive form of— 'Do not shut the door' :
— Let not the door be shut.

❖ শুদ্ধ বানান কোনটি? — গীতাঞ্জলি

❖ বাংলা ১১৭৬ সন কোনটির সাথে সংশ্লিষ্ট? — ছিয়াত্তরের মন্বন্তর।

❖ ময়নামতি কিসের জন্য বিখ্যাত?
— বৌদ্ধবিহার।

❖ Choose the right form of verb in the sentence : 'Babul got his transcripts (send) to the university'.
— sent

❖ 'ভানুসিংহ' কার ছদ্মনাম?
— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

❖ 'ব্যাকরণ' কোন ভাষার শব্দ?—সংস্কৃত।

❖ The noun form of 'beautiful' is— beauty

M সংখ্যক সংখ্যার গড় A এবং N সংখ্যার গড় B হলে সবগুলো সংখ্যার গড় কত হবে?
— $\frac{AM + BN}{M + N}$

জীবনানন্দ দাশকে 'নির্জনতার কবি' আখ্যা দিয়েছেন কে? — বুদ্ধদেব বসু

কোন দেশটি আফ্রিকা মহাদেশের নয়?
ক মিশর √ খ আলবেনিয়া
গ ঘানা ঘ জাম্বিয়া

❖ সোনা মসজিদ কোন জেলায় অবস্থিত?
— চাঁপাইনবাবগঞ্জ

❖ কত টাকার $\frac{৭}{৯}$ অংশ ৭০০ টাকার $\frac{৯}{১০}$ অংশের সমান?
ক ৬৩০ টাকা খ ৬০০ টাকা
গ ৩৬০ টাকা ঘ ৩০০ টাকা

*ব্যাখ্যা : ধরি, টাকার পরিমাণ = x*

$x$ এর $\frac{৭}{৯}$ = ৭০০ এর $\frac{৯}{১০}$

$\Rightarrow \frac{৭x}{৯} = ৬৩০$

$\Rightarrow x = \frac{৬৩০ \times ৯}{৭}$

$\therefore x = ৮১০$

*[বি.দ্র. অপশনে সঠিক উত্তর নেই]*

❖ Choose the correct sentence :
— He prefers to read than to write.

❖ আন্তর্জাতিক আদালত কোন দেশে অবস্থিত? — নেদারল্যান্ড

❖ Find out the correct spelling.
— exemplary

❖ একটি দ্রব্য ৫৭ টাকায় বিক্রয় করাতে ৫% ক্ষতি হয়। দ্রব্যটির ক্রয়মূল্য কত?
— ৬০ টাকা

❖ $x^2 = \sqrt{3x}$ এর সমাধান সেট কোনটি?
— $\{0, \sqrt{3}\}$

❖ কোন গ্রন্থটি আলাওল রচিত নয়?
√ ক ইউসুফ জোলেখা খ তোহফা
গ পদ্মাবতী ঘ হপ্তপয়কর

❖ Fill in the blank Many — good boy failed. — a

❖ 'কু'জন শব্দের অর্থ– খারাপ লোক

❖ 'প্রদোষে প্রাকৃতজন' গ্রন্থটি রচনা করেন– শওকত আলী

❖ একটি মুদ্রা ও একটি ছক্কা একবার নিক্ষেপ করলে মোট ঘটনা সংখ্যা কয়টি?
— 12টি

*ব্যাখ্যা : একটি মুদ্রা একবার নিক্ষেপ করলে Head অথবা Tail পড়বে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে ঘটনাসংখ্যা হবে ২টি। আবার, একটি ছক্কার ছয়টি অঙ্ক থাকায়, তার তল বা ঘটনা সংখ্যা ছয়টি।*
*∴ মোট ঘটনা সংখ্যা হবে = (২ × ৬) = ১২টি*

❖ Select the active structure :
ক The tree has been uprooted.
খ The door should be kept closed.
√ গ I have lost my watch.
ঘ My suggestion was not accepted.

❖ 'মোনালিসা' চিত্রকর্মটি কোন শিল্পীর?
— লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি

❖ বাংলাদেশের সংবিধানের কোনভাগে মৌলিক অধিকার বর্ণিত হয়েছে?
— ৩য় ভাগে

❖ যদি A = {x: x, 3 এর গুণিতক <15} হলে কোনটি সঠিক?
— A = {3, 6, 9, 12}

❖ The synonym of 'Pinnacle' is— acme

❖ 'পথিক তুমি পথ হারাইয়াছ' –উক্তিটি কার? — কপালকুণ্ডলা

❖ মুক্তিযুদ্ধকালীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি কে ছিলেন?
— বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

❖ কাজী নজরুল ইসলামের প্রথম কাব্যগ্রন্থের নাম– অগ্নিবীণা

❖ Choose the simple form of the sentence 'Stand here and die'.
— Stand here only to die.

❖ 90° < A < 180° হলে A কোন প্রকারের কোণ? — স্থূল কোণ

❖ 'কবর' নাটকের রচয়িতা– মুনীর চৌধুরী

❖ PSC শব্দটির সবগুলো বর্ণ একত্রে নিয়ে কত প্রকারে সাজানো যায়? — 6

❖ The old man said, "Curse the flood." The indirect form of the sentence is —
— The old man told that the flood is cursed.

❖ $2x + \frac{2}{x} = 4$ হলে x এর মান কত?
— 1

❖ Choose the correct meaning of the phrase 'End in smoke'?
— Come to nothing

❖ $x^2 + y^2 - 64 = 0$ এর লেখচিত্র কী হবে?
ক উপবৃত্ত খ পরাবৃত্ত
√ গ বৃত্ত ঘ অধিবৃত্ত

❖ Choose the correct tag :
— Rabi is a good boy, is not he?

❖ চর্যাপদের আদি কবি কে? — লুই পা

❖ বেগম সুফিয়া কামালের জন্মস্থান–
— বরিশাল

❖ একটি গাড়ির চাকা প্রতি মিনিটে 90 বার ঘুরে। 1 সেকেন্ডে চাকাটির কত ডিগ্রী ঘুরবে? — 540°

❖ কোনো এক স্থানের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ৫% এবং বর্তমান জনসংখ্যা ৩২৫৫ জন হলে এক বছর আগে ঐ স্থানের জনসংখ্যা কত ছিল? — ৩১০০ জন

Join FB Group "Career Opportunity in Bangladesh" : bit.ly/ Join COB



$5^{4x-2} = 7^{4x-2}$ হলে $x = ?$— $\frac{1}{2}$

❖ ইউরোপের ক্ষুদ্রতম দেশ কোনটি?
— ভ্যাটিকান সিটি

❖ কোনটি ব্যাংক নোট নয়?
√ ক ২ টাকা খ ১০ টাকা
গ ১০০ টাকা ঘ ৫০০ টাকা

'মৃগরাজ' শব্দের অর্থ কী? — সিংহ

গঠন অনুসারে বাক্য – ৩ প্রকার

OIC-এর সদস্য কিন্তু জাতিসংঘের সদস্য নয় কোন দেশ? — প্যালেস্টাইন

একটি আয়তাকার বাগানের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের অনুপাত ৪ : ৩ হলে বাগানটির অর্ধপরিসীমার দৈর্ঘ্য কত মিটার? — ৩৫

কোনটি প্রতিবেশ সংকটাপন্ন এলাকা নয়? — সোনাদিয়া দ্বীপ

'অগ্নির' সমার্থক শব্দ – পাবক।

Having two possible meanings and not very clear is called— ambiguous

She looks very beautiful. Here 'very' is— adverb

❖ 'শিখা' পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয়–
— ১৯২৭ সালে

❖ The verb form of the word 'friend' is— befriend

'As you like it' is a play by— Shakespeare

❖ Identify the correct plural form. — Phenomena

❖ Which one is an example of a positive degree?
— little

❖ 'নয়নচারা' গ্রন্থটি রচনা করেন–
— সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ।

❖ পাকিস্তানি বাহিনী কোথায় আত্মসমর্পণ করেছিল?
— রেসকোর্স ময়দানে

❖ ওভাল ক্রিকেট মাঠ কোথায় অবস্থিত?
— যুক্তরাজ্য

❖ এলিসি প্রাসাদ কার বাসভবন?
— ফরাসী প্রেসিডেন্ট

❖ কোনটি স্থানীয় সরকার নয়?
ক পৌরসভা
খ ইউনিয়ন পরিষদ
√ গ জেলা প্রশাসন
ঘ সিটি কর্পোরেশন

$p^a = q, q^b = r, r^c = p$ হলে, $abc = ?$ 1

শতকরা ২০ টাকা মুনাফায় ৫০০ টাকার ২ বছরের চক্রবৃদ্ধি মূলধন কত?
— ৭২০ টাকা

❖ Choose the correct sentence
— No sooner had I reached the station than the train left.

❖ $\log_{10}x = -3$ হলে $x = ?$
— 0.001

❖ COP-24 কোন দেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে? — পোল্যান্ড

কোনটি সঠিক?
ক চলাকালীন সময়ে
√ খ চলাকালে
গ চলাকালের সময়ে
ঘ চলাকালিন সময়ে

❖ কোনো একটি সংখ্যার সাথে 6 যোগ করলে যে উত্তর পাওয়া যায়, সংখ্যাটির দ্বিগুণ থেকে 21 বিয়োগ করলে একই উত্তর পাওয়া যায়। সংখ্যাটি কত?
— 27

❖ The antonym of the word 'prodigal' is— Thrifty

❖ The word 'Momentous' means— important

❖ স্বাধীনতা যুদ্ধে বাংলাদেশ কয়টি সেক্টরে বিভক্ত ছিল? — ১১টি

❖ $x + 2y = 8$ এবং $2x + y + 7$ সরলরেখা দুইটির ছেদবিন্দু কোনটি?
ক (8, 0) খ (6, 1)
গ (4, 2) √ ঘ (2, 3)

*ব্যাখ্যা : দ্বিতীয় রাশিতে + 7 এর পরিবর্তে – 7 হলে অংকটি সঠিক হতো। তাহলে উত্তর হতো (2, 3)*

❖ 'উদ্যোগ' শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি?
— উৎ + যোগ

❖ $a^2 - 6a + 1 = 0$ হলে $a + \frac{1}{a} = ?$ — 6

❖ যে দেশটি নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য নয়– জাপান

❖ Who was the youngest of the romantic poets?
— Keats

❖ $\text{Sec}\theta = \frac{3}{2}$ হলে $\tan\theta = ?$

ক $\frac{2}{3}$ খ $\frac{\sqrt{5}}{2}$ গ $\frac{5}{4}$ ঘ 1

*ব্যাখ্যা :* $Sec\theta = \frac{3}{2}$

$\Rightarrow (Sec\theta)^2 = \left(\frac{3}{2}\right)2$ *[বর্গ করে]*

$\Rightarrow Sec^2\theta = \frac{9}{4}$

$\Rightarrow 1 + tan^2\theta = \frac{9}{4}$

$\Rightarrow tan^2\theta = \frac{9}{4} - 1$

$\Rightarrow tan^2\theta = \frac{9-4}{4}$

$\Rightarrow tan^2\theta = \frac{\sqrt{5}}{2}$

❖ জাতীয় শিশু দিবস কোনটি? — ১৭ মার্চ

❖ 'রাজপুত্র' কোন সমাস?—ষষ্ঠী তৎপুরুষ

❖ মধ্যযুগের শেষ কবি কে? — ভারতচন্দ্র

❖ মৌলিক অধিকার লঙ্ঘনের প্রতিকারে কোন আদালতে যেতে হয়?
— হাইকোর্ট বিভাগে

❖ হোচিমিন কোন দেশের নাগরিক ছিলেন? — ভিয়েতনাম

❖ 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' একটি–
— আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ

❖ বাংলা সাহিত্যে সনেটের প্রবর্তক–
— মাইকেল মধুসূদন দত্ত

❖ $\theta = 60°$ হলে $\sec^2\theta - \tan^2\theta = ?$ — 1

❖ অলিম্পিক গেমসের প্রতীকে কয়টি বৃত্ত?
— ৫টি

❖ মুক্তিযুদ্ধে বীরত্বের সর্বোচ্চ খেতাব 'বীরশ্রেষ্ঠ' কত জনকে দেয়া হয়?
— ০৭ জন

❖ $\{(x + 3y)^2\}(x - 3y)^2\}^2$ কে সরল করলে কয়টি পদ পাওয়া যাবে?
— 3

## পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা

❖ 'শূন্যপুরাণ' রচনা করেছেন–
— রামাইপণ্ডিত

❖ I need _____. The correct answer is– advice

❖ বিশ্ব পরিবেশ দিবস – ৫ জুন

❖ My father was <u>furious</u> when he learnt that I missed G.P.A 5.00. Here 'furious; is n/an.
— adjective

❖ ভাষার মৌলিক অংশ কয়টি?— চারটি

❖ 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে' -কার প্রার্থনা? — ঈশ্বরী পাটনী

❖ Bangladesh has a good — – in cricket. Choose the right exprssion for the gap. — prospect

❖ Find out the verb of the word 'invasion' from following. — invade

❖ জাতিসংঘের সদর দপ্তর কোথায়?
— নিউইয়র্ক

❖ দুইটি সংখ্যার অনুপাত ৫:৬ এবং তাদের গ.সা.গু ৮ হলে, তাদের ল.সা.গু কত?
— ২৪০

❖ বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার শপথ নেয় কোন তারিখে? — ১৭ এপ্রিল, ১৯৭১

❖ জাতিসংঘের বর্তমান মহাসচিব অ্যান্তেনিও গুতেরেস কোন দেশের অধিবাসী? — পর্তুগাল

❖ $\log 2^{\frac{1}{8}}$ এর মান কত? — – 3

❖ মুক্তিযুদ্ধকালে ঢাকা কোন সেক্টরের অধীনে ছিল? — ২ নং সেক্টর

❖ The drama 'Twelfth Night' was written by —
— William Shakespeare

❖ বিশ্ব বিখ্যাত 'গ্রান্ড ট্রাঙ্ক' রোডটি বাংলাদেশের কোন এলাকা থেকে শুরু হয়েছে?
— নারায়নগঞ্জ জেলার সোনারগাঁও

❖ The plural of the word 'Agendum' is — Agenda

❖ মাশরুম এক ধরণের —ফাংগাস

❖ মুনির চৌধুরীর রক্তাক্ত প্রান্তর নাটকের চরিত্র নয় — মারওয়ান

❖ মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে প্রথম মুসলমান কবি কে?
— শাহ মুহাম্মদ সগীর

❖ একটি ভগ্নাংশের লব ও হরের সমষ্টি ৮ এবং অন্তরফল ২ ভগ্নাংশটি — ৫/৩

❖ 'তুমি আসবে বলে হে স্বাধীনতা' - কার রচনা? — শামসুর রাহমান

❖ স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রভাবে রচিত প্রথম চলচ্চিত্র — রক্তাক্ত বাংলা

e book for bd. blogspot .com BOIGHAR.COM www .facebook .com/ Edu Job 2018

Join FB Group "Career Opportunity in Bangladesh" : bit.ly/ Join COB



❖ কোনটি 'এপ্লিকেশন সফটওয়্যার'?
ক LINUX
খ MX-DOS
√ গ Power Point
ঘ MS Windows-98

❖ To complete the sentence 'He is always busy to find —— his faults' — out

বাংলা ভাষায় সাহিত্যের প্রাচীনতম শাখা – কাব্য

❖ নিশীথ সূর্যের দেশ – নরওয়ে।

❖ সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের সূত্র–
— ভূমি × উচ্চতা

❖ বাংলাদেশ উন্নয়ন ফোরামের প্রধান সমন্বয়কারী সংস্থা – বিশ্ব ব্যাংক

পরশুরাম কার ছদ্ম — রাজশেখর বসু

Find out the correct sentence in indirect speech. He said to me, "What are you doing?"
— He asked me what I was doing.

$\left(\frac{1}{a} + 1\right) + \left(1 - \frac{1}{a^2}\right) =$ কত? — $a/(a-1)$

১ মণ কত কেজির সমান? — ৩৭.৩২

'তপস্বী ও তরঙ্গিনী' -নাটকটি কার রচনা? — বুদ্ধদেব বসু

❖ আহসান হাবীবের প্রথম কাব্যগ্রন্থ–
— রাত্রিশেষ

❖ P সংখ্যক সংখ্যার গড় X এবং Q সংখ্যক সংখ্যার গড় y হয় তবে মোট সংখ্যার গড় কত?
— $\frac{Px + Qy}{P + Q}$

❖ লেবুর রসে যে এসিড থাকে তার নাম –
— সাইট্রিক এসিড

❖ Find out the adjective of the word 'empire' from the following: — Imperial

The phrase 'put up with' means — Tolerate

❖ ৫ সে.মি. ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট বৃত্তের আন্তর্লিখিত বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল কত?
— ৫০ বর্গ সে. মি.

❖ ইন্টারপোল এর সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত? — লিঁও

স্বরবর্ণ কতটি? — ১১টি

তিনটি ক্রমিক সংখ্যার গুণফল ২১০ হলে তাদের যোগফল হবে– ১৮

Find out the correct word from followings to fill in the blank of the sentence- He spent the entire afternoon — the phone.
— on

❖ বঙ্গবন্ধু সাফারি পার্কটি অবস্থিত–
— গাজীপুর

❖ $x^2 + y^2 = xy$ হলে $(x + y)^4$ এর মান কত? — $9x^2y^2$

❖ Integrated Circuit (IC) তৈরিতে কোন দ্রব্যটি ব্যবহৃত হয়?
— সিলিকন

❖ কোন সংখ্যার এক চতুর্থাংশের সহিত ২০ যোগ করলে যোগফল ১০০ হয়।
— ৩২০

❖ সৈয়দ শামসুল হকের উপন্যাস কোনটি?
— খেলারাম খেলে যা

❖ 'সুশিক্ষিত লোক মাই স্বশিক্ষিত' – এই উক্তিটি কার?
— প্রমথ চৌধুরী

❖ কম্পিউটার প্রিন্টার কী ধরনের ডিভাইস?
— আউটপুট

❖ Who of the following is not a poet?
ক Willam Wordsworth
√ খ Charles Dickens
গ John Keats
ঘ Alfred Tennyson

❖ একটি আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য প্রস্থের দ্বিগুণ। আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল ২০০ বর্গ মিটার হলে উহার পরিসীমা কত?
— ৬০ মিটার

❖ Who informed the police — the matter. — of

❖ ১৫ থেকে ৬৫ পর্যন্ত যে সকল মৌলিক সংখ্যার একক স্থানীয় অঙ্ক ৯ তাদের সমষ্টি কত? — ১০৭

❖ Fill in the blanks of the following sentence. I found ___ old lady came to our house. — an

❖ 'লীগ অব ন্যাশনস্' প্রতিষ্ঠিত হয়–
— ১৯১৯

❖ $x + \frac{1}{x} = 4$ হলে $\frac{x}{x^2 + x - 1}$ এর মান কত?

ক 1 খ 2 গ 3 ঘ 0

ব্যাখ্যা : প্রশ্নে ভুল থাকায় অঙ্কটি সমাধান করা সম্ভব নয়।

❖ বাংলা বর্ণমালায় মাত্রাহীন বর্ণ কয়টি??
ক ১১টি খ ৯টি √ গ ১০টি ঘ ৮টি

❖ তুরস্কের মুদ্রার নাম – লিরা

❖ The correct translation of the sentence 'সে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেল' is ——
— He found himself at his wit's end.

❖ Which of the following words is not related to 'crying' — stinking

❖ বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি কে ছিলেন? —বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

❖ রত্ন > রতন এখানে কোনটি ঘটেছে?
— স্বরাগম

❖ Find out the correct sentence:
— She has been sleeping for six hours.

❖ বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ ভবনের স্থপতি কে ছিলেন? — লুই আই কান

❖ The correct translation of the sentence 'তাহারা আসিতে রাজী হইল না' is ——
— They refused to come

❖ একটি বাক্যের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় অংশ হল– — ক্রিয়া

❖ বাংলাদেশের দীর্ঘতম রেলসেতু
— হার্ডিঞ্জ সেতু

❖ 'ঠকচাচা' চরিত্রটি কোন উপন্যাসের?
— আলালের ঘরের দুলাল

❖ কোন মৌলিক পদার্থ পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি আছে? — লৌহ

❖ 1 + 5 + 9 + 13 + ..... ধারাটির n তম পদ কত? — 4n–3

❖ 'চন্দ্রদ্বীপ' কোন জেলার পূর্ব নাম?
— বরিশাল

❖ Fill in the blank of following sentence, England is — European country. — a

❖ এক ব্যক্তি ৯০০ টাকায় একটি জিনিস ক্রয় করে ৪ মাস পর ৯৬৩ টাকায় বিক্রয় করলে। তার বার্ষিক শতকরা কত লাভ হল? — ২১ টাকা

❖ বাংলা সাহিত্যে সনেট রচনার প্রবর্তক কে? — মাইকেল মধুসূদন দত্ত

❖ He runs fast. Here the underlined word in —
— an adverb

❖ সুয়েজ খাল কোন দেশে অবস্থিত?
— মিশর

❖ কোন সংখ্যার ২০% এর সাথে ২৪ যোগ করলে যোগফল ঐ সংখ্যাটি হয়। সংখ্যাটি কত? — ৩০

❖ যদি P ও Q এর মান ধনাত্মক হয় এবং P > Q হয় তবে নিচের কোনটি সত্য?
— $1/P < 1/Q$

❖ 'বৃত্ত নাই বেসাতি নাই' -এর রচয়িতা কে? — আসাদ চৌধুরী

❖ x এর সাথে ১০ যোগ করলে যে সংখ্যাটি হয় তা থেকে ২০ বিয়োগ করলে হয় ২২। x এর মান কত? = ৩২

❖ 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' কার রচনা?
— জীবনানন্দ দাশ

❖ কোন আলোক রশ্মি ত্বকে ভিটামিন 'ডি' তৈরীতে সাহায্য করে?
— আলট্রা ভায়োলেট রশ্মি

❖ কোন লঘিষ্ঠ সংখ্যার সহিত ৩ যোগ করলে যোগফল ২৪, ৩৬ এবং ৪৮ দ্বারা বিভাজ্য হবে? — ১৪১

❖ Which of the following is correct? — business

❖ থিওরি অব রিলেটিভিটির প্রণেতা কে?
— আলবার্ট আইনস্টাইন

❖ The room is untidy. Here untidy means — mess

❖ স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রভাবে রচিত উপন্যাস – আগুনের পরশমণি

❖ To complete the sentence, 'Maruf likes orange,— he does not like apple.' — but

❖ ১ কিলোগ্রাম কত পাউন্ডের সমান?
— ২.২০ পাউন্ড

❖ কোনটি তুর্কি শব্দ? — দারোগা

❖ She is named --- her grandmother, Fill in the blank with — after

❖ কোনটি সংস্কৃত উপসর্গ? — পরা

❖ আয়তনে বিশ্বের বৃহত্তম মুসলিম দেশ কোনটি? — কাজাকিস্তান

❖ নিচের কোনটি বাংলাদেশের ছিটমহল?
— দহগ্রাম

❖ কোন রং বেশি দূর থেকে দেখা যায়?
— লাল

❖ কোনটি তৎসম শব্দ নয়? — ঢিঙ্গা

❖ The professor --- Australia amazed the students with her stories. Fill in the blank with–
— from

❖ ৫টি গরুর মূল্য ১৫টি ছাগলের মূল্যের সমান। একটি গরুর মূল্য ৬০০০ টাকা হলে একটি ছাগলের মূল্য কত?
— ২০০০ টাকা

e book for bd. blogspot .com BOIGHAR.COM www .facebook .com/ Edu Job 2018

Join FB Group "Career Opportunity in Bangladesh" : bit.ly/ Join COB


# বিসিএস প্রিলিমিনারি কম্পিউটার ও তথ্যপ্রযুক্তি

## পর্ব-১২

### সিলেবাস : নিত্য প্রয়োজনীয় কম্পিউটিং প্রযুক্তি
### ই-মেইল, ফ্যাক্স ইত্যাদি

**E-mail / ই-মেইল :** Email এর পূর্ণরূপ- Electronic Mail। ব্যবহারিক অর্থে ই-মেইল হলো এমন এক 'ডিজিটাল বার্তা' যা কম্পিউটার নেটওয়ার্কের মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়। মার্কিন কম্পিউটার প্রোগ্রামার রেমন্ড স্যামুয়েল টমলিনসন ১৯৭০ সালে ইলেক্ট্রনিক বার্তা প্রেরণ উপযোগী একটি ই-মেইল সিস্টেম উদ্ভাবন করেন। যার নাম ছিল SNDMSG এবং READMAIL। পরবর্তীতে ১৯৭১ সালের দিকে রেমন্ড স্যামুয়েল টমলিনসন অর্পানেট (ARPANET) উপযোগী ই-মেইল সিস্টেম উদ্ভাবন করেন। তখন থেকেই প্রযুক্তি ভিত্তিক আধুনিক ই-মেইল পরিসেবা চালু আছে।

একটি ই-মেইল বার্তা তিনটি অংশ নিয়ে গঠিত। যথা: বার্তার খাম বা মোড়ক, বার্তার হেডার বা মূল যেটাতে বার্তা কোথায় যাবে এবং কার কাছ থেকে যাবে এসব তথ্য থাকে এবং শেষত মূলবার্তা।

**E-mail এর কার্যনীতি :** ই-মেইলে একজন প্রাপক ও গ্রাহকের মধ্যে বার্তা আদান-প্রদান ঘটে। ই-মেইলের মাধ্যমে বার্তা প্রেরণে প্রেরক ও প্রাপকের উভয়েরই নির্দিষ্ট ঠিকানা থাকতে হয়। ই-মেইলের ঠিকানার ২টি অংশ থাকে। একটি User Name বা ব্যবহারকারীর নাম এবং Host / Domain Name বা বার্তা প্রেরক মাধ্যম এর নাম। User Name এবং Domain Name এর মধ্যে (@) (অ্যাট) চিহ্ন বসে।

| ই-মেইল প্রটোকল | |
|---|---|
| প্রেরক প্রটোকল | SMTP [Simple mail transfer Protocol] |
| গ্রহণ প্রটোকল | POP 3 [Post office Protocol] |

■ কোনো ই-মেইল লিখে কাঙ্ক্ষিত ঠিকানায় প্রেরণ করলে সে ই-মেইল একটি SMTP বা সিম্পল মেইল ট্রান্সফার প্রটোকলের সাহায্যে সেখানে থাকা একটি আউটগোয়িং মেইল সার্ভারে চলে যায়। এই SMTP হলো অনেকটা লোকাল পোস্ট অফিসের মতো যেখানে কোনো চিঠি পোস্ট করলে পোস্ট অফিস চিঠিটি কাঙ্ক্ষিত ঠিকানায় পাঠিয়ে দেয়। ই-মেইলের ক্ষেত্রেও এই SMTP প্রটোকলটি একইভাবে বার্তাটি প্রেরণের দায়িত্ব পালন করে। এ পর্যায়ে বার্তা প্রেরণে SMTP উক্ত ই-মেইল চেক করে দেখে যে এই ই-মেইলটি কোন ঠিকানায় প্রেরণ করা হবে। SMTP সার্ভার বার্তাটিকে ডোমেইন নেম সিস্টেম বা DNS এর সাথে যুক্ত করে। যাকে DNS সার্ভারও বলা হয়।

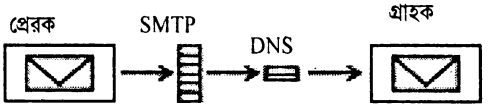

চিত্র: ই-মেইল প্রেরণ ব্যবস্থা

ই-মেইল সেন্ড করার পরবর্তী কাজ করে DNS সার্ভার। DNS সার্ভার খুঁজে বের করে যে, যে ই-মেইল অ্যাড্রেসে মেইল সেন্ড করা হয়েছে, সেটি কোন ডোমেইনের অধীনে রয়েছে।

ডোমেইন নেম জানার পর SMTP সার্ভার উক্ত মেইলকে কাঙ্খিত প্রাপক মেইল ঠিকানার ডোমেইনের মেইল এক্সচেঞ্জ সার্ভার (Mail Exchange Server) এর কাছে ট্রান্সফার করে দেয়। ই-মেইল অ্যাড্রেস প্রোভাইডার প্রত্যেকেরই মেইল আদান-প্রদানের জন্য একটি ডেডিকেটেড মেইল এক্সচেঞ্জ সার্ভার থাকে। সেখানেই মূলত SMTP ইনকামিং এবং আউটগোইং মেইল গুলোকে ট্রান্সফার করে দেয় তাদের নির্ধারিত ঠিকানা অনুযায়ী। এরপর এই ই-মেইলগুলো সার্ভার থেকে নির্দিষ্ট প্রাপক ঠিকানার ই-মেইল ইনবক্সে প্রবেশ করে। তবে এক্ষেত্রে ২টি প্রটোকল ব্যবহৃত হয়। একটি হলো POP প্রটোকল আর অন্যটি IMAP প্রটোকল। মেইল প্রোভাইডাররা এই দুটির যে কোনো একটি ক্লায়েন্ট ব্যবহার করে মেইল প্রেরণের সর্বশেষ কাজটি করে থাকে।

**E-mail প্রটোকল :** ইন্টারনেট বার্তা অ্যাক্সেস প্রটোকল হলো একটি অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার ইন্টারনেট প্রটোকল যা কোনো ই-মেইল ক্লায়েন্ট কে দূরবর্তী মেল সার্ভারে ই-মেইলে অ্যাক্সেস করতে দেয়।

**POP প্রটোকল :** POP এর পূর্ণরূপ– Post Office Protocol। এই প্রটোকলটি অনেকটা পোস্ট অফিসের মতোই কাজ করে। পোস্ট অফিসের মতোই এখানে সার্ভারে বা মেইলবক্সে লগইন, মেইল রিসিভ, মেইল রিভিউ এবং লগ আউট করা যায়। এক্ষেত্রে মেইলগুলো শুধু কোনো ডিভাইসের লগইন করা ই-মেইল অ্যাকাউন্টেই আসবে এবং নির্দিষ্ট ডিভাইসেই ঐ মেইলগুলো রিসিভ করা যায়।

**IMAP প্রটোকল :** IMAP এর পূর্ণরূপ– Internet Message Access Protocol। এটি এমন একটি ইন্টারনেট স্ট্যান্ডার্ড প্রটোকল যা ই-মেইল ক্লায়েন্টগণ TCP / IP সংযোগের মাধ্যমে কোনো মেইল সার্ভার থেকে ই-মেইল বার্তা পুনরুদ্ধারে ব্যবহার করে থাকেন। IMAP একাধিক ই-মেইল ক্লায়েন্ট দ্বারা কোনো ই-মেইল বক্সের সম্পূর্ণ পরিচালনার অনুমতি দেয়ার লক্ষ্য নিয়ে তৈরি করা হয়। সুতরাং ক্লায়েন্টরা সাধারণত ব্যবহারকারীদের স্পষ্টভাবে মুছে না ফেলা পর্যন্ত সার্ভারে বার্তাটি রেখে দেয়। এই প্রটোকল বার্তা পুনরুদ্ধারে POP এর বাইরে ই-মেইল ক্লায়েন্টগুলোর নিকট বেশ জনপ্রিয়।

| ই-মেইলের দুটি জনপ্রিয় জায়ান্ট | | |
|---|---|---|
| নাম | প্রতিষ্ঠা কাল | প্রতিষ্ঠাতা |
| G-mail | 2004, 1 April | Paul Buchheit |
| Yahoo mail. | 2008, 19 June | Jerry Young, David Filo |

**তথ্যসার :** বহুল ব্যবহৃত, জনপ্রিয় ই-মেইল ক্লায়েট হলো G-mail, Yahoo, MS Outlook, Netscape Messenger, Mozila Thunderbird, IBM Lotus Notes ইত্যাদি।

## বিসিএস ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নাবলি

■ **ই-মেইল গ্রহণ করার অধিক ব্যবহৃত প্রোটকল কোনটি?** [৩৮ তম বিসিএস]
ক POP 3 খ POP 9
গ HTML ঘ SMTP
উত্তর : ক

■ **কোন চিহ্নটি ই-মেইল ঠিকানার অবশ্যই থাকবে?** [৩৮তম বিসিএস]
ক $ খ #
গ & ঘ @
উত্তর : ঘ

■ **ই-মেইল প্রেরণে কোন নেটওয়ার্ক প্রটোকল ব্যবহৃত হয়?**
ক SMTP খ FFP
গ SSH ঘ POP 3
উত্তর : ক

■ **ই-মেইলের ঠিকানায় কয়টি অংশ থাকে?**
ক ১টি খ ২টি
গ ৩টি ঘ ৪টি
উত্তর : খ

■ **ই-মেইল প্রেরণের ক্ষেত্রে নিচের কোনটি অবশ্যই লিখতে হয়?**
ক প্রাপকের ই-মেইল ঠিকানা খ বিষয়
গ তারিখ ঘ সময়
উত্তর : ক

■ **ই-মেইলের ঠিকানায় @ এর পরের অংশকে কী বলে?**
ক User Name খ Domain Name
গ Host name ঘ Protocol
উত্তর: খ

e book for bd. blogspot .com BOIGHAR.COM www .facebook .com/ Edu Job 2018

Join FB Group "Career Opportunity in Bangladesh" : bit.ly/ Join COB


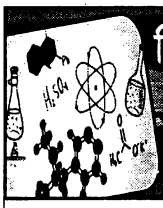

# বিসিএস প্রিলিমিনারি সাধারণ বিজ্ঞান

## পর্ব-১১

## সিলেবাস : আধুনিক পদার্থ বিজ্ঞান
## এক্স-রে ও তেজস্ক্রিয়তা

❖ **এক্স-রে (X-Ray):** এক্স-রে (X-Ray) এক প্রকার বিদ্যুৎ চৌম্বকীয় তরঙ্গ। অতি দ্রুতগতি সম্পন্ন ইলেকট্রন দ্বারা কোনো ধাতুকে আঘাত করলে তা থেকে অতি ক্ষুদ্র তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের এবং উচ্চ ভেদন ক্ষমতা সম্পন্ন যে তাড়িত চৌম্বকীয় বিকিরণ উৎপন্ন হয় তাকে এক্স-রে বলে। এক্স-রেতে যে বিকিরণ হয় তা আলোর মতোই বিদ্যুৎ চৌম্বকীয় তরঙ্গ হলেও এক্স-রের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য আমাদের পরিচিত দৃশ্যমান আলো থেকে কয়েক হাজার গুণ ছোট আর বিপরীতভাবে এ তরঙ্গদৈর্ঘ্যের শক্তিও সাধারণ আলো থেকে কয়েক হাজার গুণ বেশি। এক্স-রের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য $10^{-8}$m থেকে $10^{-13}$m পর্যন্ত। যেহেতু তরঙ্গদৈর্ঘ্য অনেক ছোট তাই আমরা খালি চোখে এক্স-রে দেখতে পাই না।

❖ **এক্স-রে বা রঞ্জন রশ্মি :** এক্স-রের অপর নাম রঞ্জন রশ্মি। জার্মানি বিজ্ঞানী উইল হেলোম রন্‌জেন্ট ১৮৮৫ সালে এ রশ্মি আবিষ্কার করেন। প্রথমে এ রশ্মির প্রকৃতি জানা না গেলেও পরবর্তীতে গবেষণায় এটি 'উচ্চভেদন ক্ষমতা সম্পন্ন' একটি রশ্মি হিসেবে স্বীকৃতি পায়। যাকে এক্স-রে রশ্মি নামকরণ করা হয়। আবিষ্কারকের নাম অনুযায়ী একে রঞ্জন রশ্মিও বলা হয়।

**এক্স-রে এর ক্ষমতা :**

- এক্স-রে উচ্চশক্তি সম্পন্ন একধরণের রশ্মি যা শরীরের মাংসপেশি ভেদ করে গিয়ে ফটোগ্রাফিক প্লেটে ছবি তুলতে পারে।
- একটি কাঁচের গোলকের দুইপাশে দুটি ইলেকট্রোড থাকে। একটি ক্যাথোড অন্যটি অ্যানোড। টাংস্টোনের তৈরি ক্যাথোডের ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহ করে সেটি উত্তপ্ত করা হয়।
- তাপের কারণে ফিলামেন্ট থেকে ইলেকট্রন মুক্ত হয় এবং অ্যানোডের ধনাত্মক ভোল্টেজের কারণে সেটি তার দিকে ছুটে যায়। ক্যাথোড ও অ্যানোডের ভেতর ভোল্টেজ যত বেশি হয় ইলেকট্রন তত বেশি গতি শক্তিতে অ্যানোডের দিকে ছুটে যাবে। এক্সরে টিউবে এই ভোল্টেজ ১০০ হাজার ভোল্টেজের (Volt) কাছাকাছি।

❖ **এক্স-রে এর কার্যপ্রক্রিয়া :** পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে এক্স-রে টিউবের একপাশে টাংস্টোনের তৈরি ক্যাথোড এবং অন্যপাশে তামার তৈরি অ্যানোড ইলেকট্রোড হিসেবে কাজ করে। ক্যাথোড থেকে প্রবল শক্তিতে ছুটে আসা ইলেকট্রনগুলো অ্যানোডকে আঘাত করে। এই শক্তিশালী ইলেকট্রনের আঘাতে অ্যানোডের পরমাণুর ভেতরের দিকের কক্ষপথে থাকা ইলেকট্রন কক্ষপথচ্যুত হয়। তখন বাইরের দিকে কক্ষপথের কোনো একটি ইলেকট্রন সেই জায়গাটা পূরণ করে। এর কারণে যে শক্তিটুকু উদ্ভূত থেকে যায় তা শক্তিশালী এক্স-রে হিসেবে বের হয়ে আসে। ঠিক কত তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের এক্স-রে বের হবে সেটি নির্ভর করে অ্যানোড হিসেবে কোন ধাতু ব্যবহার করা হচ্ছে তার উপর। এক্স-রে এর অপ্রয়োজনীয় বিকিরণ মানব দেহের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। এটি চর্মরোগ সহ ত্বকে ক্যান্সার পর্যন্ত তৈরি করতে পারে। এক্স-রে এর মাত্রাতিরিক্ত ও অপ্রয়োজনীয় বিকিরণ যেন মানব শরীরের ক্ষতি করতে না পারে যে জন্য এক্স-রে করার সময় রোগীকে যথাযথ সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। সেক্ষেত্রে রোগীর এক্স-রে নেওয়ার সময় এক্স-রে করা অংশটুকু ছাড়া বাকি শরীর সিসার তৈরি অ্যাপ্রন দিয়ে ঢেকে নিতে হয়। আর খুব বেশি প্রয়োজন না হলে গর্ভবতী মেয়েদের পেট বা তলপেটের অংশটুকু এক্স-রে করা হয় না। এক্স-রে এর সবচেয়ে নেতিবাচক দিক হলো এটি জীবন্ত কোষ ধ্বংস করতে এমনকি জীবন্ত কোষের জীনের চারিত্রিক গুণাবলির পরিবর্তন ঘটাতে পারে।

❖ **এক্স-রে এর ব্যবহার :** চিকিৎসা বিজ্ঞানে এক্স-রে এর গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহার হয়ে থাকে। যথা :

- এক্স-রে এর মাধ্যমে স্থানচ্যুত হাড়, হাড়ে ফাটল এমনকি ভেঙ্গে যাওয়া হাড় ইত্যাদি খুব সহজে শনাক্ত করা যায়।
- এক্স-রে দিয়ে পিত্তথলি ও কিডনিতে পাথরের অস্তিত্ব বের করা যায়।
- এক্স-রে এর মাধ্যমে ফুসফুসের বিভিন্ন রোগ, যেমন- যক্ষ্মা, নিউমোনিয়া, ফুসফুসের ক্যান্সার নির্ণয় করা যায়।
- এক্স-রে ক্যান্সার কোষকে মেরে ফেলতে পারে। তাই এটি রেডিও থেরাপিতে চিকিৎসার জন্য ব্যবহার করা হয়।
- দাঁতের ক্যাভিটি এবং অন্যান্য ক্ষয় বের করার জন্য এক্স-রে ব্যবহার করা হয়।
- পেটের এক্স-রে করে অন্ত্রের প্রতিবন্ধকতা (Intestinal Obstruction) শনাক্ত করা যায়।
- গোয়েন্দা বিভাগে বিভিন্ন অনুসন্ধানে, আসল-নকল স্বর্ণ ও পদার্থ পরীক্ষায় এক্সরে ব্যবহৃত হয়।

❖ **তথ্যকণিকা:**

- এক্স-রে বিকিরণ পরিমাপ করার একক বলা হয় রন্‌জেন্টকে।
- এক্স-রে এর অপর নাম - রঞ্জনরশ্মি।
- রঞ্জন রশ্মি বা এক্স-রে উৎপাদনে ব্যবহৃত হয় যে রশ্মি-ক্যাথোড রশ্মি।
- কার্যপ্রক্রিয়ার ভিত্তিতে এক্স-রেকে ২ ভাগে ভাগ করা যায়। যথা : ১. সফট এক্স-রে (Soft X-ray); ২. হার্ড এক্স-রে (Hard X-ray)।
- এক্স-রে সাধারণ আলোর ন্যায় বিদ্যুৎ চৌম্বকীয় তরঙ্গ এবং এটি সরল রেখায় গমন করে।

## বিসিএস ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নাবলি

■ **ক্যান্সার চিকিৎসায় ব্যবহৃত গামা বিকিরণের উৎস হলো –** *[৪০, ৩৬ তম বিসিএস]*
ক) আইসোটোন খ) আইসোটোপ
গ) আইসোবার ঘ) রাসায়নিক পদার্থ **উত্তর: খ**

■ **গোয়েন্দা বিভাগে কোন রশ্মি ব্যবহৃত হয়** *[৩৫ তম বিসিএস]*
ক) বেকেরেল রশ্মি খ) গামা রশ্মি
গ) X-রশ্মি ঘ) বিটা রশ্মি **উত্তর : গ**

■ **এক্স-রে এর তরঙ্গ কোন প্রকৃতির?**
ক) বৈদ্যুতিক খ) চুম্বকীয়
গ) বিদ্যুৎ চৌম্বকীয় ঘ) কোনোটিই নয় **উত্তর : গ**

■ **এক্স-রে এর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কত?**
ক) $10^{-8}$m - $10^{-13}$m খ) $10^{-13}$m - $10^{-20}$m
গ) $10^{-1}$m - $10^{-5}$m ঘ) ক + খ **উত্তর : ক**

■ **এক্স-রে তে যে ক্যাথোড ব্যবহৃত হয় তা কিসের তৈরি?**
ক) স্টিলের খ) টাংস্টেন তারের
গ) দস্তার ঘ) তামার **উত্তর : খ**

■ **এক্স-রে টিউবের ভোল্টেজ সর্বোচ্চ কত হতে পারে?**
ক) ১০০ হাজার ভোল্ট খ) ৩০ হাজার ভোল্ট
গ) ৫০ হাজার ভোল্ট ঘ) কোনোটিই নয় **উত্তর : ক**

■ **এক্স-রে এর প্রধান ব্যবহার –**
ক) শিক্ষাক্ষেত্রে খ) বিনোদনের ক্ষেত্রে
গ) গোয়েন্দা বিভাগে ঘ) চিকিৎসা ক্ষেত্রে **উত্তর : ঘ**

■ **এক্স-রের ক্ষেত্রে কোনটি সঠিক নয় –**
ক) এক্স-রে হাড়ের ফাটল শনাক্ত করণে ব্যবহৃত হয়
খ) এক্স-রের মাধ্যমে পিত্তথলি ও কিডনির পাথর শনাক্ত করা হয়
গ) এক্স-রের কোন ক্ষতিকারক প্রভাব নেই
ঘ) ফুসফুসের ক্যান্সার নির্ণয়ে এক্স-রে ব্যবহৃত হয় **উত্তর : গ**

■ **এক্স-রে বিকিরণ পরিমাপ করার একক হলো–**
ক) রন্‌জেন্ট খ) ফিউশন
গ) আইসোটোপ ঘ) রেডিওগ্রাম **উত্তর : ক**

e book for bd. blogspot .com BOIGHAR.COM www .facebook .com/ Edu Job 2018

Join FB Group "Career Opportunity in Bangladesh" : bit.ly/ Join COB


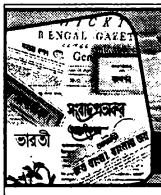


বাংলা পত্রিকার ইতিহাস

পর্ব-১৬

# দৈনিক আজাদ

- মোঃ মনিরুজ্জামান

দৈনিক আজাদ 'উপমহাদেশ' খ্যাত বাংলা পত্রিকা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। বাঙালিদের স্বার্থের প্রশ্নে পত্রিকাটি ছিল আপোষহীন। অবিভক্ত ভারতে ও পাকিস্তান সৃষ্টির পরবর্তী কালেও প্রায় অর্ধশতাব্দী এ পত্রিকাটি নানা কারণে ছিল আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু।

- ধরণ > দৈনিক
- প্রথম প্রকাশ > ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দ, ৩১ অক্টোবর
- প্রকাশ স্থান > কলকাতা, ঢাকা

**সম্পাদকমন্ডলী**

- মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ,
- মোহাম্মদ মোদাব্বের
- আবুল কালাম শামসুদ্দীন

বাংলা পত্রিকার ক্রমবিকাশের ইতিহাসে বিংশ শতকের প্রথমার্ধে প্রকাশিত 'দৈনিক আজাদ' পত্রিকাটির রয়েছে বর্ণাঢ্য ইতিহাস। দৈনিক আজাদ ১৯৩৬ খ্রি: ৩১ অক্টোবর কলকাতার নিজস্ব ছাপাখানার রোটারী মেশিনে প্রথম ছাপা হয়। পত্রিকাটির প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ। তিনি ও তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র মোহাম্মদ খাইরুল আনাম খাঁ পত্রিকাটি প্রকাশের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন। পত্রিকাটির প্রথমদিকে বার্তা সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছিলেন মোহাম্মদ মোদাব্বের।

ভারত বিভাগের পর ১৯৪৮ সালের ১৯ অক্টোবর পত্রিকাটির সকল কার্যক্রম ঢাকায় স্থানান্তরিত হয়। এপর্যায়ে পত্রিকার সম্পাদনার হাল ধরেন প্রখ্যাত বাংলা সাহিত্যিক আবুল কালাম শামসুদ্দীন। এসময় পত্রিকাটির বিভিন্ন বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন খায়রুল কবির (নিউজ এডিটর), মুজীবুর রহমান খাঁ এবং আবু জাফর শামসুদ্দীন (সম্পাদকীয় বিভাগ)। তাঁদের দক্ষতা ও সম্মিলিত কর্ম প্রচেষ্টায় দৈনিক আজাদ অল্পদিনেই পূর্ব পাকিস্তানের অন্যতম প্রধান সংবাদপত্রে পরিণত হয়। পূর্ব বাংলায় স্থানান্তরিত হবার পর পত্রিকাটি বেশ কিছু প্রতিবন্ধকতা ও সংকটের মুখোমুখি হয়। এসময় কাগজ সংকটের কারণে পত্রিকাটির প্রকাশনা কিছুকাল বন্ধ থাকে। তবে অচিরেই পত্রিকাটির এসব সংকট কেটে যায় এবং নব উদ্দীপনায় পত্রিকাটি প্রকাশিত হতে থাকে।

দৈনিক আজাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে পত্রিকাটির প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয়তে লেখা হয় "বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে, মোছলেম বঙ্গের জাতীয় জীবনের একমাত্র অবলম্বন হইতেছে একখানা সাপ্তাহিক সংবাদপত্র। এই শোচনীয় দৈন্যের অনুভূতি মোছলেম বঙ্গের জাতীয় অন্তরকে যাতনা দিয়া আসিতেছে বহুদিন হইতে। ... তিন কোটি মুসলমানের সত্যিকার সেবক ও নিরপেক্ষ প্রতিনিধি রূপে "দৈনিক আজাদ" হাতে করিয়া সমাজের খেদমতে উপস্থিত হইতে পারিলাম। তাই মোছলেম বঙ্গের জাতীয় জীবনের এই শুভ প্রভাতে সর্ব প্রথম আল্লাহর হুজুরে অবনত মস্তকে অন্তরের কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিতেছি। .... "দৈনিক আজাদ" সত্যকার আজাদীর নির্বিঘ্ন ও নির্ভীক অগ্রদূত হিসাবে, বাঙালি মুসলমানের ভিতর বাহিরের সব অশুভ বন্ধন পাশকে ছিন্ন করিয়া তাহাকে মুক্তির মঙ্গলকার্যে পরিচালিত করতে সমর্থ হউক।..." (দৈনিক আজাদ, ১ম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ৩১ শে অক্টোবর)। এই পত্রিকায় ঢাকার প্রতিদিনের সংবাদের পাশাপাশি সমসাময়িক বিষয় নিয়ে নিবন্ধ ও মতামত প্রকাশিত হতো। পত্রিকাটি শুরু থেকেই বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ প্রকাশ করতো এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে ছিল প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর।

১৯৪৯ সালে দৈনিক আজাদ পত্রিকায় 'সাধু সাবধান' শিরোনামে সম্পাদকীয় প্রকাশিত হলে পত্রিকাটির বিরুদ্ধে সরকার কঠোর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থাপক সভা এ নিয়ে দুভাগে ভাগ হয়ে যায়; সভায় হট্টোগোল সৃষ্টি হয়। এ থেকেই বুঝা যায় তৎকালীন রাজনীতিতে পত্রিকাটির প্রভাব কেমন ছিল?

দৈনিক আজাদ পত্রিকাটি বাঙালি মুসলমানদের মুখপত্র ছিল বললে ভুল হবে না। পত্রিকাটি শুরু থেকেই বাংলা ও আসামের মুসলমানদের বক্তব্যকে প্রতিনিধিত্ব করেছে। ১৯৪৮ সালের বাঙালির ভাষা আন্দোলনে পত্রিকাটি ভাষা আন্দোলনের পক্ষাবলম্বন করে। মুসলিম লীগ ভিত্তিক পত্রিকা হলেও দৈনিক আজাদ ভাষা আন্দোলনের পক্ষে লেখনি ধারণ করতে পিছপা হয়নি। পত্রিকাটি সেসময় সরকারের কার্যক্রম সম্পর্কে নিরপেক্ষ থেকে সত্য ও বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পাঠকের সামনে নিয়ে আসতে বদ্ধ পরিকর ছিল। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারির ভাষা আন্দোলনকারীদের উপর পাকিস্তানি বাহিনীর বর্বর গুলি বর্ষণের ঘটনার প্রেক্ষিতে পত্রিকাটি ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ সালে বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করে এবং বস্তনিষ্ঠ সংবাদ প্রকাশে পত্রিকাটি তার আপোষহীন ধারা অব্যাহত রাখে। যে কারণে সে সময়ে ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস সংকলনের অন্যতম প্রধান নির্ভরযোগ্য সূত্র মনে করা হয় এ দৈনিক আজাদ পত্রিকাটিকে। অবশ্য এজন্য পত্রিকাটিকে চড়া মূল্য দিতে হয়েছিল।

সেসময় সরকারের বিরোধীতার কারণে দৈনিক আজাদ পত্রিকা থেকে সরকারের সকল বিজ্ঞাপন প্রত্যাহার করা হয় এবং পত্রিকাটি বন্ধে বিভিন্নভাবে চাপ দেয়া হয়। কিন্তু পত্রিকাটি তার অবস্থানে ছিল অনড়।

আইয়ুব খান সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করলে দৈনিক আজাদ ছিল সদা-ই প্রতিবাদ মুখর। এসময় সরকারের দুর্নীতি, অনৈতিক ও জনবিরোধী কর্মকাণ্ডের বিষয়ে পত্রিকাটিতে খোলামেলা লেখা ছাপা হতো। সেসময় পত্রিকাটির নেতৃত্বে ছিলেন মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁর ছেলে মোহাম্মদ কামরুল আনাম খাঁ।

**মূল্যায়ন :** দৈনিক আজাদ পত্রিকাটির সার্থকতা মূল্যায়ন করতে হলে তৎকালীন অর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট মূল্যায়ন করা জরুরি। দৈনিক আজাদের আবির্ভাব ঘটেছিল উপমহাদেশের এমন এক রাজনৈতিক উত্তপ্ত সময়ে যখন ধর্মীয় প্রশ্নে ভারতীয় জনগণ প্রধানত দুটি ভাগে বিভক্ত, ব্রিটিশ রাজের শাসনের বিরুদ্ধে স্বরাজ আন্দোলন চলমান এবং ভারতীয় সমাজে আর্থ সামাজিক ও ধর্মীয় রেনেসাঁর লক্ষণ সুস্পষ্ট। আর এসব কিছুর মধ্যেই দৈনিক আজাদ যেমন বাঙালির মুক্তির মিছিলে শামিল হয়েছিল ঠিক তেমনি এটি মুসলমানদের নবজাগরণ ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের আশা হিসেবেও তাদের পাশে থেকে সহযোগী হয়েছে। বাঙালির স্বাধীকার আন্দোলন ও পূর্ব বাংলার মুসলমানদের আর্থ-সামাজিক স্বার্থ ও রাজনৈতিক মুক্তি অর্জনের প্রতিটি আন্দোলনে দৈনিক আজাদ পত্রিকাটি তার দায়বদ্ধতার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছিল। ১৯৪৮ ও ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে আইয়ুব খানের সামরিক শাসন, উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান প্রভৃতি গণ আন্দোলনে দৈনিক আজাদ জনগণের পক্ষে তার লেখনী সদা-ই জাগ্রত রেখেছিলো।

১৯৩৬ থেকে ১৯৪৭ এবং ১৯৪৮ থেকে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত পত্রিকাটির পথচলা মোটামুটি নির্বিঘ্ন-ই ছিল বলা যায়। তবে ১৯৬৯ সালে মওলানা আকরম খাঁ মৃত্যুবরণ করলে পত্রিকাটির মালিকানা ও কর্তৃত্বের প্রশ্নে সংশ্লিষ্টদের মধ্যে বিরোধ দেখা যায়। মূলত তখন থেকেই পত্রিকাটির ঐতিহ্য হারিয়ে যেতে থাকে। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে পত্রিকাটি সরকারি ব্যবস্থাপনায় কিছুদিন প্রকাশিত হলেও পরে তা আবার ব্যক্তিমালিকানায় ছেড়ে দেয়া হয়। তবে এরপর পত্রিকাটি আর আগের উদ্যম ধরে রাখতে পারেনি। ১৯৯০ সালে দৈনিক আজাদ পত্রিকাটি অনিবার্যভাবেই বন্ধ হয়ে যায়। এভাবেই সমাপ্তি ঘটে দৈনিক আজাদের গৌরবোজ্জ্বল পথচলার।

e book for bd. blogspot .com BOIGHAR.COM www .facebook .com/ Edu Job 2018

Join FB Group "Career Opportunity in Bangladesh" : bit.ly/ Join COB


# ক্লিয়ার কনসেপ্ট

পর্ব-১৬

ওরাকল জ্ঞানপত্রের প্রতি সংখ্যায় ক্লিয়ার কনসেপ্ট অংশে এমন একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়, যে বিষয়ে চাকরি পরীক্ষার্থীদের বরাবরই কনফিউশন বা ধারণাগত অস্পষ্টতা থাকে। এ অংশে জটিল ও সংশয়পূর্ণ বিষয় আলোচনার মাধ্যমে পরীক্ষার্থীদের সে বিষয়ে একটি পরিষ্কার ধারণা প্রদানের চেষ্টা করা হয়। জ্ঞানপত্রের এবারের সংখ্যায় থাকছে তেমনি একটি নতুন আলোচনা।

## এবারের বিষয় : 'ভারতীয় প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা'

পিএসসি কর্তৃক গৃহীত সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা-২০১৯ এ সাধারণ জ্ঞান অংশে একটি প্রশ্ন করা হয়েছে, 'ভারত কবে প্রজাতন্ত্রে পরিণত হয়?'। নিম্নে প্রশ্নালোকে এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য উপস্থাপন করা হলো।

**প্রশ্ন: ভারত কবে প্রজাতন্ত্রে পরিণত হয়?** *[সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা - ২০১৯]*

ক) ১৫ আগস্ট ১৯৪৭ খ) ২৬ জানুয়ারি ১৯৫০
গ) ২৫ জানুয়ারি ১৯৪৯ ঘ) ২৬ জানুয়ারি ১৯৫১

**সঠিক উত্তর:** খ) ২৬ জানুয়ারি ১৯৫০

### ১৯৪৭ সালের ভারত শাসন আইন :

ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে ১৯৪৭ সালের ভারত বিভক্তি ছিল বিংশ শতকের অন্যতম তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। দীর্ঘদিনের এতদাঞ্চলের মানুষের স্বরাজ লাভের আপোষহীন সংগ্রাম, এর প্রেক্ষিতে বিভিন্ন শাসনতান্ত্রিক সংস্কার, এতদসংক্রান্ত অসন্তোষ ও এ থেকে ক্ষোভ এবং ১৯৪৬ - '৪৭ সালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ব্রিটিশ শাসক গোষ্ঠীকে এ অঞ্চলের শাসনভার এ অঞ্চলের নেতৃবৃন্দের হাতে অর্পণে বাধ্য করেছিলো। ১৯৪৭ সালে উপমহাদেশের বৃহৎ দুই ধর্মীয় সম্প্রদায় হিন্দু ও মুসলিমদের মধ্যে জাতিগত দাঙ্গার পর ব্রিটিশ সরকার কালক্ষেপণ না করে ভারতকে সাম্প্রদায়িক বিবেচনায় বিভক্তির চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এ সংক্রান্ত প্রস্তাব ১৯৪৭ সালের ১৮ জুলাই ব্রিটিশ পার্লামেন্টে পাশ হয়। এরই মাধ্যমে ১৪ আগস্ট জন্ম হয় পাকিস্তান ও ১৫ আগস্ট জন্ম হয় ভারত নামক দুটি পৃথক রাষ্ট্রের। এ দু'দেশের স্বাধীনতা লাভের প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয় যুক্তরাজ্যের সংসদে ভারত স্বাধীনতা আইন ১৯৪৭ এর মাধ্যমে। ফলে ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারত ভেঙে গিয়ে কমনওয়েলথ অব নেশনস এর অন্তর্গত অধিরাজ্য হিসেবে দু'টি স্বাধীন রাষ্ট্র ভারত ও পাকিস্তানের আবির্ভাব ঘটে। ১৫ আগস্ট ১৯৪৭ এ ভারত স্বাধীন হলেও তখনও এর কর্তৃত্বে ছিলেন রাজা ষষ্ঠ জর্জ এবং লর্ড লুই মাউন্টব্যাটেন ছিলেন এর গভর্নর। তখনও ভারত কিংবা পাকিস্তান কোনো দেশেরই স্থায়ী সংবিধান ছিল না। ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামোর কিছুটা রদবদল ঘটিয়েই দেশ দুটি শাসন কার্য চালাতে থাকে। তবে সংবিধান প্রণয়নে ও পরিকল্পিত শাসন কাঠামো বিনির্মাণে ভারত ছিল অগ্রগামী। তারা স্বাধীনতা লাভের মাত্র তিন বছরের মাথায় একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের সংবিধান প্রণায়ন করতে পেরেছিল যেখানে পাকিস্তানের লেগেছিল প্রায় দশ বছর। ১৯৪৭ খ্রি: ২৮ আগস্ট ভারত একটি স্থায়ী সংবিধান প্রণয়নের জন্য একটি ড্রাফটিং কমিটি গঠন করে। এই কমিটির চেয়ারম্যান করা হয় তৎকালীন ভারতের বিখ্যাত ব্যবহারশাস্ত্রবিদ, দার্শনিক ও রাজনীতিবিদ ডক্টর ভীমরাও রামজি আম্বেডকরকে। ৪ নভেম্বর, ১৯৪৭ খ্রি: তারিখে কমিটি একটি খসড়া সংবিধান প্রস্তুত করে গণপরিষদে জমা দেয়। ১৯৫০ খ্রি: চূড়ান্তভাবে এ সংবিধান গৃহীত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ২ বছর, ১১ মাস, ১৮ দিনব্যাপী সময়ে গণপরিষদ এই খসড়া সংবিধান আলোচনার জন্য ১৬৬ বার অধিবেশন আহ্বান করে। এ সকল অধিবেশনে জনগণের প্রবেশাধিকার ও মতামতের সুযোগ রাখা হয়েছিল। বহুবিতর্ক ও কিছু সংশোধনের পর ২৪ শে জানুয়ারি এ গণপরিষদের ৩০৮ জন সদস্য চূড়ান্ত সংবিধানের হাতে-লেখা দু'টি নথিতে (ইংরেজি ও হিন্দি) স্বাক্ষর করেন। এর দুদিন পর ***২৬ জানুয়ারি সারাদেশব্যাপী এ সংবিধান কার্যকর হয়। ভারত প্রজাতন্ত্রে পরিণত হয়।*** আর একারণেই ২৬ জানুয়ারি কে ভারতের তিনটি জাতীয় দিবসের একটি হিসেবে পালন করা হয়। '২৬ জানুয়ারি' দিনটিকে সংবিধান কার্যকর করার জন্য বেছে নেয়া হয়েছিল কারণ ১৯৩০ খ্রি: ঐ একই দিনে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস কর্তৃক পূর্ণ স্বরাজের সংকল্প ঘোষিত ও গৃহীত হয়েছিল। তাৎপর্যপূর্ণ এ দিনটি ভারতীয়রা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে।

২৬ জানুয়ারি সংবিধান কার্যকর হবার মাধ্যমে ভারত স্বাধীন প্রজাতন্ত্র হয়ে ওঠে। এ দিনটি তাদের কাছে প্রজাতন্ত্র দিবস। প্রজাতন্ত্র দিবস ভারতবাসীর জাতীয় উৎসবের দিন। ২৬ জানুয়ারি ভারতের জন্য একটি মহিমান্বিত দিন। প্রতি বছর এ দিনটি পালনে সরকারিভাবে বিশেষ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। এ দিনটিতে রাজধানী নয়াদিল্লী এবং রাজ্যসমূহের রাজধানীতে বিশেষ প্যারেড অনুষ্ঠিত হয়। এতে রাষ্ট্রপতি সামরিক অভিবাদন গ্রহণ করেন। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, অফিস, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন স্থাপনায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়।

### ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট :

১৫ আগস্ট ভারতের জাতীয় দিবসের একটি। এদিনটি ভারতের স্বাধীনতা দিবস। ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট ভারত ব্রিটিশ রাজশক্তির শাসন কর্তৃত্ব থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীনতা অর্জন করে। সেই ঘটনাকে স্মরণীয় করে রাখতে প্রতি বছর ১৫ আগস্ট তারিখ ভারতের স্বাধীনতা দিবস হিসেবে পালন করা হয়। এ দিনটি উদ্‌যাপনে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। এদিনে ভারতের প্রধানমন্ত্রী লাল কেল্লায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন এবং জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। জাতীয় পতাকা উত্তোলন, কুচকাওয়াজ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সারাদেশে স্বাধীনতা দিবস পালন করা হয়।ভারতে তিনটি জাতীয় দিবসের অন্যটি হলো গান্ধী জয়ন্তী যা ২ অক্টোবর পালিত হয়।

অপরদিকে অপশন (গ) ২৫ জানুয়ারি, ১৯৪৯ ও অপশন (ঘ) ২৬ জানুয়ারি ১৯৫১ ভারতের সাথে সম্পর্কিত কোনো ঘটনা নির্দেশ করে না।

e book for bd. blogspot .com BOIGHAR.COM www .facebook .com/ Edu Job 2018

Join FB Group "Career Opportunity in Bangladesh" : bit.ly/ Join COB



# মানসিক দক্ষতা আলোচনা

পর্ব-১৬

## গত সংখ্যার পর

### বর্ণসজ্জা

০৫. বাংলা বর্ণবিন্যাসে 'দ' ব্যঞ্জনবর্ণের কোন জায়গায় অবস্থান করে? (৩৬তম বিসিএস লিখিত [মনস্তাত্ত্বিক])

ক) ৪র্থ লাইনের তৃতীয়
খ) ৩য় লাইনের দ্বিতীয়
গ) ৪র্থ লাইনের দ্বিতীয়
ঘ) ৫ম লাইনের চতুর্থ **উত্তর: ক**

০৬. নিচের অক্ষরগুলো দিয়ে সঠিক শব্দ কোনটি?
ত মা জা ই না (৩৫তম বিসিএস লিখিত)
উত্তর: গ

ক) নাতমাইজা খ) জাইনাতমা
গ) নাতজামাই ঘ) ইমাইজানাত

০৭. নিম্নের এলোমেলো অক্ষর দিয়ে গঠিত অর্থপূর্ণ শব্দের শেষ অক্ষর কোনটি? (৩৬তম বিসিএস লিখিত)

| প | নি | শ | বে | উ |
|---|---|---|---|---|

ক) বে খ) নি
গ) শ ঘ) উ **উত্তর: গ**

*ব্যাখ্যা* অর্থপূর্ণ শব্দটি হবে 'উপনিবেশ'। শেষ অক্ষর 'শ'।

০৮. অভিধানে কোন শব্দটি আগে বসবে? [Bangladesh Bank Officer 2015; বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ডাটা এন্টি কন্ট্রোল অপারেটর ২০১২]

ক) চাঁদা খ) চানা *Ans.* ঘ
গ) চালা ঘ) চাঁটি

09. 'Desentization' শব্দে ব্যবহৃত বর্ণসমূহ এক বা একাধিকবার ব্যবহার করে নিচের কোন শব্দটি গঠন করা যায় না। [৩৩তম বিসিএস (মনস্তাত্ত্বিক)]

ⓐ destination ⓑ notaion *Ans.* ⓒ
ⓒ institution ⓓ detainans.

*ব্যাখ্যা : অপশন (c) এর institution শব্দে 'u' আছে, কিন্তু Desentization শব্দে 'u' নেই।*

10. 'Notwithstanding' শব্দে ব্যবহৃত বর্ণসমূহ এক বা একাধিকবার ব্যবহার করে নিচের কোন শব্দটি তৈরি করা যাবে না। [৩৩তম বিসিএস (মনস্তাত্ত্বিক)]

ⓐ nation ⓑ withheld
ⓒ do is ⓓ sound *Ans :* ⓑ, ⓓ

*ব্যাখ্যা : অপশন (b) এর শব্দে বিদ্যমান e ও l বর্ণ এবং অপশন (d) এর sound শব্দে বিদ্যমান u বর্ণ Notwithstanding শব্দে অনুপস্থিত।*

11. THERMOLYSIS শব্দটির অক্ষর দ্বারা নিচের কোন শব্দটি তৈরি করা যাবে না? [৩০তম বিসিএস (মনস্তাত্ত্বিক)]

ⓐ SISTER ⓑ LOTUS *Ans.* ⓑ
ⓒ LORIS ⓓ LOITER

12. নিচের কোন শব্দটি PHOTO - SYNTHETIC শব্দটি দ্বারা গঠন করা যায় না? [৩০তম বিসিএস (মনস্তাত্ত্বিক)]

ⓐ THOSE ⓑ SCENT *Ans.* ⓒ
ⓒ PRONE ⓓ COTTON

13. ADMINISTRATION শব্দটি দ্বারা নিচের কোন শব্দটি গঠন করা যায় না? [৩০তম বিসিএস (মনস্তাত্ত্বিক)]

ⓐ STATION ⓑ TRADITION
ⓒ MINISTER ⓓ RATION *Ans.* ⓒ

14. Which one word can not be formed from the letters of the word 'CHOREOGRAPHY' [Bangladesh Bank Assistant Director 2015]

ⓐ GEOGRAPHY *Ans.* ⓓ
ⓑ GRAHP
ⓒ OGRE
ⓓ PHOTOGRAPHY

*ব্যাখ্যা : অপশন (ঘ) এর PHOTOGRAPHY শব্দে বিদ্যমান বর্ণ CHOREOGRAPHY শব্দে অনুপস্থিত।*

15. Select an appropriate term that completes the series LpF, NqG PrH, RsI..... [Bangldesh Bank, Assistant Director 2015; One Bank Ltd. Officer 2012]

ক) mPm খ) Ttj
গ) tTj ঘ) TtJ *Ans.* ঘ

16. Look at the letter pattern and choose the correct option, JAK, KBL, LCM, MDN,.... [Rajshi Krishi Unnayan Bank Senior Officer 2014]

ক) NEO খ) MEN
গ) PFQ ঘ) OEP *Ans.* ক

১৭. নিচের কোনটি প্রশ্নবোধক স্থানে বসবে? [৩৮তম বিসিএস]

JD-KF-?PM-TR

ক) NJ খ) MI **উত্তর: খ**
গ) NI ঘ) OJ

*ব্যাখ্যা : এখানে, দুটি ধারা বিদ্যমান।*

*ধারা: J K M P T*
*অক্ষর পার্থক্য: ০টি ১টি ২ টি ৩টি*
*ধারা: D F I M R*
*অক্ষর পার্থক্য: ১টি ২টি ৩ টি ৪টি*

১৮. যদি চ X G= 42 তবে J X ট=? [৪০ তম বিসিএস]

ক) 120 খ) 92 *Ans.* ঘ
গ) 115 ঘ) 110

১৯. ইংরেজি বর্ণমালার ধারাবাহিকভাবে ১৮তম অক্ষরের বামদিকে ১০ম অক্ষর কোনটি? [৩৬তম বিসিএস]

ক) H খ) S **উত্তর: ক**
গ) F ঘ) J

20. Who is to the immediate left of L. (৩০তম বিসিএস লিখিত [মনস্তাত্ত্বিক])

ক) Q খ) O **উত্তর: গ**
গ) K ঘ) M

*ব্যাখ্যা : L এর বামদিকে নিকটতম (পূর্ববর্তী) বর্ণ K.*

21. Ramjan, Tamanna, Faruque তিন ভাই বোন। এদের মধ্যে ইংরেজী বর্ণমালার প্রথম বর্ণটি কতবার ব্যবহৃত হয়? [৩৩তম বিসিএস (মনস্তাত্ত্বিক)]

ⓐ 8 ⓑ ৫
ⓒ ৭ ⓓ ৬ *Ans :* ⓓ

*ব্যাখ্যা ইংরেজি বর্ণমালার প্রথম বর্ণ 'a'। Ramjan, Tamanna, Faruque তিন ভাই বোনের নামের বানানে ইংরেজি বর্ণমালার প্রথম বর্ণটি ব্যবহৃত হয় ৬ বার।*

22. Bangladesh, Maldives, India, Sri Lanka, Pakistan, Nepal, ..... [৩০তম বিসিএস (মনস্তাত্ত্বিক)] *Ans :* ⓓ

ⓐ B I M N P S ⓑ P I B N S M
ⓒ N B I S P M ⓓ B M I S P N

20.

| U | N | F | P | ? |
|---|---|---|---|---|

(৩৫তম বিসিএস লিখিত)

ক) B খ) T
গ) C ঘ) A *Ans.* ঘ

23. What letter in the word 'SUPERFLUOUS' is the same number in the word as it is in the alphabet? [৩২তম বিসিএস (মনস্তাত্ত্বিক)]

ⓐ R ⓑ F *Ans :* ⓑ
ⓒ L ⓓ U

*ব্যাখ্যা : SUPERFLUOUS শব্দে F প্রথম থেকে ষষ্ঠ অবস্থানে আছে। alphabetic order এ ও F ষষ্ঠ অবস্থানে আছে।*

24. Re-arrange the jumble word and fill in the last letter. (৩৬তম বিসিএস লিখিত)
gcaeeonphn = name of a capital

ক) c খ) g *Ans :* ঘ
গ) a ঘ) n

*ব্যাখ্যা বর্ণগুলো সাজিয়ে পাওয়া যাবে copenhagen (ডেনমার্কের রাজধানী) সর্বশেষ বর্ণ n।*

25. If you rearrange the letters 'LNGEDNA' you have name of a (n)---- [Bangladesh Bank Office (General side) 2015, Basic Bank Ltd. Assistant Officer (cash) 2014]

ⓐ country ⓑ animal *Ans:* ⓐ
ⓒ city ⓓ ocean

*ব্যাখ্যা : "LNGEDNA"→England (country)*

26. "RAPIS" অক্ষরগুলোকে নতুন করে সাজালে নিচের কোনটি পাওয়া যাবে? [৩৮তম বিসিএস] *Ans:* ⓚ

ক) একটি সাগর খ) একটি শহর
গ) একটি দেশ ঘ) একটি প্রাণী

e book for bd. blogspot .com BOIGHAR.COM www .facebook .com/ Edu Job 2018

Join FB Group "Career Opportunity in Bangladesh" : bit.ly/ Join COB



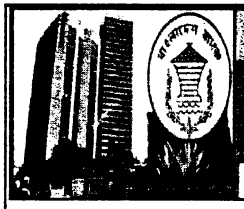

# BANK MATH পর্ব-১৬

# শতাংশ (Percentage)

— প্রাবন বালা (সহকারী পরিচালক, বাংলাদেশ ব্যাংক)

## গত সংখ্যার পর

### TYPE 1 (B) : GENERAL PERCENTAGE (ELECTION AND VOTE) WITH NARRATIVE QUESTION

**01. At an election involving two candidates, 68 votes were declared invalid. The winning candidate secures 52% and wins by 98 votes. The total numbers of votes polled is- / দুইজন প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে ৬৮ টি ভোট বাতিল ঘোষিত হয়। বিজয়ী প্রার্থী ৫২% ভোট পায় এবং ৯৮ ভোট এগিয়ে থেকে বিজয়ী হয়। সর্বমোট ভোটের সংখ্যা কত ?**

*[Bangladesh Development Bank Ltd. officer : 14]*

ⓐ 2382 ⓑ 2450 **Ans:** ⓒ
ⓒ 2518 ⓓ None of these

**Solution :** বিজিত প্রার্থী পায় = (100 – 52%)
= 48% ভোট

দুই প্রার্থীর ভোটের পার্থক্য = (52 – 48)%
= 4%

4% যথাযথ ভোট = 98

1% $= \frac{98}{4}$

100% $= \frac{98 \times 100}{4} = 2450$

সর্বমোট ভোট = যথাযথ ভোট + বাতিল ভোট
= 2450 + 68 = 2518

**02. In an eletion a candidate who gets 84% of the votes is elected by a majority of 476 votes. What is the total number of votes polled? / একটি নির্বাচনে একজন প্রার্থী 84% ভোট পেয়ে 476 ভোটে এগিয়ে থেকে বিজয়ী হন। নির্বাচনে সর্বমোট কতজন ভোটার ছিল ?** *[Bangladesh Development Bank Ltd. officer : 14]*

ⓐ 672 ⓑ 700
ⓒ 749 ⓓ 848 **Ans :** ⓑ
e. None of these

**Solution :** নির্বাচনে একজন প্রার্থী ভোট পান = 84%
প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী ভোট পান = (100–84)% = 16%
নির্বাচিত প্রার্থী বেশি ভোট পান = (84–16)%= 68%
মোট ভোটারের 68% = 476 জন

1% $= \frac{476}{68}$

100% $= \frac{476 \times 100}{68}$ জন
= 700 জন।

### TYPE-2 TWO PERCENTAGE WITH TWO CONTRADICTION CONDITION

**01. চিনির মূল্য ২৫% বৃদ্ধি পাওয়াতে একটি পরিবার চিনি খাওয়া এমনভাবে কমালো যে চিনি বাবদ ব্যয় বৃদ্ধি পেল না। ঐ পরিবার চিনি খাওয়া বাবদ শতকরা কত কমালো? / When the price of sugar is increased by 25%, a family reduces the use of sugar so that there is no change in the expenditure for use of sugar. At what percentage does the family reduce the use of sugar ?** *[২৪তম বিসিএস/১২তম বিসিএস/প্রাক-প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক (পদ্মা, বুড়িগঙ্গা, যমুনা, করতোয়া, দানিয়ুব) ; ১৩]*

ⓐ ২২% ⓑ ২৫% **Ans :** ⓒ
ⓒ ২০% ⓓ ৩০%

**Solution :** চিনির মূল্য ২৫% বৃদ্ধি পাওয়ায় বর্তমান মূল্য = (১০০+২৫) টাকা বা ১২৫ টাকা
বর্তমান মূল্য ১২৫ টাকা হলে পূর্বমূল্য ১০০ টাকা

১ $\frac{১০০}{১২৫}$ টাকা

" ১০০ " " $\frac{১০০ \times ১০০}{১২৫}$ টাকা

বা, ৮০ টাকা

∴ চিনির খরচ (১০০ - ৮০)% বা ২০% কমাতে হবে।

**Esay Solution :**

চিনির ব্যবহার কমাতে হবে $= \frac{১০০ \times r}{১০০ + r}$ %

$= \frac{১০০ \times ২৫}{১০০ + ২৫}$ % = ২০%

**02. If an organization increases its staff salary by 25%. By what percent must now decrease the salary to return to the original amount ? / একটি প্রতিষ্ঠান তার কর্মচারীদের বেতন ২৫% বাড়ালো। এখন বেতন শতকরা কতভাগ কমালে তা পূর্বের বেতনের সমান হবে?** *[Bangladesh Bank Assist. Director : 07]*

ⓐ 15 ⓑ 18 **Ans :** ⓒ
ⓒ 20 ⓓ None of these

**Solution :** পূর্বের বেতন 100 টাকা বর্তমানে বেতন (100+25) টাকা বা 125 টাকা হলে, পূর্বের বেতনের সমান করতে হলে বেতন কমাতে হবে (125-100) টাকা বা 25 টাকা

125 টাকায় কমাতে হবে 25 টাকা

1 " $\frac{25}{125}$ টাকা

100 $\frac{25 \times 100}{125}$ টাকা বা 20টাকা

বেতন 20% কমালে তা পূর্বের বেতনের সমান হবে।

**Easy Solution :** বেতন কমাতে হবে

$= \frac{১০০ \times ২৫}{১০০ + ২৫}$ % = 20%

**03. কাপড়ের মূল্য ২০% কমে গেলে কাপড়ের ব্যবহার শতকরা কি পরিমাণ বাড়ালে কাপড়ের জন্য খরচের কোনো পরিবর্তন হবে না? /When the price of clothes is reduced by 20%, then at what percentage in the use of clothes is should be increased so that there will be no change in the expenditure for use of clothes ?** *[পাসপোর্ট এন্ড ইমিগ্রেশন অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক : ৯৪/দুর্নীতি দমন ব্যুরো নির্বাচনী পরীক্ষা : ৮৪]*

ⓐ ১৫% ⓑ ২০%
ⓒ ২৫% ⓓ ৩০% **Ans :** ⓒ

**05. ইসলামের আয় আছমার আয় অপেক্ষা 25% বেশি। আসমার আয় ইসলামের আয় অপেক্ষা শতকরা কত কম? / If Islam's income is 25% more than that of Asma, then by how much in percent is Asma's income less than that of Islam?** *[প্রাক-প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক (মেঘনা) : ১৩/প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (শরৎ) ১৩/Kamasongsthan Bank Ltd. Assistant Officer : 01]*

ⓐ 10% ⓑ 15%
ⓒ 20% ⓓ 25% **Ans :** ⓒ

**Solution :** ধরি, আছমার আয় 100 টাকা;
∴ ইসলামের আয় = (100+25) টাকা = 125 টাকা
ইসলামের আয় 125 টাকা হলে আসমার আয় 100 টাকা

100 $\frac{100 \times 25}{100 + 25}$ টাকা

বা 80 টাকা

আসমার আয় কম = (100 – 80) টাকা = 20 টাকা

**Easy Solution :**

আসমার আয় ইসলামের আয় অপেক্ষা কম

$= \frac{১০০ \times ২৫}{১০০ + ২৫}$ % = ২০%

**06. If A's income is 25% less than that of B, then how much percent is B's Income more than that of A? /যদি A এর আয় B এর আয় অপেক্ষা 25% কম। B এর আয় A এর আয় অপেক্ষা শতকরা কত বেশি ?** *[Al-Arafah Islami Bank Ltd. Trainee Officer : 13/Prei ier Bank Ltd. TJO (cash) : 13]*

ⓐ $33\frac{2}{3}$ ⓑ $66\frac{2}{3}$ **Ans :** ⓐ
ⓒ $11\frac{2}{3}$ ⓓ 25%

e book for bd. blogspot .com BOIGHAR.COM www .facebook .com/ Edu Job 2018

পর্ব-১২

# Written Math for Bank Job

— Easir Arafat

**1. There are 81 liters of pure milk in a contanier one third of the milk is replaced with an equal amount of water. Again one third of the mixture is replaced with an equal amount of water. What is the ratio of milk to water in the new mixture?** *[Sonali Bank Ltd. Senior Officer (FF Special-2019)]*

**Solution :**

After first condition,

Remaining milk $= 81 - \left(81 \times \frac{1}{3}\right)$

$= 81 - 27 = 54$ liters

Again,

After replacement,

Remaining milk $= 54 - \left(54 \times \frac{1}{3}\right)$

$= 54 - 18 = 36$ liters

Amount of water $= (81 - 36)$ liters

$= 45$ "

$\therefore$ Required ratio $= 36 : 45$

$= 4 : 5$

**Ans:** 4 : 5

**2. 6 men can complete a piece of work in 12 days, 8 women can complete the same piece of work in 18 days and 18 children can do it in 10 days. 4 men, 12 women and 20 children do the work for 2 days. If the remaining work be completed by men only in 1 day, how many men will be required?** *[Sonali Bank Ltd. Senior Officer (FF Special-2019)]*

**Solution :**

In 12 days 6 men can complete 1 part

1 1 " $\frac{1}{12 \times 6}$ "

2 4 " $\frac{1 \times 2 \times 4}{12 \times 6}$ "

$= \frac{1}{9}$

Again,

In 18 days, 8 women can complete 1 part

1 1 " $\frac{1}{18 \times 8}$

2 12 " $\frac{2 \times 12}{18 \times 8}$

$= \frac{1}{6}$ part

And,

In 10 days, 18 children can complete 1 part

1 1 " $\frac{1}{18 \times 10}$

2 20 " $\frac{20 \times 2}{18 \times 10}$

$= \frac{2}{9}$

$\therefore$ Remaining work $= \left(1 - \frac{1}{9} - \frac{1}{6} - \frac{2}{9}\right)$ part

$= \left(\frac{18 - 2 - 3 - 4}{18}\right)$

$= \frac{9}{18}$

$= \frac{1}{2}$ "

So,

In 1 days, $\frac{1}{12 \times 6}$ part can be completed by 1 man

" 1 1 " $\frac{12 \times 6}{1}$ "

1 " $\frac{1}{2}$ " $\frac{12 \times 6}{2}$ "

$= 36$ men

**Ans :** 36 men

**3. A train 125 meter long passes a man who walk in the same direction at 4 kmh in 25 second. After passing man the train reach the platform in 30 mintues. How long the man will need after passing the train to reach the platform?** *[Sonali Bank Ltd. Senior Officer (FF Special-2019)]*

**Solution :**

Let, speed of the train be x km/hr

Given, speed of the man be 4 km /hr

In the same direction,

Relative speed $= (x - 4)$ km/hr

$= \frac{(x - 4) \times 1000}{3600}$ m/sec.

$= \frac{(x - 4)\,5}{18}$ m/sec

According to question,

$25 \times \frac{(x - 4)\,5}{18} = 125$

$\Rightarrow 125x - 500 = 125 \times 18$

$\Rightarrow 125x = 2250 + 500$

$\Rightarrow x = \frac{2750}{125}$

$x = 22$

$\therefore$ speed of the train be 22 km/hr

In 1 hour or 60 minutes, the train goes 22 km

30 " $\frac{22 \times 30}{60}$ "

$= 11$km

The man needs to go 11 km$= \frac{11}{4}$ hour

$= 2$ hour 45 minutes **(Ans.)**

**4. A and B started a business with initial investments in the respective ratio of 18 : 7. After four months from the start of the business, A invested Tk. 2000 more and B invested Tk. 7000 more. At the end of one year, if the profit was distributed among them in the ratio of 2 : 1 respectively. What was the total initial investment with which A and B started the business?** *[Sonali Bank Ltd. Senior Officer (FF Special-2019)]*

**Solution :**

Let, Initial investment of A and B be 18x and 7x respectively

Total investment of A

$= \text{Tk. } \{(18x \times 4) + (18x + 2000) \times 8\}$

$= \text{Tk. } (72x + 144x + 16000)$

$= \text{Tk. } (216x + 16000)$

Total investment of B

$= \text{Tk. } \{(7x \times 4) + (7x + 7000) \times 8\}$

$= \text{Tk. } (28x + 56x + 56000)$

$= \text{Tk. } (84x + 56000)$

According to question,

$\frac{216x + 16000}{84x + 56000} = 2$

$\Rightarrow 216x + 16000 = 168x + 112000$

$\Rightarrow 216x - 168x = 112000 - 16000$

$\Rightarrow 48x = 96000$

$\Rightarrow x = \frac{96000}{48}$

$x = 2000$

Initial investment of A and B

$= \text{Tk. } \{(18 \times 2000) + (7 \times 2000)\}$

$= \text{Tk. } (36000 + 14000)$

$= \text{Tk. } 50000$

**Ans :** Tk. 50000

Join FB Group "Career Opportunity in Bangladesh" : bit.ly/ Join COB


পর্ব- ২৮

# গণিত অনুশীলন সংখ্যায়ন

— প্লাবন বালা সহকারী পরিচালক, বাংলাদেশ ব্যাংক

## বাকী অংশ

৫. **The sum of three consecutive integers is 123. The product of the two smaller numbers is / ৩টি ধারাবাহিক সংখ্যার সমষ্টি ১২৩। ক্ষুদ্রতম সংখ্যা দুইটির গুণফল কত?** *[BB(AD)-04, 12th NTRCA (School)-15]*

ক 625 খ 900
গ 1600 ঘ 1640 **উত্তর : ঘ**

**Short Technic :** The middle number is = $\frac{123}{3} = 41$; First number is (41−1) = 40

So, The product is (40×41)=1640

৬. **The sum of three consecutive odd numbers is 57. The middle one is- / তিনটি ক্রমিক বিজোড় সংখ্যার যোগফল 57। মধ্যম সংখ্যাটি কত ?** *[Bangladesh Bank Assist. Director : 10]*

ক 19 খ 21 **উত্তর : ক**
গ 23 ঘ 17
e. 15

**Short Technic :** The middle number = $\frac{57}{3}$ = 19

৭. **The sum of five consecutive integers is 150. The sum of the first 2 is-/ পর পর পাঁচটি পূর্ণ সংখ্যার যোগফল 150। প্রথম দুইটি সংখ্যার যোগফল কত?** *[Bangladesh commercial Bank Ltd. Junior Officer- 08]*

ক 57 খ 21 **উত্তর : ক**
গ 19 ঘ 41

**Short Technic :** The middle number (3rd) = $\frac{150}{5} = 30$,

First number is (30−2) = 28,
2nd number is (30 −1) = 29
So, The sum of first two is (28 + 29) = 57 **Ans. A**

**ক্রমিক সংখ্যা /ধারাবাহিক সংখ্যার গুণফল দেওয়া থাকলে: সংখ্যাগুলোর সমষ্টি চাইলে-**

১. **৩টি ধারাবাহিক সংখ্যার গুণফল ১২০। সংখ্যাগুলোর সমষ্টি কত?** *[32th BCS, 29th BCS, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় উপ-সহকারী পরিচালক: ২০১৭]*

ক 12 খ 14
গ 15 ঘ 18 **উত্তর : গ**

সমাধান : মনেকরি,

$$\begin{array}{r|l} 2 & 120 \\ \hline 2 & 60 \\ \hline 2 & 30 \\ \hline 3 & 15 \\ \hline & 5 \end{array}$$

The L.C.M. of 120 is = 2 × 2 × 2 × 3 × 5 = (2 × 2) × 5 × (2 × 3),
So, the three number are 4,5,6
∴ Sum = 4 +5 + 6 = 15 **উত্তর: গ**

২. **If the product of three consecutive integers is 210, the sum of the integers is/ ৩টি ধারাবাহিক সংখ্যার গুণফল ২১০। সংখ্যা তিনটির যোগফল কত?** *[DBBL Assistant Officer-09, BKB Office-07]*

ক 12 খ 14 **উত্তর : ঘ**
গ 15 ঘ 18

**Solution:** সংখ্যা তিনটি যথাক্রমে 5, 6, 7
∴ তিনটি সংখ্যা দুইটির সমষ্টি = 5 + 6 + 7 =18

**দুইটি সংখ্যার যোগফল/সমষ্টি এবং বিয়োগফল/অন্তর দেয়া থাকলে ছোট সংখ্যা ও বড় সংখ্যা নির্ণয় :**

ক্ষুদ্রতম সংখ্যা = $\frac{\text{সমষ্টি} - \text{অন্তর}}{২}$ ;

বৃহত্তম সংখ্যা = $\frac{\text{সমষ্টি} + \text{অন্তর}}{২}$

১. **দুইটি সংখ্যার যোগফল/সমষ্টি ১৫ এবং বিয়োগফল/অন্তর ১৩, ছোট সংখ্যাটি কত?** *[11th NTRCA(School)]*

**Short Technic :**

ক্ষুদ্রতম সংখ্যা = $\frac{\text{সমষ্টি} - \text{অন্তর}}{২}$

$= \frac{১৫ - ১৩}{২} = \frac{২}{২} = ১;$

বৃহত্তম সংখ্যা = $\frac{\text{সমষ্টি} + \text{অন্তর}}{২}$

$= \frac{১৫ + ১৩}{২} = \frac{২৮}{২} = ১৪;$

২. **দুটি সংখ্যার যোগফল ২১ এবং বিয়োগফল ৭। বৃহত্তম সংখ্যাটির অর্ধেক কত?** *[Janata Bank Ltd.Asst.Executive Officer -2015, Pubali Bank Officer(cash)- 2012]*

**Short Technic:** বৃহত্তম সংখ্যা = $\frac{\text{সমষ্টি} - \text{অন্তর}}{২}$

$= \frac{21 + 7}{2} = 14$

বৃহত্তম সংখ্যাটির অর্ধেক = $\frac{14}{2} = 7$

3. **If the sum of two numbers is 33 and their difference is 15, the smaller number is- / দুটি সংখ্যার যোগফল 33 এবং বিয়োগফল 15। ছোট সংখ্যাটি কত ?** *[Bangladesh Bank Ltd. Assit. Director : 14]*

ক 9 খ 12 **উত্তর : ক**
গ 15 ঘ 18

**Short Technic :** ছোট সংখ্যা = $\frac{33 - 15}{2} = 9$

04. **দুটি সংখ্যার বিয়োগফল 37 এবং যোগফল বিয়োগফলের 11 গুণ। সংখ্যা দুটি কত ?** *[প্রাক-প্রাথমিক সহ: শিক্ষক (করতোয়া) : ১৩]*

ক 20,57 খ 19,56 **উত্তর : গ**
গ 185,222 ঘ 170,207

**Short Technic :** সংখ্যাদ্বয়ের যোগফল =

37 × 11 = 407; বড় সংখ্যা

$= \frac{\text{সমষ্টি} + \text{অন্তর}}{২} = \frac{407 + 37}{2} = 222;$

ছোট সংখ্যা = $\frac{\text{সমষ্টি} - \text{অন্তর}}{২}$

$= \frac{407 - 37}{2} = 185$

**যত বড় ----- তত ছোট**

নতুন সংখ্যাটি = $\frac{\text{প্রথম সংখ্যা} + \text{দ্বিতীয় সংখ্যা}}{২}$

১. **একটি সংখ্যা ৬৫০ থেকে যত বড় ৮২০ থেকে তত ছোট। সংখ্যাটি কত?** *[22th BCS]*

**Solution:**

নতুন সংখ্যাটি = $\frac{\text{প্রথম সংখ্যা} + \text{দ্বিতীয় সংখ্যা}}{২}$

$= \frac{৬৫০ + ৮২০}{২} = ৭৩৫$

2. **একটি সংখ্যা 742 হতে যত বড় 830 হতে তত ছোট। সংখ্যাটি কত ?** [থানা ও জেলা সমাজসেবা অফিসার : ৯৯]

ক 780 খ 782 **উত্তর : গ**
গ 786 ঘ 790

**সমাধান :** সংখ্যাটি x হলে, x − 742 = 830 − x
বা, 2x = 1572 ∴ x = 786

**Short Technic :**

নির্ণেয় সংখ্যা = $\frac{742 + 830}{2} = 786$

3. **একটি সংখ্যা 553 হতে যত বড় 651 হতে তত ছোট। সংখ্যাটি কত ?** *[সাব রেজিস্ট্রার : ৯২]*

ক 601 খ 602
গ 603 ঘ 605 **উত্তর : খ**

**Short Technic :**

নির্ণেয় সংখ্যা = $\frac{553 + 651}{2} = 602$

e book for bd. blogspot .com BOIGHAR.COM www .facebook .com/ Edu Job 2018

১৮৯৫ সালের ২৭ নভেম্বর জীবনের শেষ উইলটি করেন বিজ্ঞানী আলফ্রেড নোবেল। এর আগেও বেশ কয়েকবার উইল করেছিলেন তিনি। তবে শেষ উইলে নিজের সম্পত্তির প্রায় ৯৪ ভাগই তিনি দান করেন পুরস্কার প্রদানের জন্য। তিনি ঠিক করে দেন প্রতিবছর সারা পৃথিবীর বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে সফল এবং অনন্যসাধারণ গবেষণা, উদ্ভাবন ও মানবকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডের জন্য তাঁর সম্পত্তির অর্থ দিয়ে পুরস্কার প্রদান করা হবে। পাঁচটি ক্ষেত্র-পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, চিকিৎসা, সাহিত্য, শান্তিতে পুরস্কারের কথা বলে যান তিনি। ১৯০১ সাল থেকে তাঁর নামানুসারে চালু হয় বিশ্বের অন্যতম সম্মানজনক পুরস্কার 'নোবেল'। শুরুতে অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার না থাকলেও ১৯৬৮ সালে সুইডিশ কেন্দ্রীয় ব্যাংক সেভেরিজেস রিক্সব্যাংক তাঁদের ৩০০ বছর পূর্তিতে নোবেল ফাউন্ডেশনকে প্রদত্ত অর্থ দিয়ে আলফ্রেড নোবেল এর সম্মান রক্ষার্থে ১৯৬৯ সাল থেকে অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার প্রদান করা হয়। আলফ্রেড নোবেলের স্মরণে এই পুরস্কারের পুরো নাম রাখা হয় 'দ্য সেভেরিজেস রিক্সব্যাংক প্রাইজ ইন ইকোনমিক সায়েন্সেস ইন মেমোরি অব আলফ্রেড নোবেল'।

**২০১৯ সালে অর্থনীতিতে নোবেল পান কলকাতার বাঙালি অর্থনীতিবিদ:** চলতি বছর অর্থনীতিতে নোবেল পেয়েছেন কলকাতার সন্তান অভিজিৎ বিনায়ক ব্যানার্জি, তাঁর স্ত্রী এসথার ডুফলো এবং মাইকেল ক্রেমার। দ্যা রয়েল সুইডিশ একাডেমি অব সায়েন্সেস বৈশ্বিক দারিদ্র বিমোচনে তাদের পরীক্ষা নিরীক্ষার দৃষ্টিভঙ্গির প্রশংসা করেছে। প্রতিষ্ঠানটি বলছে, এই তিনজন অর্থনীতিবিদের গবেষণা দারিদ্রের সাথে লড়াইয়ের সক্ষমতাকে আরও শক্তিশালী করেছে। একাডেমি বলছে, মাত্র দু'দশকে তাদের নতুন নিরীক্ষা ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি ডেভেলপমেন্ট ইকোনমিকসে রূপ নিয়েছে, যা এখন গবেষণার নতুন ক্ষেত্র হিসেবে বিকশিত হচ্ছে। অভিজিৎ বিনায়ক ব্যানার্জি পড়াশোনা করেছেন ভারতের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয় ও হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে। তিনি পিএইচডি করেছেন ১৯৮৮ সালে। এখন কাজ করছেন ম্যাসাচুসেটস ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজি, যা এমআইটি নামে বিশ্বে বহুলভাবে পরিচিত। সেখানে তিনি ফোর্ড ফাউন্ডেশন ইন্টারন্যাশনাল প্রফেসর হিসেবে অর্থনীতি পড়াচ্ছেন। ২০০৩ সালে তিনি এসথার ডুফলো ও সেন্ধিল মুল্লাইনাথানকে সাথে নিয়ে আব্দুল লতিফ জামিল পোভার্টি অ্যাকশন ল্যাব প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক মিস্টার ব্যানার্জি জন্মগ্রহণ করেছেন ১৯৬১ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি। ১৯৮১ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএসসি ডিগ্রি অর্জনের পর ১৯৮৩ সালে জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএ ডিগ্রি লাভ করেন। পরে ১৯৮৮ সালে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন হার্ভার্ড থেকে। অন্যদিকে ফরাসী ও মার্কিন নাগরিক এসথার ডুফলো হলেন গত ৫০ বছরে দ্বিতীয় নারী যিনি অর্থনীতিতে নোবেল পেলেন। এর আগে ২০০৯ সালে এলিনর ওস্ট্রম নোবেল জিতেছিলেন। তবে অর্থনীতিতে নোবেল জয়ীদের মধ্যে মিস ডুফলোই সর্বকনিষ্ঠ। ১৯৭২ সালে প্যারিসে জন্মগ্রহণ করা এসথার ডুফলো এখন এমআইটিতে কর্মরত আছেন। তবে মাইকেল ক্রেমার কাজ করছেন হার্ভার্ডে। এমআইটিতে আব্দুল লতিফ জামিল পোভার্টি অ্যাকশন ল্যাব-এর সহপ্রতিষ্ঠাতা এসথার ডুফলো ইতিহাস ও অর্থনীতিতে পড়াশোনা করেছেন প্যারিসে। পরে এমআইটিতে অর্থনীতিতে পিএইচডি করেন তিনি ১৯৯৯ সালে। তিনি আমেরিকান ইকনোমিক রিভিউর সম্পাদক। বিনায়ক ব্যানার্জি এসথার ডুফলোর স্বামী। প্রথম স্ত্রীর সঙ্গে ছাড়াছাড়ির পর ২০১৫ সালে মিস্টার ব্যানার্জি মিজ ডুফলোর সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। ওদিকে মাইকেল ক্রেমার হার্ভার্ডের অর্থনীতি বিভাগে গেটস প্রফেসর হিসেবে কর্মরত রয়েছেন। তিনি আমেরিকান একাডেমি অব আর্টস অ্যান্ড সায়েন্সেসের ফেলো। ওয়ার্ল্ড ইকনোমিক ফোরামের ইয়াং গ্লোবাল লিডারও মনোনীত হয়েছিলেন তিনি। অভিজিৎ বিনায়ক ব্যানার্জি, এসথার ডুফলো এবং মাইকেল ক্রেমার- এই তিনজনই অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানে ফেলো হিসেবে কাজ করেছেন এবং বেশ কিছু বইয়ের লেখক।

**ব্র্যাকের মডেল নিয়ে কাজ করেছেন অভিজিৎ-ডুফলো:** ব্র্যাকের এই কর্মসূচি শুরু হয়েছিলো ২০০২ সালে যা পরে ফোর্ড ফাউন্ডেশন অন্য দেশেও এটি সফল হয় কিনা তা দেখার চেষ্টা করে। বাংলাদেশের ৪৭টি জেলার পাশাপাশি বিশ্বের ৪০টিরও বেশি দেশে এ কর্মসূচি চলছে। আর এসব কার্যক্রমের কার্যকারিতা পরীক্ষার লক্ষ্যে বিশ্বের ছয়টি দেশে এমআইটির গবেষক অভিজিৎ, ডুফলো এবং তাদের সহযোগীরা গবেষণা করেছেন। দেশগুলো হচ্ছে: ইথিওপিয়া, গানা, হন্ডুরাস, ভারত, পাকিস্তান ও পেরু। ব্র্যাক বলছে, তাদের এ মডেলটির ওপর গবেষণা তাদের দারিদ্র বিমোচন বিষয়ক গবেষণার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। 'অভিজিৎ ও তার সহযোগী গবেষকদের দারিদ্র বিষয়ক গবেষণার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ব্র্যাকের আল্টা পুওর গ্রাজুয়েশন মডেল। তাছাড়া এই মডেলটি বিভিন্ন দেশের স্থানীয় পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে সেখানকার চরম দরিদ্র মানুষের অবস্থা পরিবর্তনের কীভাবে কাজে লাগানো সম্ভব সে বিষয়ে তাদের গবেষণা গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা দিয়েছে'। এবারের নোবেলজয়ী তিন অর্থনীতিবিদের কাজের বৈশিষ্ট্য হলো: ১.তাঁরা একটি কর্মসূচির রূপরেখা তৈরি করছেন এবং ২. সেটি ঠিক মতো কাজ করছে কিনা তা বোঝার জন্য গবেষণার পদ্ধতিতে নতুনত্ব এনেছেন।

**একসঙ্গে নোবেল জিতেছেন যে দম্পতিরা:** ২০১৯ সালের অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার ঘোষণা করেছে রয়্যাল সুইডিশ একাডেমি অব সায়েন্সেস। চতুর্থ বাঙালি হিসেবে এবার নোবেল জিতেছেন ভারতের কলকাতায় জন্ম নেওয়া অভিজিৎ ব্যানার্জি। তবে শুধু অভিজিৎ নন, একই সঙ্গে এ বছর নোবেল জিতেছেন তাঁর স্ত্রী এসথার ডুফলোও। স্বামী-স্ত্রীর একই সঙ্গে নোবেলজয়ের ঘটনার ইতিহাসে এই নিয়ে পঞ্চম দম্পতি হিসেবে একই বছরে একই বিভাগে নোবেল পেলেন অভিজিৎ-ডুফলো দম্পতি। অভিজিৎ-ডুফলোর সৌজন্যে অন্য চার নোবেল বিজয়ী দম্পতির গল্পও শুনে নেওয়া যাক।

**মেরি কুরি-পিয়েরে কুরি:** প্রথম ব্যক্তি হিসেবে দ্বিতীয়বার নোবেল জিতে ইতিহাসের পাতায় নাম লিখিয়েছিলেন মেরি কুরি। মেরি কুরি ও পিয়েরে কুরিই প্রথম দম্পতি, যাঁরা একই বছর একই বিভাগে নোবেল পুরস্কার জিতেছেন। ১৯০৩ সালে স্বামী পিয়েরে কুরির সঙ্গে মিলে পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল জেতেন তিনি।

**আইরিন কুরি-ফ্রেডেরিক কুরি:** মেরি কুরি-পিয়েরে কুরি দম্পতির পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন তাঁদের পরিবারেরই অন্য দুই সদস্য। ১৯৩৫ সালে রসায়নে নোবেল জেতেন মেরি-পিয়েরে দম্পতির বড় মেয়ে আইরিন কুরি ও তাঁর স্বামী ফ্রেডেরিক কুরি।

**গার্টি সোরি-কার্ল সোরি:** গার্টি ও কার্ল একসঙ্গে মেডিকেল কলেজে পড়েছেন, পাস করেছেন, এরপর নোবেলটাও পেয়েছেন একই সঙ্গে। অস্ট্রিয়ায় জন্ম নেওয়া এই দুই বিজ্ঞানী প্রায় ৩০ বছরের নিরলস গবেষণার পর ১৯৪৭ সালে গ্লুকোজ ও গ্লাইকোজেনের বিপাক ক্রিয়া সংক্রান্ত গবেষণার জন্য চিকিৎসাবিজ্ঞানে নোবেল জেতেন।

**মে ব্রিট মোজার- এডভার্ড মোজার:** গার্টি-কার্ল দম্পতির পর একই বছরে আর কোনো নোবেল বিজয়ী দম্পতির দেখা পাওয়া যায়নি বহু বছর। অবশেষে ৬৭ বছর পর ২০১৪ সালে এসে চতুর্থবারের মতো একই সঙ্গে নোবেল জেতেন মে ব্রিট মোজার-এডভার্ড মোজার দম্পতি। মস্তিষ্কের পজিশনিং সিস্টেম গঠনকারী কোষ আবিষ্কারের জন্য ২০১৪ সালে চিকিৎসাবিদ্যায় নোবেল জেতেন এই দম্পতি।

**অভিজিৎ ব্যানার্জি- এসথার ডুফলো:** তালিকায় নবতম সংযোজন হিসেবে যুক্ত হয়েছেন অভিজিৎ-দুফলো দম্পতি। যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজিতে (এমআইটি) সহকর্মী হিসেবে দীর্ঘদিন কাজ করার পর ২০১৫ সালে বিয়ে করেন অভিজিৎ ও ডুফলো। বৈশ্বিক দারিদ্র্য দূরীকরণে পরীক্ষামূলক গবেষণার জন্য ২০১৯ সালে অর্থনীতিতে নোবেল জিতলেন এই দম্পতি।

এই পাঁচটির বাইরে কিন্তু আরও একটি নোবেলজয়ী দম্পতি আছে। এই দম্পতি হলো, আলভা মিরডাল-গানার মিরডাল দম্পতি। ওপরের পাঁচ দম্পতির সঙ্গে এই দম্পতির মূল পার্থক্য হলো, এখন পর্যন্ত একমাত্র দম্পতি হিসেবে আলাদা আলাদাভাবে এবং ভিন্ন বিভাগে নোবেল জিতেছেন আলভা-গানার দম্পতি। ১৯৭৪ সালে অর্থনীতিতে নোবেল জেতেন গানার। আর ১৯৮২ সালে শান্তিতে নোবেল জেতেন আলভা।

পরিশেষে, ১৯৬৯ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত ৫১ বারে ৮৪ জন অর্থনীতিবিদ অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। এখন পর্যন্ত ২৫ জন অর্থনীতিবিদ এককভাবে এই পুরস্কার পেয়েছেন। ১৯ বার যৌথভাবে এবং ৭ বার তিনজন করে এই পুরস্কার পান। ২০১৯ সালে সবচেয়ে কম বয়সে অর্থনীতিতে নোবেল পান এসথার ডুফলো। ১৯৭২ সালে প্যারিসে জন্ম নেওয়া এ মার্কিন নাগরিক মাত্র ৪৭ বছর বয়সে এ পুরস্কার পান। ২০০৭ সালে ৯০ বছর বয়সে অর্থনীতিতে নোবেল পান রাশিয়ার অর্থনীতিবিদ লিওনিড হারউইকজ। তিনিই সবচেয়ে বয়স্ক অর্থনীতিবিদ যিনি এই পুরস্কার পান।

Join FB Group "Career Opportunity in Bangladesh" : bit.ly/ Join COB


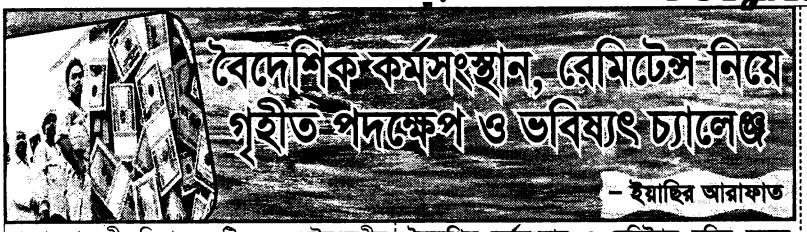

# বৈদেশিক কর্মসংস্থান, রেমিটেন্স নিয়ে গৃহীত পদক্ষেপ ও ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ

– ইয়াছির আরাফাত

বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের একটি অন্যতম উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশ। এটি বিশ্বের অন্যতম জনবহুল দেশ। বাংলাদেশের এই বিশাল জনগোষ্ঠীর একটি উল্লেখযোগ্য অংশ বিদেশে কর্মসংস্থানের মাধ্যমে এদেশের অর্থনীতির চাকাকে সচল রাখছে।

**বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও রেমিটেন্স আয় বর্ধনে বাংলাদেশের সাফল্য :** বৈদেশিক কর্মসংস্থান এবং প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থ দেশের ক্রমবর্ধমান কর্মসৃজনের পাশাপাশি বেকার সমস্যা হ্রাস, দারিদ্র্য বিমোচন, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধিসহ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিতকরণে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে। দেশের শ্রমশক্তির এক উল্লেখযোগ্য অংশ মধ্যপ্রাচ্যসহ বিভিন্ন দেশে কর্মরত আছে। জুলাই ২০১৮ থেকে ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত প্রায় ৫.৫৭ লক্ষ বাংলাদেশি নাগরিক কাজের সন্ধানে বিদেশে পাড়ি জমিয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে জুলাই-মার্চ সময়কালে রেমিট্যান্স এসেছে ১১৮৬৮.৯৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ১০.২৮ শতাংশ বেশি। রেমিটেন্সের পরিমাণ জিডিপি ও পণ্য রপ্তানি আয়ের শতকরা হারেও বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৭-১৮ তে রেমিটেন্সের পরিমাণ জিডিপির প্রায় ৫.৪৯ শতাংশে এবং মোট রপ্তানির ৪০.৮৬ শতাংশে এসে দাঁড়ায়।

**শ্রেণিভিত্তিক জনশক্তি রপ্তানি :** জনশক্তি রপ্তানির ধরন অর্থাৎ পেশাগত দিক পর্যালোচনায় দেখা যায় যে ২০০৯ সালে দক্ষ জনশক্তি রপ্তানি ছিল মোট জনশক্তি রপ্তানির প্রায় ২৮ শতাংশ, যা ২০১৮ সালে ১৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৪৩ শতাংশ। তবে স্বল্পদক্ষ জনশক্তি রপ্তানির হার ৫৪ শতাংশ থেকে ১৫ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ২০১৮ সালে দাঁড়িয়েছে ৩৯ শতাংশ। গত কয়েক বছরে পেশাজীবী জনশক্তি রপ্তানি উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে।

**দেশভিত্তিক জনশক্তি রপ্তানি ও রেমিট্যান্স :** বাংলাদেশের প্রবাসী জনশক্তির অধিকাংশই সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কুয়েত, ওমান, মালয়েশিয়া ও সিঙ্গাপুরে কর্মরত। এছাড়া বাহরাইন, কাতার, জর্ডান, লেবানন, দক্ষিণ কোরিয়া, ব্রুনাই, মরিসাস, যুক্তরাজ্য, আয়ারল্যান্ড ও ইতালিসহ অন্যান্য দেশে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বাংলাদেশি শ্রমশক্তি কর্মরত আছে। ২০০৯ সাল থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত মোট জনশক্তি রপ্তানি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ৯০ শতাংশেরও বেশি জনশক্তি রপ্তানি হয়েছে মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহে। মোট রেমিট্যান্স আয়ের একক অংশ হিসেবে সৌদি আরব এখনও শীর্ষে অবস্থান করলেও পরিবর্তিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এ হারে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে। ২০০৮-০৯ অর্থবছরে সৌদি আরব থেকে মোট রেমিট্যান্সের ৩০ শতাংশ এসেছে, যা ২০১৭-১৮ অর্থবছরে এসে দাঁড়ায় ১৭ শতাংশে।

**বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও রেমিট্যান্স বৃদ্ধির লক্ষ্যে গৃহীত পদক্ষেপ :** বৈদেশিক কর্মসংস্থান, দক্ষ কর্মী তৈরি ও রেমিট্যান্স বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিম্নেবর্ণিত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা হয়েছে-

**ক. নতুন শ্রমবাজার অনুসন্ধান :** মধ্যপ্রাচ্যে অস্থিরতা দেখা দেওয়ায় নতুন শ্রমবাজার অনুসন্ধানের জন্য ৫টি উচ্চ পর্যায়ের সরকারি প্রতিনিধি দল গঠন করা হয়েছে। নতুন শ্রমবাজার হিসেবে ৫৩টি দেশে নতুন শ্রমবাজার গবেষণা করা হচ্ছে। জাপানের সাথে বাংলাদেশ হতে গৃহকর্মী প্রেরণের বিষয়ে একটি সহযোগিতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং সীমিতভাবে কর্মী প্রেরণও শুরু হয়েছে।

**খ. প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক স্থাপন :** বিদেশে গমনেচ্ছু কর্মীদের সহায়তা দিতে ও বিদেশ হতে প্রত্যাগত কর্মীদের পুনঃকর্মসংস্থানে আর্থিক সহায়তা দিতে ওয়েজ আর্নার তহবিলের অর্থায়নে স্থাপিত হয়েছে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক।

**গ. জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর কল্যাণ শাখা স্থাপন** জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর আওতাধীন স্থাপিত একটি সেবাধর্মী শাখা হলো কল্যাণ শাখা। উক্ত শাখা প্রবাসে কর্মরত অবস্থায় মৃত বাংলাদেশি কর্মীদের মৃতদেহ দেশে আনয়ন, লাশ পরিবহন ও দাফন বাবদ আর্থিক সাহায্য প্রদান, প্রবাসে মৃত্যুজনিত কারণে কোনো ক্ষতিপূরণ না পেলে উক্ত মৃত পরিবারকে আর্থিক অনুদান প্রদান, নিয়োগকর্তার নিকট হতে প্রাপ্ত মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ, ইন্সুরেন্স, বকেয়া বেতনের অর্থ বিতরণের ব্যবস্থা করা, বিদেশগামী কর্মীদের ব্রিফিং প্রদান, বিদেশে আটকাপড়া কর্মীদের দেশে ফেরত আনয়ন প্রভৃতি সহায়তা প্রদান করে থাকে।

**ঘ. বহির্গমন প্রক্রিয়া আধুনিকায়ন :** রিক্রুটিং এজেন্সি এবং মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য হ্রাস ও প্রতারণা রোধে ডিজিটাল পদ্ধতিতে ফিংগার প্রিন্টসহ বিদেশগামী কর্মীর যাবতীয় তথ্য ডাটাবেজ নিবন্ধন করা হচ্ছে। ডাটাবেজ নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে স্মার্ট কার্ডের সাহায্যে, বহির্গমন ছাড়পত্র প্রদান করা হচ্ছে। স্মার্ট কার্ডে রেকর্ড থাকার কারণে বিমানবন্দরে স্বয়ংক্রিয়ভাবে কর্মীর এমবারকেশন কার্ড প্রিন্ট হওয়ার ফলে বিমান বন্দরে কর্মীদের হয়রানি অনেকাংশে বন্ধ হয়েছে।

**ঙ. বৈধ চ্যানেলে রেমিট্যান্স প্রেরণে উৎসাহিতকরণ :** রেমিট্যান্স এবং বিতরণের নেটওয়ার্ক বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিদেশস্থ এক্সচেঞ্জ হাউসগুলোর সাথে বাংলাদেশস্থ ব্যাংকগুলোর ড্রয়িং ব্যবস্থা স্থাপনের অনুমোদন প্রক্রিয়া সহজ করা হয়েছে।

**চ. প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন :** বিদেশে গমনেচ্ছুক কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে যথাযথ প্রশিক্ষণের উপর সরকার যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছে। ৬টি ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি এবং ৬৪টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। ২০১৮ সালে উল্লিখিত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহে ৫৫ টি ট্রেডে ৬.৮২ লক্ষ কর্মীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। দেশের প্রতিটি উপজেলায় একটি করে কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

**ছ. অভিবাসন ব্যয় নিয়ন্ত্রণ :** অভিবাসী ব্যয় কমানো এবং বৈধ রিক্রুটিং এজেন্সিসমূহের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করণে 'বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন, ২০১৩' নামে একটি আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত আইনে উচ্চ অভিবাসন ব্যয় গ্রহণকারী বা অসাধু রিক্রুটিং এজেন্সির বিরুদ্ধে কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে।

**বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও রেমিট্যান্স আয় বর্ধনে ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ :**

**১. মধ্যপ্রাচ্যের বাজার সংকোচন :** সাম্প্রতিক সময়ে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে রাজনৈতিক সংকট সৃষ্টি হওয়ার ফলে এখানকার শ্রমবাজারে স্থবিরতা দেখা দিয়েছে এবং এ অঞ্চলের দেশগুলোতে শ্রমশক্তি রপ্তানি হ্রাস পাচ্ছে এবং রেমিট্যান্স প্রবাহও হ্রাস পাচ্ছে যা বাংলাদেশের ভবিষ্যতের জন্য একটি চ্যালেঞ্জ।

**২. প্রতিযোগী দেশের সংখ্যা বৃদ্ধি :** বিশ্বের অন্যান্য দেশ যেমন ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলংকা, চীন, ফিলিপাইন, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশ তাদের লোকজন দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত করে রপ্তানি করছে। এর ফলে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হচ্ছে।

**৩. দক্ষ জনশক্তির অভাব :** বাংলাদেশের বেশিরভাগ জনশক্তি স্বল্প দক্ষ এবং আধাদক্ষ। এছাড়াও শিক্ষিত এবং পেশাজীবী জনশক্তির বিদেশ গমনের হার খুবই কম যা বৈশ্বিক বাজারে অন্যদেশের সাথে কঠিন প্রতিযোগিতার সম্মুখীন করছে।

**৪. উন্নতমানের প্রশিক্ষণের অভাব** জনশক্তির পরিমাণের তুলনায় বাংলাদেশ উন্নত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অভাব রয়েছে। এর ফলে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করে বিদেশে প্রেরণ করা সম্ভব হচ্ছে না।

**৫. আন্তর্জাতিক লবিং তদবির এর অভাব :** বাংলাদেশ এক্ষেত্রে পিছিয়ে রয়েছে। এটি বাংলাদেশের বৈদেশিক কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে একটি অন্যতম চ্যালেঞ্জ।

**৬. বিদেশে গমনেচ্ছুকদের রিক্রুটিং এজেন্সি কর্তৃক হয়রানির স্বীকার** বাংলাদেশের একটি অসাধু প্রতারক মহল মিথ্যা প্রলোভন দেখিয়ে ভুয়া ভিসা দিয়ে বিদেশে পাঠিয়ে গরিব অসহায় শ্রমিকদের ভিটে মাটি বিক্রি করা শেষ সম্বলটুকুও হাতিয়ে নিচ্ছে। এহেন হয়রানির ফলে শ্রমিকরা বিদেশে যাওয়ার আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে। এটি বাংলাদেশের জন্য একটি মারাত্মক চ্যালেঞ্জ।

পরিশেষে বলা যায়, অপার সম্ভাবনার দেশ বাংলাদেশের প্রচুর পরিমাণ জনশক্তি যারা দেশের ভেতর বেকার এবং নিম্ন আয়ের কাজ করছে তাদের দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত করে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারলে বাংলাদেশের অর্থনীতি ভবিষ্যতে প্রবৃদ্ধি লাভ করবে, দেশের সঠিক উন্নতি ঘটবে। সুতরাং এ লক্ষ্যে সরকারকে আন্তরিকভাবে অবশ্যই কাজ করতে হবে।

e book for bd. blogspot .com BOIGHAR.COM www .facebook .com/ Edu Job 2018

# মোবাইল ব্যাংকিং ও বাংলাদেশ

– মো: আব্দুল মান্নান, প্রভাষক (সিদ্ধেশ্বরী গার্লস কলেজ, ঢাকা)

* বর্তমানে মোবাইল ব্যাংকিং একটি নির্ভরযোগ্য ও জনপ্রিয় ব্যাংকিং ব্যবস্থায় পরিণত হয়েছে। বর্তমান সরকার জনগণের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করার-পাশাপাশি চেষ্টা করছে আমাদেরকে আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পূর্ণ জীবন যাপনের নিশ্চিয়তা দিতে। ইতোমধ্যেই বাংলাদেশ সরকার ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে রূপকল্প ২০২১ প্রণয়ন করেছে। রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের পথে বাংলাদেশ যে কয়টি কার্যক্রম ব্যাপকভাবে সাড়া ফেলেছে তন্মধ্যে অন্যতম হলো মোবাইল ব্যাংকিং।

**মোবাইল ব্যাংকিং:** মোবাইল ব্যাংকিং এম-ব্যাংকিং এবং এসএমএস ব্যাংকিং নামেও পরিচিত। এ ব্যবস্থায় প্রয়োজনীয় অনেক ব্যাংকিং সেবা মোবাইল ফোনের মাধ্যমে দেওয়া হয়। এ জন্য গ্রাহককে কোন ব্যাংকে যাওয়ার দরকার হয় না। ১৯৯৯ সালে ইউরোপের ব্যাংকগুলো প্রথম এ ধরণের সেবা চালু করে। বাংলাদেশে প্রথম ৪টি ব্যাংক এ সেবা নিয়ে আসে। ব্যাংকগুলো হল - ১. ব্র্যাক ব্যাংক (বিকাশ), ২. ডাচ্ বাংলা ব্যাংক, (রকেট) ৪. ট্রাস্ট ব্যাংক, ৪. মার্কেন্টাইল ব্যাংক। এছাড়াও আরো ৮টি ব্যাংক একই সেবা চালুর ব্যবস্থা করছে। ৬ টি মোবাইল কোম্পানি টেলিটক, সিটিসেল, গ্রামীণফোন, বাংলালিংক, রবি ও এয়ারটেল এই ব্যাংকিং সেবায় সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করছে। সম্প্রতি বাংলাদেশ ডাক বিভাগ (নগদ) সেবা চালু করেছে।

**মোবাইল ব্যাংকিং এর সেবাসমূহ :** মোবাইল ব্যাংকিংয়ে সব ধরণের জরুরি সেবাই পাওয়া যায়। এসবের মধ্যে রয়েছে–

১. টাকা জমা ২. টাকা তোলা ও পাঠানো ৩. বিভিন্ন ধরণের বিল প্রদান (বিদ্যুৎ বিল, গ্যাস বিল, পানি বিল) ৪. কেনাকাটা করা ৫. বেতন ভাতা প্রদান ও গ্রহণ ৬. মোবাইল ফোন টপ আপ ৭. দেশের বাইরে অবস্থিত আপনজন কর্তৃক প্রেরিত অর্থ (রেমিটেন্স) গ্রহণ।

এখন এসব সেবার জন্য ব্যাংকে যাওয়ার দরকার হয় না। মোবাইল ফোন কোম্পানিগুলোর সার্ভিস সেন্টার বা এজেন্ট এবং ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্রেই উপরোক্ত সকল সেবা পাওয়া যায়।

**এ ব্যবস্থা কিভাবে কাজ করে :** মোবাইল ব্যাংকিং ব্যবস্থা খুবই সহজ এবং যে কেউ এর সেবা গ্রহণ করতে পারে। এজন্য পড়ালেখা বা টাকা পয়সাও অনেক দরকার হয় না। দেশের সব প্রান্তেই এ সেবা পাওয়া সম্ভব। এসেবা পাওয়ার জন্য অনুমোদিত এজেন্ট বা ইউনিয়ন তথ্য ও সেবাকেন্দ্রে গিয়ে রেজিস্টেশন করাতে হয়। এজন্য Know your client dig পূরণ করে এককপি ছবি ও জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি জমা দিলেই হয়।এজেন্ট সকল প্রয়োজনীয় কাগজপত্র পরীক্ষা নিরীক্ষা করার পর তার আকাউন্ট খুলে দেন। তাছাড়া বর্তমানে ঘরে বসেই নিজের মোবাইল দিয়ে বিকাশ ও নগদ আকাউন্ট খোলা যায়। যাদের মোবাইল নাই তারাও মোবাইল ব্যাংকিং এর সেবা পেতে পারেন। তবে এক্ষেত্রে যিনি টাকা পাঠাবেন তাকে রেজিস্টার্ড হতে হবে।

**মোবাইল ব্যাংকিং কার্যক্রম যেভাবে পরিচালিত হয় :** দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক 'বাংলাদেশ ব্যাংক' থেকে লাইসেন্স নিয়ে তফসীলী ব্যাংকগুলো এ ব্যবসা করে থাকে। এজন্য তাদেরকে মোবাইল কোম্পানিগুলোর সাথেও চুক্তিবদ্ধ হতে হয়। মোবাইল অপারেটরদের দেশব্যাপী বিস্তৃত নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে নিজস্ব সফটওয়্যারের মাধ্যমে শাখাবিহীন এ মিনি ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে ব্যাংকগুলো। অনেকগুলো পক্ষের সংশ্লিষ্টতায় এ কারবার পরিচালিত হয়। যেমন : ক. মূল কোম্পানি (যেমন বিকাশ, নগদ, এমক্যাশ, রকেট ইত্যাদি) খ. মোবাইল কোম্পানিগুলো গ. ডিস্ট্রিবিউটার ঘ. এজেন্ট ঙ. গ্রাহক তথা একাউন্ট হোল্ডার চ. বিভিন্ন পণ্য বিক্রেতা ও সেবা বিক্রেতা প্রতিষ্ঠান যাদেরকে মার্চেন্ট বলা হয় ছ) প্রবাসী অর্থ তথ্য রেমিটেন্স গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট পক্ষের সাথে ভিন্ন চুক্তি।

**ইউআইএসসিতে মোবাইল ব্যাংকিং সেবা :** বর্তমানে বাংলাদেশে ৪৫৪৫টি ইউনিয়নের মধ্যে সব কয়টিতেই আধুনিক প্রযুক্তি সমৃদ্ধ ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্র রয়েছে। মাত্র ৩-৪ বছর ধরে শুরু হওয়া ইউআইএসসির মোবাইল ব্যাংকিং (এম ব্যাংকিং) গ্রামের মানুষের কাছে এখন বেশ জনপ্রিয়। ব্যাংকিং সেবার বাইরে থাকা গ্রামের অনেক মানুষ এখন অর্থ লেনদেনে এম ব্যাংকিংয়ের শরণাপন্ন হচ্ছে। প্রথম দিকে ব্র্যাক ব্যাংকের বিকাশ, ডাচ্ বাংলা ব্যাংক, মার্কেন্টাইল ব্যাংক এবং ট্রাস্ট ব্যাংক প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে এটুআই প্রোগ্রাম এবং স্থানীয় সরকারের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়ে দেশের ইউনিয়ন পরিষদের তথ্য ও সেবা কেন্দ্রের মাধ্যমে এম ব্যাংকিং সেবা চালু করে।

**মোবাইল ব্যাংকিং এর বিভিন্ন কার্যক্রম :**

**ক্যাশইন :** মোবাইল একাউন্ট খোলার পর গ্রাহক নিজ একাউন্টে এজেন্টের মাধ্যমে টাকা জমা করতে পারেন, কোনো কোনো মোবাইল ব্যাংকিং কোম্পানি তাদের ব্যাংকে গ্রাহকের একাউন্ট থাকলে সেখান থেকেও মোবাইল একাউন্টে স্থানান্তরের সুবিধা দিয়ে থাকে।

**সেন্ড মানি :** একজন মোবাইল একাউন্টধারী তার হিসাব থেকে অন্য একাউন্টধারীর হিসাবে নির্ধারিত পরিমাণে টাকা পাঠাতে পারে। এটিকে বলা হচ্ছে সেন্ড মানি।

**ক্যাশ আউট** মোবাইল ব্যাংকিং-এর বহুল ব্যবহৃত সুবিধা এটি। নিজ একাউন্ট থেকে অথবা এজেন্টের কাছে প্রেরিত টাকা উত্তোলনই মোবাইল ব্যাংকিং-এর মাধ্যমে সবচাইতে বেশি হয়ে থাকে।

**বাংলাদেশে মোবাইল ব্যাংকিং :** মোবাইল ব্যাংকিং বাংলাদেশে নতুন হলেও এটি ব্যাংকিং সেবায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে। বর্তমানে প্রতিদিন গড়ে ৩৩৩ কোটি টাকার লেনদেন হচ্ছে মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে। বাংলাদেশের ৫০টির বেশি ব্যাংক থাকলেও বিপুল সংখ্যক মানুষ এখনো ব্যাংকিং সেবার আওতার বাইরে। এদের বেশিরভাগই হলেন গ্রামীণ জনপদের মানুষ। তাই দেশের স্বল্প আয়ের গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে ব্যাংকিং সেবার আওতায় আনার জন্য দেশটির কেন্দ্রীয় ব্যাংক ২০১০ সালে মোবাইল ব্যাংকিং পরিসেবা চালুর উদ্যোগ নেয় এবং ২০১২ সাল থেকে এ সেবা চালু করে। এখন পর্যন্ত ২৮টি ব্যাংককে মোবাইল ব্যাংকিং করার অনুমোদন দেয়া হলেও বর্তমানে ১৯টি ব্যাংকে এ সেবা চালু হয়েছে।

**মোবাইল ব্যাংকিং ব্যবহারকারী দেশসমূহের তালিকা :** ১. দক্ষিণ কোরিয়া (৪৭%) ২. চীন (৪২%) ৩. হংকং (৪১%) ৪. সিঙ্গাপুর (৩৮%) ৫. ভারত (৩৭%)। প্রভাবশালী ব্রিটিশ পত্রিকা The Economist- এর তথ্যমতে, মোবাইল ব্যাংকিং সেবায় বাংলাদেশের অবস্থান সপ্তম। বাংলাদেশে মোবাইল ব্যাংকিংয়ে যত টাকা লেনদেন হয়, তা মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) ৫.৬%।

**মোবাইল ব্যাংকিং এর সুবিধা-অসুবিধা :** মোবাইল ব্যাংকিং এখন শুধু টাকা পয়সা লেনদেনের কাজেই সীমাবদ্ধ নাই। দিনে দিনে গ্রাহকদের নতুন সেবা নিয়ে আসছে তারা। এখন পর্যন্ত এ প্রযুক্তি ব্যবহার করে মোবাইল ফোনের এয়ার টাইম, ইন্সুরেন্সের টাকা, বিভিন্ন ধরনের বিল এবং পাওনা পরিশোধ করা যাচ্ছে। এ সকল সেবার জন্য বেড়েছে নতুন কর্মসংস্থান। অনেক সুবিধা থাকলেও মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে প্রতারক গোষ্ঠী অনেকের টাকা ছিনিয়ে নিচ্ছে। বেড়েছে নানা প্রকার অপতৎপরতা। ছিনতাই, কিডন্যাপিং করে অনেকেই মোবাইল ব্যাংকিং ব্যবহার করে মুক্তিপণ আদায় করছে।

**শেষকথা** বর্তমান বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে এবং বর্তমান সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে মোবাইল ব্যাংকিং সেবা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। এর মাধ্যমে মানবজীবন হয়ে উঠছে আরও সহজ ও আরামপ্রিয়। তবে সর্বসাধারণের মোবাইল ব্যাংকিং ব্যবহারে সচেতন হওয়া উচিত। এটাকে ব্যবহার করে প্রতারক গোষ্ঠী যেন সুবিধা নিতে না পারে সেজন্য প্রশাসনের কঠোর নীতি বাস্তবায়ন জরুরি।

# বৃটিশ ভারতের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলি (১৯২১-১৯৪০)

– মো: আব্দুল মান্নান, প্রভাষক (সিদ্ধেশ্বরী গার্লস কলেজ, ঢাকা)

**স্বরাজ দল :** অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার পরবর্তী রাজনৈতিক শূন্যতা পূরণে ভারত উপমহাদেশ তথা বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে 'স্বরাজ দল' গঠন একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। ভারতের জাতির পিতা মহাত্মা গান্ধী ১৯২২ সালে অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিলে কংগ্রেসের একদল ত্যাগী ও বিপ্লবী নেতাকর্মী ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সেই সংকটময় মুহূর্তে আন্দোলনের নতুন কর্মসূচিকে সামনে রেখে একটি বিকল্প প্লাটফর্ম হিসেবে 'স্বরাজ দল' গঠন করেন। ১৯২৩ সালে মার্চ মাসে এলাহাবাদে মতিলাল নেহেরুর বাসভবনে স্বরাজ দলের প্রথম অধিবেশনে দলের গঠনতন্ত্র ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নির্ধারিত হয়। বস্তুত আইনসভা বয়কটের বিরোধিতা ছাড়া কংগ্রেসের সাথে এ দলের তেমন কোনো পার্থক্য ছিল না। সরকারকে অকেজো করা, ১৯১৯ সালের আইনকে ব্যর্থ করা, বাজেট প্রত্যাখ্যান, জাতীয়তাবাদের অগ্রগতিতে সহায়তা, গান্ধীর গঠনমূলক কর্মসূচির সহায়তা, প্রয়োজনে আইন অমান্য আন্দোলনে সহায়তা ইত্যাদি ছিল এ দলের অন্যতম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনের আওতায় ১৯২৩ সালের নির্বাচনে স্বরাজ দল অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করে। ১০১টি আসনের মধ্যে স্বরাজ দল নতুন দল হয়েও ৪৫টি আসন লাভ করে সর্ববৃহৎ একক দল হিসেবে স্বীকৃতি পায়। কেন্দ্র ও প্রাদেশিক নির্বাচনের পাশাপাশি দলটি পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচনেও সাফল্য অর্জন করে। কলকাতা সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচনে দলটি ৭৫টি আসনের মধ্যে ৫৫টি আসন লাভ করে। চিত্তরঞ্জন দাস কলকাতা সিটি কর্পোরেশনের মেয়র এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ডেপুটি মেয়র হন।

স্বরাজ দল গঠনের মাধ্যমে হিন্দু-মুসলিম ঐক্য প্রতিষ্ঠা পায়, আইন অমান্য আন্দোলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়, নতুন সংবিধান প্রণয়নের দাবি পাস হয়, রাজবন্দীদের মুক্তি তরান্বিত হয়, ব্রিটিশ সরকারের উপর অধিকতর সাংগঠনিক সরকারের জন্য চাপ সৃষ্টি করা সহজ হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত চিত্তরঞ্জনের মৃত্যু, নেতৃত্ব সংকট, গান্ধীর বিরুপ মনোভাব, সর্বোপরি সরকারের দমন-নীতির কারণে স্বরাজ দলের ব্যর্থতা চোখে পড়ে।

**বেঙ্গল প্যাক্ট বা বাংলা চুক্তি (ডিসেম্বর, ১৯২৩) :** বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের দাবি অগ্রাহ্য করে এবং তাদের সবকিছু থেকে বঞ্চিত করে স্বাধীনতা অর্জন যে সম্ভব নয়, সেই বাস্তবতা বুঝতে পেরে বাস্তববাদী রাজনীতিবিদ চিত্তরঞ্জন দাস মুসলমানদের সমর্থন ও হিন্দু-মুসলিম ঐক্য স্থাপনের চেষ্টা করেন। তার সাথে সহযোগিতা করেন বাংলার মুসলিম নেতা এ কে ফজলুল হক, আব্দুল করিম এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। তাঁদের যৌথ উদ্যোগে বেঙ্গল প্যাক্ট আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহীত হয়। বাংলার উক্ত নেতাদের সাথে কংগ্রেস নেতা সুভাষ চন্দ্র বসু চুক্তি স্বাক্ষর করেন ১৯২৩ সালের ১৬ ডিসেম্বর। বেঙ্গল প্যাক্ট বসু-সোহরাওয়ার্দী চুক্তি নামেও পরিচিত। প্রকৃতপক্ষে বেঙ্গল প্যাক্ট ছিল বাংলার হিন্দু-মুসলিম মিলনের জন্য এক বলিষ্ট পদক্ষেপ।

**বেঙ্গল প্যাক্টের শর্তসমূহ :**

i. স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠিত হলে বাংলার প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজ নিজ অধিকার পাবে এবং জনসংখ্যার অনুপাত ও স্বতন্ত্র নির্বাচন প্রথায় আইন পরিষদে প্রতিনিধিত্ব লাভ করবে।

ii. স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রত্যেক জেলার সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় শতকরা ৬০ টি আসন পাবে এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায় শতকরা ৪০ টি আসন পাবে।

iii. সরকারি দপ্তরে মুসলমানদের জন্য ৫৫% চাকুরি সংরক্ষিত থাকবে।

iv. কোনো সম্প্রদায়ের ধর্মীয় ব্যাপারে আইন পাস করতে বলে আইনসভার নির্বাচিত উক্ত সম্প্রদায়ের তিন চতুর্থাংশ সদস্যের সম্মতি নিতে হবে।

v. মসজিদের সম্মুখে গান-বাজনা সহকারে মিছিল করা যাবে না এবং গরু জবাই করার ব্যাপারে কোনোরূপ হস্তক্ষেপ করা হবে না।

**বসু-সোহরাওয়ার্দী বা বাংলা চুক্তির গুরুত্ব :** বেঙ্গল প্যাক্টের ফলে হিন্দু-মুসলিম ঐক্য ও সম্প্রীতি বৃদ্ধি পায়। স্বরাজ দল ১৯২৩ সালের নির্বাচনে বাংলার ৩৯ টি আসনের মধ্যে ৩৬টি আসন লাভ করে। বেঙ্গল চুক্তির শর্তানুযায়ী কলকাতা সিটি কর্পোরেশনে ২৫ জন মুসলিম চাকরি পায়। এ চুক্তির ফলে ব্যবস্থাপক পরিষদ, কলকাতা কর্পোরেশনসহ প্রতিনিধিত্বশীল সংস্থাগুলোতে মুসলমানরা বেশি পরিমাণে অংশগ্রহণের সুযোগ পায়। এর ফলে মুসলিম নেতৃত্বের বিকাশের সুযোগ হয়। মুসলমানরা নিজেদের একটি আবাসভূমির দাবি নিয়ে অগ্রসর হয়।

**বেঙ্গল প্যাক্ট এর অবসান :** তৎকালীন বাংলায় হিন্দু-মুসলিম ঐক্য স্থাপন এবং মুসলমানদের দাবিদাওয়া ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় বেঙ্গল প্যাক্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও এ চুক্তি খুব বেশিদিন টিকে থাকেনি। গান্ধীর সমর্থক ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস এবং স্বরাজ দল বিরোধীরা বেঙ্গল চুক্তির তীব্র সমালোচনা করে। হিন্দু মহাসভার 'শুদি ও সংগঠন' নামক আন্দোলন এবং মুসলমানদের 'তাবলীগ ও তানজীম' নামক আন্দোলন উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে স্থাপিত সম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করে।

তদুপরি ১৯২৫ সালের ১৬ জুন হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের অন্যতম প্রতীক বিজ্ঞ রাজনীতিবিদ চিত্তরঞ্জন দাসের অকাল মৃত্যু হিন্দু-মুসলিম মিলন ও ঐক্যের শেষ সম্ভাবনাকে তিরোহিত করে। ১৯২৬ সালে প্রথমে কলকাতা এবং পরে ঢাকায় হিন্দু-মুসলিমদের মধ্যে সংঘটিত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সম্প্রীতির ক্ষেত্রে ফাটলের সৃষ্টি করে। যার জন্য বেঙ্গল প্যাক্ট আর টিকিয়ে রাখা সম্ভব হয় নি। এতে স্বরাজ দলের সদস্যরা হতাশাগ্রস্ত হয়ে অনেকে কংগ্রেসে যোগ দিলে এ নতুন দল রাজনৈতিক আন্দোলন ক্রমশ: দুর্বল হতে থাকে। যার জন্য স্বরাজ দল ও বেঙ্গল প্যাক্ট একই সাথে ব্যর্থতায় পর্যবেসিত হয়।

**সাইমন কমিশন (১৯২৭):** ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক ইতিহাসে সাইমন কমিশন এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। ১৯১৯ সালে মর্লি-মিন্টো সংস্কার আইনের কার্যকারিতা পর্যালোচনা, ১৯২২-২৪ সাল পর্যন্ত মুসলমানদের খিলাফত আন্দোলন, গান্ধীর নেতৃত্বে হিন্দুদের অসহযোগ আন্দোলন, সাম্প্রদায়িক সংঘাত, স্বরাজ দাবিতে ভারতীয় উপমহাদেশের সোচ্চার আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে ব্রিটিশ সরকার ১৯২৭ সালের শেষের দিকে সাইমন কমিশন গঠন করে। আইনবিদ জন সাইমনের নেতৃত্বে মোট ৭ সদস্য বিশিষ্ট এ কমিটিতে কোনো ভারতীয়কে না রাখায় ভারতবাসী শুরু থেকেই তা প্রত্যাখান করে এবং সাদা কমিশন নামে অভিহিত করে। ১৯৩০ সালের মে মাসে উক্ত কমিটি একটি রিপোর্ট প্রকাশিত করলে রাজনৈতিক দলগুলো আরো ক্ষিপ্ত হয় এবং তা বর্জন করে। তৎকালীন দলগুলোর মধ্যে মত পার্থক্য থাকলেও তারা একযোগে উক্ত কমিশনের রিপোর্ট প্রত্যাখান করায় তা বাস্তবায়িত হয় নি। দেশকে বিশৃঙ্খলা হতে মুক্তিদান, ইংল্যান্ডে ট্রেড ইউনিয়ন ও ভারতে যুব আন্দোলন হ্রাস করা, মর্লি-মিন্টো সংস্কার আইনের (১৯১৯) ত্রুটি-বিচ্যুতি যাচাই-বাছাই ইত্যাদি কারণে বৃটিশরা সাইমন কমিশন গঠন করে।

১৯২৭-১৯৩০ উক্ত কমিশন ভারতে নানা বাধাবিপত্তির মধ্যে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। এতে ১ম খণ্ডে ভারতে বৃটিশ শাসনের সমস্যা এবং ২য় খণ্ডে সমস্যা সমাধানের সুপারিশ করা হয়। উক্ত কমিশন–সর্বভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন, দ্বৈত শাসনের বিলুপ্তি, কেন্দ্রে শক্তিশালী সরকার গঠন, সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্বে দ্বিমত, ভারত সরকারের অধীনে হাইকোর্টের নিয়ন্ত্রণ, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন, বার্মাকে (মিয়ানমার) ভারত থেকে পৃথকীকরণ, গভর্নর জেনারেলের কেন্দ্রীয় শাসনের ক্ষমতা, ভারত সচিবের ক্ষমতা হ্রাস, বৃহত্তর ভারতের জন্য একটি পরিষদ গঠন ইত্যাদি সুপারিশ করে।

কিন্তু ভারতবাসী দলমত নির্বিশেষে এক বাক্যে প্রথম থেকেই সাইমন কমিশন বর্জন করে। তাছাড়া এ রিপোর্টে ভারতকে ডোমিনিয়নের মর্যাদা দিতে অনীহা, কেন্দ্রে দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধাচরণ, গভর্নরের স্বৈরাচারমূলক ক্ষমতা, প্রাদেশিক ক্ষমতা কুক্ষিগত থাকায় তা বর্জন হয়। ফলে উক্ত কমিশন ইংল্যান্ডে ফিরে যায়। ১৯২৯ সালে লেবার পার্টি ইংল্যান্ডের ক্ষমতায় এসে উক্ত রিপোর্ট বাদ দিয়ে গোল টেবিল বৈঠকের ব্যবস্থা করে। যদিও এ রিপোর্টের ভিত্তিতেই ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন প্রণয়ন করা হয়।

Join FB Group "Career Opportunity in Bangladesh" : bit.ly/ Join COB

# স্ট্যাচু অফ লিবার্টি যুক্তরাষ্ট্রকে দেওয়া ফ্রান্সের উপহার

'স্ট্যাচু অফ লিবার্টি' একটি বিশাল মূর্তি যা ফ্রান্স ১৮৮৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রকে উপহার হিসেবে দিয়েছিল, যেটা দাঁড়িয়ে আছে নিউইয়র্কের লিবার্টি আইল্যান্ডে হাডসন নদীর মুখে যেখানে জাহাজ নোঙর করে। 'স্ট্যাচু অফ লিবার্টি' নামে বিশ্ববাসী এই মূর্তিটিকে চিনলেও এর প্রকৃত নাম 'লিবার্টি এনলাইটেনিং দ্য ওয়ার্ল্ড'। তামার তৈরি ভাস্কর্যটির নকশা করেছিলেন ফ্রান্সের ফ্রেডরিক অগাস্ট বার্থোল্ডি এবং ভেতরের কাঠামোটির নকশা করেছিলেন গুস্তাব আইফেল, যিনি আইফেল টাওয়ার নকশা করেছিলেন। বহু লোকের নিরলস পরিশ্রম ও ধৈর্য্যের ফসল এই ভাস্কর্য আজ মার্কিনীদের জাতীয়তাবোধের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ।

**❑ তৈরির ইতিহাস** ফ্রান্সের রাজা তৃতীয় নেপোলিয়ানের সময়ে এডওয়ার্ড রিনি লাবুলাহ নামে এক ফরাসি পন্ডিত প্রথমে প্যারিসে বসে চিন্তা করেন যে, একটি বিরাট সিভিল ওয়ারে জিতে আমেরিকানরা প্রভূত সম্পদশালী জাতিতে পরিণত হতে চলেছে। তাই ওদের মধ্যে এমন কিছু একটা করা দরকার যা হবে ফরাসি ও আমেরিকান মৈত্রীর বন্ধন। এ লক্ষ্যে তিনি তদানীন্তন একজন বিখ্যাত ভাস্কর ফ্রান্সের ফ্রেডরিক অগাস্ট বার্থোল্ডির সাথে আলাপ করেন। তিনি ১৮৭১ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আসেন মনুমেন্টের প্রস্তাব নিয়ে ও স্থান নির্বাচনের জন্য। সে হিসেবে স্থান নির্বাচিত হয় নিউইয়র্ক শহরের লিবার্টি দ্বীপটি। এটি তৈরির জন্য ফ্রান্স ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সদস্যদের নিয়ে ১৮৭৫ সালে 'ফ্রান্স-আমেরিকান ইউনিয়ন কমিটি গঠিত হয়'। এ কমিটি গঠনের মাধ্যমে লাবুলাহ ২ লক্ষ ৭৫ হাজার মার্কিন ডলার বার্থোল্ডির হাতে তুলে দেন ভাস্কর্যের কাজ শুরু করার জন্য। বার্থোল্ডি তখন গুস্তাভ আইফেলের সাথে পরামর্শ করে এর গঠন ও আকার ঠিক করেন। 'ফ্রান্স-আমেরিকান ইউনিয়ন' কমিটি থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, মূর্তির ভিত গঠনের জন্য যে অর্থের প্রয়োজন তা তোলা হবে মার্কিনীদের কাছ থেকেই এবং জনবল সরবরাহ করবে ফ্রান্স। কিন্তু মার্কিন নাগরিকদের থেকে আশানুরূপ সাড়া মিলছিলো না। বিশেষ করে নিউইয়র্কের বাসিন্দাদের এ ব্যাপারে যেন কোনো আগ্রহই ছিল না। আমেরিকানদের আগ্রহী করে তোলার জন্য বার্থোল্ডি ১৮৭৬ সালে মূর্তিটির হাত এবং মশাল পেনসিলভেনিয়ার ফিলাডেলফিয়ায় একটি প্রদর্শনীতে উন্মোচন করেন। সেখানকার লোকেরা এ ব্যাপারে বেশ আগ্রহ দেখান। তাদের এই আগ্রহের কারণে পেনসিলভেনিয়ার মেডিসন স্কয়ারে হাত এবং মশালের আরেকটি প্রদর্শনী করেন।

১৮৮০ সালে 'স্ট্যাচু অফ লির্বাটি'র আমেরিকান কমিটি মূল নকশার অনুকরণে ছোট ছোট মডেল আকৃতি তৈরি করে বিক্রি করতে থাকে অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে। ছোট ৬ ইঞ্চির মডেলগুলো বিক্রি হতো ১ ডলারে এবং সবচেয়ে বড় ১ ফুট আকারের মডেলগুলো বিক্রি হতো ৫ ডলারে। এর পাশাপাশি আরো অনেক দাতা সংস্থা কাজ করছিলেন মূর্তিটি নির্মাণের অর্থ তোলার জন্য। ইতোমধ্যে মার্কিন কবি এমা ল্যাজারাসের লেখা 'The New Colossus' কবিতাটি ব্যাপক সাড়া ফেলে আমেরিকানদের মাঝে। সেখান থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে মূর্তিটি নির্মাণের ব্যাপারে তারাও ধীরে ধীরে আগ্রহী হয়ে উঠতে শুরু করেন। এত চেষ্টার পরেও যেন একটা কমতি থেকেই যাচ্ছিল। এই সময়েই 'নিউ ইয়র্ক ওয়ার্ল্ড' এর সম্পাদক জোসেফ পুলিৎজার শেষ চেষ্টায় এগিয়ে আসেন। তার পত্রিকায় প্রতিটি সংখ্যায় ছাপানো 'স্ট্যাচু অফ লিবার্টি' নিয়ে বিশেষ লেখা প্রতিটি আমেরিকানকে আগ্রহী করে তুলতে থাকে এ ব্যাপারে। তারা উৎসাহ পাচ্ছিলেন মূর্তিটি তৈরির পেছনে তাদের মূল্যবান অর্থ খরচ করতে। এটিই কাজের অগ্রগতি বহুগুণে বাড়িয়ে দেয়। পত্রিকার প্রচারণা থেকেই উঠে আসে ১ লক্ষ মার্কিন ডলার। এভাবে বিভিন্ন উৎস থেকে অর্থ সংগ্রহ করে শেষ হয় 'স্ট্যাচু অফ লিবার্টি'।

১৮৮৫ সালে ফ্রান্স ও আমেরিকার বিভিন্ন স্থানে বসে তৈরি করা 'স্ট্যাচু অফ লিবার্টি'র ৩৫০ টি অংশ নিউইয়র্কে এসে পৌছায়। সবকটি অংশ জোড়া দিতে সময় লাগে পুরো ১ বছর।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট গ্রোভার ক্লিভল্যান্ড ১৮৮৬ সালের ২৮শে অক্টোবর আনুষ্ঠানিকভাবে 'স্ট্যাচু অফ লিবার্টি'র উদ্বোধন করেন।

**❑ স্ট্যাচু অফ লিবার্টি'র গঠন :** ভাস্কর্যটি মূলত ঢিলা জামা ও মাথায় সূচালো কাঁটাওয়ালা মুকুট পরিহিত একটি নারী মূর্তি, যা লিবার্টাস নামক রোমান দেবীর আদলে করা। মূর্তিটির বামহাতে রয়েছে একটি আইনের বই যেখানে আমেরিকার স্বাধীনতার তারিখ '৪ জুলাই, ১৭৭৬' খোদাই করে লেখা এবং ডান হাতে উঁচিয়ে ধরা প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখার মত টর্চ। মূর্তিটির পায়ে পড়ে থাকা ছেঁড়া শিকল পরাভূত স্বৈরশাসনের প্রতীক।

মূর্তিটি ৩০০ খন্ডে তৈরি করা হয় এবং এর উপরে ২.৫ মি.মি প্রস্থ তামার শীট দিয়ে জড়িয়ে দেওয়া হয়। তামা ও লোহা দ্বারা নির্মিত এই মূর্তিটি সমুদ্রের বহুদূর থেকে দেখা যায়।

**❑ আভ্যন্তরীণ মাপ ও ওজন :** মূর্তিটির উচ্চতা ১৫২ ফুট ২ ইঞ্চি। পায়ের গোড়ালী থেকে মাথা পর্যন্ত উচ্চতা ১১১ ফুট। হাতের দৈর্ঘ্য ১৬ ফুট ৫ ইঞ্চি, তর্জনী ৮ ফুট, নখের সাইজ ১৩ ইঞ্চি, নাক ৬ ফুট ৬ ইঞ্চি, ডান বাহু ৪২ ফুট, দুই চোখের ব্যবধান ২ ফুট ৬ ইঞ্চি, কোমর ৩৫ ফুট, মুখের প্রস্থ ৩ ফুট, এক কান থেকে অন্য কান পর্যন্ত দূরত্ব ১০ ফুট এবং নখের ওজন ১ কেজি ৫০০ গ্রাম। মূর্তিটির ওজন ২৫৪,০০০ কেজি।

**❑ 'স্ট্যাচু অফ লিবার্টি' সম্পর্কে এক নজরে কিছু তথ্য :** শত বছর ধরে আটলান্টিক মহাসাগরের পাড়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে 'স্ট্যাচু অফ লিবার্টি' প্রতিবছর ৪০ লাখেরও বেশি মানুষ দেখতে আসেন। আমেরিকার ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সবচেয়ে বড় নিদর্শন সম্ভবত এটি। সেখানকার ন্যাশনাল পার্কস সার্ভিস-এর ইন্টারপ্রিটিভ রেঞ্জার লি ফাহলে জানিয়েছে এই ভাস্কর্য সম্পর্কে বেশ কিছু তথ্য। তথ্যগুলো নিম্নরূপ :

- ফ্রেন্স ভাস্কর অগাস্টাস বার্থোল্ডি 'স্ট্যাচু অফ লিবার্টির ডিজাইন করেন।
- এর মোট উচ্চতা ৩০৫ ফুট। এটি আমেরিকার সবচেয়ে বড় মূর্তি।
- এটি বানাতে ফ্রান্সের খরচ হয় প্রায় আড়াই লাখ ডলার।
- মূর্তিটিকে যে স্থাপনার উপর বসাতে হয়েছে তা বানাতে আমেরিকা খরচ করে ২ লাখ ৭৫ হাজার ডলার।
- এই মূর্তিটিকে ১৯২৪ সাল পর্যন্ত 'লিবার্টি এনলাইটেনিং দ্য ওয়ার্ল্ড' নামে ডাকা হতো।
- এই স্থাপনার অনেকখানি অংশ বানানো হয় সাধারণ জনগনের পয়সায়।
- এই মূর্তি স্থাপনের পর আশেপাশের অন্যান্য শহরের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়।
- তামা ধাতু দিয়ে এর বাইরের অংশ তৈরি করা হয়। এর ঘনত্ব ২.৫ মিলিমিটার।
- এ মূর্তির রঙ সব সময় এমন ছিল না। আসলে এটি অনেকটা মরচে পড়া লোহার মতোই দেখা যেত।
- এর আভ্যন্তরীণ কাঠামো ডিজাইন করেন আইফেল টাওয়ারের নকশাকার গুস্তাভ আইফেল।
- প্রচণ্ড বাতাসে স্ট্যাচুটির কয়েক ইঞ্চি পর্যন্ত দুলতে থাকে।
- এর ডানহাতে অর্থাৎ যে হাতটি মশাল ধরে রয়েছে তার ভেতরে ৪২ ফুট লম্বা মই রয়েছে। পরিচর্যার জন্য এই মই বেয়ে ওঠা হয়।
- এই মশালের প্লাটফর্মে দর্শনার্থীদের ওঠা নিষেধ করা হয় ১৯১৬ সাল থেকে।

১৮৮৬ সালের ২৮ অক্টোবর এই তামার মূর্তিটি যুক্তরাষ্ট্রের শতবর্ষপূর্তিতে এবং যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি ফ্রান্সের বন্ধুত্বের নিদর্শন হিসেবে উৎসর্গ করা হয়েছিল।

পরিশেষে বলা যায় যে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধসহ নানা পটপরিবর্তন ও ক্রান্তিকাল দেখেছে বিশ্ব। কিন্তু আমেরিকানদের আত্মপরিচয়ের একটি গৌরবময় নিদর্শন হিসেবে 'স্ট্যাচু অফ লিবার্টি' তার ভূমিকায় সৃষ্টিলগ্ন থেকে আজও অপরিবর্তিত। বার্থোল্ডির সৃজনশীলতা, শ্রম আর লাবুলাহের আন্তরিক প্রচেষ্টাকে আজও শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে মার্কিনীরা।

e book for bd. blogspot .com BOIGHAR.COM www .facebook .com/ Edu Job 2018

Join FB Group "Career Opportunity in Bangladesh" : bit.ly/ Join COB


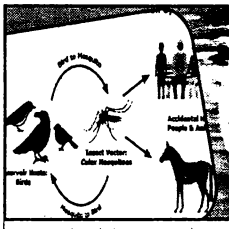

# ওয়েস্ট নাইল বাংলাদেশে আসা নতুন ভাইরাস

ডেঙ্গুর প্রকোপ যেতে না যেতেই নতুন আর এক ভাইরাসের আগমন ঘটেছে বাংলাদেশে। ভাইরাসটির নাম 'ওয়েস্ট নাইল' ভাইরাস। এ ভাইরাস সম্পর্কে আমাদের দেশের সরকারি ও বেসরকারি বিজ্ঞানী ও গবেষকরা বলছেন, এই ভাইরাসটি আমাদের বাংলাদেশে সম্পূর্ণ নতুন একটি ভাইরাস। আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র থেকে ঢাকার অদূরে একজন ব্যক্তির শরীরে এ ভাইরাস শনাক্ত করার সংবাদ পাওয়া গেছে। যা সম্প্রতি আইসিডিডিআরবি থেকে লিখিতভাবে সরকারকে জানানো হয়েছে।

❑ **'ওয়েস্ট নাইল' ভাইরাস কী :** 'ওয়েস্ট নাইল' ভাইরাস বা ডব্লিউএনভি (WNV) হলো একটি মশাবাহিত রোগ। সাধারণত কিউলেক্স মশা থেকে এই রোগ ছড়ায়। মূলত পাখির দেহ থেকে মশার মাধ্যমে 'ওয়েস্ট নাইল' ভাইরাস মানুষের শরীরে প্রবেশ করে।

❑ **'ওয়েস্ট নাইল' এর উৎপত্তি :** বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) -এর ভাষ্যমতে, ১৯৩৭ সালে আফ্রিকা মহাদেশের উগান্ডার ওয়েস্ট নাইল নামক অঞ্চলে একজন নারীর শরীরে প্রথম এই ভাইরাস শনাক্ত করা হয়। ১৯৫৩ সালে নীল বা নাইল নদ উপত্যকার কাকজাতীয় পাখির শরীরে এই ভাইরাস চিহ্নিত হয়। গত ৫০ বছরে বিশ্বের অনেক দেশে এই ভাইরাসে মানুষ আক্রান্ত হয়েছে বলে জানা যায়। এই রোগের সবচেয়ে বড় প্রাদুর্ভাব দেখা দেয় গ্রিস, ইসরায়েল, রুমানিয়া, রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রে। এছাড়াও আফ্রিকা, ইউরোপের কিছু অংশ, মধ্যপ্রাচ্য, পশ্চিম এশিয়া ও অস্ট্রেলিয়ায় এই রোগের সংক্রমণ দেখা দেয়। নতুন ভাইরাসে সংক্রমিত মশা কামড়ালে মানুষ আক্রান্ত হয়। ১৯৯৯ সালে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহরে এই ভাইরাস আসে ইসরায়েল ও তিউনিসিয়া থেকে এবং দেশটির বিভিন্ন রাজ্যে এর প্রকোপ চলতে থাকে ২০১০ সাল পর্যন্ত।

❑ **যেভাবে 'ওয়েস্ট নাইল' ভাইরাস ছড়ায় :** বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) মতে, সাধারণত কাকজাতীয় পাখির শরীরে সুপ্ত অবস্থায় থাকে ওয়েস্ট নাইল ভাইরাস। সংক্রামিত পাখির কাছ থেকে মশা এই ভাইরাস পায়, কয়েক দিনে মশার শরীরে ভাইরাসের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এরপর সেই মশা কোনো মানুষ বা পশুকে কামড়ালে সংক্রমণ ছড়ায়। এই ভাইরাসের কারণে স্নায়ুতন্ত্রের রোগে মানুষের মৃত্যু হতে পারে।

❑ **এ রোগের লক্ষণসমূহ :** এ রোগে আক্রান্ত প্রায় ৮০ শতাংশ মানুষের শরীরে কোনো রোগের লক্ষণ দেখা দেয় না। আক্রান্ত ২০ শতাংশ রোগীর ওয়েস্ট নাইল জ্বর হয়। সংক্রামিত ৫ জনের মধ্যে প্রায় ১ জনের অন্যান্য উপসর্গ দেখা দেয়। এই জাতীয় ওয়েস্ট নাইল ভাইরাস জনিত রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির বেশিরভাগই পুরোপুরি সেরে যায় তবে ক্লান্তি এবং দুর্বলতা কয়েক সপ্তাহ বা মাস ধরে স্থায়ী হতে পারে। এ রোগের সাধারণ লক্ষণগুলো হলো :

• জ্বর; • মাথাব্যথা; • শরীর ও জয়েন্টে ব্যথা; • বমি বমি ভাব; • ক্লান্তি বা অবসাদ; • গ্লান্ডের সমস্যা; • চামড়ার ফুসকুড়ি (র‍্যাশ)।

এগুলোসহ আরও কিছু গুরুতর স্নায়ুবিক সংক্রমণের লক্ষণ দেখা দিতে পারে। যেমন

• তীব্র জ্বর; • কাঁপুনি বা পেশী ঝাঁকুনি; আংশিক পক্ষাঘাত বা পেশী দুর্বলতা; • হৃদরোগের আক্রমণ; • ঘাড় শক্ত হওয়া; • বোকা বা কোমা ইত্যাদি। এসব উপসর্গ দেখা দেওয়ার পাশাপাশি মানুষ অজ্ঞানও হয়ে যেতে পারে। সংক্রামিত ১৫০ জনের মধ্যে ১ জনের কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রকে প্রভাবিত করে কিছু গুরুতর রোগের বিকাশ ঘটতে পারে। যেমন- মস্তিষ্কের প্রদাহ (এনসেফালাইটিস) এবং মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ডের চারপাশের ঝিল্লি এবং মেরুদণ্ডের প্রদাহ (মেনিনজাইটিস)।

**সব থেকে বেশি বিপদ হয় কখন :** নাইল ভাইরাস যদি কোনও ক্রমে মস্তিষ্কে পৌঁছে যায় তাহলেই বিপদ। মস্তিষ্কে পৌঁছলেই ছড়িয়ে পড়ে সংক্রমণ। এই সংক্রমণ হলে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। এমনকি সেই সংক্রমণ মস্তিষ্ক ছাড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ে সুষুম্নাকাণ্ডে। যার জেরে মানব শরীরের স্নায়ুতন্ত্র বিকল হয়ে পড়ে।

**কাদের বিপদ বেশি:** যে সব মানুষের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম তারা সহজেই এই রোগের শিকার হন। সাধারণত শিশু ও বয়স্ক মানুষের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম হয়। তাই শিশু ও বয়স্কদের এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা সব থেকে বেশি।

**এ রোগ নির্ণয়ের উপায় :**

• আপনার যদি উপরে বর্ণিত লক্ষণগুলো দেখা দেয়, তবে ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ করুন।

❑ **এ রোগের চিকিৎসা :** আমেরিকান ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট মানবদেহে ওয়েস্ট নাইল ভ্যাক্সিন প্রয়োগের ঘোষণা দিয়েছে। হাইড্রোভ্যাক্স জিরো জিরো ওয়ান নামের ভ্যাক্সিনটি মানবদেহে 'ওয়েস্ট নাইল' ভাইরাসের বিরুদ্ধে অ্যান্টিবডি তৈরি করতে সমর্থ হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এছাড়াও এ রোগের প্রাথমিক চিকিৎসা হিসাবে-

• ওভার-দ্য কাউন্টার ব্যথা রিলিভারগুলো জ্বর কমাতে এবং কিছু লক্ষণ উপশম করতে ব্যবহার করা যেতে পারে।

• গুরুতর ক্ষেত্রে, রোগীদের প্রায়শই সহায়ক চিকিৎসা, যেমন আইভি থেরাপি, ব্যথার ওষুধ এবং নার্সিং কেয়ার গ্রহণের জন্য হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়।

❑ **এ রোগ প্রতিরোধের উপায় :** 'ওয়েস্ট নাইল' ভাইরাস এবং অন্যতম মশাবাহিত রোগ। এ রোগ প্রতিরোধের সবচেয়ে ভালো উপায় হলো মশার কামড় থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা। এছাড়া স্থায়ীভাবে আবদ্ধ পানি বর্জন করা, যেখানে মশা প্রজনন করে, এ ক্ষেত্রে কয়েকটি উপায় অবলম্বন করা যেতে পারে। যেমন

• টবের মধ্যে জমে থাকা পানি পরিষ্কার করা।
• ছাদে জমা পানি পরিষ্কার করা।
• পুরানো টায়ার বা অব্যবহৃত পাত্র সরিয়ে ফেলা।
• অব্যবহৃত সুইমিং পুল খালি করা।

❑ **মশার সংস্পর্শ কমানোর জন্য কয়েকটি পদ্ধতি অবলম্বন করা যেতে পারে :**

• ত্বক এবং পোশাকের জন্য মশা নিরোধক ঔষধ ব্যবহার করা।
• ভোর, সন্ধ্যা ও সন্ধ্যা নামার মতো সময় অর্থাৎ যখন মশার প্রচলন সর্বাধিক থাকে তখন যথাসম্ভব অপ্রয়োজনীয় বাইরের কাজকর্ম এড়িয়ে চলা ভাল।
• শিশুদের এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি তাই শিশুকে বাইরে আনলে অবশ্যই শিশুর স্টোলারকে মশারির জাল দিয়ে ঢেকে দিতে হবে।

❑ **জেনে রাখা ভালো :**

• 'ওয়েস্ট নাইল' ভাইরাসে আক্রান্তদের মধ্যে গুরুতর অসুস্থতা যে কোনো বয়সের মানুষের মধ্যে দেখা দিতে পারে। তবে ৬০ বছরের বেশি বয়সের লোকেরা বেশি ঝুঁকিতে থাকে। ক্যান্সার, ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, কিডনি রোগ এবং অঙ্গ প্রতিস্থাপন প্রাপ্ত ব্যক্তিদের মতো কিছু নির্দিষ্ট মেডিকেল অবস্থার লোকেরাও বেশ ঝুঁকিতে থাকে।
• মারাত্মক অসুস্থতার লক্ষণগুলোর মধ্যে রয়েছে উচ্চ জ্বর, মাথাব্যথা, ঘাড়ের কড়া, কোমা, কাঁপুনি, খিঁচুনি, পেশী দুর্বলতা, দৃষ্টি হ্রাস, অসাড়তা ও পক্ষাঘাত।
• গুরুতর অসুস্থতা থেকে পুনরায় সেরে উঠতে কয়েক সপ্তাহ বা মাস সময় লাগতে পারে। তবে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের কিছু প্রভাব স্থায়ী হতে পারে।

পরিশেষে বলা যায় যে, ডেঙ্গুর মতো মহামারী ছড়ানোর আগেই এই 'ওয়েস্ট নাইল' ভাইরাস সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হবে এবং জনসচেতনতা বাড়াতে হবে। সর্বোপরি মশা নিয়ন্ত্রণে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে বলে মনে করছেন চিকিৎসকগণ। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ও ভাইরাস বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক নজরুল ইসলাম বলেন, 'নতুন এই ভাইরাস সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হবে। স্বাস্থ্যকর্মীদেরও জানাতে হবে। সবচেয়ে বড় কথা, মশা নিয়ন্ত্রণে জোর দিতে হবে।'

e book for bd. blogspot .com BOIGHAR.COM www .facebook .com/ Edu Job 2018

Join FB Group "Career Opportunity in Bangladesh" : bit.ly/ Join COB


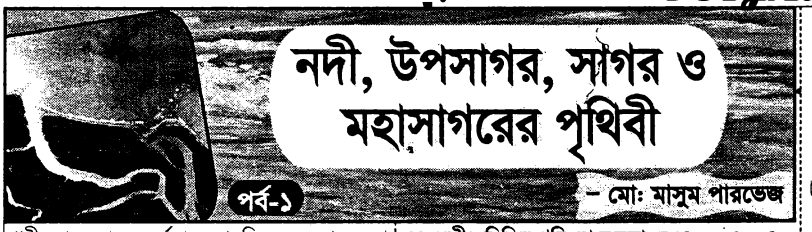

# নদী, উপসাগর, সাগর ও মহাসাগরের পৃথিবী

পর্ব-১

– মোঃ মাসুম পারভেজ

প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান আধুনিক সভ্যতার যুগে নদী, উপসাগর, সাগর ও মহাসাগর পৃথিবীবাসীর জীবনের সাথে ওতপ্রতভাবে জড়িত। বিশ্বের যত সব চাকচিক্যে ভরা বিশাল শহর বন্দর গড়ে উঠেছে সবগুলোর অবস্থান ছিল নদী, উপসাগর, সাগর ও মহাসাগর কেন্দ্রিক। পৃথিবী যে এতো সুন্দর এর মূল কারণ হলো অলংকারের মতো পৃথিবীতে ছড়িয়ে থাকা এসব জলাশয়। আমরা জ্ঞানপত্রের এই সংখ্যায় পৃথিবীর বিভিন্ন নদ-নদী, সাগর, মহাসাগর সম্পর্কে জানবো।

❑ **নদী :** উঁচু পর্বত, মালভূমি বা উঁচু কোনো স্থান থেকে বৃষ্টি, প্রস্রবণ, হিমবাহ বা বরফ গলা পানির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোতধারার মিলিত প্রবাহ যখন মধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে নির্দিষ্ট খাতে প্রবাহিত হয়ে সমভূমি বা নিম্নভূমির উপর দিয়ে কোনো বিশাল জলাশয় বা হ্রদ অথবা সমুদ্রে মিলিত হয়, তখন তাকে নদী বলে। নদীর উৎপত্তি স্থানকে নদীর উৎস বলে। নদী যখন প্রবাহিত হতে হতে কোনো হ্রদ বা সাগরে মিলিত বা পতিত হয়, ঐ পতিত স্থানকে মোহনা বলে। নদীর অধিক প্রশস্ত মোহনাকে খাঁড়ি বলে।

❑ **নদীর গতিপথ :** মানব জীবনে নদীর গুরুত্ব অপরিসীম। প্রাচীন শহর ও সভ্যতাগুলো নদীর তীরবর্তী এলাকায় গড়ে উঠেছিল। কারণ অতীতে মানুষ চলাচল করতো পানি পথেই বেশি। নদীর গতি ও নদীর প্রভাব সম্পর্কে জানতে হলে নদীর কিছু মৌলিক বিষয়ে ধারণা দরকার। এই বিষয়গুলো হলো

**দোয়াব :** প্রবাহমান দুটি নদীর মধ্যবর্তী ভূমিকে দোয়াব বলে।

**নদীসংগম** দুই বা ততোধিক নদীর মিলনস্থলকে নদীসংগম বলে।

**উপনদী :** পর্বত বা হ্রদ থেকে যেসব নদী উৎপন্ন হয়ে কোনো বড় নদীতে পতিত হয় তাকে সেই বড় নদীর উপনদী বলে। বাংলাদেশের তিস্তা ও করতোয়া হলো যমুনা নদীর উপনদী।

**শাখা নদী :** মূল নদী থেকে জন্ম নেওয়া সকল নদীকে শাখা নদী বলে। যেমন করে গাছের ডাল থেকে সৃষ্টি হওয়া ছোট ছোট শাখা বের হয় তেমনি নদী থেকে কিছু কিছু ছোট নদীর উৎপত্তি হয়, এই নদী গুলোকে শাখা নদী বলে। বাংলাদেশের কুমার ও গড়াই পদ্মা নদীর শাখা নদী।

**নদী উপত্যকা :** যে খাতের মধ্য দিয়ে নদী প্রবাহিত হয় সে খাতকে উক্ত নদীর উপত্যকা বলে।

**নদীগর্ভ :** নদী উপত্যকার তলদেশকে নদীগর্ভ বলে।

**নদী অববাহিকা** উৎপত্তি স্থান থেকে শাখা প্রশাখার মাধ্যমে যে বিস্তীর্ণ অঞ্চল দিয়ে পানি প্রবাহিত হয়ে হ্রদ বা সমুদ্রে পতিত হয় সেই সমগ্র অঞ্চলই নদীর অববাহিকা।

❑ **নদীর বিভিন্ন গতি বা অবস্থা (Life cycle of a river) :** উৎস থেকে মোহনা পর্যন্ত নদীর গতিপথের আয়তন, গভীরতা, ঢাল, স্রোতের বেগ প্রভৃতির উপর ভিত্তি করে নদীর গতিপথকে তিনভাগে ভাগ করা যায়। যথা

ক. উর্ধ্বগতি (Youthful stage/Upper course);
খ. মধ্যগতি (Mature stage/Middle course) এবং
গ. নিম্নগতি (Old stage/Lower course)

**ক. উর্ধ্বগতি :** পর্বতের যে স্থান থেকে নদী উৎপত্তি হয়েছে সেখান থেকে সমভূমিতে পৌছানো পর্যন্ত অংশকে নদীর উর্ধ্বগতি বলে। উর্ধ্বগতিতে নদীর প্রধান কাজ হলো ক্ষয়সাধন করা।

**খ. মধ্যগতি :** পার্বত্য অঞ্চল পার হয়ে নদী যখন সমভূমির উপর দিয়ে প্রবাহিত হয় তখন এর প্রবাহকে মধ্যগতি বলে। মধ্যগতিতে নদী সঞ্চয় কাজ শুরু করে। মধ্যগতিতে নদী পলি দ্বারা তার দুই পাশে নিম্নভূমিকে ভরাট করে এর ফলে সমতল ভূমির সৃষ্টি হয়। একে প্লাবন সমভূমি বলে। বাংলাদেশের বেশির ভাগ স্থানই প্লাবন সমভূমি।

**গ. নিম্নগতি :** নদীর জীবনচক্রের শেষ পর্যায় হলো নিম্নগতি। এই অবস্থায় নদীর উপত্যকা খুব চওড়া ও অগভীর হয়। নিম্নগতির কারণে পানিবাহিত বালুকণা, কাদা নদীগর্ভে ও মোহনায় সঞ্চিত হয়।

❑ **নদী দ্বারা সৃষ্টি ভূমিরূপ :**
নদী দুইভাবে ভূমিরূপ সৃষ্টি করে। যথা
১. ক্ষয়জাত ভূমিরূপ এবং ২. সঞ্চয়জাত ভূমিরূপ।

❑ **'ভি' আকৃতির উপত্যকা ('V' Shaped Valley) :** উর্ধ্বগতি অবস্থায় নদীর স্রোতের বেগ প্রবল হওয়ায় নদী খাতের পাশের অপেক্ষা নিচের দিকে ক্ষয় বেশি হয়। এভাবে ক্ষয়ের ফলে নদী উপত্যকা অনেকটা ইংরেজি 'V' আকৃতির হয়। তাই একে 'ভি' আকৃতির উপত্যকা বলে।

❑ **গিরিখাত ও ক্যানিয়ন (Gorge and canyon) :** উর্ধ্বগতি অবস্থায় নদীর প্রবল স্রোত খাড়া পর্বতগাত্র বেয়ে নিচের দিকে প্রবাহিত হয়। তীব্রগতির কারণে ভূমিক্ষয় হয় এ ক্ষেত্রে স্রোতের সাথে আসা শিলাখণ্ডের সংঘর্ষে নদীর খাত গভীর ও সংকীর্ণ হতে থাকে। যদি নদীর দুইপাশে ক্ষয় না হয় তবে নদী খাত খুব গভীর হয়। তখন এরূপ খাতকে গিরিসংকট বা গিরিখাত বলে। নদী যখন শুষ্ক অঞ্চল দিয়ে প্রবাহিত হয় এবং সেখানে যদি কোমল শিলার স্তর থাকে তাহলে গিরিখাতগুলো অত্যন্ত সংকীর্ণ ও গভীর হয় এরূপ গিরিখাতকে ক্যানিয়ন বলে। উত্তর আমেরিকায় কলোরোডা নদীর গিরিখাত 'গ্রান্ড ক্যানিয়ন' পৃথিবী বিখ্যাত। এটি ১৩৭-১৫৭ মিটার বিস্তৃত, প্রায় ২.৮ কিলোমিটার গভীর ও ৪৮২ কিলোমিটার দীর্ঘ।

❑ **জলপ্রপাত (waterfall)** উর্ধ্বগতি অবস্থায় নদীর পানি যদি পর্যায়ক্রমে কঠিন শিলা ও নরম শিলার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়। তখন নরম শিলা বেশি ক্ষয় হয় এবং একটি স্তর তৈরি হয় ও পানি খাড়াভাবে নিচের দিকে পড়তে থাকে। এভাবে পানির পতনকে জলপ্রপাত বলে। উত্তর আমেরিকার সেন্ট লরেন্স নদীর বিখ্যাত নায়াগ্রা জলপ্রপাত এরূপে গঠিত হয়।

❑ **নদীর সঞ্চয়জাত ভূমিরূপ (Landforms from river deposition) পলল কোণ বা পলল পাখা (Alluial cone and Aullvial Fan) :** পার্বত্য কোনো অঞ্চল থেকে হঠাৎ করে কোনো নদী যখন সমভূমিতে পতিত হয়, তখন শিলাচূর্ণ, পলিমাটি প্রভৃতি পাহাড়ের পাদদেশে সমভূমিতে সঞ্চিত হয়ে ত্রিকোণ ও হাত পাখার ন্যায় ভূখণ্ডের সৃষ্টি হয়। একারণে এরূপ পলল ভূমিকে পলল কোণ বা পলল পাখা বলে।

❑ **পাদদেশীয় পলল সমভূমি (Peidmont Alluvial Plain)** অনেক সময় পাহাড়ের পাদদেশে পাহাড়ি নদী দ্বারা পলি সঞ্চয়ের মাধ্যমে নতুন বিশাল সমভূমি গড়ে তোলে। এ ধরনের সমভূমিকে পাদদেশীয় পলল সমভূমি বলে। বাংলাদেশের রংপুর ও দিনাজপুর জেলার অধিকাংশ স্থানই পলল সমভূমি নামে পরিচিত।

❑ **প্লাবন সমভূমি (Flood plain) :** বর্ষাকালে বিশেষ করে পানি বৃদ্ধির কারণে নদীর উভয়কূল প্লাবিত করে তখন তাকে প্লাবন বা বন্যা বলে। বন্যার পর নদীর দুপাশে ভূমিতে প্রচুর পলি জমতে জমতে যে বিস্তৃত সমভূমির সৃষ্টি হয় তাকে প্লাবন সমভূমি বলে। সমগ্র বাংলাদেশই পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, মেঘনা প্রভৃতি নদীবিধৌত প্লাবন সমভূমি। আরো কিছু সঞ্চয়জাত সমভূমি হলো– ক. অশ্বখুরাকৃতি হ্রদ, খ. বালুচর ও গ. প্রাকৃতিক বাঁধ।

**ব-দ্বীপ (Delta) :** নদী যখন মোহনার কাছাকাছি আসে তখন স্রোতের বেগ কমে বালি ও কাদা তলানিরূপে সঞ্চিত পলির কারণে নদীমুখ বন্ধ হয়ে যায়, তখন নদী বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত হয়ে এই চরাভূমিকে বেষ্টন করে সাগরে পতিত হয়। ত্রিকোণাকার এই নতুন সমভূমিকে ব-দ্বীপ বলে। এই ভূমি দেখতে মাত্রাহীন 'ব' এর মতো এবং গ্রীক শব্দ 'ডেল্টার' মতো। তাই একে বাংলায় ব-দ্বীপ এবং ইংরেজিতে ডেল্টা বলা হয়। মেঘনার সীমানা পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের সমস্ত দক্ষিণাংশ গঙ্গা ও পদ্মা নদীর ব-দ্বীপ সমগ্র বাংলাদেশকে ব-দ্বীপ বলা হয়।

❑ **এশিয়ার উল্লেখযোগ্য নদ-নদী :**

**ইয়াংসিকিয়াং নদী** তিব্বতের মালভূমি হতে উৎপন্ন হয়ে চীনের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে এবং পূর্ব চীন সাগরে পতিত হয়েছে। এটি এশিয়ার দীর্ঘতম নদী। এটি স্বর্ণরেণুর নদী। ইয়াংসিকিয়াং নদীর দৈর্ঘ্য ৬,৩৮০ কিলোমিটার। আলতাই পর্বত হতে উৎপন্ন নদী ও তার উপনদী ইরতিশসহ এর দৈর্ঘ্য ৫,৫৬৯ কিলোমিটার।

**ইনিশি :** উপনদী আংগারাসহ এর দৈর্ঘ্য ৪,৯৮৯ কিলোমিটার। এটি আলতাই থেকে উৎপন্ন হয়ে কারা সাগরে পড়েছে।

**বৈকাল হ্রদ :** লেনা নদ বৈকাল হ্রদ থেকে উৎপন্ন হয়ে উত্তর মহাসাগরে পড়েছে। লেনা নদের দৈর্ঘ্য ৪,২৬৪ কিলোমিটার। এটি বছরে নয় মাস বরফে ঢাকা থাকে। এটি সাইবেরিয়ায় অবস্থিত।

e book for bd. blogspot .com BOIGHAR.COM www .facebook .com/ Edu Job 2018

Join FB Group "Career Opportunity in Bangladesh" : bit.ly/ Join COB


# প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক এক্সিকিউটিভ অফিসার (সাধারণ) পদে জনবল নিয়োগ পরীক্ষা-২০১৯

১৮ অক্টোবর,২০১৯, শুক্রবার, বিকাল ৩.০০ টা থেকে ৪.০০ টা পর্যন্ত।

## Section– A : Bangla

**Question (01–15) : Choose the correct answer**

01. কোনটি বাংলা ব্যাকরণের শাখা নয়?
ⓐ রূপতত্ত্ব ⓑ ধ্বনিতত্ত্ব ⓒ ভাষাতত্ত্ব ⓓ বাক্যতত্ত্ব

02. ক্ষীয়মান এর বিপরীত শব্দ কি?
ⓐ বর্ধমান ⓑ বৃহৎ ⓒ বহিষ্ণু ⓓ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত

03. ঐহিক এর বিপরীতার্থক শব্দ কোনটি?
ⓐ পাঞ্জেরী ⓑ সম্মিলিত ⓒ রেনেসা ⓓ পারত্রিক

04. কোনটি শুদ্ধ বানান :
ⓐ তৃহায়ন ⓑ ত্রিহায়ণ ⓒ ত্রিহায়ন ⓓ তৃহায়ণ

05. লিঙ্গান্তর হয় না এমন শব্দ কোনটি?
ⓐ সাহেব ⓑ সঙ্গী ⓒ বেয়াই ⓓ কবিরাজ

06. ঝাঁকের কই বাগধারাটির অর্থ–
ⓐ অসম্ভব চালাক ⓑ বর্ষাকালীন মাছ
ⓒ একই দলের লোক ⓓ একতাই বল

07. রাজা রামমোহন রচিত বাংলা ব্যাকরণের নাম কী?
ⓐ মাগধীয় ব্যাকরণ ⓑ মাতৃভাষা ব্যাকরণ
ⓒ ভাষা ও ব্যাকরণ ⓓ গৌড়ীয় ব্যাকরণ

08. মৌলিক শব্দ কোনটি?
ⓐ শীতল ⓑ গোলাপ ⓒ নেয়ে ⓓ গৌরব

09. কোন শব্দটি ফারসি?
ⓐ মুসাফির ⓑ তকদির ⓒ পেরেশান ⓓ মজলুম

10. জ্যেষ্ঠের বর্তমানে কনিষ্ঠের বিয়ে কে একশব্দে বলে–
ⓐ পরিবেদন ⓑ পরিবন্ধন ⓒ পরিচারণ ⓓ পরিণয়ন

11. যে সমাসের পূর্বপদ সংখ্যাবাচক এবং সমস্ত পদের দ্বারা সমাহার বোঝায় তাকে বলে–
ⓐ দ্বন্দ্ব সমাস ⓑ বহুব্রীহি সমাস ⓒ দ্বিগু সমাস ⓓ রূপক সমাস

12. আফতাব শব্দের সমার্থক কোনটি?
ⓐ অর্নব ⓑ রাতুল ⓒ জলধি ⓓ অর্ক

13. বৃষ্টি এর সন্ধি বিচ্ছেদ কী হবে?
ⓐ বৃষ্ + তি ⓑ বৃষ + টি ⓒ বৃশ+টি ⓓ বৃ+টি

14. দোলনা শব্দের সঠিক প্রকৃতি প্রত্যয় কোনটি?
ⓐ দোল + অনা ⓑ দোল + না ⓒ দুল্ + না ⓓ দোলনা + আ

15. ক্ষুধিত পাষাণ কোন সমাস?
ⓐ বহুব্রীহি ⓑ কর্মধারয় ⓒ তৎপুরুষ ⓓ দ্বন্দ্ব

## Secton – B : English Proficiency

**Question (16–20) : In questions given below; a part of the sentence is Italicized and underlined. Below are given alternatives to the italicized part which may improve the sentence. Choose the correct alternative.**

16. Will you kindly open the knot?
ⓐ untie ⓑ break ⓒ loose ⓓ No improvement

17. No one could explain how a calm and balanced person like him could penetrate such a mindless act on his friends.
ⓐ perpetuate ⓑ precipitate
ⓒ perpetrate ⓓ No improvement

18. The greatest thing in style is to have a use of metaphor.
ⓐ knowledge ⓑ command
ⓒ need ⓓ No improvment

19. If you are living near a market place you should be ready to bear the disturbances caused by traffic.
ⓐ to bear upon ⓑ to bear away
ⓒ to bear with ⓓ to bear on

20. During his long discourse, he did not touch that point.
ⓐ touch upon ⓑ touch on
ⓒ touch of ⓓ No improvement.

**Questions (21–25) Fill in the blank with right option.**

21. Creative people are often — with their own uniqueness.
ⓐ obsessed ⓑ deranged
ⓒ unbalanced ⓓ dissatisfied

22. Rainfall in the desert is not only low but extremely—.
ⓐ intense ⓑ erratic ⓒ meager ⓓ undesirable

23. If you smuggle goods into the country, they may be — by the customs authority.
ⓐ possessed ⓑ punished ⓒ confiscated ⓓ fined

24. It is not — for a man to be confined to the pursuit of wealth.
ⓐ easy ⓑ healthy ⓒ possible ⓓ common

25. — pollution control measures are expensive, many industries hesitate to adopt them.
ⓐ Although ⓑ However ⓒ Because ⓓ Despite

**Questions (26–30) :** Select the pair that best expresses a relationship similar to that expressed in the original pair.

26. DELAY : EXPEDITE
ⓐ related : halt ⓑ block : obstruct
ⓒ detain : dispatch ⓓ drag : Procrastinate

27. SUBMISSIVE : DISOBEDIENT
ⓐ comply : conform ⓑ heed : acquiesce
ⓒ obey : hearken to ⓓ observe : defy

28. ANARCHY : GOVERNMNET
ⓐ penury : wealth ⓑ chaos : disorder
ⓒ monarchy : republic ⓓ verbosity words

29. EXCITE : CALM
ⓐ retrain compose ⓑ agitate trouble
ⓒ stimulate : cool down ⓓ upset : perturb

30. LENGTHEN : PROLONG
ⓐ distance : reduce ⓑ stretch extend
ⓒ draw out : shorten ⓓ reach out : cut short

## SECTION–C : GENERAL MATHEMATICS

**Questions (31–60) : Read the following questions carefully and choose the right answer.**

31. A man can walk uphill at the rate of 2.5 km/hr and downhill at the rate of 3.25 km/hr. If the total time required walking a certain distance up the hill and return to the starting position is 4 hr 36 min. what is the distance he walked up the hill?
ⓐ 3.5 km ⓑ 4.5km ⓒ 5.5km ⓓ 6.5km

## উত্তরমালা

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ⓒ | 2 ⓐ | 3 ⓓ | 4 ⓑ | 5 ⓑ | 6 ⓒ | 7 ⓓ | 8 ⓑ | 9 ⓒ | 10 ⓐ | 11 ⓒ | 12 ⓓ |
| 13 ⓐ | 14 ⓒ | 15 ⓑ | 16 ⓐ | 17 ⓒ | 18 ⓐ | 19 ⓒ | 20 ⓑ | 21 ⓐ | 22 ⓑ | 23 ⓒ | 24 ⓑ |
| 25 ⓒ | 26 ⓒ | 27 ⓓ | 28 ⓐ | 29 ⓒ | 30 ⓑ | 31 ⓓ | | | | | |

e book for bd. blogspot .com BOIGHAR.COM www .facebook .com/ Edu Job 2018

*Exp. : Let, distance = D km*

*and 4 h 36 m* $= 4\frac{36}{60}H = \frac{23}{5}H$

*According to Question,*

$\frac{D}{2.5} + \frac{D}{3.25} = \frac{23}{5}$ $\left[time = \frac{Distance}{Speed}\right]$

$\Rightarrow \frac{10D}{25} + \frac{100D}{325} = \frac{23}{5} \Rightarrow \frac{2D}{5} + \frac{4D}{13} = \frac{23}{5}$

$\Rightarrow \frac{26D + 20D}{65} = \frac{23}{5} \Rightarrow \frac{46D}{65} = \frac{23}{5}$

$\Rightarrow D = \frac{23 \times 65}{5 \times 46}$ $\therefore D = 6.5\ km$

**32. A, B and C enter into a partnership with a certain capital in which A's contribution is Tk. 10,000. If out of a total profit of Tk. 1,000. A gets Tk. 500, B gets Tk. 300 then C's capital is.**

ⓐ Tk. 4000 ⓑ Tk. 3600
ⓒ Tk. 4800 ⓓ Tk. 4400

*Exp. : Here, C's profit = 1000 – (500 + 300)= 200 Tk.*
*Ratio of profit = 500 300 : 200 = 5 : 3 2*
*Let, Capital of A : B : C = 5p 3p : 2p*
*5p = 10000 ⇒ p = 2000*
*∴ C's capital = 2 × 2000 = 4000 Tk.*

**33. The market price of an article is Tk. 500. It is sold on two successive discounts of 20% and 10%. The selling price of that article is—**

ⓐ Tk. 350 ⓑ Tk. 375 ⓒ Tk. 360 ⓓ Tk. 400

**34. If $(p/q)^{q-1} = (q/p)^{q-3}$, then the value of n is**

ⓐ 2 ⓑ 1/2 ⓒ 7/2 ⓓ 1

**35. A vessel is filled with liquid. 3 parts of which are water and 5 parts syrup. How much of the mixture must be drawn off and replaced with water so that the mixture may be half water and half syrup?**

ⓐ 1/3 ⓑ 1/4 ⓒ 1/5 ⓓ 1/7

*Exp. : Water = 3part and Syrup = 5 part*
*Total mixture = 3 + 5 = 8*
*Let, X be drawn off and replaced with water,*
*According to question,*

$\Rightarrow 3 - \frac{3x}{8} + x = 5 - \frac{5x}{8}$

$\Rightarrow \frac{24 - 3x + 8x}{8} = \frac{40 - 5x}{8}$

$\Rightarrow 24 + 5x = 40 - 5x \Rightarrow 10x = 16 \Rightarrow c = \frac{16}{10} = \frac{8}{5}$

$\therefore$ *Total part replace* $= \frac{\frac{8}{5}}{8} = \frac{8}{5} \times \frac{1}{8} = \frac{1}{5}$

**36. One-fourth of the boys and three-eight of the girls in a school participated in the annual sports. What proportional part of the total student population of the school participated in the annual sports?**

ⓐ 4/12 ⓑ 5/8 ⓒ 8/12 ⓓ None of these

*Exp. One-fourth / $\frac{1}{4}$ of the boys means total boys 4 and participated in sports 1 boy.*

*and Three-eight / $\frac{3}{8}$ of the girls means total girls 8 and participated in sports 3 girls.*

*∴ Total student = (4 + 8) = 12*
*Total participated in sports = 1 + 3 = 4*

*∴ Participated in sports = 4 : 12* $= \frac{4}{12} = \frac{1}{3}$

**37. If the rate of simple interest is 12% per annum the amount that would fetch interest of Tk. 6000 per annum is**

ⓐ Tk. 50000 ⓑ Tk. 7200
ⓒ Tk. 72000 ⓓ None of these

**38. The compound interest on a certain sum of money for 2 years at 10% per annum is Tk. 420. The simple interest on the same sum at the same rate and for the same time will be?**

ⓐ Tk. 350 ⓑ Tk. 375 ⓒ Tk. 380 ⓓ Tk. 400

**39. Tickets numbered 1 to 20 are mixed up and then a ticket is drawn at random. What is the probability that the ticket drawn has a number which is a multiple of 3 or 5?**

ⓐ 1/2 ⓑ 9/20 ⓒ 3/5 ⓓ 8/15

*Exp. : Here, Total tickets numbers*
*S = (1, 2, 3,.....19, 20}* ∴ *n(s) = 20*
*And, Event of getting multiple of 3 or 5*
*E = {3, 5, 6, 9, 10, 12, 15, 18, 20}* ∴ *n(E) = 9*

$\therefore p(E) = \frac{n(E)}{n(s)} = \frac{9}{20}$

**40. A bag contains 2 red Roses, 4 yellow Roses and 6 pink Roses. Two roses are drawn at random. What is the probability that they are not of same color?**

ⓐ 1/6 ⓑ 14/33 ⓒ 2/3 ⓓ 5/6

*Exp. : Here, Required probability of same color*

$= \frac{^2C_2}{^{12}C_2} + \frac{^4C_2}{^{12}C_2} + \frac{^6C_2}{^{12}C_2} = \frac{^2C_2 + {^4C_2} + {^6C_2}}{^{12}C_2}$

$= \frac{1 + 6 + 15}{66} = \frac{22}{66} = \frac{1}{3}$

∴ *Probability that they are not of same color*

$= 1 - \frac{1}{3} = \frac{3 - 1}{3} = \frac{2}{3}$

**41. The sum of the present ages of a father and his son is 60 years. Five years ago, father's age was four times the age of the son. So now the son's age will be.**

ⓐ 15 years ⓑ 5 years ⓒ 20 years ⓓ 10 years

**42. A hall is 15m long and 12m broad. If the sum of the areas of the floor and the ceiling is equal to the sum of the areas of four walls, the volum of the hall is :**

ⓐ 720 $m^3$ ⓑ 1200$m^3$ ⓒ 900 $m^3$ ⓓ 1800$m^3$

*Exp. : Here, Area of the floor = (15 × 12)= 180 $m^2$*
*∴ Area of the floor walls = 4 × 180 = 720 $m^2$*
*Let, a = 15, b = 12 and c = x*
*Here, 2 (ab + bc + ca) = 720*
*⇒ 15 × 12 + 12 × x + x × 15 = 360*
*⇒ 27x = 360 – 180*

$\Rightarrow x = \frac{180}{27} = \frac{20}{3}$ $\therefore c = \frac{20}{3}$

*Volume of the hall = a b c $m^3$*

$= 15 \times 12 \times \frac{20}{3} = 1200\ m^3$

উত্তরমালা

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 ⓐ | 33 ⓒ | 34 ⓐ | 35 ⓒ | 36 ⓓ | 37 ⓐ | 38 ⓓ | 39 ⓑ | 40 ⓒ | 41 ⓐ | 42 ⓑ | |

**43. A cylindrical rod of iron, whose height is equal to its radius, is melted and cast into spherical balls whose radius is half the radius of the rod. Find the number of balls.**
ⓐ 2 ⓑ 3 ⓒ 4 ⓓ 6

*Exp. : Volume of cylindrical rod*
$= \pi r^2 h = \pi r^2 . r$ *[Height = radius)*
$= \pi r^3$

*And, Volume of one spherical ball* $= \frac{4}{3} \times \pi \left(\frac{r}{2}\right)^3$

$= \frac{\pi r^3}{6}$

*Number of spherical ball made by melting cylinder*

$= \frac{\pi r^3}{\frac{\pi r^3}{6}} = \pi r^3 \times \frac{6}{\pi r^3} = 6$

**44. A person's present age is two-fifth of the age of his mother. After 8 years, he will be one-half of the age of his mother. How old is the mother at present?**
ⓐ 36 years ⓑ 38 years ⓒ 40 years ⓓ 42 years

**45. The length of a rectangle is halved, while its breadth is tripled. What is the percentage change in area?**
ⓐ 50% increase ⓑ 25% increase
ⓒ 50% decrease ⓓ 75% decrease

**46. Fresh fruit contains 68% water and dry fruit contains 20% water. How much dry fruit can be obtained from 100 kg of fresh fruits?**
ⓐ 20 kg ⓑ 30 kg ⓒ 35 kg ⓓ 40 kg

*Exp. : Remaining fruit content in fresh food=(100 – 68)*
*= 32%*
*Remaining fruit content in dry fruit = (100 - 20)%*
*= 80%*
*Let, Weight of dry fruit be x kg*
*Fruit content in both the fresh fruit and dry fruits is same,*
*Therefore,*

$\left(\frac{80}{100}\right)x = \frac{32}{100} \times 100 \Rightarrow \frac{4x}{5} = 32 \therefore x = 40\ kg$

**47. A tap can fill a tank in 6 hours. After half the tank is filled, three more similar taps are opened. What is the total time taken to fill the tank completely?**
ⓐ 3 hrs 15 min ⓑ 3 hrs 45 min
ⓒ 4 hrs 15 min ⓓ None of these

**48. The salaries of A, B and C are in the ratio of 1 : 2 : 3. The salary of B and C together is Tk. 6000. By what percent is the salary of C more than that of A?**
ⓐ 100% ⓑ 150% ⓒ 200% ⓓ 250%

*Exp. : Let,*
*Salaries of A, B, C are m, 2m and 3m respectively,*
*According to question,*
$2m + 3m = 6000 \Rightarrow 5m = 6000 \therefore m = 1200$
$\therefore$ *A's salary = 1200*
*C's salary* $= 3 \times 1200 = 3600$
$\therefore$ *C's salary more than A's salary*
$= (3600 - 1200) = 2400$

*C's salary more than A's salary* $= \frac{2400 \times 100}{1200}$
$= 200\%$

**49. Two numbers are in the ratio 3 : 7. If 6 be added to each of them, then they are in the ratio 5 : 9. Find the numebrs?**
ⓐ 9 and 21 ⓑ 11 and 17 ⓒ 7 and 17 ⓓ 13 and 23

**50. $28\sqrt{?} + 1426 = \frac{3}{4}$ of 2872**
ⓐ 576 ⓑ 1296 ⓒ 676 ⓓ 1444

*Exp.* $28\sqrt{?} + 1426 = \frac{3}{4}$ *of 2872*

$\Rightarrow 28\sqrt{p} + 1426 = 2154$ *[Let, ? = p]*
$\Rightarrow 28\sqrt{p} = 728 \Rightarrow \sqrt{p} = 26$
$\Rightarrow \left(\sqrt{p}\right)^2 = (26)^2 \quad \therefore p = 676$

**51. A bag contains 50 P, 25 P and 10 P coins in the ratio 5 : 9 : 4. amounting to Tk. 20600. Find the number of coins of each type respectively.**
ⓐ 360,160,200 ⓑ 160,360,200
ⓒ 200,160,300 ⓓ 200,360,160

*Exp. : Let, 50p. 25p and 10p coins be 5x, 9x and 4x respectively*
*According to question,*
$50 \times 5x + 25 \times 9x + 10 \times 4x = 20{,}600$
*[1 Tk. = 100 p]*
$\Rightarrow 250x + 225x + 40x = 20600$
$\Rightarrow 515x = 20600$
$\Rightarrow x = 40$
$\therefore$ *50p coins* $= 5 \times 40 = 200$
*25p coins* $= 9 \times 40 = 360$
*and 10p coins* $= 4 \times 40 = 160$

**52. Painter A can paint a house in 16 days and painter B can do the same work in 20 days. With the help of painter C, they paint the house in 8 days only. Then, Painter C alone can do this taks in.**
ⓐ 80 days ⓑ 85 days ⓒ 79 days ⓓ 76 days

**53. A and B start at the same time with speeds of 40 km/hr and 50 km/hr respectively. If in covering the journey A takes 15 minutes longer than B, the total distance of the journey is–**
ⓐ 46km ⓑ 45km ⓒ 50km ⓓ 52km

*Exp. : Let, Total distance = P km*
*A 40 km covers in = 1 hour*

*A, P km covers in* $= \frac{P}{40}$

*B, 50 km covers in = 1 hour*

$\therefore$ *B, P km covers in* $= \frac{P}{50}$ "

*According to question,*

$\frac{P}{40} - \frac{P}{50} = \frac{15}{60}$ *[ 60m = 1 hour]*

$\Rightarrow \frac{5P - 4P}{200} = \frac{15}{60} \quad \therefore B = 50\ km$

**54. A person borrows Tk. 5000 for 2 years at 4% p.a. simple interest. He immediately lends it to another person at $6\frac{1}{4}$% per annum for 2 years. Find his gain in the transaction per year.**
ⓐ Tk. 112.50 ⓑ Tk. 167.50
ⓒ Tk. 150 ⓓ Tk. 225

**উত্তরমালা**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 ⓓ | 44 ⓒ | 45 ⓐ | 46 ⓓ | 47 ⓑ | 48 ⓒ | 49 ⓐ | 50 ⓒ | 51 ⓓ | 52 ⓐ | 53 ⓒ | 54 ⓐ |

*Exp.* At 4% interest in 2 years simple interest will be

$5000 \times 2 \times \frac{4}{100} = 400$ Tk.

At $6\frac{1}{4}$% interest in 2 years simple interes will be

$5000 \times 2 \times \frac{25}{4} \times \frac{1}{100} = 625$ Tk.

Gain in per year $= \frac{625 - 400}{2} = \frac{225}{2} = 112.50$ Tk

**55. Two trains running in opposite directions cross a man standing on the platform in 27 seconds and 17 seconds respectively and they cross each other in 23 seconds. The ratio of their speeds is :**
ⓐ 1:3 ⓑ 3:2 ⓒ 3:4 ⓓ None of these

**56. A tank has two leakages. The first leakage alone can empty the tank in 9 min and the second alone would have done it in 6 min. If water leaks out at a constant rate, how long does it take both the leakage together to empty the tank?**
ⓐ 9.2 min ⓑ 3.5 min ⓒ 4 min ⓓ 3.6 min

**57. The time taken by a man to travel 36 miles downstream is 90 min less than to go the same distance upstream. The speed of the man in still water is 10 mph. Find the speed of the stream?**
ⓐ 2 mph ⓑ 2.5 mph ⓒ 3.5 mph ⓓ 5 mph

**58. A boat runs at 22 km per hour along the stream and 10 km per hour against the stream. Find the ratio of the speed of the boat in still water to that of the speed of the stream.**
ⓐ 2 :3 ⓑ 5 3 ⓒ 7 : 3 ⓓ 8 : 3

**59. In a certain store the profit is 320% of the cost. If the cost increases by 25% but the selling price remains constant, approximately what percentage of the selling price is the profit?**
ⓐ 30% ⓑ 70% ⓒ 100% ⓓ 250%

**60. $(52.02^2 - 34.01^2) + 17.99 \times \sqrt{?} = 1720$**
ⓐ 25 ⓑ 20 ⓒ 400 ⓓ 625

*Exp.* $(52.02^2 - 34.01^2) \div 17.99 \times \sqrt{?} = 1720$

$\Rightarrow (2706.08 - 1156.68) \div 17.99 \times \sqrt{p} = 1720$

$\Rightarrow 1549.4 \div 17.99 \times \sqrt{p} = 1720$ [Let, ? = p]

$\Rightarrow 86.12\sqrt{p} = 1720 \quad \Rightarrow \sqrt{p} = \frac{1720}{86.12}$

$\Rightarrow \sqrt{p} = 19.97 \quad \Rightarrow \sqrt{p} = 20$

$\Rightarrow (\sqrt{p})^2 = (20)^2 \quad \Rightarrow p = 400$

## SECTION – D : GENERAL KNOWLEDGE AND BASIC COMPUTER

**Questions (61–80) : Study the following questions carefully and answer the questions given below.**

**61. The market condition when goods and services are not freely available and thus the prices are relatively high is called.**
ⓐ seller's market ⓑ rights issue
ⓒ sinking fund ⓓ recession

**62. The longest rail line of the world, Trans-Siberian line, is in—**
ⓐ China ⓑ Russia ⓒ USA ⓓ Saudi Arabia

**63. The lower limit of perpetual snow in mountains such as the Himalayas is termed as the —**
ⓐ tree line ⓑ timber line
ⓒ boundary line ⓓ snow line

**64. The significance of peace is denoted by which of the following symbol?**
ⓐ Olive branch ⓑ Green light ⓒ Lotus ⓓ Red flag

**65. Radio link is a tool of breaking communication in a —**
ⓐ WAN area ⓑ Remote area ⓒ LAN area ⓓ VAN area

**66. A commonly used graphic format for the Web is —**
ⓐ GIF ⓑ TXT ⓒ BMP ⓓ TIF

**67. What is a portion of a document in which you set certain page formating options?**
ⓐ Page Setup ⓑ Page ⓒ Section ⓓ Document

**68. Which key will open an Open dialogue box?**
ⓐ Ctrl + F12 ⓑ F12 ⓒ Alt + F12 ⓓ Shift + F12

**69. Which of the following keyboard shortcut can be used for creating a chart from the selected cells?**
ⓐ F10 ⓑ F11 ⓒ F4 ⓓ F2

**70. Which of these toolbars allows changing of Fonts and their sizes?**
ⓐ Standard ⓑ Print Preview
ⓒ Formatting ⓓ None of these

**71. Identify the volatile storage device amongst the following devices?**
ⓐ ROM ⓑ Hard disc ⓒ Magnetic tape ⓓ RAM

**72. Web site's main page is called its—**
ⓐ Homepage ⓑ Browser page
ⓒ Search Page ⓓ Bookmark

**73. What is a protion of a document in which you set certain page formatting options?**
ⓐ Page ⓑ Section ⓒ Document ⓓ Page Setup
ⓐ Page ⓑ Section ⓒ Document ⓓ Page Setup

**74. To open an existing workbook, click the Open button on the — toolbar?**
ⓐ Form ⓑ Drawing ⓒ Standard ⓓ Formating

**75. Which of the following requires computer memory in large amounts?**
ⓐ Imaging ⓑ Graphics ⓒ Voice ⓓ All of above

**76. In which year a resolution Uniting for Peace was adopted by UN General Assembly?**
ⓐ1960 ⓑ1965 ⓒ1950 ⓓ1980

**77. Name the instrument used to measure relative humidtity?**
ⓐ Hygrometer ⓑ Hydrometet
ⓒ Baromete ⓓ None of these

**78. Queensland and Northern Territory Aerial Service is an International Airline of—**
ⓐ Afghanistan ⓑ Belgium ⓒ East Africa ⓓ Australia

**79. The branch of science that studies cells is called.**
ⓐ entomology ⓑ cytology
ⓒ bomoplasty ⓓ bormonology

**80. The chemical name of vitamin B is—**
ⓐ nicotinacpide ⓑ riboflavin
ⓒ thiamine ⓓ ascorbic acid

উত্তরমালা

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 ⓑ | 56 ⓓ | 57 ⓐ | 58 ⓓ | 59 ⓑ | 60 ⓒ | 61 ⓐ | 62 ⓑ | 63 ⓓ | 64 ⓐ | 65 ⓑ | 66 ⓐ |
| 67 ⓒ | 68 ⓐ | 69 ⓑ | 70 ⓒ | 71 ⓓ | 72 ⓐ | 73 ⓑ | 74 ⓒ | 75 ⓓ | 76 ⓒ | 77 ⓐ | 78 ⓓ |
| 79 ⓑ | 80 ⓒ | | | | | | | | | | |